পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা।

অথবা

আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

(সম্পূর্ণ নয় ; ১৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)

শ্রী ভুবনমোহন শর্ম্মা।

সম্বৎ ১৯৬৬—ইং ১৯১০।

PRINTED. BY L. TRIPATHI AT THE KASHI PRESS,
BENARES CITY.

750 COPIES

PRESENTED.

To ....

Bangiya Sahitya Parisad

Calcutta

By the humble Compiler.

1910.

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়॥

পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা।

অথবা

আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

AN ELEMENTARY TREATISE CONCERNING THE PHILOSOPHY RELIGION AND HISTORY AS CONTAINED IN THE PURANAS.

Printed by L. Tripathi,

AT THE KASHI PRESS,

Benares City.

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়।
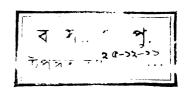
পুরাণদর্শনসূত্র উপক্রমণিকা।

আদি তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ নারায়ণপরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ।

ঐকান্তিক পরম ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক

প্রস্তাব।

পুরাণোক্ত প্রগাঢ় রূপকাবৃত সারবাক্য ইতিহাস ইত্যাদির গূঢ় প্রকৃত মর্ম্ম
ও যথার্থ কাল নিরূপণার্থ অনুশীলন।

উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের নিরাকারত্ব—সাকারত্ব ও পুরুষ—প্রকৃতি তত্ত্ব; ওঁকার পূর্ণব্রহ্ম বা অবতার আদির সমালোচনা। নির্ব্বাণ ও জন্ম জন্মান্তর এবং আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ বিচার। সকাম-বা প্রবৃত্ত ও নিষ্কাম-বা নিবৃত্ত-ধর্ম্ম, এবং কর্ম্ম-ও জ্ঞানমার্গের প্রভেদ নির্ণয়। যুগাদির দৈব বা জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক-কাল নিরূপণ। তীর্থাদি ও পাপ পুণ্যের আলোচনা; ইত্যাদি।

প্রার্থনা।—প্রস্তাবকারী বিদ্যাহীন, হ্রস্ব-সামর্থ্য বৃদ্ধ। এ বয়সে দেহের যেমন মাংস লোলিত ও রক্ত নিস্তেজ হইতেছে সেই সঙ্গে মন বুদ্ধি মেধাদির সামান্য স্বাভাবিক শক্তিও হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় এত গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কেবল জ্ঞানী মহোদয়গণের সাহায্যের ভরসায়। অতএব সংস্কৃতজ্ঞ দেশীয়-ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞ মহাত্মগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা প্রস্তাবকারীর অজ্ঞতা, অশুদ্ধ-উচ্চ বা উগ্র শব্দ ও ভাষাদোষ আদি অনুকম্পা পুরঃসর মার্জ্জনা করতঃ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক যাথার্থ্য, নির্ণয় পক্ষে সহায়তা করিয়া সাধারণের হিতসাধনে সহযোগী হয়েন।

গুটিকত শাস্ত্রীয় চলিত কথা।

চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ "পুরুষার্থ চতুষ্টয়":—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

ধর্ম্ম।

"কোধর্ম্মো ভূতদয়া" "ধর্ম্ম কি"? উত্তর—"প্রাণী সকলে দয়া"।

"ধর্ম্মমূলাদয়াস্মৃতা" "দয়াই ধর্ম্মের মূল"।

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে কয়।"

"এক কর্ম্ম আছে এই সর্ব্ব সারাৎসার। কেবল জানিবে মাত্র পর উপকার॥"

"পুণ্যং পরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং।"

অর্থ।

"(যাহা প্রার্থনা করা যায়) ধন ঐশ্বর্য্য"।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

কাম।

"কামনা অভিলাষ।" ষড়রিপু:—"কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য।"

হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন, অর্থ ব্যবহার ও অর্থরক্ষণ এবং কাম বা অভিলাষের চরিতার্থতা সাধন, জীবের অহিতকর অর্থাৎ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নয়; কেবল তদবস্থায় 'অর্থ' ও 'কাম' চতুর্ব্বর্গ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

মোক্ষ।

মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত।—

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবাচ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্ম্মণাম্।
কিঞ্চিচ্ছে্রয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

ধন্নামেষাস্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাংপ্রেত্য চেহ চ।
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥

বৈদিকে কর্ম্ম যোগেতু সর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ ॥"

অর্থাৎ,—"বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরু-সেবা— এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন। (ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন) এই সকল শুভকর্ম্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা মোক্ষসাধন? (ভৃগু উত্তর করিলেন) এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যারমধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। উপস্থি-উক্ত ছয়টী মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে বৈদিক কর্ম্ম—আত্মজ্ঞানই কি ইহকাল, কি পরকাল সর্ব্বদা শ্রেয়স্করতর জানিবে। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারাও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ।"

মোক্ষোপায় ছয়টী।

(১) বেদাভ্যাস।—

"ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥"

অর্থাৎ—" বেদকে বেদ বলা যাইতে পারে না, পরন্তু নিত্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই বেদ বলা যাইতে পারে। যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে রত তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ।"

(২) তপস্যা।—

"(তপস্+য (ক্যপ্), অ-ভা, আপ্—স্ত্রীং) সং.স্ত্রীং, তপঃ, পুণ্যোদ্দেশে ক্লেশজনক কর্ম্ম, ক্লেশ সহনাভ্যাস, ধর্ম্মসঞ্চয়।‘স্বাধ্যায় রূপ তপঃ’ ‘সময়রূপতপঃ’ এবং ‘মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপ তপঃ’ এই তিন প্রকার তপস্যা। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বে-দাদি পাঠ, সময় অর্থাৎ নিয়মাদি পালন, এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায়না।"

(৩) ইন্দ্রিয়সংযম।—

"(ইন্দ্রিয়—সংযম) সং, পুং, ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা, ইন্দ্রিয়জয়"।

(৪) গুরুসেবা ।—

"ন মিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্‌দৃষ্টং পরমং পদম্" ॥

অর্থাৎ "যৎকর্তৃক পরম পদ দর্শিত হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পিতা, পুত্র, বন্ধু, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না।"

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্‌গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ "'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার ও 'রু' শব্দের অর্থ তাহার নিবারক। অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরুনামে অভিহিত।"

(৫) অহিংসা ।—

"(অ—হিংসা ক্ষতি) সং, স্ত্রীং, হিংসাভাব, বাক্য, মন এবং কায় দ্বারা পরপীড়াবর্জ্জন, প্রাণীপীড়া নিবৃত্তি, অশাস্ত্রীয় প্রাণিপীড়নাভাব। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" (স্মৃতি) কারও অনিষ্ট না করা, পরের মন্দ চেষ্টায় না থাকা।"

(৬) "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" ।—

'আত্মা',—"আত্মন্, আ—অৎ সতত গমন করা + মন্—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, আপনি, স্বয়ং। স্বরূপ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা। "আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ।" "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ।" "কথম্ আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃ জ্যোতিঃ-পুরুষঃ।" জীব, জীবাত্মা।"

'পরমাত্মা',—"(পরমাত্মন্, পরম—আত্মন ঈশ্বর, য়ং—স) সং, পুং, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। বেদান্তমতে (আত্মা দ্বিবিধা; জীবাত্মা পরমাত্মা চ) আত্মা দ্বিবিধ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা"।

'আত্মজ্ঞ' অর্থে,—"(আত্মন্—জ্ঞা জানা + অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, পরমাত্মজ্ঞানী; যথা—"আমি সেই সনাতন আত্মজ্ঞ কেশবের শরণাপন্নহই।" যে আপনাকে জানে, যে আপনার দোষ, গুণ, ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে, আত্মবেদী। পণ্ডিত, বুধ।"

'আত্মজ্ঞান' অর্থে,—"(আত্মন—জ্ঞান) সং, ক্লীং, যথার্থরূপে আত্মার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই মোক্ষসাধন, পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-স্বরূপ পরিজ্ঞান।"

"সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥"

অর্থাৎ,—"সর্ব্বকালে সর্ব্বতীর্থে পবিত্র হইয়া ভ্রমণ করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয় তাহাও ব্রহ্মজ্ঞান জনিত ফলের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্য নহে।"

"তত্ব বা তত্ত্ব (তদ্ + ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, ঈশ্বর"।
"তত্ত্বজ্ঞানী,—যাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানী"।

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিতম্ ॥"

অর্থাৎ,—"অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি হয় ও সেই অব্যক্ত হইতেই ধ্বংস হয়, এবং সেই সৃষ্টি সংহার বিহীন (অনাদি, অনন্ত) ব্রহ্মজ্ঞানও অব্যক্ত"।

"এই সজীব ও নির্জ্জীবাত্মক সমস্ত বিশ্ব এক (অব্যক্ত নিরাকার) পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে;" সেই নিরাকার ঈশ্বর হইতেই ধ্বংস হয়, এবং সেই অনাদি অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের দ্বিতীয় অর্থাৎ সমান নাই; "একমেবাদ্বিতীয়ং";-কিন্তু চেতন প্রাণী সকলই সৃষ্ট, সকলেরই আকার বা দেহ আছে, সকলেরই বিনাশ আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিশেষ কিছু নাই, সকলই সমান। যে ব্যক্তির এই পরম জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী।

"যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানংপদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥"

অর্থাৎ—"যদবধি ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, তদবধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণ ও কুল থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত বর্ণ কুল বিদূরিত হয়।"

মুক্তি—"দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন শূন্যত্ব।"

"জীবন্মুক্ত—যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়াছে।" জীবনের সুখভোগ লালসা যাঁহার নাই এবং শোকে ও দুঃখে যিনি ব্যথিত হন না, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য শরীরস্থ ষড়রিপুকে যিনি জয় করিয়া বিকার ও হিংসা বর্জ্জিত হইয়াছেন এবং অধর্ম্মাচরণে যাঁহার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥"

অর্থাৎ,—"যে লোক পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ও পরের দ্রব্যকে শুষ্ক মৃৎপিণ্ডের তুল্য ও সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত;" ("পণ্ডা + ইত বিদ্বান, প্রাজ্ঞ") অর্থাৎ জ্ঞানী। এই জ্ঞানই হিংসার বিরোধী এবং 'সম্পূর্ণ অহিংসা প্রবৃত্তি প্রদায়ক'। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। 'অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্তির' এবং "জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম (ধর্ম্মাচরণের) বা নিবৃত্ত কর্ম্মের" অবশ্যম্ভাবী ফল 'মোক্ষ'।

"রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্ক। ৩০ অ। ২৬শ্লো)

["বলরাম সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া পরম পুরুষের চিন্তারূপ যোগ অবলম্বনে আত্মার আত্মা যোজনা করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।"]

বৈদিক সন্ধ্যাবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রার্থনা করিতে হয়,—"পরকালে (আমাদের 'আত্মা' অর্থে) আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও।"

"সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞান পূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥"

অর্থাৎ,—"বৈদিক কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার; প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তি-লাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে;' কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম, তাহাকে 'নিবৃত্ত কর্ম্ম' বলে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ (পুনর্জ্জন্ম হয় না) মোক্ষ লাভহয়।" (মনুসংহিতা)

"ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সাকারশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—"আমাদের দেহ মধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে যে গুলি সাকার তাহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু নিরাকারের বিনাশ হয় না।"

" নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ॥"

অর্থাৎ,—" যে ব্যক্তির মন নিরাকার, সে-ই নিরাকারের সমান হয়, এই হেতু সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত সাকার পরিত্যাগ করিবে।"

" যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥"

অর্থাৎ—" যাহার যাদৃশ ভাবনা তাহার তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হয়।"

" মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপাং বলিক্রিয়াম্।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্‌বুধঃ ॥"

অর্থাৎ,—" জ্ঞানী ব্যক্তি, মন্ত্র, পূজা, তপঃ, ধ্যান, হোম, জপ, বলিকর্ম্ম, সন্ন্যাস ও এই প্রকার সমস্ত লৌকিক কার্য্য পরিত্যাগ করেন।"

" একংভূতংপরংব্রহ্ম জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনোযস্য তস্যমুক্তির্নজায়তে ॥"

অর্থাৎ,—" এই সজীব ও নির্জীবাত্মক সমস্ত বিশ্ব এক পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তির মনে নানা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার মোক্ষ হয় না ॥"

" একমূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনোযস্যতস্যামুক্তির্নজায়তে ॥"

অর্থাৎ,—" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাই এক মূর্ত্তি।" এই বিষয়ে যাঁহার মন নানা ভাবাপন্ন তাঁহার মোক্ষলাভ হয় না।"

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥"

অর্থাৎ,—" মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষসাধনী হয় তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে।"

" মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তারীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসাজ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥"

অর্থাৎ,—" মৃন্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময়, বা কাষ্ঠাদিময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করতঃ ক্লেশ পায়; কেননা তাহারা তপঃসম্ভূত (মর্ম্মার্থে নিগূঢ় আন্তরিক অনুশীলন সমুদ্ভূত) তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-লাভ করিতে পারে না।"

"বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিণঃ।
সন্তিচেৎ পন্নগামুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥"

অর্থাৎ,—" যাহারা বায়ুমাত্র আহার কিম্বা পর্ণ আহার, অথবা কণ-ভক্ষণ বা জলমাত্র পানরূপ ব্রত ধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী, জলজন্তু—ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে।"

"উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥"

অর্থাৎ,—"'ব্রহ্মসদ্ভাব' মর্ম্মার্থে ব্রহ্মে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তিভাবই উত্তম। ধ্যানভাব (" অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানধারা ") মধ্যম। স্তব ও জপভাব অধম। বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম।" [ধ্যান অর্থে,—" চিন্তা, এক বিষয়ক জ্ঞানধারা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ।"]

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনং॥
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতিসঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্ক। ২৯ অ। ১৭। ১৮ শ্লো)।

অর্থাৎ,—" আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমা পূজা করতঃ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতের আত্মা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে সে ভস্মে ঘি ঢালে॥"

মন্তব্য

[শাস্ত্র--নিষিদ্ধ 'প্রতিমাপূজা' হিন্দুস্থানের কুত্রাপি নাই বলিলেই হয়; কেবল বঙ্গদেশে এবং অপর যে যে স্থানে বঙ্গবাসীরা সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; সেই সেই স্থানে, ছাগ মেষ মহিষ আদি বলিদান * (বধ) সহ নানা প্রতিমূর্ত্তির পূজা আছে। বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে মাটির বা

* বলি দশবিধ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—" মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা, শল্লকী শশকো গোধাকূর্ম্মঃ খড়্গী দশস্মৃতাঃ "।

পাথরের শিবলিঙ্গ-পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেই এবং তীর্থস্থানের যে পল্লিতে বাঙ্গালিরা বাস করেন-তথায়ই, পাথরের শিবলিঙ্গ ও প্রস্তর-বা ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি (মন্দির সহ) প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বঙ্গের অনেক স্থানে শ্রীচৈতন্য দেবের এবং তাঁহার স্বর্গীয় সহচরগণেরও মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধের অঙ্গ ' বৃষোৎসর্গ ' অর্থাৎ " বৎসতরের নিতম্বদেশে (লোহা পুড়াইয়া) ত্রিশূলচক্রাঙ্কিত করিয়া বৃষত্যাগরূপ শ্রাদ্ধ বিশেষ ।" আদ্যশ্রাদ্ধের আড়ম্বরও বঙ্গদেশের তুল্য অন্যত্র নাই। বিধবার পুনর্বিবাহ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র ত আছেই, ভারতের অন্যত্রও এক প্রকার (সাধারণ বর্ণ মধ্যে) প্রচলিত আছে-বলিতে হইবে; কেবল বঙ্গপ্রদেশে নাই। বিধবার নিরম্বু একাদশ্যুপবাস বঙ্গেই আছে, আর কুত্রাপি নাই। নববিধবার (স্বামীশব) ' সহমরণ ' বঙ্গদেশেই ছিল, এক্ষণে রাজ-আজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের বিরোধী বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় যেরূপ বঙ্গে আছে, তদ্রূপ অন্য প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হয় না।]

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

** বৃদ্ধ সম্পাদকের আর সামর্থ্য নাই। পুস্তকের শেষ ভাগ (অনুমান ৭০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইল না রহিয়া গেল।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়

অশুদ্ধিপত্র।

[য স্থানে য, বা য স্থানে য এবং উ ঊ ু ূ ও যুক্তাক্ষরে অনেক ভুল আছে, তৎ সমুদয় এ পত্রে দর্শিত হইল না।]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯ম	সমান্ত	সামান্ত
২	১৫শ	অন্তাপিও	অন্তাপি
	২১শ	বংশানুচবিতের ও	বংশানুচরিতেরও
	২৬শ	হওক	হউক
৩	১২শ	হুইয়াছে	ঘটিয়াছে
	১৪শ	পরিবর্জ্জিত	অপবর্জ্জিত
	১৬শ	পুনরুক্তি ও	পুনরুক্তিও
	১৭শ	রামায়ণের ও	রামায়ণেরও
	২৫শ	পুরাকালীয়	পুরাকালীন
	২৭শ	পুরাবৃত্য	পুরাবৃত্ত
৪।১	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য
৪।২	১ম খণ্ড-১২শ	বেন	বেণ
৭।১	১ম খণ্ড-১২শ	যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে ভীম, পবন হইতে অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে ২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে যমজ নকুল সহদেব } অশ্বিনী দ্বয় হইতে	যুধিষ্ঠির-(ধর্ম্ম হইতে), ভীম-(পবন হইতে), অর্জ্জুন-(ইন্দ্র হইতে); ২য় পত্নী মাদ্রীগর্ভে (যমজ) নকুল সহদেব } অশ্বিনী কুমার-দ্বয় হইতে।
৭।২	৩য় খণ্ড-১৯শ	ঐ	ঐ
৭।১	টীকা-১ম	মূলানুসরণত	মূলানুসরণতা
৮	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
	২য় খণ্ডা–৩য়	প্রতি জরৎ কারু	প্রতি জরৎকারু
	৫ম খণ্ডা–৩য়	অঙ্গুষ্ট	অঙ্গুষ্ঠ
৯	৫ম খণ্ডা-২য়	(ককুৎস্য)	(ককুৎস্থ)
১০	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
	৫ম খণ্ডা-৬ষ্ঠ	ত্রর্য্যারুণ	ত্রর্ব্যারুণ
১২	১ম-২য় খণ্ডার শিরোনামা ৩য়	অভ্যস্ত ও	অভ্যস্তও
১৩	২য়	অনৈক্যতা	অনৈক্য
	১ম খণ্ডা-১ম	শ্বস্থর	শ্বশুর
	৪র্থ খণ্ডা-১ম	ইক্ষাকু	ইক্ষ্বাকু
১৪	৪র্থ খণ্ডা-১ম	১১ শ্রীপতিবন্ধক	১১ শ্রীপ্রতিবন্ধক
	টীকা-১ম	গঙ্গাবাদে	গঙ্গানুবাদে
১৫	৩য়	মামে	মাঘে
	১৭শ	জ্যেষ্টার	জ্যেষ্ঠার
	১৮শ	সকলে	সকলকে
১৬	১০ম	দ্বীপ	দীপ
১৮	১ম	তঁাহার	তাঁহার
	২৫শ	অন্ধকারময়	অন্ধকারময়ই
	২৭শ	মহোদয়গণেরাও	মহোদয়গণও
১৯	৪র্থ	ঋষিগণেরা	ঋষিগণ
	২৩শ	তাৎপার্য্য	তাৎপর্য্য
	২৪শ	জীব । বীজ	জীব-বীজ
২১	১০ম	ব্রহ্মাকে	ব্রহ্মকে
	১৫শ	উচ্চারণ হৈ	উচ্চারণেই
২২	১৪শ	কিনয় ?	আবারকে ?

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৭ম	কালীদাস	কালিদাস
২৫	১১শ	সূর্য্যোদয়কালীয়	সূর্য্যোদয়কালীন
	১১শ।১২শ	সৃষ্টিরআরম্ভ কালীয়	সৃষ্টির আরম্ভকালীন
	১২শ	মধ্যকালীয়	মধ্যকালীন
	১৩শ	সূর্য্যাস্ত কালীয়	সূর্য্যাস্ত কালীন
	ঐ	সৃষ্টি-লয়-কালীয়	সৃষ্টি-লয়-কালীন
	২৯শ	তাৎকালীক	তাৎকালিক
২৬	৩য়	ধরেণ	ধরেন
	১৪শ	এ খানে	এখানে
	১৬শ	স্ত্রী	স্ত্রীত্ব
	শেষপং	রাত্রী	রাত্রি
২৭	৯ম	তদনুগামি	তদনুগামী
২৮	৭ম	কল্পনা কালীয়	কল্পনাকালিক
২৯	টীকা—৩য়	কালীদাস	কালিদাস
৩১	২১শ	প্রণিত	প্রণীত
৩২	২৮শ	জায়না	যায় না
৩৫	২৩শ } ২৪শ }	নয়, তাহা হইলে,	হইলে,
৩৬	৭ম	বা ২০	বা ২।
৪৪	২য় খণ্ড।৭২০ অঙ্কের ছত্রে }	১৪৬	১৮৬ .
৫০	২২শ	বৃহ্মের	ব্রহ্মার
৫৬	২৬শ	অস্ত স্ত্রেত্রার	অস্তস্ত্রেতার
৫৯	১ম	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
	২১শ	সংন্ধ্যাংশের	সন্ধ্যাংশের
৬৩	৭ম খণ্ড—১৩শ	শাল	শাল পূঃ
৬৯	২২শ	গঙ্গার অবতারণই	গঙ্গা—অবতারণই
	২২শ	ভাহার	তাহার
৭০	১৪শ	নন	গৌতমখ্যাত গৌতম
	১৫শ	ইনিই	ইনি
	১৬শ	অবতার	অবতার নন
	১৭শ	বা	এবং গৌতম—বুদ্ধকে
৭৩	৩য়খণ্ডার শেষভাগে }	১১ দিবোদাষ	১১ দিবোদাস
৭৪	৪র্থ	সবংরণাৎ	সংবরণাৎ
৭৬	৭ম	কয়িয়া	করিয়া
৮১	২য়	500	550
	২৮শ	মহোদয়ের	মহোদয়গণের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩	১৪শ	কার্ত্তবীর্যাস্তকং	কার্ত্তবীর্য্যাস্তকং
৮৬	২৬শ	সম সময়ে	সমসময়ে
৮৭	২৬শ	পরশূকে	পরশুকে
	২৭শ	পুরষদিগের	পুরুষদিগের
		কীর্ত্তিবাস	কৃত্তিবাস
৮৯	১৯শ	শকাব্দা	শকাব্দ
৯২	২৫শ	পরশূপুর	পরশুপুর
	১৪শ	পূরী	পুরী
৯৪	২২শ	প্রকৃতি	প্রভৃতি
৯৫	২৭শ	স্প্রজ্ঞ	প্রজা
৯৯	১৪শ	লক্ষীর	লক্ষ্মীর
১০০	১১শ	সধ্যাংশ	সন্ধ্যাংশ
১০১	২২শ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
	১৭শ	ব্যাক্ত	ব্যক্ত
	টীকা-২য়	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
	ঐ-৪র্থ	ষষ্ট পরিচ্ছেদের	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের
১০২	৭ম	স্প্রধান	প্রধান
	১২শ	প্রচীন	প্রাচীন
১০৩	৪র্থ	স্প্রায়	প্রায়
	৬ষ্ঠ	তৎস্প্রতি	তৎপ্রতি
		পবিচ্ছেদের	পরিচ্ছেদের
	২২শ	স্প্র কৃতিবাদ	প্রকৃতিবাদ
১০৪	৩য়	সহস্ত্র	সহস্র
১০৫	১৪শ	অমর'কাষে ও	অমরকোষেও
	১৪শ	প্রযোজ্বক	প্রযোজক
১৪১	টীকা-১৩শ	শুক্লাতৃতীয়ার	শুক্লা প্রতিপদের
	১৪শ	শুক্লাপ্রতিপদের	শুক্লাতৃতীয়ার
১৫৫	৬ষ্ঠ খণ্ডা ১ম	৬৮৯ পূর্ব্বে	৬৮৯ সম্বতে
	৭ম খণ্ডা ১ম	৬৩২ পূর্ব্বে	৬৩২ খৃষ্টাব্দে
	৮ম খণ্ডা ১ম	৫৫৪ পূর্ব্বে	৫৫৪ শকে
১৫৮	২০শ	২৫,, ৩৩,, ৪৭ চান্দ্রমাস এবং ৬২,, ১৪,, ৩০ গত	চান্দ্রমাস এবং ২৫,, ৩৩,, ৪৭ ৬২,, ১৪,, ৩০ গত
	২১শ	৩৯,, ৩,, ৩৯	৫৯,, ৩,, ৩৯
১৫৯	টীকা ৪র্থ	২৯+৬+	২৯+৬+
১৬০	২৬শ	ছিলেন ন	ছিলেন না
১৭১	২১শ	পুনজ্জন্ম	পুনর্জ্জন্ম

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

পুরাণ দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানব আত্মার উচ্চ শক্তি দ্বারা ভাষা ইত্যাদির উৎপত্তি।

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ও প্রাণি-সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অসীম গুণের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র রেণুকণা সদৃশ যে মন বুদ্ধি মেধা আদির উচ্চশক্তি ও তদুপযোগী দেহের আকার প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহ, চেতন প্রাণী মধ্যে—মনুষ্যগণকে দিয়াছেন, সেই মহীয়সী—শক্তির প্রভাবেই মানবেরা তাঁহাদের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ আদিমকালে যে যে স্থানে একত্র একজাতিভাবে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে প্রয়োজনীয় বাক্য দ্বারা মৌখিক ভাষা উৎপন্ন করিয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার ঐ মহতীশক্তির গুণে ইহাঁরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি অলূপ কাল মধ্যে,—অপর কোন সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ নিজ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ জ্ঞাপক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় গোচর পদার্থ-সমূহের ও মাতা-পিতার মৌখিক ভাষার যথার্থ জ্ঞান,—উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ ক্ষমতা সমান্য নহে। ইহারই বলে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী মানব-দিগের অবস্থাভেদে পরস্পরের সম্মিলনে, সাহায্যে বা দৃষ্টান্তে কোন দেশে অগ্রে কোন দেশে পশ্চাতে বা বিলম্বে অক্ষর ও লিখিত ভাষা উৎপন্ন বা প্রচলিত হইয়াছে। পরে ঐরূপে অঙ্ক, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ আদির সঙ্কেত এবং ক্রমশঃ একাল-পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিদ্যা, যন্ত্র ইত্যাদির উদ্ভাবন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের গৌরব ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের ছোটনাগপুর বিভাগের কোল জাতি-দিগের মধ্যে এখনও মৌখিক ভাষা-মাত্র চলিতেছে। ভারতের অন্যত্র এবং পৃথিবীর অপর স্থানে ঐরূপ অবস্থাপন্ন জাতি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়।

চেতন প্রাণী মধ্যে মানব তাঁহার এই উচ্চশক্তি-সহকারে ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতা ও অপার মহিমা অনুভব করিতে অধিকারী ও সমর্থ হইয়াছেন। গর্ভস্থ ঋষিপুত্রদের 'বেদ-ঋক অভ্যাসের' ও 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভের' উদাহরণ দ্বারা মহাকবি পুরাণকার যেমন মানবের জীবশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক ঈশ্বরদত্ত এই উচ্চশক্তির অসামান্যতার অত্যাশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অত্যুৎকৃষ্ট রচনাপটুতা কার আছে, যে কথার ছলে এমন সহজে হৃদগম্যভাবে বুঝাইতে পারেন, যে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অতুলনীয় ক্ষমতা ও মহিমা উপলব্ধিকরণোপযোগী (অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানিবার) শক্তির প্রভাবেই

মানব জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পুরাণকার এত উচ্চ কবিত্বে ও শ্রেষ্ঠ-রচনায় জগদ্বিখ্যাত না হইবেন কেন? আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেক মনুষ্য এমন আছেন যাঁহারা পুরাণোক্ত ঋষিপুত্র-সম বিনা উপদেশে শৈশবে দূরে থাকুক, আজীবন পুরাণাদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? যেমন কোন বস্তু, যাহার আকার আছে, দৃষ্টি-পথে পড়িলেও মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; কোন কথা,—যাহার আকার নাই—অন্যমনস্ক অবস্থায় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা অনুধাবন করা যায় না; দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য হইলে যেমন কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অনুভব হয় না; নাসিকা ক্লেদপূর্ণ থাকিলে যেমন কোন গন্ধ নাসিকারন্ধ্রে, প্রবেশ করিলেও তাহা জানা যায়না সেইরূপ মানবের স্বাভাবিক নির্ম্মল ধীশক্তির অবিচলিত সংযোগ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই প্রকৃত অর্থাৎ অবিকৃত ও সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারেনা।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারত পুরাণ আদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তদুক্ত সার বাক্যাদির গূঢ় মর্ম্মার্থ অবধারণের উপায় অনুসন্ধান।

"পুরাণ" শব্দের অর্থ বিশেষণে প্রাচীন বা পুরাকালীন। সংজ্ঞায় সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রতিরূপ সৃষ্টি), বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ বিশেষ। পুরাণ ১৮ খানি— ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, পদ্ম, ভাগবত, স্কন্দ, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বামন, লিঙ্গ, বরাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

পূর্ব্বকালীন (Magna Græcia) মহাগ্রীস্ ও এক্ষণকার (Great Britain) মহাব্রীটেন্ যেরূপ আখ্যান অনুমান হয়, মহাভারত গ্রন্থের নামও তদ্রূপ অর্থ সম্ভূত। এ গ্রন্থে পুরাণ লক্ষণ সর্গ, প্রতিসর্গ ও মন্বন্তর সম্পূর্ণ রূপেই আছে; বংশ এবং বংশানুচরিতের ও অভাব নাই। এতদ্ব্যতীত বেদ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপদেশও আছে। পুরাণে আর আর যে সকল সারকথা পাওয়া যায়, তাহাও ইহাতে আছে। বঙ্গীয় অতি প্রাচীন পণ্ডিত ৺কৃত্তিবাস তাঁহার কৃত বাল্মীকিরামায়ণের পদ্যানুবাদে মহাভারত ভারতপুরাণ রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও প্রকাশ আছে যে মহাভারত প্রথমে, পুরাণ সকল তৎপরে, একই ঋষিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। মহাভারত পুরাণ আখ্যাত না হওক পঞ্চমবেদ বা পুরাণেতিহাস নামে খ্যাত হইলেও পুরাণ আলোচনায় এ গ্রন্থ পরিত্যাজ্য হইতে পারেনা।

আর্য্যাবর্ত্তে যখন অক্ষর ও লিখনের প্রচার হয় নাই কিম্বা লিখিত ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়নাই, কেবল মৌখিক কথিত ভাষা প্রচলিত ছিল, তৎকালে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যেমন 'শ্রুতি' (শুনা) 'স্মৃতি' (স্মরণ) দ্বারা অর্থাৎ লোকপরম্পরায় শুনিয়া মুখস্থ চলিয়া আসিতেছিল, সে সময়ের বংশ, বংশানুচরিত ও অপর ঐতিহাসিক ঘটনা সকলেরও তদ্রূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ ছিলনা। ব্যক্ত আছে 'মহাভারত' পুরাণ আদি, বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, পরাশরের পুত্র বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বা প্রণীত হইয়াছে। এ অবশ্য লিখন আরম্ভের অনেক পরে। "ভারত ছাড়া কথানাই" কিম্বা "যা নাই 'ভারতে' তা নাই ভারতে" এই যে শুনা যায়, তা সত্য; মহাভারত পুরাণ আদিতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দেহতত্ব, ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস ইত্যাদি সকলই আছে; সুতরাং তখন লিখিত ভাষার এবং নানা বিস্তার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহনাই। ভারত পুরাণ আদি প্রণয়নের পূর্ব্বে কালাতিপাত হেতু লোকপরম্পরায় শ্রুত বৃত্তান্তসকলের যে অনেক পরিমাণে ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই। এই গ্রন্থ সমূহে পরেও কত পরিবর্ত্তন বা নূতন কথা, উপন্যাস আদির সন্নিবেশন হইয়াছে নিশ্চয় বলা যায়না। আবার ইতিমধ্যে এবৃহৎ পুথি সমূহের প্রতিলিপি ও তদনুকরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় পৃথক্ ২ অক্ষরে পুনঃ পুনঃ হওয়ায় নানাবর্ণ, শব্দ, পঙক্তি আদি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সকল প্রতিলিপির প্রতিলিপিই এক্ষণে মূলগ্রন্থ স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। তজ্জন্যই ভারত পুরাণ আদির মূলের এত বিভিন্নতা এবং স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকারের পুনরুক্তি ও পাওয়া যায়। অধুনা শুনা যাইতেছে কেবল বঙ্গ প্রদেশেই ২৭ প্রকার মহাভারতের মূল পাওয়া গিয়াছে। পুরাণ সকলের এবং রামায়ণের ও মূলের এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। পরন্তু সংস্কৃত এক্ষণকার কোন প্রদেশেরই কথিত ভাষা নয় অনুমান হয়। এ ভাষার ব্যাকরণ, শব্দ বিন্যাস, শব্দ ব্যাখ্যা আদি অতি কঠিন। ইহা শিখিবার প্রণালীও বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সহজ হয় নাই। এমনকি ব্যাকরণ ও অভিধান অভ্যাস করিতে করিতে অনেক যুবার দিন কাটিয়া যায়। হয়ত ভাষায় অধিকার নাহইতে হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের জন্য স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ বা ন্যায় শিখিতে আরম্ভ করিতে হয়। ফল কথা, এই আদরণীয় প্রাচীন ভাষার সম্যক জ্ঞান অতি বিলম্বে কষ্টে লভ্য। এজন্য ইহার উপযুক্ত অনুবাদক বিরলবলিলেও বলাযায়। পণ্ডিত মহোদয়দিগের ইহাও অবিদিত নাই যে জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দেহতত্ব ও দর্শন, * ভারত পুরাণাদির মূল ভিত্তি ও স্তরে স্তরে গ্রথিত; কিন্তু পুরাকালীয় বৃত্তান্ত সমন্বিত এই ব্যাসকৃত গ্রন্থাবলী এত বিস্তারিত এবং এত বিপর্য্যয় রূপকাবৃত উপাখ্যান দ্বারা বিন্যস্ত যে উল্লিখিত বিবিধ শাস্ত্রে ও প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট দেশের পুরাবৃত্ত,-অভিজ্ঞতা-সহ বিশেষ আলোচনা ব্যতিরেকে কেবল অনুবাদ দ্বারা তদুক্ত সার বাক্যের গূঢ় মর্ম্মার্থ এবং ঘটনা সকলের যথার্থ কাল উপলব্ধি করা অতি কঠিন, দুঃসাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না।

---

*যোগ দর্শনের অন্তর্ভূত।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

তৃতীয়

ভারত পুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে

(১) পঞ্চ পাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন)	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদ প্রায় ৩৬,৩৭ বৎসর পূর্ব্বের)	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
ব্রহ্মা	প্রচেতা ১০ পুত্র (রাক্ষস হওয়ায় পিতৃমুখাগ্নি দ্বারা ধ্বংস হয়েন)	
মরীচি	ও দক্ষ	দক্ষ
	১০০০ পুত্র ও ৫০ কন্যা (ইহাঁদের পুত্রিকা করতঃ ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে বিবাহ দেন।)	অদিতি
কশ্যপ		
সূর্য্য	১২ আদিত্য, ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান	বিবস্বান
১ বৈবস্বত	১ বৈবস্বত মনু ও যম মানবজাতি তন্মধ্যে বেণ, ধৃষ্ট,	মনু
২ ইলা গর্ভে বুধের ঔরসে	২ নরিষ্যন্ত নাভাগ ইক্ষ্বাকু আদি ১০ পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী (আরও ৫০টী পরস্পরে বৈরীভাব অবলম্বনে বিনষ্ট হন)	ইলা
৩ পুরূরবা	৩ ইলা হইতে পুরূরবা (১৩ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, মহর্ষিগণের শাপে সমস্তই বিনষ্ট প্রায় হন) (উর্ব্বশীগর্ভে)	পুরূরবা
৪ আয়ু	৪ আয়ু, ধীমান, অমাবসু আদি ৬ পুত্র	আয়ু

পরিচ্ছেদ।

অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ।

বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি?)

বংশ পরিচয়।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জন্মেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব। (বশিষ্ঠের পৌত্র-বেদব্যাসের পিতা-পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)
প্রচেতা		
১০ পুত্র (পুণ্যাত্মা সাধুশ্রেষ্ঠ মুখাগ্নিতে বৃক্ষ ও ওষধি দগ্ধ করেন)		
দক্ষ (ভার্য্যা বীরিণী)	দক্ষ	
১০০০ পুত্র ও ৫০ কন্যা (১০ কন্যা ধর্ম্মকে, ১৩টী মরীচির পুত্র কশ্যপকে ও ২৭টী চন্দ্র কে বিবাহ দেন)	অদিতি	
আদিত্যগণ, ইন্দ্রাদি অমরগণ ও সূর্য্য,	বিবস্বান	
১ যম, মনু হইতে যাবতীয় নর, তন্মধ্যে বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যান, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু আদি ও কন্যা	মনু	
২ ইলা আর ৫০ পুত্র যাঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া বিনষ্ট হন।	ইলা	
৩ পুরুরবা (সাগর বেষ্টিত ১২ দ্বীপই ভোগ করিতেন ঋষিগণের শাপে মর্ত্ত্য-লীলা সম্বরণ করেন)	পুরুরবা	
(উর্ব্বশীগর্ভে) ৪ আয়ু, ধীমান, অমাবসু আদি ৬ পুত্র	আয়ু	

(১) পঞ্চপাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন)	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদ প্রায় ৩৬,৩৭ বৎসর পূর্ব্বের)	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
৫ নহুষ	(স্বর্ভানবীরগর্ভে) ৫ নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা আদি ৪ পুত্র	নহুষ
৬ যযাতি	৬ যতি, যযাতি, সংযাতি আদি ৬ পুত্র	৬ যযাতি
৭ পুরু, যদু, তুর্ব্বসু, [হইতে পৌরব] [হইতে যাদব] [হইতে যবন] দ্রুহ্য, অনু [হইতে ভোজবংশ] [হইতে ম্লেচ্ছ]	৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু	৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, [হইতে যদুবংশ] পুরু [হইতে পুরুবংশ]
৩ পুত্র মধ্যে ৮ প্রবীণ (রাজা) +		৮ জন্মেজয় *
৯ মনুষ্য +		৯ প্রাচীন্বান (সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্বদেশ জয় করেন)
		১০ সংযাতি
		১১ অহংযাতি
		১২ সার্ব্বভৌম
		১৩ জয়ৎসেন
		১৪ অবাচীন
		১৫ অরিহ
		১৬ মহাভৌম
		১৭ অযুতনায়ী
৩ পুত্র মধ্যে		১৮ অক্রোধন
১০ সংহনন (রাজা)		১৯ দেবাতিথি
		২০ অরিহ
১১ ৩ পুত্র মধ্যে		২১ ঋক্ষ
মতিনার		২২ মতিনার

বংশ পরিচয়। (চলিতেছে)

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জন্মেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)
৫ নহুষ (রাজা) বৃদ্ধশর্ম্মা আদি ৫ পুত্র	• নহুষ	
৬ যতি, (যোগীহন) যযাতি (রাজা) আদি ৬ পুত্র	যযাতি	৬ যযাতি
৭ যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু (রাজা হইতে পৌরব)	যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু, পুরু (হইতে পৌরব)	৭ পুরু
	৮ জন্মেজয় * [বনে প্রবেশ করেন]	৮ জন্মেজয় *
	৯ প্রাচীন্বান [সুর্য্যোদয়ের অবধি পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশ জয় করেন]	৯ প্রাচীন্বান
	১০ সংযাতি	১০ প্রবীর +
	১১ অহংযাতি	১১ মনস্যু
	১২ সার্ব্বভৌম	১২ অভয়দ
	১৩ জয়ৎসেন	১৩ সুদ্যুম্ন
	১৪ অবাচীন	১৪ বহুরগ
	১৫ অরিহ	১৫ সংপাতি
	১৬ মহাভৌম	১৬ অহংপাতি
	১৭ অযুতনায়ী [অযুত পুরুষমেধ যজ্ঞ করেন]	১৭ রৌদ্রাশ্ব
	১৮ অক্রোধন	১৮ শতেয়ু, ঋতেয়ু আদি ১০ পুত্র
	১৯ দেবাতিথি	১৯ নার
	২০ অরিহ	
	২১ ঋক্ষ	
	২২ মতিনার	

(১) পঞ্চপাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন]	মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অনুবাদ প্রায় ৩৬, ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের]	
চন্দ্রবংশের বিবরণ।	৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।
১২ ৪ পুত্র মধ্যে তংসু		২৩ তংসু
১৩ ঈলিন		২৪ ঈলিন
১৪ ৫ পুত্র মধ্যে দুষ্মন্ত [রাজা]		২৫ দুষ্মন্ত আদি ৫ পুত্র
১৫ ভরত		২৬ ভরত
১ ভূমনু		১ ভূমন্যু
২ সুহোত্র		২ সুহোত্র
৩ হস্তি [ইহাঁ হইতে "হস্তিনা"		৩ হস্তি [ইহাঁ হইতে হস্তিনাপুর]
		৪ বিকুণ্ঠন
৪ অজমীঢ় মহারাজা		৫ অজমীঢ়
৫ সম্বরণ		৬ সম্বরণ প্রভৃতি ২৪০০ পুত্র। [ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বংশ উৎপন্ন করেন।]
৬ কুরু [হইতে কুরুক্ষেত্র]		৭ কুরু
		৮ বিদূরথ
		৯ অনশ্বা
৭ জন্মেজয় * আদি ৫ পুত্র		১০ পরীক্ষিত
৮ ধৃতরাষ্ট্র		১১ ভীমসেন
		১২ প্রতিশ্রবা

বংশ পরিচয়। (চলিতেছে)

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অনুবাদও অল্প দিন পুর্ব্বের]		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।
৭৫ অধ্যায় মতে।	৯৫ অধ্যায় মতে।	জন্মেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব। [বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে]
	২৩. তংসু (সরস্বতীর গর্ভে)	২০ তংসু, অপ্রতিরথ, ধ্রুব, চর,
	২৪ ঈলি	২১ ইলী — কণ্ব
	২৫ দুষ্মন্ত আদি ৫ পুত্র	২২ দুষ্মন্ত আদি ৪ পুত্র — মেধাতিথি [হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ]
	২৬ ভরত	২৩ ভরত
		১ ভরদ্বাজ [বিতথ]
	১ ভূমন্যু	২ ভূমন্যু
		৩ বৃহৎক্ষেত্র, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ,
	২ সুহোত্র	৪ সুহোত্র, উরুক্ষয়, সংকৃতি, শিলি
	৩ হস্তি [ইনি হস্তিনাপুর স্থাপন করেন]	(হইতে হস্তিনানগর) [হইতে গর্গ ও শৈল্য নামে ব্রাহ্মণ]
	৪ বিকুণ্ঠন	কপিল আদি ৩ পুত্র। (পরে ব্রাহ্মণত্ব পায়।)
	৫ অজমীঢ়	৫ অজমীঢ়
	৬ ২৪০০ পুত্র মধ্যে সম্বরণ রাজা	৬ ঋক্ষ
		৭ সম্বরণ
	৭ কুরু	৮ কুরু
	৮ বিদূরথ	৯ জহ্নু
	৯ অনশ্বা	১০ সুরথ
	১০. পরীক্ষিত	১১ বিদূরথ
	১১ ভীমসেন	১২ সার্ব্বভৌম
	১২ প্রতিশ্রবা	১৩ জয়সেন

(১) পঞ্চপাণ্ডবের

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।
[এ পুরাতন অনুবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই ইহা পাঠ করেন]

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

৯ প্রতীপ

১০ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক
[সন্ন্যাসীহন] [রাজা]

গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে

১১ ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য
[অবিবাহিত] [গন্ধর্ব্বেমারিল] [রাজা]

[ইহাঁর দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে ব্যাস হইতে উৎপন্ন]

১২ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,

১৩ দুর্য্যোধন আদি ১০০ পুত্র

পাণ্ডু:
ভোজনন্দিনী ১ম পত্নী কুন্তী গর্ভে
যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে
ভীম, পবন হইতে
অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে
২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে
যমজ নকুল সহদেব } অশ্বিনী দ্বয়হইতে

মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।
[এ অনুবাদ প্রায় ৩৬, ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের]

৭৫ অধ্যায় মতে।

৯৫ অধ্যায় মতে।

১৩ প্রতীপ

১৪ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক
[বনপ্রয়াণ করেন] [রাজা]

গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে [যাঁহার অনূঢ়াবস্থায় পরাশর ঔরসে ব্যাস]

১৫ (দেবব্রত) ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ
(রাজা) (গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত)

ইহাঁর বিধবা পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাস হইতে উৎপন্ন

১৬ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু,

১৭ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, চিত্রসেন প্রভৃতি ১০০ পুত্র

যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব

(মহাভারতের এ দুই গদ্যানুবাদের মূল একই বোধ হয়, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণোক্ত নামেরও

+ এই দুই নাম গদ্যানুবাদে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে; ইহা দ্বারা পদ্যানুবাদেরই সম্পূর্ণ মূলানুসরণত

বংশ পরিচয় । (চলিতেছে)

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুরের গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত । (এ অনুবাদও অল্প দিন পূর্ব্বের)		শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত ।
৭৫ অধ্যায় মতে ।	৯৫ অধ্যায় মতে ।	জন্মেজয় বংশ ও ভরতাদির উদ্ভব । (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসের পিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিত আছে)
		১৪ অযুতায়ু
		১৫ অক্রোধন
	•	১৬ দেবাতিথি
		১৭ ঋক্ষ
		১৮ ভীমসেন
		১৯ দিলীপ
	১৩ প্রতীপ	২০ প্রতীপ
	১৪ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক [বনেগমনকরেন]	২১ দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লিক [বনেগমনকরেন]
	গঙ্গাগর্ভে সত্যবতীগর্ভে [যাঁহারকুমারী অবস্থায় দ্বৈপায়ন পুত্র হয়]	সুরনদীগর্ভে ব্যাসমাতা সত্যবতী গর্ভে
	১৫ (দেবব্রত) ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ (রাজা পুত্রহীন) (গন্ধর্ব্বে বিনষ্ট করে)	২২ ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ • (রাজা পুত্রহীন) (গন্ধর্ব্বে মারিল)
	(ইঁহার বিধবা পত্নী দ্বয়েরগর্ভে দ্বৈপায়ন দ্বারা উৎপন্ন) .	(ইঁহার দুই পত্নী ক্ষেত্রে ব্যাস দ্বারা উৎপাদিত)
	১৬ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু	২৩ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু
	১৭ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ চিত্রসেন প্রভৃতি ১০০ পুত্র	২৪ দুর্য্যোধন দুঃশাসনআদি ১০০ পুত্র
	যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন (যমজ) নকুল সহদেব	১ম পত্নী কুন্তী গর্ভে যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম হইতে ভীম, বায়ু হইতে অর্জ্জুন, ইন্দ্র হইতে ২য় পত্নী মাদ্রী গর্ভে নকুল সহদেব } অশ্বিনী দ্বয় হইতে

গদ্যানুবাদের মূল পৃথক্ দেখা যাইতেছে । মহাভারতোক্ত ও প্রচুর অনৈক্য আছে ।)

বা শুদ্ধতা সপ্রমাণ হইতেছে । *যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামায়ণ পুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ।

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি?)

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়।

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]		§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরেরউক্তি বলিয়া লিপিত আছে
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।
নিরঞ্জন।	নিরঞ্জন।	ব্রহ্মা।	পরব্রহ্ম।	ব্রহ্মা।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কন্যা কন্দিনী (পতিজ্বরৎকারু মুনিপুত্র)	ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কন্যা কন্দিনী (প্রতিজরৎকারু মুনি পুত্র)		ব্রহ্মা	ব্রহ্মা
কন্যা ভানু (পতিজামদগ্ন্য অর্থাৎ পরশুরাম)	কন্যা ভানু (পতিজামদগ্ন্য অর্থাৎ পরশুরাম)			
নারায়ণ, মরীচ	নারায়ণ, মরীচ	মরীচ	মরীচি	দক্ষ প্রজাপতি (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে)
কশ্যপ	কশ্যপ	কশ্যপ	কশ্যপ	অদিতি
সূর্য্য	সূর্য্য	বিবস্বান	সূর্য্য	সূর্য্য
১ মনু	মনু	১ বৈবস্বত মনু (এই মনুই ১ম প্রজাপতি)	১ মনু (ইনি পূর্ব্বতন প্রজাপতি ছিলেন)	১ মনু (ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে)
		২ ইক্ষ্বাকু * (অযোধ্যার আদি রাজা)	২ ইক্ষ্বাকু *	২ ইক্ষ্বাকু *
		৩ কুক্ষি	৩ কুক্ষি	

২	সুসেন	সুসেন	৪ বিকুক্ষি	৪ বিকুক্ষি	৩	বিকুক্ষি
৩	প্রসেন	প্রসেন	৫ বাণ	৫ বাণ	৪	পরঞ্জয় (ককুৎস্য) *
			৬ অনরণ্য *	৬ অনরণ্য *	৫	অনেনা
			৭ পৃথু	৭ পৃথু	৬	পৃথু
			৮ ত্রিশঙ্কু *	৮ ত্রিশঙ্কু	৭	বিশ্বগ
			৯ ধুন্ধুমার	৯ ধুন্ধুমার	৮	অতি
৪	যুবনাশ্ব * (রাজা)	যুবনাশ্ব (রাজা অযোধ্যা নগরে) (যুবনাশ্ব রাজার গর্ভে)	১০ যুবনাশ্ব *	১০ যুবনাশ্ব *	৯	যুবনাশ্ব * (পৃথিবীর অধিপতি)
৫	মান্ধাতা *	মান্ধাতা *	১১ মান্ধাতা *	১১ মান্ধাতা* (পৃথিবীপতি)	১০	শ্রাবস্ত (ইঁহা হইতে শ্রাবস্তিনগর)
৬	মুচুকুন্দ *	মুচুকুন্দ			১১	বৃহদশ্ব
৭	ধুন্ধুমার *	পৃথু (যাঁর রথ চক্রে ৬সাগর)			১২	কুবলাশ্ব (ধুন্ধুমার)
৮	ইলা	ইক্ষ্বাকু* (রাজা)			১৩	দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব, কপিলাশ্ব
৯	সতাবর্ত্ত	সতাবর্ত্ত	১২ সুসন্ধি	সুসন্ধি	১৪	হর্য্যাশ্ব
১০	আর্য্যাবর্ত্ত	আর্য্যাবর্ত্ত	১৩ ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ*	ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ *	১৫	নিকুম্ভাশ্ব
১১	ভরত (যাঁহার নামে ভারত পুরাণ	ভরত (যাহা হইতে ভারত পুরাণ,	১৪ ভরত (যশস্বী)	ভরত (মহাযশস্বী)	১৬	কৃশাশ্ব
					১৭	প্রসেনজিৎ *
১	ইক্ষ্বাকু *				১৮	"যুবনাশ্ব * তারপর নিজ জন্ম ধরে" (পৃথিবীর অধিপতিহন)
২	ভূধর	ভূধর				
৩	খাণ্ড +	খাণ্ড			১৯	মান্ধাতা *
					২০	পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ *
					২১	সদস্যু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়। (চলিতেছে)

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]			§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠের পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরের উক্তি বলিয়া লিখিতআছে	
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।		মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।	
৪	দণ্ড +	দণ্ড (দণ্ডারণ্য নগর বসান।			২২	অনরণ্য ❋
		সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ।			২৩	পৃষদশ্ব
		বশিষ্ঠ রাজা হন।)			২৪	হর্য্যাশ্ব
৫	হরিত +	হরিত			২৫	বসুমনা
৬	হরিবীজ +	হরিবীজ			২৬	ত্রিধন্বা
৭	হরিশ্চন্দ্র	হরিশ্চন্দ্র			২৭	ত্রয্যারুণ
৮	রুহিদাস	রুহিদাস			২৮	সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু ইহাঁর নাম। ইনি চণ্ডালত্ব পান)
৯	মৃত্যুঞ্জয়				২৯	হরিশ্চন্দ্র
১০	ত্রিশঙ্কু ❋				৩০	রোহিতাশ্ব
১১	রুক্মাঙ্গদ				৩১	হরিত
১২	ধর্ম্মাদ				৩২	চঞ্চু
১৩	মরুৎ		১ অসিত (রাজ্যভ্রষ্ট)	১ অসিত (রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত)	৩৩	বিজয়
১৪	অনরণ্য * ((ক) রাবণ তাহাকে মারিল)					

				৩৪ রুরুক
১৫ বাহু* +				৩৫ বাহু *
১৬ সগর	সগর	২ সগর	২ সগর	৩৬ সগর
১৭ অসমঞ্জ	অসমঞ্জ	৩ অসমঞ্জ	৩ অসমঞ্জ	৩৭ অসমঞ্জা
১৮ অংশুমান (ইহাঁর বংশে আর কেহ থাকেনা)	অংশুমান	৪ অংশুমান	৪ অংশুমান	৩৮ অংশুমান
১৯ দিলীপ	দিলীপ	৫ দিলীপ	৫ দিলীপ	৩৯ দিলীপ
২০ ভগীরথ	ভগীরথ	৬ ভগীরথ	৬ ভগীরথ	৪০ ভগীরথ
		৭ ককুৎস্থ	৭ ককুৎস্থ	৪১ শ্রুত
		৮ রঘু	৮ রঘু	৪২ নাভাগ
				৪৩ অম্বরীষ
				৪৪ সিন্ধুদ্বীপ
				৪৫ অযুতায়ু
				৪৬ ঋতুপর্ণ
				৪৭ সর্ব্বকাম
				৪৮ সুদাস
২১ বিতপত্ত	সৌদাস (বা কল্মাষপাদ)	৯ প্রবৃদ্ধ (তেজস্বী। কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ শাপে)	৯ প্রবৃদ্ধ	৪৯ সৌদাস (শ্রীকল্মাষপাদ)
		১০ শংখন	১০ শংখন	৫০ অশ্মক
		১১ সুদর্শন	১১ সুদর্শন	৫১ মূলক (পৃথিবী নিঃক্ষত্রা হইলে স্ত্রীগণকে রক্ষা করা হেতু স্ত্রীকবচ নাম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২) সূর্য্যবংশ বিবরণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের কুল পরিচয়। (চলিতেছে)

মূল সংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ। বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন, অনেকের অভ্যস্ত ও আছে]		§ মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত	§ বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। (বশিষ্ঠদেব পৌত্র বেদব্যাসেরপিতা পরাশরেরউক্তি বলিয়ালিখিতআছে)
(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	মান্ধাতার উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ বিবরণ আদিতে পাওয়া যায়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	(বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বংশ পরিচয়।	শ্রীরামচন্দ্রের উৎপত্তি।
২২ বিকর্ণ	সুদাস	১২ অগ্নিবর্ণ	১২ অগ্নিবর্ণ	৫২ দশরথ
		১৩ শীঘ্রগ	১৩ শীঘ্রগ	৫৩ ইলবিল
		১৪ মরু *	১৪ মরু *	৫৪ বিশ্বসহ
		১৫ প্রশুশ্রুক	১৫ প্রশুশ্রুক	
২৩ অমর্ষি বা সমর্ষি	সুদাস্য	১৬ অম্বরীষ	১৬ অম্বরীষ	
		১৭ নহুষ	১৭ নহুষ	
		১৮ যযাতি	১৮ যযাতি	
		১৯ নাভাগ	১৯ নাভাগ	
২৪ দিলীপ	দিলীপ			৫৫ দিলীপ (খট্টাঙ্গ)
২৫ রঘু	রঘু			৫৬ রঘু
২৬ অজ	অজ	২০ অজ	২০ অজ	৫৭ অজ
২৭ দশরথ	দশরথ	২১ দশরথ	২১ দশরথ	৫৮ দশরথ
২৮ শ্রীরামচন্দ্র	শ্রীরামচন্দ্র	২২ শ্রীরামচন্দ্র	২২ শ্রীরামচন্দ্র	৫৯ শ্রীরামচন্দ্র

* যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণোক্ত ও পুরাণোক্ত অনেক নামেরও ঐক্য নাই। + এই সকল নাম গদ্যানুবাদে নাই, কিন্তু সে জন্য এ গুলি অমৌলিক অর্থাৎ পুরাতন কবির রচিত কখনই বলা যাইতে পারেনা ; গদ্যানুবাদ আধুনিক, উহাই মূল ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব। (ক) "বরেণ নামেতে ছিল বীর এক জন। অনরণ্য তার করে হইল নিপতন"। (বিঃপুঃ৪।৩) § (অনুমান হয় এ দুইই কান্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩,৪৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)

রামায়ণপুরাণ আদির মূলের প্রতিলিপি বা অনুবাদ সকলের পার্থক্যের উদাহরণ।

(মূলের প্রতিলিপির অনৈক্যতা বা অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা ব্যতিরেকে বংশ পরিচয়ের অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের নামের বিভিন্নতা হয় কি ?)

(৩) চন্দ্রবংশীয় জনক রাজার কুল পরিচয়।

মূলসংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন (আনুমানিক ১৪৬০ শকের) অনুবাদ বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন অনেকের অভ্যস্তও আছে।]	মূল সংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদহইতেউদ্ধৃত (অনুমান হয় এ কান্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩।৪৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)	বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। [ইহাও পূর্ব্বোক্ত মূলের অনুবাদ বোধ হয়]	বিষ্ণুপুরাণ [৪।৫] অনুযায়ী সীরধ্বজ [রামায়ণোক্ত জনক] ও কুশধ্বজের বংশ বিবরণ এবং সীতার উৎপত্তি।
শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের পুরোহিত শতানন্দের উক্তি। সাগর মন্থনে লক্ষ্মী (জগন্মাতা) ও			
চন্দ্র			ইক্ষ্বাকু
বুধ			
পুরুরবা			
পুরুকুৎস			
সত্যাবর্ত্ত +	নিমি *	নিমি *	নিমি [গৌতম ঋষি দ্বারা যজ্ঞ করান]
আর্য্যাবর্ত্ত +	মিথি *	মিথি *	
সেপনি +	জনক *	জনক	জনক [বৈদেহ] বা মিথি
১ বাণ +	১ উদাবসু	১ উদাবসু	১ উদাবসু
২ রেত +	২ নন্দিবর্দ্ধ	২ নন্দিবর্দ্ধ	২ নন্দিবর্দ্ধন
৩ ধ্রুব +	৩ সুকেতু(শৌর্য্যশালী)	৩ সুকেতু(শৌর্য্যসম্পন্ন)	৩ কেতু
৪ স্বর্গ +	৪ দেবরাত	৪ দেবরাত	৪ দেবরাত
৫ সর্ব্ব +	৫ বৃহদ্রথ	৫ বৃহদ্রথ	৫ বৃহদ্রথ
৬ হৈহয় +	৬ মহাবীর(প্রতাপবান)	৬ মহাবীর[প্রতাপশালী]	৬ মহাবীর্য্য
৭ অর্জ্জুন +	৭ সুধৃতি	৭ ধৃতিমান	৭ সুধৃতি
৮ নিমি *	৮ ধৃষ্টকেতু	৮ ধৃষ্টকেতু	৮ ধৃষ্টকেতু
৯ মিথি *	৯ হর্য্যশ্ব	৯ হর্য্যশ্ব	৯ হর্য্যশ্ব
	১০ মরু	১০ মরু	১০ মরু

(৩) চন্দ্রবংশীয় জনক রাজার কুল পরিচয়। (চলিতেছে)

মূলসংস্কৃত রামায়ণের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। [এ অতি পুরাতন [আনুমানিক ১৪৬০ শকের] অনুবাদ বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই পাঠ করেন অনেকের অভ্যস্তও আছে।]	মূলসংস্কৃত রামায়ণের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক গদ্যানুবাদহইতে উদ্ধৃত (অনুমান হয় এ কান্যকুব্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শুকুল দ্বারা সংশোধিত ৪৩।৪৪বৎসর মাত্র পূর্ব্বের হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত রামায়ণের অনুবাদ।)	বর্দ্ধমানাধিপতির অনুজ্ঞায় অনুবাদিত গদ্য রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। (ইহাও পূর্ব্বোক্ত মূলের অনুবাদ বোধ হয়।)	বিষ্ণুপুরাণ (৪।৫) অনুযায়ী সীরধ্বজ (রামায়ণোক্ত জনক) ও কুশধ্বজের বংশ বিবরণএবং সীতার উৎপত্তি।
।	১১ প্রতিবন্ধক	১১ প্রতিবন্ধক	১১ শ্রীপতিবন্ধক
।	১২ কীর্ত্তিরথ	১২ কীর্ত্তিরথ	১২ কৃতিরথ
।	১৩ দেবমীঢ়	১৩ দেবমীঢ়	১৩ দেবমীঢ়
।	১৪ বিবুধ	১৪ বিবুধ	১৪ বিবুধ
।	১৫ মহিধ্রক	১৫ মহিধ্রক	১৫ মহাধৃতি
।	১৬ কীর্ত্তিরাত	১৬ কীর্ত্তিরাত	১৬ কৃতিরাত
।	১৭ মহারোমা	১৭ মহারোমা	১৭ মহারোমা
।	১৮ স্বর্ণরোমা	১৮ স্বর্ণরোমা	১৮ সুবর্ণরোমা
।	১৯ হ্রস্বরোমা	১৯ হ্রস্বরোমা	১৯ হ্রস্বরোমা
-১০ জনক,* কুশধ্বজ	২০ জনক*, কুশধ্বজ	২০ জনক,* কুশধ্বজ	২০ সীরধ্বজ * [যজ্ঞ ভূমি কর্ষণে 'সীতা' কে প্রাপ্ত হন] ও কুশধ্বজ (সাঙ্কাশ্যে রাজা) । ভানুমান শতদ্যুম্ন শুচি ঊর্দ্ধবাহু ভরদ্বাজ

+ এই সকল নাম গদ্যাবাদে নাই, কিন্তু সে জন্য এ গুলি অমৌলিক অর্থাৎ পুরাতন কবির রচিত কখনই বলা যাইতে পারেনা। গদ্যানুবাদ আধুনিক, উহাই মূল ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব।

* যে নামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, তাহাতে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।।

পুরাণোক্ত রূপকের উদাহরণ।।

১।। কলির পরিচয়—"ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগ্নী হিংসার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি অতি জুগুপ্সিত কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাভাক্ত কাকতুল্যোদর, লোল-জিহ্ব, পূতিগন্ধপূর্ণাঙ্গ। নিজ ভগ্নী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। ইহাঁর ভয় নামে পুত্র ও মৃত্যু নামে কন্যা হয়।"

২। সূর্য্যবংশের বিবরণ—সূর্য্যবংশের আদি পুরুষের নাম "নিরঞ্জন"। তাঁর ৩ পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আর এক কন্যা "কন্দিনী"। কন্দিনীর কন্যা ভানু। ভানুর পুত্র নারায়ণ, মরীচ। মরীচের পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের পুত্র "সূর্য্য"। সূর্য্যের পুত্র মনু।

৩। বৃহস্পতির প্রিয়া পত্নী তারার গর্ভে বৃহস্পতির যজমান চন্দ্রের ঔরসে বুধের উৎপত্তি।

৪। চন্দ্রবংশের বিবরণ—সাগর মন্থনে লক্ষ্মী (জগন্মাতা) আর চন্দ্র উৎপন্ন হন। চন্দ্রের পুত্র বুধ। বুধের পুত্র পুরুরবা। ইনি ইলা রাজার গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন। ইলা রাজা মহাদেবের শাপে স্ত্রীত্ব পান। এই স্ত্রী অবস্থায় ইলাবৃতবর্ষে ইনি গর্ভ-ধারণ করেন। ইলা অর্থে "পৃথিবী"। ইলাবৃতবর্ষ হিমালয়ের উত্তরে পর্ব্বতাবৃত দেশ।

৫। পূর্ব্বকালে কোন সময় মনু ক্ষুৎযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়।

৬। দেবরূপী অগ্নি—ধর্ম্মের ঔরসে ও বসু ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন। দক্ষ কন্যা "স্বাহা" ইহাঁর সহধর্ম্মিণী।

৭। সমস্ত ধাতুর আকর হিমবান্ (হিমালয়) নামে পর্ব্বত-রাজের পত্নী (মেরুদুহিতা) মেনার গর্ভে ২ কন্যা হয়, জেষ্ঠার নাম "গঙ্গা" কনিষ্ঠা "উমা"।

৮। দক্ষ প্রজাপতি ৫০ কন্যা উৎপাদন করিয়া সকলকে পুত্রিকা করতঃ, তন্মধ্যে ১০ টী ধর্ম্মকে, ১৩ টী কশ্যপকে, ও ২৭ টী চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন ইত্যাদি।

সুবিখ্যাত লেখক পণ্ডিতবর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে পুরাণোক্ত অনেক রূপকের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন; সে সকল এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ আদি উক্ত সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুসন্ধান।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার প্রথম অংশের ("ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেত্যাদি") অনুবাদে আছে "মহা-প্রলয় সময়ে এক মাত্র 'নিত্য সত্য' ব্রহ্ম ছিলেন;" তৎকালে কেবল অন্ধকার "জন্মিয়াছিল"। কিন্তু ব্রহ্ম "ছিলেন" ও অন্ধকার জন্মিয়াছিল-মূলে যে আছে এমন বুঝা যায়না, থাকাও সম্ভব নয়। পুরাণাদি-উক্ত সৃষ্টি বিবরণেও এ দুই কথা পাওয়া যায়না। ব্রহ্ম যখন 'নিত্য' বলা হইয়াছে তখন 'ছিলেন' শব্দ-প্রয়োগ অবশ্যই অনুবাদকের ভুল বলিতে হইবে। তবে মহাপ্রলয়ের পর কি তিনি থাকেন না? এখনও কি তিনি নাই? 'ছিলেনের' পরিবর্ত্তে 'থাকেন' হইবে সন্দেহ নাই। "মহা-প্রলয়" দর্শনের বা বিজ্ঞানের কথা। "মহাপ্রলয়" অর্থে "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ" অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির সম্পূর্ণরূপে লয়। "জন্মিয়াছিল" অর্থে 'সৃষ্টি হইয়াছিল'। মহাপ্রলয়কালে কিছু জন্মিয়াছিল বলিলে ইহাই বুঝা যায়, যে তৎকালে সমুদয় সৃষ্টি লয় হইয়াছিল, আবার কিছু সৃষ্টি হইতেও ছিল? ইহাতে মহাপ্রলয় শব্দের অর্থই উল্টাইয়া যায়। "অন্ধকার"-আলোকের অভাব। দীপ জ্বালিলে অর্থাৎ আলোকের উৎপত্তি হইলে অন্ধকার থাকে না। দীপ নির্ব্বাণ করিলে অর্থাৎ আলোকের লয়ে বা অভাবে, অন্ধকার থাকিয়া যায়। 'অন্ধকার জন্মিয়াছিল কি?' ইহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—মধ্যাহ্নকালে যখন সূর্য্যালোক অতি প্রখর, তখন কোন প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে অনাচ্ছাদিত স্থানে যদি একটী বৃহৎ শূন্য ঘরে কূপে বা গহ্বরে, সর্ব্ব প্রকার আলোক আভা প্রতিআভা প্রক্ষিপ্ত-আভা আদি প্রবেশের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধকরা হয়, সেখানে ঘোর অন্ধকার বই আর কিছু থাকে কি? পূর্ণিমার রাত্রিতেও ঐ রূপ অবরুদ্ধ স্থানে কেবল অন্ধকারই থাকে। পৃথিবীর উত্তর-মেরুভাগে দক্ষিণ অয়নে যখন সূর্য্যালোক যায়না সেখানে তখন নিশিবৎ অন্ধকার থাকে, ইহা পুরাণে ব্যক্ত আছে। অমাবস্যার রাত্রিতে নক্ষত্র আদির বা অপর কোন প্রকার ক্ষীণ আলোক, আভা, প্রতিআভা বা প্রক্ষিপ্ত আভা পর্য্যন্ত না থাকিলে অসীম অন্ধকার হয় না? সেই অমাবস্যার রাত্রি যদি অবসান না হয় এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র আদি পৃথিবী, মরুৎ বা বায়ু, তেজ বা আলোক, জল ও অপর কোন পদার্থ পর্য্যন্ত কিছুই না থাকে ত, কেবল অসীম অন্ধকার 'শূন্যই' না থাকে? এ 'শূন্য' কি? কিছুইনা; 'Nothing' 'Vacuum' আকাশ বা 'ব্যোম' যাহাকে কহে তাহাই। ইহার আদি, অন্ত, ঊর্দ্ধ, অধঃ, দিক্ দিগন্ত কি থাকিবে? ইহা অনন্ত। জ্যোতিষ গ্রন্থেও উক্ত আছে:—

"তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্।
রাশি-গ্রহোড়ুসঙ্ঘাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা॥"

"অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বসংসার তমসাচ্ছন্ন ছিল, পরে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, নবগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া সেই পরমপুরুষ ভগবান সূর্য্য অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন।"

মহাপ্রলয়ের সংক্ষিপ্ত সার বিবরণেও পাওয়া যায়।

"মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়তে তু খে॥"

অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে আলোকের আকর সূর্য্য ও বায়ু পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে লয় হইয়া যায়, কিছুই থাকেনা। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সম্পূর্ণ অভাবই 'ঘোরশূন্য'বা 'অন্ধকার ব্যোম'। এই সকল প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বেদের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায় যে 'মহাপ্রলয় সময়ে' যখন পূর্ব্ব সৃষ্টি লয় হইয়া পুনঃ সৃষ্টি হয় নাই, তখন তেজ বা আলোক পর্য্যন্ত কিছুই থাকেনা 'কেবল সেই সর্ব্বশূন্য অসীম অন্ধকার অনন্ত আকাশব্যাপী এক মাত্র নিত্য সত্য ব্রহ্মই থাকেন।' পুরাণের মর্ম্মও এই 'ব্রহ্ম' 'পরমব্রহ্ম' বা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য, তাঁহার আদি নাই, লয় নাই, কল্পে কল্পে মহাপ্রলয়ের সময় তাঁহার রাত্রি, সে রাত্রিতে চন্দ্র নাই, আলোক নাই, কোন কিছুই নাই, "তমোরূপী নিত্যা প্রকৃতিতে" সমুদয় লীন থাকে, অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার অনন্ত আকাশব্যাপী কেবল তিনিই থাকেন। মহাপ্রলয় অন্তে, তিনি পুনরায় সমস্ত সৃষ্টি, পালন, আবার লয় করেন।

পুরাণ মতে সৃষ্টির প্রকরণ:—

"আকাশাজ্জায়তে-বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥"

অন্ধকার আকাশ (ব্যোম) হইতে বায়ু (মরুৎ), বায়ু হইতে তেজ (সূর্য্য), তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি (মহী)। এই রূপে পঞ্চভূত "ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম" হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র আদি প্রাণিবর্গ সহ চতুর্দ্দশ ভুবন (লোক) বিশিষ্ট নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি-বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে পুরাণের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্যসত্য নিরাকার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ও অসীম গুণশালী। সৃষ্টিকর্ত্তার মূর্ত্তি বা আকার নাই, শূন্যময় মহাপ্রলয়ে কেবলমাত্র ইনিই যখন থাকেন, ইনি 'নিরাকার'। আকার থাকিলেই উৎপত্তি ও অন্ত থাকে, ইহাঁর আদি নাই, লয় নাই, ইনি 'নিত্য সত্য'। ইনি অনন্ত আকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আদি সমস্ত সৃষ্টি রক্ষা ও লয় করিতেছেন; ইনি 'সর্ব্বব্যাপী' ও ইহাঁর শক্তির বা গুণের ইয়ত্তা নাই। ইনি 'গুণাতীত' বা 'ত্রিগুণ অতিক্রম করেন' পুরাণের স্থানে স্থানে উক্ত আছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ 'নির্গুণ' কখনই হইতে পারেনা। বেদের ("ঋত-ঞ্চ সত্য-ঞ্চ") 'নিত্য'

'সত্য' এই দ্বিঅক্ষরযুক্ত শব্দদ্বয়েই ইহার প্রচুর ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যিনি 'সত্যময়' তাঁহার গুণের তারতম্য প্রভেদ বা সীমা কি থাকিবে? ইহাঁর ত্রিবিধ গুণ কল্পনা মাত্র; ইহাঁর সকলই সীমাতীত অতুলনীয়। 'গুণাতীত' শব্দদ্বারা ইহাঁর 'গুণের সীমা বা অন্ত নাই', নিঃসন্দেহ বলা হইয়াছে। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও অসীম গুণশালী; এ সকল কথা পুরাণে, কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির স্তবে বা রূপকাবৃত উপন্যাসে কিম্বা অন্য কোন প্রসঙ্গে, স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'পুরুষ' 'প্রকৃতি' রূপের উৎপত্তি অনুসন্ধান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বেদ ও পুরাণ আদিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রলয় সময়ে 'সর্ব্বশূন্য অসীম অন্ধকার অনন্ত-আকাশব্যাপী একমাত্র নিত্য সত্য ব্রহ্ম থাকেন'। গণিত জ্যোতিষের 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের অর্থাৎ (Bible) বাইবলের আদি অংশেও উক্ত আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ঘোর শূন্য' ছিল। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও অগ্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণ মতেও 'ঘোর-শূন্য' অর্থাৎ অন্ধকার ব্যোম হইতেই পুনরায় ভূ নক্ষত্র আদি সংখ্যাতীত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়া থাকে। 'ব্যোম' (Vacuum) সর্ব্বশূন্য, উহাতে কোন পদার্থ নাই যাহা আলোক রশ্মিতে পরিণত হইতে পারে। ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি, তিনি এই সর্ব্বশূন্য অনন্ত 'ব্যোম' হইতেই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম তরল পদার্থ, 'বায়ু' বা মরুৎ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে তেজ বা আলোকের আকর 'সূর্য্য' উৎপন্ন করিলেন। যেখানে 'বায়ু' ও তাহা হইতে আলোক জন্মিল সে-খানে পদার্থ আসিল, 'শূন্য বা ব্যোম' রহিলনা। কেবল 'ব্যোমে' আলোকের উৎপত্তি হইতেই পারেনা। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে, জ্বলন্ত অগ্নি কিম্বা দীপ কিয়ৎ-ক্ষণ নিশ্ছিদ্র পাত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকিলে অর্থাৎ বায়ুর সহযোগ একেবারে না পাইলে নিবিয়া যায়। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন এবং পুরাণেও উক্ত আছে যে পৃথিবীর উত্তরমেরু-প্রান্তে, যেখানে সূর্য্যরশ্মি বা আলোক একেবারে যায়না অর্থাৎ সূর্য্যোদয়াভাবে দিবার উৎপত্তি হয়না, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন নিশিবৎ অন্ধকার থাকে। পৃথিবী সূর্য্যের চন্দ্রের বা অন্য আলোক কিম্বা কোন প্রকার আভা না পাইলে, ঘোর অসীম অন্ধকারময় না থাকিত? সুতরাং 'ব্যোম' অন্ধকার-বিহীন হইতে পারেনা, উহা অন্ধকারময়ই অর্থাৎ 'ব্যোম' ও 'অন্ধকার' অভিন্ন অনাদি অনন্ত। 'অন্ধকার-ব্যোম' সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অভাব, শূন্যময় মাত্র। বোধ হয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহোদয়গণেরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারেননা যে, 'অন্ধকার ব্যোম' হইতেই বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি আদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট

হইয়াছে, এবং ঐ অনন্ত ব্যোম স্বভাবতঃ অন্ধকারময় অর্থাৎ 'অন্ধকার' 'ব্যোমের' প্রকৃতি স্বরূপ। সৃষ্টিমধ্যে চেতন প্রাণী মাত্রই সাধারণতঃ শুক্র শোণিত অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী সংযোগ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়না। অচেতন উদ্ভিদ আদির বীজও বিনা আধারে অঙ্কুরিত হয়না। সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়ম একই, অন্যথা নাই। এই সকল কারণে পুরাণ-প্রণেতা ঋষি-গণেরা সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের 'ব্যোম' 'পুরুষ' ও 'অন্ধকার' তাঁহার 'প্রকৃতি বা স্ত্রী' রূপ কল্পনা করিয়াছেন; তদ্বিষয়ে ধীমান্ ব্যক্তি দিগের সন্দেহ থাকা সম্ভব নয়, কেবল কিঞ্চিৎ আলোচনা সাপেক্ষ। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ভাবে ব্রহ্মা (শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞাপক-বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর শূন্য বা ব্যোম, 'পুরুষত্ব' অর্থে) 'মহত্তত্ব' ও (বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর শূন্যের ঘোরতা, 'স্ত্রীত্ব' অর্থে) 'প্রকৃতি' অহঙ্কার বা মায়ার, দ্বারা ভূতাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন; পুরাণে যে উক্ত আছে, তাহার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধির আদি ভাগের 'নিরাকার ব্রহ্ম' ঐ সন্ধ্যাবিধির শেষ অংশে 'পরম ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছেন-তাহা এই,—" ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ"। এই বর্ণনা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক সন্ধ্যাবিধি-প্রণেতা ঋষিরা অসাধারণ রচনা কৌশলে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাঁহার 'পুরুষত্বতে' অর্থাৎ অসীম 'উৎপাদন বা সৃষ্টি-শক্তিতে' মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত ঐ শক্তি বা গুণকে রূপক দ্বারা বর্ণনা করতঃ প্রণাম করিয়াছেন। এ বর্ণনার অর্থ,—'কৃষ্ণ পিঙ্গল পুরুষ, ঊর্দ্ধ লিঙ্গ, রূপ বিহীন চক্ষু, সৃষ্টি দ্বারা যিনি প্রকাশ পান, এমন নিত্য সত্য পরম ব্রহ্মকে প্রণাম করি'। 'কৃষ্ণ পিঙ্গল' (এখানে 'বর্ণ' শব্দটী পর্য্যন্ত নাই) দূরস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর যে বর্ণ প্রাতে ও সায়াহ্নে দেখা যায়, মেঘ আদি শূন্য বিমল অনন্ত আকাশ বা ব্যোমও তদ্রূপ কৃষ্ণ পিঙ্গল রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাহাড় পর্ব্বতেরও এ বর্ণ নয়, ব্যোমেরও কোন বর্ণ বা রূপ হইতে পারেনা; অতএব 'কৃষ্ণ-পিঙ্গল' * অর্থে 'আকাশ বা ব্যোমই' বুঝায়; ইহাতে নিরাকারই না বলা হইল? ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আর কি হইতে পারে? 'পুরুষ ঊর্দ্ধলিঙ্গ' এখানে "পুরুষ' আবার 'ঊর্দ্ধলিঙ্গ' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য কি? ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি; তিনি জীবেরই পুংস্ত জীব। বীজ উৎপন্ন করণার্থে নিয়োজিত করিয়াছেন। 'সেই বীজ উৎপাদন-কারিতা নিয়ত বর্ত্তমান' বোধক এই ঊর্দ্ধলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগে ব্রহ্মের 'অনন্ত অসীম সৃষ্টিশক্তি' অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরম-ব্রহ্মকে কেবল 'ব্যোমরূপী' অর্থাৎ 'নিরাকার' নিত্য সত্য পরম-পুরুষ বা পরম-পিতা বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার অতুলনীয় অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক জীব-বীজ উৎপাদক এই ঊর্দ্ধলিঙ্গ শব্দ 'মহাদেব মহেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* ইউরোপীয় মহোদয়েরা বলেন যে সর্ব্ববিধ বর্ণের প্রতিআভা হইতে আকাশের উপরে নীল আভার উৎপত্তি; সেই কারণেই হউক কিম্বা অনন্ত গাঢ় অন্ধকারের উপর অতি দূরস্থ সূর্য্যের বা অপর ক্ষীণরশ্মির পিঙ্গল রং পতিত হইয়াই হউক নীল বা কৃষ্ণপিঙ্গলরূপে আকাশ দৃশ্য হইয়া থাকে।

অমরকোষ অভিধানে (ঁ) চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কোন শব্দ দেখা যায়না। অনুমান হয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এ বর্ণের শূন্য বা বিন্দুকে 'ব্যোমবিন্দু'ও কহা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে আছে, "বিন্দুঃ—শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতং। তয়োর্যোগে ভবেন্নাদ স্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ;" অর্থাৎ,--'বিন্দু' "শিববীজ শক্ত্যাত্মক," অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি '৺নাদ' সহযোগে "ত্রিশক্ত্যাত্মক," হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'বিন্দু বা শূন্য ০' 'ব্যোম' অর্থে নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার 'বীজ-স্বরূপ' অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি বা 'পুরুষত্ব,' 'ক্ষেত্র-স্বরূপা ৺নাদ' অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রীত্ব বা 'প্রকৃতিত্ব' সহযোগে (সম্পূর্ণ) অসীম সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন নিরাকার 'ঈশ্বর' বোধক হইয়াছে। ঁ এই অর্থ সম্ভূত হওয়ায়, কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে লিখিত হইলে সে মনুষ্য 'মৃত অর্থাৎ লয় বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত' হইয়াছেন বুঝা যায়, এবং সে স্থলে 'ঁ' কে ঈশ্বর কহা যায়; যথা,—'৺রামচন্দ্র'--'ঈশ্বর রামচন্দ্র'। দেব দেবীর নামের পূর্ব্বেও ঐরূপ অর্থবোধক হইয়া থাকে; যথা,—'৺গঙ্গা', 'ঈশ্বর গঙ্গা'; ইত্যাদি। নিরাকার ঈশ্বর অর্থেও ঁ লিখিত হইয়া থাকে। অতএব ঁ শূন্য বা ব্যোম হইতে উদ্ভাবিত হওতঃ 'নিরাকার ঈশ্বর' জ্ঞাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রতিপাদক পূর্ব্ব বর্ণিত 'উর্দ্ধ লিঙ্গের' অঙ্কিত আকার সদৃশও এই ঁ চন্দ্রবিন্দু দেখা যায়। এ বর্ণ উদ্ভাবনের কারণ তাহাই বিবেচনা হয়।

অমরকোষ অভিধানে 'ওম্' অর্থে "এবম্ পরমম্" অঙ্গীকার বাচক শব্দ, এবং "ওঙ্কার-প্রণবৌ সমৌ" আছে। 'প্রণব' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্তুতিবাদ। এ "ওঙ্কারে" ঁ নাই। পরে ঙ্. ং. ম্ স্থলে ঁ ব্যবহৃত হইয়া 'ওঁ' ওম্ উচ্চারণে ব্রহ্ম বোধক হইয়াছে। দেবনাগর অক্ষর 'ও' সচরাচর 'অ' বর্ণে ওকার যোগে লিখিত হইয়া থাকে; যথা,—ओ; কিন্তু ওঁ শব্দের 'ও' প্রায় বঙ্গভাষার 'ও' সদৃশ। ঁ যে 'শূন্য' (ব্যোম) হইতে উদ্ভাবিত নিরাকার ঈশ্বরের অসীম সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক চিহ্ন স্বরূপ, তাহা অগ্রেই চন্দ্রবিন্দুর ব্যাখ্যার দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ও অক্ষরের উর্দ্ধে ঁ সংযোগে ওঁ শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহার আকৃতি সাঙ্কেতিকভাবে প্রকৃষ্টরূপে নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশক হইয়াছে; সেই হেতু যে উহা ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের গূঢ়নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। "সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ ॐ (ওঁ) শূন্য বিন্দু বা অনুস্বর ব্যতিরেকে লিখা যায়, কিন্তু তাহাতেও ইহার আকৃতির সাঙ্কেতিক ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না; বরং সে ভাব আরও সুস্পষ্ট থাকে।*

পরমব্রহ্মের বেদোক্ত রূপ এবং ওঁ শব্দের বৈদিক পৌরাণিক ও প্রামাণিক ব্যাখ্যার দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তির কারণ প্রতীতি হইবে, সন্দেহ নাই। কাশীতে ওঁকার লিঙ্গই প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে, পুরাণে ব্যক্ত আছে; "ওঁকারং প্রথমংলিঙ্গং দ্বিতীয়স্তুত্রিলোচনমিতি।" শিবলিঙ্গ

---

* হইতে পারে ওঁ পুংস্ত্বের ইঙ্গিত আকার সদৃশ দৃষ্ট হওয়ায় স্ত্রীজাতি ও নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগকে উহা লিখিতে বা উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে যখন "ওঁ হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশমান এবং পরমাত্মা-ব্রহ্মবোধক" আর যখন "উহা জপ করিবামাত্র জীব অনায়াসে ভবসাগর পার হয়" তখন উহাই সর্ব্ব শ্রেণীস্থ স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র জপ মন্ত্র। তবে সাঙ্কেতিক শব্দ অপেক্ষা পরমব্রহ্মের প্রকৃত নাম বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা প্রাণের সহিত স্মরণ করিলে অবশ্যই ইষ্ট ফলপ্রদ হয়।

পূজার ধ্যানে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" আছে। বেদে ব্রহ্ম, (ব্রহ্মণ্ অর্থে বিশ্বসৃজ্ সৃষ্টিকর্ত্তা) পরমব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্ত্তাকে বুঝায়। শ্রীব্রহ্মযামলোক্ত 'গায়ত্রী-ন্যাসে' আছে, "ওঁকারং সত্ত্বরূপং নাভৌ, ওঁকারং রজোরূপং হৃদি, ওঁকারং তমোরূপং মূর্দ্ধ্নি"—অর্থাৎ সর্ব্বগুণান্বিত বা সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-জ্ঞাপক শব্দ ওঁ। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

["ওঁ তৎসৎ এই তিনটী পরমাত্মার নির্দ্দেশ (নাম) শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়।"]

ওঁ অর্থে নিরাকার পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। পণ্ডিতেরা ব্যাকরণোক্ত 'সন্ধি' প্রকরণানুসারে ওম্ শব্দ অ উ ম্ এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজ বলিয়াছেন; ("অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ"॥) 'অ অর্থে বিষ্ণু, উ মহেশ্বর, ম ব্রহ্মা'। বঙ্গীয় কবি পণ্ডিত—ভারতচন্দ্র অকার অর্থে ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"অকার কেবল ব্রহ্মা একাক্ষর কোষে।"

অকার প্রথম বর্ণ, অতএব ইহাই পরাক্ষরা ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহা হউক সর্ব্ববাদি সম্মতিমতে ওম্ বা ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিশক্ত্যাত্মক বীজ স্বরূপ; অর্থাৎ নিরাকার সৃষ্টি-কর্ত্তাকেই বুঝায়।

উচ্চারণই শব্দ। 'ব্যোম' (এ অন্তঃস্থ ব *) ও 'ওম্' শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই। ওঁ এবং ওম্ একই। ইহাদের একই উচ্চারণ, একই অর্থ; কোন প্রভেদ নাই। শিব-পূজার গালবাদ্য বম্ (এও অন্তঃস্থ ব) ওম্ শব্দ হইতে উৎপন্ন বিবেচনা হয়। অতএব (অনাদি অনন্ত) 'ব্যোম' নিরাকার নিত্য সত্য পরম ব্রহ্মের 'পুরুষরূপ' পুরাণে কল্পনা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ব্যোম্ যেমন ব্রহ্মের কল্পিত পুরুষরূপ 'অন্ধকার' তেমনই তাঁহার 'প্রকৃতি' বা 'স্ত্রী' রূপ পুরাণে ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত আছে। পূর্ব্বোক্ত "তমোরূপী নিত্যাপ্রকৃতি" এই পুরাণ বাক্যই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে যেমন নিরাকার ব্রহ্মের পুরুষত্বের বর্ণনা আছে-দেখান হইয়াছে, তেমনই তাঁহার স্ত্রীত্বেরও আবাহন এবং প্রণাম আছে, তাহা এই—"ওঁ আয়াহিবরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি চ্ছন্দসাংমাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥" ইহার অর্থ সহজ। এখানে আকারের কোন বর্ণনা নাই। কেবল ব্রহ্মের 'স্ত্রীত্বই' স্পষ্ট উক্ত আছে। ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মের পুরুষত্বের বর্ণনায় যেমন 'নিয়ত জীব-বীজ উৎপাদনকারিতা' জ্ঞাপক "ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গ" শব্দ প্রয়োগ আছে, এখানে তেমনই 'জীবোৎপত্তি-ক্ষেত্র-স্বরূপা ব্রহ্মযোনি' বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যেমন ব্রহ্মের নিরাকার 'পুরুষ' ভাবের, এও তেমনই নিরাকার 'স্ত্রী' ভাবের বর্ণনা এবং সেখানে যেমন ব্রহ্মকে কেবল নিত্য সত্য পরম পুরুষ বা পরম-পিতা, এখানে তেমনই তাঁহাকে নিত্যা পরমা-প্রকৃতি

---

* অন্তঃস্থ 'ব' দন্তৌষ্ঠবর্ণ; ইহার উচ্চারণ প্রায় (অন্তঃস্থ 'য়' তে 'ব' ফলা) 'য়্ব' সদৃশ। পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে' 'Weber' বঙ্গ-ভাষায় 'বেবর' লিখিয়াছেন। এখানে ইংরেজী 'W' স্থলে অন্তঃস্থ 'ব' ব্যবহৃত হইয়াছে।

বা পরম-মাতা মাত্র বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। অতএব অনাদি অনন্ত অন্ধকার ব্যোমের দৃষ্টান্তে নিরাকার ব্রহ্মের 'পুরুষ' রূপ যেমন 'ব্যোম' হইতে, তেমনই তাঁহার 'প্রকৃতি' রূপ যে 'অন্ধকার' হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, সন্দেহের কোন কারণও দেখা যায়না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত আদি 'পুরুষ-প্রকৃতিরূপ' হইতে রূপকল্পনা কতদূর বিস্তারিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান।

ব্রহ্ম 'নিত্য সত্য' বেদে উক্ত আছে। অভিধানানুসারে সত্য শব্দের অর্থ [সৎ যে হয়+য (য্য)] যিনি সত্য ও যাঁহাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; এতদ্দ্বারা 'নিত্য সত্য' অর্থে নিরাকার অনাদি অনন্ত ও সত্যময়ই বুঝা যায়। বৈদিক ধর্ম্মের শাস্ত্র (ত্রয়ীধর্ম্ম) প্রয়োজক মহর্ষিরা এই নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি',—দুই পৃথক্ রূপ উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদের অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানের এবং অতুলনীয় কবিত্বের প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা কি কেবল পরম পিতাই? পরমমাতা কি নয়? পরমপিতা ও পরমমাতা উভয়ই তিনি। তাঁহারা পরমেশ্বরের নিরাকারত্ব ও অনাদিত্ব বা অনন্তত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতঃ তাঁহার 'পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ' কল্পনার দ্বারা তাঁহার 'পরমপিতৃ ও পরমমাতৃভাব' অতি উৎকৃষ্টরূপে সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে 'তমো রূপী নিত্যা প্রকৃতি' উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমপ্রকৃতিকে কেবল নিত্যা মাত্র বলায় অর্থাৎ তাঁহাকে 'সত্যময়ী' বা 'সর্ব্বগুণময়ী' না বলায়, পরমপিতায় ও পরমমাতায় বৈসাদৃশ্য রহিয়া যায় এবং পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ সাকারভাব আসেনা; ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষিদের মনস্কামনাও পূর্ণ হয়না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়না; সেই জন্য তাঁহারা পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের 'রূপ' যেমন 'দ্বিবিধ', 'গুণ'ও তেমনই ত্রিবিধ,—কল্পনা করতঃ তাঁহার—

(১) 'সত্ত্ব বা সত্ব' (সৎ-ত্ব বা সত্ব) অর্থে উত্তমত্ব বা সত্যময়ত্ব, এবং ('সঃ' [তিনি] শব্দজ) স-ত্ব অর্থে ঈশ্বরত্ব, মর্ম্মার্থে নিরাকার পরমপুরুষ বা পরমপিতৃভাবে সৃষ্টিকরণত্ব,

(২) 'রজঃ' (স্ত্রীরক্তে জীবদেহ পুষ্ট হওয়া হেতু) মর্ম্মার্থে নিরাকার পরমপ্রকৃতি বা পরমমাতৃভাবে সৃষ্টিসংসার-পালনত্ব,

---

প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে—

(১) স [সো+অ (ড)] অর্থে শিব, বিষ্ণু, জীবাত্মা, লক্ষ্মী, গৌরী ইত্যাদি এবং স-ত্ব বা সত্ত্ব শব্দের ব্যাখ্যা (সৎ উত্তম ইত্যাদি+ত্ব) অর্থ, আত্মা, প্রাণী ইত্যাদি।

(২) রজ বা রজঃ (রন্জ্ রং করা ইত্যাদি+অ (অল্) অর্থ স্ত্রীরজ, স্ত্রীকুসুম ইত্যাদি।

ও 'তমঃ' [৩] (তমঃ তমস্ বা তম মহাপ্রলয়কালীয় শূন্যঅন্ধকার) মর্ম্মার্থে পরমপিতৃ ও পরমমাতৃ-ভাব শূন্য অর্থাৎ লিঙ্গভেদশূন্য নিরাকার পরমক্লীব ভাবে সৃষ্টিলয়করণত্ব;

এই ত্রিবিধগুণের পৃথক্ পৃথক্ সাকার 'পুরুষরূপ' 'ব্রহ্মা' 'বিষ্ণু' ও শিব সংজ্ঞায় এবং 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' ও সরস্বতী সংজ্ঞায় সাকার 'প্রকৃতিরূপ' বৈদিক সন্ধ্যাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। এই উপায় অবলম্বনে নিরাকার ঈশ্বরের আদি 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'-রূপ কল্পনায়, তাঁহার সম্পূর্ণ সাকার ভাবের যাহাকিছু বৈলক্ষণ্য ছিল, তৎসমুদয় সম্যক্ প্রকারে সংশোধিত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বেদত্রয়েরই সন্ধ্যাতে প্রাণায়ামের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের যে পুরুষরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মপ্রকৃতির ত্রিকালীন ধ্যানে 'স্ত্রীলিঙ্গে' তাহাই আছে, অন্য কোন প্রভেদ নাই। উক্ত সন্ধ্যার 'প্রাণায়ামে' আছে—

নাভিদেশে—"রক্ত বর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষ সূত্র কমণ্ডলু করং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং"। ধ্যায়ন্ (এই—"সত্ত্বরূপং নাভৌ")

হৃদি— "নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং"। ধ্যায়ন্ (এই "রজোরূপং হৃদি")

ললাটে— "শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং"। ধ্যায়ন্। (এই "তমোরূপং মূর্দ্ধ্নি")

ইহার অর্থ—

"রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী, দ্বিভূজ, হংসারূঢ় ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে (অর্থাৎ দেহমূলে সমানবায়ু * আধারে) আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "সত্ত্ব" রূপ।)

"নীলোৎপলদলবর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু আমার হৃদয়ে (অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থলে প্রাণবায়ু * আধারে) আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "রজো"রূপ।)

"শুক্লবর্ণ, দ্বিভূজ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্রসুশোভিত, ত্রিনেত্র, বৃষভারূঢ় মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন" এই প্রকার ভাবনা করিবে। (এই "তমো" রূপ।)

(যদিচ "রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃ স্পৃশে"। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উদ্ধৃত এই পণ্ডিত বাক্য মতে "রজো" গুণে "সৃষ্টি", "সত্ত্ব" গুণে "স্থিতি" বা "পালন" পাওয়া যায়, কিন্তু বেদপুরাণে সর্ব্বত্র ব্রহ্মা নিত্য, সত্য, নিরাকার বলিয়া বর্ণিত আছেন। অসীম সত্ত্বগুণ তাঁহারই। "সত্ত্ব অর্থেই উত্তমত্ব ও প্রাণী"। উত্তম হইতে মধ্যম ও অধম হইতে পারে। মধ্যম হইতে কি উত্তমের

---

(৩) তমঃ তমস্ বা তম ('খিন্ন-হওয়া' বা 'খেদ-করা') অর্থ 'অন্ধকার'।

* পঞ্চবায়ু-শিষ্ট প্রয়োগঃ-"হৃদি প্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশেচ ব্যানঃ সর্ব্ব শরীরগঃ॥"

সৃষ্টি সম্ভব ? "সত্ত্ব"গুণেই সৃষ্টি "রজো"গুণে সৃষ্টি হইতে পারেনা। আবার সৃষ্টি অগ্রে, পরে স্থিতি ? না সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থিতি ? সৃজন হইলেত পালন হইবে ? "ব্রহ্ম" ও "ব্রহ্মা" অর্থেই সৃষ্টিকর্ত্তা। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অবশ্যই সৃষ্টির পূর্ব্বেরই, সৃষ্টির পরের কখনই নন। যিনি আকার বা দেহ বিশিষ্ট ও বসনভূষণ ধারী, তিনি সৃষ্টির পরেরই ; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তার "রজ"ও "তম" গুণ এবং 'সত্ত্ব রজ তম' এই তিন পৃথক্ সাকার রূপ কল্পনা মাত্র।

মহাকবি কালীদাস কৃত রঘুবংশ কাব্যে আছেঃ—'নারায়ণের স্তব'

"ভগবন্ ! আপনি পূর্ব্বে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনিই সংহার করিতেছেন—এই রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপী আপনাকে নমস্কার। যেমন একরূপ—মধুরাস্বাদ মেঘবারি দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আপনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইয়াও সত্ত্বাদি গুণভেদে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

(শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ১০ম সর্গ)

বঙ্গীয় প্রধান কবি ভারতচন্দ্র পণ্ডিত লিখিয়াছেনঃ—

" নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার । সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় । তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ॥"

পুরাণে 'ব্রহ্মারূপ' সৃষ্টিকর্ত্তার, 'বিষ্ণুরূপ' পালনকর্ত্তার,ও 'শিবরূপ' সংহার-কর্ত্তার বলিয়া ব্যক্ত আছে। অতএব ব্রহ্মধ্যানোক্ত 'সত্ত্বরূপ' 'নাভিদেশে', ও 'রজোরূপ' 'হৃদয়ে' কোন প্রকারে দূষণীয় নয়।)

প্রকৃতির ধ্যানে আছে—সামবেদীয় সন্ধ্যাতে—

প্রাতঃ—" কুমারীং * ব্রহ্মরূপাং * হংসস্থিতাং কুশহস্তাং।"

মধ্যাহ্নে—" বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষস্থাং পীতবাসসীং যুবতীঞ্চ।"

সায়াহ্নে—" শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।"

ঋক্‌বেদীয় সন্ধ্যাতে—

প্রাতঃ—" হংসোপরিপদ্মাসনস্থাং চতুর্ম্মুখীং রক্তবর্ণাং ব্রহ্মণঃ—সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং।"

মধ্যাহ্নে—" চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাং বিষ্ণোঃ—সদৃশরূপাং সাবিত্রীং।"

সায়াহ্নে—" শুক্লাং বৃষারূঢ়াং ত্রিশূল ডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতাং বৃষভস্থাং শম্ভোঃ—সদৃশ রূপাং সরস্বতীং।"

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতে—

"প্রাতর্গায়ত্রী * রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনমারূঢ়া কুমারী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা।"

"মধ্যাহ্নে সাবিত্রী * কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা গরুড়াসনমারূঢ়া যুবতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা।"

"সায়াহ্নে সরস্বতী * শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল ডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা।"

তান্ত্রিক ত্রিকালীন শক্তির ধ্যানেও ঐ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি-নির্দ্দিষ্ট সাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কল্পিত রূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল লিঙ্গ ভেদমাত্র—যথা—

প্রাতঃ—"উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং পরাং কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে॥"

মধ্যাহ্নে—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াং॥"

সায়াহ্নে—"শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং॥"

[বেদত্রয়েরই ক্রিয়াবিধিতে, পুরাণে, এবং পুরাণানুগামী তন্ত্রেও ব্রহ্মপ্রকৃতির ধ্যানে, প্রাতে ব্রহ্মাণী-রূপ, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী-রূপ, এবং সায়াহ্নে মাহেশ্বরী-রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে দেখা যাইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই 'সূর্য্যোদয়কালীয়' মর্ম্মার্থে 'সৃষ্টির-আরম্ভকালীয়'-রূপ, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর 'মাধ্যাহ্নিক'-মর্ম্মার্থে 'সৃষ্টির মধ্যকালীয়'-রূপ, এবং সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরের 'সূর্য্যাস্তকালীয়' মর্ম্মার্থে 'সৃষ্টি-লয়-কালীয়'-রূপ। ইহার দ্বারাও বেদে ও পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে বলিতে হইবে, যে সত্বরূপই সৃষ্টিকর্ত্তার রজোরূপ নয়।]

অতএব বেদাদিতে যখন 'সত্বরূপ' 'রজোরূপ' 'তমোরূপ' বলিয়া উল্লেখ আছে এবং যখন ঐ তিন 'পুরুষ ও প্রকৃতি'-রূপের বিভিন্নতা নাই, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের এবং গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতীর উপরোক্ত সাকার রূপ কল্পিত বই আর কি হইতে পারে?। প্রাচীন অমরকোষ অভিধানে "গায়ত্রী বালতনয়ঃ খদিরোদন্তধাবনঃ" আছে, বেদ বা পুরাণার্থমূলক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পুরাণে গায়ত্রী দেবী ব্রহ্মার স্ত্রী রূপে বর্ণিত আছেন, সাবিত্রী সরস্বতীরও ভিন্ন ভিন্ন রচিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পুরাণে বর্ণিত আছে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার রাত্রী, তখন সূর্য্য চন্দ্র ভূনক্ষত্র আদি কিছুই থাকেনা। মহাপ্রলয়ান্তে প্রথম সূর্য্য উদয়ের অগ্রে তাঁহার রাত্রী প্রভাত ও সৃষ্টি আরম্ভ। তাঁহার দিবান্তে সায়াহ্নে তাঁহার রাত্রী আরম্ভ ও সৃষ্টির লয়। এই জন্য সূর্য্য-উদয়ের অগ্রে ঊষাকালে পূর্ব্বদিকে যে রক্তবর্ণ আভা আকাশে দেখাযায় তাহা হইতেই "ব্রহ্মমূর্ত্তি" এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কথার উৎপত্তি। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধিতে এই কারণে প্রাতর্ধ্যানে সৃষ্টিকর্ত্তার সত্ব (সৃষ্টি) গুণের সাকার 'পুরুষ ও প্রকৃতি' রূপের অর্থাৎ ব্রহ্মা ও (গায়ত্রী) ব্রহ্মাণীর রক্তবর্ণ এবং কৌমার কল্পনা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে যখন মেঘাদিরহিত বিমল আকাশ কৃষ্ণপিঙ্গল বা নীলবর্ণ থাকে, তাৎকালীক ধ্যানে রজো (পালন) গুণের সাকার পুরুষ ও প্রকৃতি রূপের অর্থাৎ বিষ্ণু ও সাবিত্রীর কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও যৌবন এবং সায়াহ্নে ঐ প্রকারে তমো (লয়) গুণের সাকার, 'পুরুষ ও প্রকৃতি' রূপের অর্থাৎ শিব ও সরস্বতীর শুক্লবর্ণ ও বৃদ্ধত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূর্ত্তি, বসন, আভরণাদিরও

প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝা দুষ্কর নয়। উদাহরণ ও প্রমাণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিত্তারত্ন মহাশয় কর্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"শ্রীবৎস-ছলেতে বিষ্ণু ধরেণ প্রকৃতি। গদারূপেধরে বুদ্ধি ওহে মহামতি॥
শক্তিরূপে ধরে দুইরূপ অহঙ্কার। চক্ররূপে ধরে মন সেই দয়াধার॥
পঞ্চভূত দশেন্দ্রিয় এই সবাকারে। পঞ্চরূপা বৈজয়ন্তী মালার আকারে॥
অসিরূপে ধরে বিত্তা সেই জনার্দ্দন। বর্ম্মরূপে অবিত্তারে করেন ধারণ॥
এরূপে জীবের হিত সাধনের তরে। ভগবান্ বিষ্ণু অস্ত্র ধারণের ছলে॥
আত্মাবুদ্ধি সর্ব্বভূত মন অহঙ্কার। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাজ্ঞান আর॥
এই সবাকারে দেহে করিয়া ধারণ। করিছেন এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন॥
বিত্তাঽবিত্তা সদসৎ কলাকাষ্ঠা আদি। নিমেষ মুহূর্ত্ত বর্ষ ওহে মহামতি॥
তাঁহাহতে এই সব ভিন্ন কভু নয়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয়॥
ভূর্লোক ও তপোলোক সত্যলোক আর। সব অন্তর্গত ঋষে জানিবে তাঁহার॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২২শ অধ্যায়)

[এ খানে পুরাণকার পরমেশ্বরকে বিষ্ণুসংজ্ঞায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি উভয় রূপে 'অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদি' স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন]

ব্রহ্মের পুরুষত্ব ও স্ত্রী বা প্রকৃতিত্ব কল্পনার পর তাঁহার সৃষ্টি, পালন ও লয় গুণের পৃথক্ পৃথক্ সাকার পুরুষ ও স্ত্রীরূপ কল্পনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা ধীমান্ ব্যক্তি সকলে অবশ্য বুঝিতে পারেন, কিন্তু কোন সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহা অপনীত হওয়া সহজ নয়।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন; গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী ও গঙ্গা শিবের পত্নী; কাশীবাসী দিগকে মৃত্যুকালে শিব (যিনি পুরাণের কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন) তারক ব্রহ্ম নাম শুনান। (তারক ব্রহ্ম নাম কেন?) ব্রহ্ম অর্থেইত বিশ্বেশ্বর; কাশী বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলের উপর আছে, (এ কি ধাতু নির্ম্মিত ত্রিশূল?); ইত্যাদি পুরাণ বাক্য সকলের প্রকৃতমর্ম্ম শিক্ষিত বা সংস্কৃতজ্ঞ যাজক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ যে বুঝেননা, ইহা কেবল অজ্ঞান লোকেই বলিতে পারে। পূর্ব্বে কোন সময়ে, বঙ্গীয় পঞ্জিকানুযায়ী একাদশীর পর দিন কাশীতে 'একাদশী' হইবে-শুনিয়া, ৪০৲ টাকা পেন্সন্ ভোগী এক প্রবীণ ব্যক্তি কহিয়াছিলেন "বঙ্গে ও কাশীতে পৃথক্ দিনে কি একাদশী হইতে পারে?" তাহাতে তাঁহাকে "পৃথিবীর সকল স্থানেই কি এক সময়ে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত হয়?" জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তা নয়ত কি?" দিবান্তে পশ্চিম দিকে যে সূর্য্যের অস্ত হয় এবং রাত্রি প্রভাতে পর দিন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় কেন, তাহা অনেক প্রাচীন মহোদয়কে সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। কিন্তু পুরাণেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে সূর্য্য নবগ্রহ মধ্যে প্রধান গ্রহ ও এই গ্রহ পৃথিবীকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে দেখা যায়; ইহার দর্শন অদর্শন নিবন্ধন দিবা রাত্রী হইতেছে। ইহার অদর্শনে

অস্ত, পুনরায় দর্শনে উদয় কহা যায়। বস্তুতঃ সূর্য্যের-উদয় অস্ত নাই। পৃথিবীর একদিকে সূর্য্যের উদয়ে তদ্বিপরীত দিকে অস্তমন; এক দিকের মধ্যাহ্নকালে অপরদিকের অর্দ্ধরাত্র এবং এক দিকে সূর্য্যের অস্তমনে অপরদিকে উদয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মানবাকার প্রকৃত, কল্পিত নয়; অনেকের এমত দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহা দূরীভূত করা সহজ নয়। মানব প্রকৃতি সকল দেশেই এবং সকল কালেই এইরূপ। এমত অবস্থায় ক্রমে উপরোক্ত তিন কল্পিত পুরুষ এবং তিন কল্পিত স্ত্রীর ও তাঁহাদের পুত্র কন্যা সপত্নী প্রভৃতির রূপকাবৃত শ্রুতি সুখকর জ্ঞান প্রদায়ক ও নীতিবোধক নানা উপন্যাস ও ইতিহাস সদৃশ বৃত্তান্ত সকল, স্ত্রীও নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতিদিগের উপদেশার্থে যে, পুরাণে রচিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই প্রকারে নানা দেব দেবী, নদ নদী, পর্ব্বত পর্য্যন্তেরও পুরুষ বা স্ত্রী আকার কল্পনা ও তাহাদের উপন্যাসাদি পুরাণ ও তদনুগামি তন্ত্রে রচিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। যথা,-ইন্দ্র, বরুণ,পবন, যম,সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, বাসুকি, মন্মথ, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা দুর্গা, পার্ব্বতী, গিরিজা, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী, গঙ্গা, যমুনা,হিমালয়, মেরু, মেনা ইত্যাদি।

পুরাণের এই প্রকার বিবিধ রূপ কল্পনা সম্বন্ধে সানুবাদ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রকাশক মহোদয়-দিগের বিজ্ঞাপন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা গেল না। —

"স্বয়ং ব্যাসও বলিয়াছেন:—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"অর্থাৎ তুমি রূপবিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা কর। এখানে ব্যাস নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, যিনি নিরাকার, যিনি বাক্যের অতীত ও যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে তিনি বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে কল্পনার দ্বারা হস্তপদাদি বিশিষ্ট সামান্য মনুষ্যরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া দোষ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের সমুদয় শাস্ত্রই রূপকে আবৃত। সুতরাং সেই রূপক নাভাঙ্গিলে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়না।"

এ শ্লোক বেদব্যাসের কোন, গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের মানব আকার অর্থাৎ 'রূপ' পুরাণকার বেদব্যাসের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে উদ্ভাবিত না হইলেও তাঁহা হইতে ক্রমে রূপ

কল্পনা সম্যক্‌ প্রকারে প্রসারিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 'তীর্থ কল্পনা' যে বেদব্যাসের নিজেরই, তাহা ভারত পুরাণ আদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। যাহা হউক পুরাণপ্রণেতার কি অসাধারণ কবিত্ব ও রচনাপটুতা! অদ্যাবধি প্রায় সমুদয় পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে পুরাণাদি উক্ত রূপক সকলের প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিতেও অনিচ্ছুক দেখা যায়। 'রূপ' ও 'তীর্থ' যে কল্পনামাত্র তাহা পুরাণকার নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় উল্লিখিত 'রূপ' ও 'তীর্থ' কল্পনার ইষ্টানিষ্ট ফলাফলের অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু অগ্রে উহার উদ্ভাবনকর্ত্তা বেদব্যাসের যথার্থ ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় না করিয়া অর্থাৎ 'কল্পনাকালীয়' ভারতের অবস্থার তমসাচ্ছন্নতা দূর না করিয়া সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। পশ্চাতে তাহার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ইতিহাস আদির যথার্থ কাল নির্ণয়ের উপায় অনুসন্ধান।

[অব্দ-গণনা আরম্ভের প্রামাণিক বিবরণ কি? কেবল কোন অব্দের সাহায্যে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের কাল নিরূপিত হইতে পারে কি না? নচেৎ কি প্রকারে হইতে পারে?]

অদৃশ্য শূন্যের কোনদিকে আদি বা অন্ত নাই; কালও অনাদি এবং দৃষ্টির অগোচর। পরমপিতা পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি, অপার মহিমা, তিনি এই দিগন্ত-শূন্য অন্ধকার আকাশে প্রথমে তমোনাশক আলোকপ্রদায়ক দীপ স্বরূপ এবং দিক-নিরূপক চিহ্ন (Compass) স্বরূপ-সূর্য্য, পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আদি সৃষ্টি করতঃ অদৃশ্য কালের মানদণ্ড সদৃশ দিবা রাত্রি ও পক্ষদ্বয় ক্রমানুয়ে উৎপন্ন করিয়া কালকে পরিমেয় এবং মানব-দিগের মনোজ্ঞেয় করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীর যে দেশে যখন মৌখিক ভাষা ও তৎপরে কেবল লিখিত ভাষা মাত্র প্রচলিত ছিল, গণিত বিদ্যার উন্নতি হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তদ্বাসী মানবদিগের দিবা রাত্রি পক্ষদ্বয় এবং ঋতুরও স্থূল জ্ঞান ব্যতিরেকে সূক্ষ্মজ্ঞান থাকা কখনই সম্ভব নয়। অমাবস্যার পর শুক্ল-প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা অবধি চন্দ্রকলার বৃদ্ধি এবং তৎপরে চন্দ্রকলার হ্রাস হওতঃ অমাবস্যায় চন্দ্রের একেবারে অদর্শন হয়। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি ও চন্দ্রের সম্পূর্ণ অদর্শন সর্ব্বকালেই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যের দৃশ্যমান (বা পৃথিবীর) দৈনিক-চক্র ভিন্ন, অদৃশ্য বার্ষিক চক্র-পরিভ্রমণ মানবের আদিম অবস্থায় দূরে থাকুক, এখনও সকলের সহজে অনুভব হয়না। গণিত বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া গণিত জ্যোতিষের বিশেষ চর্চ্চা হইলে পর গণিত বিদ্যাবিশারদ মহোদয়েরা দিবারাত্র অসাধারণ পরিশ্রম

সহকারে বহুকাল আলোচনার-দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ (রাশি) প্রভৃতি আকাশে কি ভাবে স্থিতি ও কি প্রকারে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা নির্ণয় করতঃ চন্দ্রের এক চক্রে পক্ষদ্বয়ের উৎপত্তি, এবং সূর্য্যের বা পৃথিবীর বার্ষিক চক্রে ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ স্থির করিয়াছেন। ক্রমে সূর্য্যের বা পৃথিবীর দৈনিক-চক্রের কালও অর্থাৎ দিবসের পরিমাণও যন্ত্রের (যথা জল ঘড়ি যাহা ভারতের নানা স্থানে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বালু ঘড়ি *) কিম্বা চক্ষুর পলক গণনা দ্বারা সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করিয়া পক্ষদ্বয়ের অর্থাৎ চান্দ্রমাসের, ও বার্ষিক সূর্য্য বা পৃথ্বীচক্রের অর্থাৎ (সৌর) বর্ষের এবং তদংশ দ্বাদশ সৌরমাস আদির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ মহোদয়েরা পশ্চাতে গ্রহ নক্ষত্রাদিরও বার্ষিক চক্র এবং তৎপরিমাণ নিরূপণ করতঃ সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ আদির সঙ্কেত পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়াছেন। এবম্প্রকারে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তাঁহারই প্রদত্ত উচ্চশক্তির প্রভাবে মানব অনন্ত কালের ভূত-ত্ব, বর্ত্তমান-ত্ব ও ভবিষ্য-ত্ব পৃথক্ ভাবে নিশ্চয়রূপে উপলব্ধি ও নির্দ্দিষ্ট করিতে এবং অদৃশ্য কালকে সম্যক্‌প্রকারে গণনাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (সৌর) বর্ষ নির্দ্ধারণের পর অব্দ প্রচলন পূর্ব্বক প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও অপর ঘটনা সকল যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার 'কাল' সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ভারতের প্রাচীন কালীন পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের কাল তদ্রূপ লিপিবদ্ধ বা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত নাই; অতএব তন্নিরূপণের উপায় অনুসন্ধান আবশ্যক।

যাঁহাদিগকে ইউরোপীয়েরা (Hebrew) 'হিব্রিয়' বা (Jew) 'যু' কহেন, পুরাকালে মিসরবাসীগণ (Egyptians) তাঁহাদিগকে 'Hykso' (হুক্ষ) কহিতেন। হয়ত ভারতে এই হিব্রিয়গণই 'যক্ষ' নামে অভিহিত হইতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তক অনুসারে (Noah's grandson) নোহের পৌত্র 'যেফত', তস্য পুত্র 'যবন' গ্রীক জাতির আদি পুরুষ; এই যবন-বংশ বোধার্থে 'যবন' কথার উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু 'যবন' যু-জাতি-বাচক শব্দ হওয়াই সম্ভব। 'যু' ধাতু হইতে উদ্ভূত শব্দের অর্থ কোন 'বিদেশবাসী' 'বিজাতীয়' বা 'বৈধর্ম্মী' হওয়া তত সম্ভব নয়। হিব্রীয় যে অক্ষরস্থানীয় ইংরেজী 'J' তৎস্থলে 'য' ব্যবহারের রীতি প্রচলিতই আছে;- যথা, - 'Jesus' 'যীশু' 'Javan' 'যবন' ইত্যাদি। অমরকোষ অভিধানে 'যবন' শব্দ নাই বটে, কিন্তু 'যাবন' অর্থে 'শিলারস' ও 'তুরুষ্ক' নামক গন্ধদ্রব্য আছে, অতএব বিবেচনা হয়, এ দ্রব্য 'তুরুষ্ক' বা যবন † দেশজাত হওয়ায়, ইহার নাম 'যাবন' হইয়াছে। ভারত পুরাণাদি উক্ত যবনবৃত্তান্ত দ্বারা ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা। 'যবন' শব্দের উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক, এই 'যু' বা হিব্রু মহোদয়দিগের দ্বারা আদিম মানব আদম বংশের ও পৃথিবীস্থ সকল জাতির উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহাঁরা অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পশ্চিম ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রকাশ আছে যে আদম বংশীয় (পঞ্চবিংশ পুরুষ) মশি (Moses) নামক মহাত্মা এই প্রাচীন বিবরণ

---

* প্রবাদ আছে যে এই (Hour Glass) ঘড়ি আলেকজাণ্ড্রিয়া সহরে ২০৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† মহাকবি কালীদাস কৃত 'রঘুবংশ' কাব্যেও 'যবন্' শব্দ এইরূপ অর্থে-ব্যবহৃত হইয়াছে।

লিখিয়া গিয়াছেন। আদমের উৎপত্তির ২৪৩৩* খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত বর্ষের পরে তাঁহার মিশর দেশে জন্ম হইয়াছিল। তিনি সেই দেশীয় পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। আদম হইতে ৯।১০ পুরুষ (নোহের মৃত্যু) পর্য্যন্ত (অন্যূন ২০০০ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত বর্ষ) আদমবংশীয়েরা উলঙ্গ-প্রায় থাকিতেন। পরে, ইব্রীয়গণ পশুপালক ও কৃষিজীবী ছিলেন। মহাত্মা মশির পূর্ব্ব ('আদমসহ ২৪) পুরুষদিগের মধ্যে লিখিত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও তৎকালে অঙ্কবিদ্যার যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু পৃথিবীর বা সূর্য্যের অদৃশ্য বার্ষিক চক্রের বিষয় নিশ্চয়ই তাঁহারা অবগত ছিলেন না। খৃঃ ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশের ১ম ৭অধ্যায়ে 'মাস' বা 'ঋতু' শব্দের প্রয়োগ একেবারে নাই; কেবল 'দিন' ও 'বর্ষের' উল্লেখ আছে। ৭ম অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে "জল পৃথিবীর উপরে একশত-পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকিল।" ("And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days")। মাসের ও বর্ষের দিন-সঙ্খ্যা নিশ্চিত না হইলে দিন-দ্বারা মাস বা মাস-দ্বারা বর্ষ গণনা হইতে পারেনা। মহাত্মা মশির সময়ে মাস শব্দই ইব্রিয় ভাষায় ছিল কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তৎকালে যদি মাসদ্বারা বর্ষ-গণনা চলিত থাকিত, এ স্থলে অবশ্যই ১৫০ দিনের পরিবর্ত্তে-মাসের উল্লেখ থাকিত। ক্রমানুয়ে ১৫০ দিনের গণনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পক্ষদ্বয় বা চান্দ্রমাস গণনা না সহজ? ৮ম অধ্যায়ের শেষে ৪ ঋতুর প্রথম উল্লেখ আছে। এই অধ্যায়েই 'মাস' এবং ৩৫৪ দিনান্ত চান্দ্রবর্ষের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ সকল কথা মহাত্মা মশি লিখিত কিনা তদালোচনা বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন ও নিতান্ত অবিধেয়। কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদ্যংশোক্ত আদিম মানবের পরমায়ু সঙ্খ্যা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ভরসা হয়, অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, অতি প্রাচীন কালে য়ু মহোদয়দিগের দ্বারা 'চান্দ্রমাস' 'বর্ষ'-নামে 'বর্ষবৎ' পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশোক্ত 'বর্ষ' অর্থে 'সৌরবর্ষ' নয়,—তাহার দ্বাদশ ভাগ অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ ন্যূন, কেবল এক 'চান্দ্রমাস' মাত্র। ইহুদের বর্ষও ২ প্রকারঃ—এক 'পবিত্র' অপর 'সাধারণ'। পবিত্র বর্ষ গণনা মহাত্মা মশির মিশর দেশ-পরিত্যাগ হইতে আরম্ভ। দুই প্রকার বর্ষ-দ্বারা বুঝা যায় যে মহাত্মা মশির সময়ে 'বর্ষ' গণনা ছিলনা, পশ্চাতে হইয়াছে। (Jewish-Era) য়ু-অব্দও যে তৎপূর্ব্বে ছিল তাহাও প্রমাণ করা সহজনয়। 'পবিত্র বর্ষের' ১ম মাসের নাম 'নিশান' (অর্থ-পলায়ন বা "যাত্রা") ২য় মাসের নাম (Yiar) বা 'বর' এই 'Yiar' ক্যাল্‌ডীয় (Chaldean) ভাষায় 'বর্ষ' বোধক। অনুমান হয়, ইব্রীয় ভাষাতেও পূর্ব্বে তাহাই ছিল। পশ্চাতে মাসের নামকরণ হইলে, 'মাস' অর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে পারসিকদিগের দৃষ্টান্তে বা অনুকরণে য়ু মহোদয়দিগের মাসের নামকরণ ক্রমে হইয়াছে। এক্ষণে য়ু-ভাষায় বর্ষ বাচক শব্দ 'শন'; অনুমান হয় এ শব্দ পারসীক ভাষা হইতে উৎপন্ন, মাসের নামকরণের পর হইতে ইব্রীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে 'আদিম মানবের পরমায়ু উর্দ্ধসঙ্খ্যা ৯৮৭ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় সহস্রবর্ষ হইয়াছিল, ক্রমে যখন খর্ব্ব হইতে লগিল তখন প্রথমে ৬০০ বর্ষ, পরে ৪৬৪ ও তন্ন্যূন হওতঃ অবশেষে মহাত্মা মশির ১২০ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল'। এই বিবরণ

* আধুনিক মতে ২৬০০ বা তদধিক বর্ষ পরে।

আমা তৎসাময়িক বর্ষ-জ্ঞানের উন্নতি অনুসন্ধান করিতে গেলে বিবেচনা হয়, মানবেরা সর্ব্বপ্রথমে চান্দ্র-মাসকেই 'বর্ষ' জ্ঞান করিতেন। পরে ক্রমে এক ঋতুতে অর্থাৎ ২ বা ৩ চান্দ্রমাসে, তৎপরে ঋতু ও বর্ষের প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে ৫ বা ৬, ৯ বা ১০, চান্দ্রমাসে, অবশেষে বার্ষিক পৃথ্বী বা সূর্য্য চক্রই ঋতুর কারণ স্থূলরূপে স্থির হইলে তাঁহারা ১২ চান্দ্রমাসে বর্ষ গণনা করিতে লাগিলেন। মানবের আদিম অবস্থায় চান্দ্রমাসই 'বর্ষ' নামে অভিধেয় ছিল। পরে ঋতুও যে বর্ষবৎ গণ্য হইত, গ্রীস-দেশের পুরাবৃত্তে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতের ও তৎপশ্চিমস্থ মুসলমানেরা অদ্যাবধি ১২ চান্দ্রমাসে-বর্ষ গণিয়া থাকেন। এ 'বর্ষ' সৌরবর্ষ অপেক্ষা ১১ দিন ন্যূন। য়ু মহোদয়েরাও সাধারণতঃ ঐরূপ ১২ চান্দ্রমাসে, বর্ষ গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক মাস অধিক ধরিয়া সৌরবর্ষের সহিত স্থূলে এক প্রকার মিল রাখিয়া যাইতেছেন। এ প্রণালী নিঃসন্দেহ সৌরবর্ষ পরিমাণ নির্ণয়ের পরে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টাব্দের কত পূর্ব্বে বা কত পরে, তাহা নিশ্চয় বলা যায়না।

ইব্রীয় মহোদয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে ভারতের আদিম বাসীরা নোহের পুত্র হেমেরবংশ কিন্তু পুরাণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। নোহের পৌত্র অসুর যে রাজ্য স্থাপন করেন তাহার নাম (Assyria) আসুরিয়া। দেবতা জ্ঞানে এই অসুরের মূর্ত্তির পূজা হইত। আসুরিয়ার পুরাবৃত্তে আছে যে, এক অসুররাজেশ্বরী পুরাকালে ভারতবিজয়ার্থ আসিয়া যুদ্ধে আহতা ও পরাভূতা হইয়া গিয়াছিলেন। এ বৃত্তান্তও পুরাণে নাই।

মিসর (Egypt) দেশবাসীরাও অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া বিখ্যাত। কোন কোন পুরাবৃত্ত লেখক অনুমান করেন জলপ্লাবনের (some ages) কএক শত বর্ষপরে অশ্বমন্দস্ নামক এক নৃপতির রাজত্বকালে এই মিসর দেশীয়দিগের প্রথম সংস্কার হইয়াছিল যে (৩৬৫) * তিন-শতসওয়াপৈঁষট্টি দিনে বর্ষ পূর্ণ হয় এবং ঐ বর্ষের দ্বাদশ অংশ (মাস) ৩০ দিনে গণ্য। একি সৌরবর্ষ না চান্দ্রবর্ষ ? না অয়ন-দ্বয়ান্ত বর্ষ ? জুলীয়-সৌরবর্ষের পরিমাণ ঐ ৩৬৫। দিন বটে, কিন্তু মিসর দেশে শিক্ষিত মহাত্মা মশি প্রণিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের আদি অংশেও ৩৬৫—দিনান্ত বর্ষের আভাস পাওয়া যায় না; বরং ৩৫৪-দিনান্ত চান্দ্রবর্ষের ইঙ্গিত মাত্র আছে। সে যাহা হউক, ১২ চান্দ্র বা সৌর মাসে বিভক্ত বর্ষ ব্যতিরেকে এ প্রণালীর দ্বারা অব্দ গণনা হয়না। মিসর দেশীয় কোন অব্দ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে কিনা তাহাও জানা যায়না।

অসুর অর্থে দেববিরোধী এবং পুরাণমতে দেবতারা উত্তর মেরু প্রদেশবাসী ও অসুরদিগের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে বসতি। হয়ত পূর্ব্বোক্ত অসুররাজ্যবাসী এবং মিশরদেশীয়দিগকে অতি পূর্ব্বকালে 'অসুর' কহা যাইত। মিসরেরও এক নৃপতি ভারতে বৈরিভাবে আসিয়াছিলেন, ইতিহাসে ব্যক্ত আছে, কিন্তু এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পুরাণে পাওয়া যায় না।

---

* কথিত আছে যে ইহারা (Dog-star, Sirius) কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক উদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত ৩৬৫। তিনশত সওযাপৈঁষট্টি দিনে বর্ষ গণনা করিতেন, কিন্তু এত প্রাচীনকালে নক্ষত্রের উদয়কাল (দিনাংশপর্যন্ত) নিরূপণ, সম্ভব বিবেচনা হয়না। এ আনুমানিক কথা মাত্র। তখন অঙ্ক লিখনেরই প্রচলন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

খৃষ্টাব্দের অনুমান ৪৬ বর্ষ পূর্ব্বে রোম সম্রাট [Julius-Caesar] যুলিয়স-সিজার, যৎকালে যু রাজ্যেরও অধীশ্বর ছিলেন, কিম্বা যখন রোমীয়দের সম্যক্‌রূপে এই যু জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন সৌরবৎসর গণনার যে ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা এই :—

৪ সপ্তাহে অর্থাৎ ২৮ দিনে.. ১ মাস

[এ চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগকাল ভারতের "নাক্ষত্র মাস"। ইংরাজীতেও ইহাকে নাক্ষত্র [Stellar-month] মাস কহা যায়। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ২৭·৩২১৭ দিন। ইহা হইতেই ১৪ দিনে 'পক্ষ' [fort-night] এবং ৭ দিনে বা ১ সপ্তাহে চান্দ্রমাসের চতুর্থাংশ [quarter] স্থূলরূপে গণনা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে।]

৫২ সপ্তাহ ১ দিন ৬ ঘণ্টায়... ....১ 'বর্ষ' বা 'যুলীয় বৎসর'

ইউরোপে প্রথমে 'সপ্তাহ' দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। রোমসম্রাট যুলিয়স সিজারের সময়েও সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগকাল সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ হয় নাই, জ্ঞাত হওয়া যায়। 'বৎসর' বা 'সৌরবর্ষ' শব্দের ব্যবহার প্রথম এই আরম্ভ। সৌরমাসের প্রচলন পশ্চাতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'মাস' শব্দের ব্যবহার ইতিপুর্ব্বে ছিল কিনা নিশ্চয় বলা যায়না।—

এই যুলীয় অব্দের ১১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে ভারতেও 'সম্বৎ' নামক অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। ১৩৫ 'সম্বৎ' হইতে আবার 'শকাব্দা' চলিয়া আসিতেছে। এ ঐতিহাসিক অব্দ হইলেও কেবল ইহার দ্বারা পুরাণোক্ত ঘটনা সকলের কাল নিরূপণ হয়না।

প্রবাদ আছে যে গ্রীসদেশবাসী মহোদয়েরা অনেক পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরাও 'হোরা' শব্দটী 'ঘণ্টা' ও 'ঋতু' [বা 'বর্ষ'] অর্থে ব্যবহার করিতেন। 'বর্ষ' বা 'বৎসর' বোধক পৃথক্ শব্দ ইহাঁদের ছিলনা, বিবেচনা হয়। ইহাঁদের কোন বিশেষ অব্দ জানা নাই, তবে ঐ দেশে [Olympiad] 'ওলিম্পিয়ড্' নামক এক মেলা প্রচলিত ছিল, এই মেলা সংখ্যা দ্বারা প্রাচীন প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মহোদয়েরা পুরাকালীন ঘটনা সকলের কাল নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ মেলা 'চাতুর্বার্ষিক' বলিয়া ইংরাজী গ্রন্থে ব্যক্ত আছে; কিন্তু ইহা ৪ 'বৎসর' অন্তর হওয়া কিছু সন্দেহের বিষয়। এ চতুর্বর্ষের যথার্থ পরিমাণ কি, তাহা বলা যায়না। যাহাহউক প্রাচীন ইতিহাস লেখক-দিগের গণনা যখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তখন সে সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গ্রীস দেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দরের সিলিউকস্ নামক এক সেনাপতি শকদ্বীপ প্রদেশে আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁর নামে যে এক অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি চলিতেছে কিনা জানা জায়না। এই সিলিউকস্ ও মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে যৎকালে আসিয়াছিলেন তখন মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরা মগধের অধীশ্বর ছিলেন, ইতিহাসে প্রকাশ আছে। উহাঁদের ভারতে আগমনের অব্দও প্রাচীন ইতিহাস লেখক মহোদয়দিগের দ্বারা নিশ্চয়-রূপে অবধারিত হইয়াছে। মহাপদ্মনন্দ ও তদ্বংশচরিত পুরাণে সংক্ষেপে উক্ত আছে; কিন্তু ভারতের পুরাকালীন ইতিহাস যাহা কিছু পুরাণে পাওয়া যায় তাহা গাঢ় রূপকে আবৃত এবং তাহার কাল সম্বন্ধে কেবল যুগেরই উল্লেখ আছে, যথা—

দ্বাপরে বুদ্ধ, ত্রেতায় পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন, ইত্যাদি।

সেই কারণে, বিদেশীয় পুরাবৃত্তে বা অপর প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থে ভারতের যে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে তৎসাহায্য ব্যতিরেকে কেবল কোন অব্দের দ্বারা পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক রূপক সকলের যথার্থ মর্ম্ম ও কাল উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় সর্ব্ব প্রথমে, পুরাণোক্ত যুগ ও সত্য-ত্রেতা-আদি-অন্ত-যুগের প্রকৃত অর্থ ও পরিমাণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত চারিযুগের যথার্থ পরিমাণ অনুসন্ধান।

[যুগ কি? যুগ কয় প্রকার এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ কি? এই কলিযুগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি?]

এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ১ অহোরাত্র বা ১ দিবস। ভারত পুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঋষিরা এই অহোরাত্রের পরিমাণ প্রথমে " নিমেষ " দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে,-১৫ নিমেষে-১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৪৫০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০.১ কলায় (অর্থাৎ ১৩৫৪৫ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্ত (অর্থাৎ ৪০৬৩৫০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

মহাভারতের অন্যত্র অপর প্রকরণও আছে; যথা—খিলহরিবংশপর্ব্ব মতে ১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৪৫০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০ কলায় (অর্থাৎ ১৩৫০০ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ ৪০৫০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে অন্য ধারা আছে;—১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা। (১ম অংশের ৩য় অধ্যায় মতে ৩০ কলায় ১ ঘটিকা ২ ঘটিকায় অর্থাৎ ৬০ কলায় ১ মুহূর্ত্ত)। ২য় অংশের ৮ম অধ্যায় অনুসারে—৩০ কলায় ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ ৪০৫০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র।

প্রাচীন অমরকোষ অভিধানে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই—১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। ৩০ কাষ্ঠায় (অর্থাৎ ৫৪০ নিমেষে) ১ কলা। ৩০ কলায় (বা ১৬২০০ নিমেষে) ১ ক্ষণ। ১২ ক্ষণে (বা ১৯৪৪০০ নিমেষে) ১ মুহূর্ত্ত। ৩০ মুহূর্ত্তে (বা ৫৮৩২০০০ নিমেষে) ১ অহোরাত্র বা দিবস—

'নিমেষ' দ্বারা দিবসের পরিমাণ গণনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী মহাভারত পুরাণ ও অমরকোষে উক্ত আছে; ইহার মধ্যে কোন্ ধারা দ্বারা জ্যোতিষিক গণনা পূর্ব্বকালে নিষ্পন্ন হইত তাহা বুঝা যায়না। 'নিমেষের' পরিবর্ত্তে কালবিভাগের মূলমান 'অনুপল' পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যাইতেছে। —

জ্যোতিষ গ্রন্থ মতে—

৬০ অনুপলে..............১ বিপল। ৬০ বিপলে বা ৩৬০০ অনুপলে ১-পল।

৬০ পলে বা ২১৬০০০ অনুপলে-১ দণ্ড। ৬০ দণ্ডে বা ১২৯৬০০০০ অনুপলে-১ অহোরাত্র বা দিবস।

প্রতিদিন ৬০ দণ্ড অন্তর সূর্য্যের উদয়; অর্থাৎ দিবসের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য কখনও হয়না বলা যাইতে পারে। কিন্তু দিবা ও রাত্রিমানের তারতম্য আছেই। বৎসরে কেবল মাত্র ২ দিন সম-দিবা-রাত্র থাকে। যে দিন সম-দিবা-রাত্র, তাহাকে 'বিষুব' বা 'বিষুবৎ' কহে। এই দিনে সূর্য্যের উদয় অস্তের আকাশ পথ ছায়ার দ্বারা বা অন্য উপায়ে নির্ণয় করতঃ ঐ পথের যে রেখা-সূর্য্য-গতি আদি গণনার্থে গণিতশাস্ত্র-বেত্তারা অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদেরা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাকে "বিষুব-রেখা" কহে। বিষুবরেখার উভয় পার্শে নির্দ্ধারিত সমদূরবর্ত্তী সীমামধ্যে সূর্য্যের উদয়াস্ত পথ। এই আয়তনের দক্ষিণপ্রান্ত সীমা হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত পথ যখন ক্রমশঃ দিন দিন সরিয়া সরিয়া উত্তর প্রান্ত সীমায় যায়, তখন দিবামান বৃদ্ধি হওতঃ রাত্রিমান ন্যূন হইতে থাকে। আবার যখন উত্তরপ্রান্ত সীমা হইতে দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় ক্রমে ক্রমে ফিরিতে থাকে, তখন দিবামান হ্রাস ও রাত্রিমান বৃদ্ধি হইতে থাকে। সূর্য্যকে যখন দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে দেখা যায় এবং রাত্রিমানের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতে থাকে ও দিবামান বাড়িতে থাকে, সেই ৬ মাস 'উত্তর-অয়ন'। আবার যখন সূর্য্যকে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিতে দেখা যায় এবং রাত্রি আর খর্ব্ব না হইয়া বাড়িতে থাকে ও দিবামান হ্রাস হইতে থাকে, সেই ৬ মাস 'দক্ষিণ-অয়ন' (বিঃ পুঃ ২।৮)। এই অয়নান্তবৃত্তের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপরে যে দিন সূর্য্য আইসেন সেই দিন সমদিবারাত্র হয়*।

কোন সৌর-মাসের সংক্রান্তিতেই কিম্বা বৎসরের শেষেই বা প্রথমেই যে 'বিষুবৎ' (সম-দিবারাত্র) হয়, তাহা নয়। ৪২১ শকের শেষে মেষ-সংক্রান্তিতে† বিষুবৎ হইয়াছিল। সেই মেষ-সংক্রান্তির বিষুবরেখার সমসূত্রে ভূতলে অঙ্কিত সূর্য্যপথ পৃথিবীর মহাবিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত, ইংরাজীতে যাহাকে Equator কহে। ঐ রেখা পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ এই ২ বিভাগের মধ্যচিহ্ন স্বরূপ। সেই জন্যই মেষ-সংক্রান্তির নাম 'মহাবিষুব' হইয়াছে। ৪২১ শকের মেষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ১লা বৈশাখে বিষুবৎ হইত। তাহার আরও ৬৬ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২রা বৈশাখে, আবার তারও ৬৬ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্ব অর্থাৎ ২২১ শক পর্য্যন্ত ৩রা বৈশাখে বিষুবৎ হইত। এই প্রণালীতে প্রতি ২০০ বৎসরে বিষুবৎ ৩ দিন সরিয়া যায় এবং ৩৬০০ বৎসরে

---

* সকল বঙ্গীয় পঞ্জিকায় প্রতিদিনের দিবামান লিখিত আছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দৈনিক দিবা ও রাত্রির পরিমাণ (দণ্ড, পল ও বিপলে) লিখিত আছে; তদ্দৃষ্টে জানিতে পারিবেন যে এক্ষণে ৯ই চৈত্রে ও ৯ই আশ্বিনে বিষুবৎ হওয়ায় ১০ই পৌষ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ৬ মাস 'উত্তরায়ণে' দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রি-মানের হ্রাস হয় এবং ১০ই আষাঢ় হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত ৬ মাস 'দক্ষিণায়নে' দিবামান ক্রমশঃ কমিতে ও রাত্রিমান বাড়িতে থাকে।

† অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে॥

১লা বৈশাখ হইতে যথাক্রমে ২৭শে বৈশাখ পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় মেষ-সংক্রান্তিতে বিষুবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে; অর্থাৎ প্রতি ৩৬০০ বৎসরে অয়নচক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয়। ঐ নিয়মে ৩৬০০ বৎসরে মেষ-সংক্রান্তি হইতে বিষুবৎ ক্রমশঃ ২৭ দিন পশ্চাদ্বর্ত্তী হওতঃ পুনরায় অগ্রসর হইয়া ১লা বৈশাখে ফিরিয়া যাইলে অয়নচক্রের অপরার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয়। এই রূপে প্রতি ৭২০০ বৎসরে উপরোক্ত পর্য্যায়ে বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ১ পূর্ণ চক্র শেষ হয়; অর্থাৎ অয়নচক্র সূর্য্যের ১ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, বলা যাইতে পারে।—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এক অহোরাত্র বা দিবসকালের হ্রাস বৃদ্ধি নাই; ইহার কারণ পুরাণে যদিও স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে প্রকাশ আছে এবং জ্যোতিষগ্রন্থে ব্যক্ত আছে যে সূর্য্যের দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বাস্যে পৃথিবীর অবিশ্রান্ত ঘূর্ণনে * ক্রমিক দিবা রাত্রের বা দিবসের উৎপত্তি। উত্তর হইতে দক্ষিণে পৃথিবীর ঐ রূপ চক্রে অয়নদ্বয়ের বা বৎসরের প্রত্যাবর্ত্তন হইতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে লৌহবর্ত্মের অর্থাৎ রেলওয়ের বেগে-গমনশীল-গাড়ীর আরোহী দিগের যেমন পার্শ্বস্থ বৃক্ষ স্তম্ভ আদি বিপরীত দিকে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হয়, সেই রূপ পূর্ব্ব দিকে ঘূর্ণায়মানা পৃথিবীস্থ ব্যক্তি সমূহের দ্বারা দিবাভাগে সূর্য্যকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অস্ত যাইতে এবং রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পুনরায় পূর্ব্ব দিকে আসিয়া উদয় হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পৃথিবীর দৈনিক একবার ঘূর্ণন কাল ৬০ দণ্ড বা ২৪ হোরা—(গ্রীকদিগের 'হোরা' হইতে ইংরাজী 'hour' শব্দের উৎপত্তি) বা ঘণ্টা ইহার ব্যতিক্রম নাই। ঐ প্রকারে পৃথিবীর ১ উত্তর-দক্ষিণ-চক্রে ২ অয়নে ১ বৎসর হইয়া থাকে।

সূর্য্যের অয়নচক্র ভোগ দ্বারা বিষুবৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পৃথিবীর বার্ষিক চক্রে ২ অয়নে ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্রপুঞ্জ একবার মাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সূর্য্যের পূর্ণ অয়নচক্রে ৪ বার যথাক্রমে রাশিচক্রস্থ ২৭ নক্ষত্রপুঞ্জ ভোগ হয়;—অর্থাৎ প্রতি চক্রার্দ্ধে ২৭ নক্ষত্র ২ বার ও ১ পূর্ণ (২ অয়ন) চক্রে ৪ বার ভোগ হইয়া থাকে। প্রতি নক্ষত্র ভোগ কাল অয়নাংশ নামে খ্যাত। ১৩১৩ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় অয়নাংশ প্রকরণ যাহা উক্ত আছে, তাহা ইংরাজী ও ভারতীয় মত মিশ্রিত এবং অশুদ্ধ; যথা—অয়নাংশ ইংরাজী 'অংশ' (degree) নয়; বিষুবরেখা 'উত্তর দক্ষিণে লম্বা' নয়, লম্বা হইলে, অয়নগতি ঐ রেখার 'উত্তর দক্ষিণে' হইতে পারেনা, পূর্ব্ব পশ্চিমে হয়; বিষুবরেখার উত্তরে ২৭ অয়নাংশ গমন ও ২৭ অয়নাংশ প্রত্যাগমনকাল ৩৬০০ বৎসর, তদ্রূপ বিষুবরেখার দক্ষিণে গমন ও প্রত্যাগমনকাল ৩৬০০ বৎসর অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ২ অয়নের সম্পূর্ণ অয়নচক্রে ১০৮ অয়নাংশগতির কাল ৭২০০ বৎসর।

---

* ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট সর্ব্ব প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন। মতান্তরে 'পৃথিবী অচলা, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে', কিন্তু তাহা হইলে বৎসরের ও বিষুবতের আবৃত্তির এবং অয়নগতির মীমাংসা হয়না। আর্য্যভট্ট সর্ব্বাগ্রগণ্য জ্যোতির্ব্বিদ্ তাঁহারই মত পৃথিবীর সর্ব্বত্রে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক এখানে কারণ অনুসন্ধানের কিম্বা মত ভেদ নিরাকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র পুরাণোক্ত যুগাদির পরিমাণ নির্ণয়ার্থ, জ্যোতিষের যে কএকটি কথা উল্লেখনীয় তাহাই সঙ্ক্ষেপে উক্ত হইল।

(ক) প্রদর্শনী।

চক্রগণনার প্রণালী।

৬০ অনুকলায়.........১ বিকলা। ('Second')।
৬০ বিকলায়...........১ কলা। ('Minute')।
৬০ কলায়.............১ অংশ। ('Degree')।
১৩ অংশ, ২০ কলায়। ১ নক্ষত্র-অংশ।
৩০ অংশে............১ রাশি বা ২।০ নক্ষত্রাংশ।
৩৬০ অংশে............১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্রাংশ বা এক পূর্ণ চক্র।

২৭ নক্ষত্র বা ৩৬০ অংশ।

বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ব্যাখ্যা।

কাল সংখ্যা।	বিষুবৎ প্রবর্ত্তন চক্র বা সূর্য্যের অয়ন চক্র ভোগ।	পৃথিবীর বার্ষিক চক্র।	পৃথিবীর দৈনিক চক্র।
৭২০০ সৌরবর্ষে	সূর্য্যের ১ পূর্ণ (২ অয়ন) চক্রে ১০৮ অয়নাংশ ভোগ।	৭২০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ৭২০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
৩৬০০ ঐ	সূর্য্যের অর্দ্ধ (১ অয়ন) চক্রে ৫৪ অয়নাংশ ভোগ।	৩৬০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ৩৬০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
১৮০০ ঐ	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রে ২৭ অয়নাংশ বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	১৮০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ১৮০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
২০০ ঐ	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রের ৯ ভাগের ১ ভাগে ৩ অয়নাংশ বা ৩ নক্ষত্র ভোগ।	২০০ পূর্ণচক্র অর্থাৎ ২০০ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
৬৬ সৌরবর্ষ ৮ মাসে।	সূর্য্যের ১ পাদ (অয়নার্দ্ধ) চক্রের ১ অয়নাংশ বা ১ নক্ষত্র ভোগ।	৬৬ পূর্ণচক্রাধিক ২৪০ অংশ অর্থাৎ ৬৬ বার ১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র এবং আরও ৮ রাশি বা ১৮ নক্ষত্র ভোগ।	
১ সৌরবর্ষে	১ অয়নাংশের ৫৪ বিকলা মাত্র ভোগ।	১২ রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।	
১ অয়নে বা ৬ মাসে।	১ অয়নাংশের ২৭ বিকলা মাত্র ভোগ।	১৮০ অংশ অর্থাৎ ৬ রাশি বা ১৩৸০ নক্ষত্র ভোগ।	
৩ মাসে	১ অয়নাংশের ১৩ বিকলা ৩০ অনুকলা মাত্র ভোগ।	৯০ অংশ অর্থাৎ ৩ রাশি বা ৬৸০ নক্ষত্র ভোগ।	
১ মাসে	১ অয়নাংশের ৪ বিকলা ৩০ অনুকলা মাত্র ভোগ।	৩০ অংশ অর্থাৎ ১ রাশি বা ২।০ নক্ষত্র ভোগ।	
১ দিনে	... ...	৫৯ কলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	১পূর্ণচক্র অর্থাৎ ১২রাশি বা ২৭ নক্ষত্র ভোগ।
১ দণ্ডে	... ...	৫৯ বিকলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	৬ অংশ।
১ পলে	... ...	৫৯ অনুকলার কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ।	৬ কলা।
১ বিপলে	... ...	... ...	৬ বিকলা।
১ অনুপলে	... ...	... ...	৬ অনুকলা

পঞ্জিকার অয়নাংশ গণনা পৃথক্ নয়। ৭২০০ সৌরবর্ষে ১০৮ বার বা দিন যথাক্রমে বিষুবৎ পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ১০৮ ভাগ বা দিনকে অংশ ধরিলে, ৭২০০ সৌরবর্ষে ৩৮৮৮০০ বিকলা হয়। ১ বর্ষে $\frac{৩৮৮৮০০}{৭২০০}$ = ৫৪ বিকলা; ২০০ সৌরবর্ষে $\frac{১০৮}{৩৬}$ = ৩ দিন বা অংশ; $\frac{২০০}{৩}$ সৌরবর্ষে = ৬৬ বর্ষ ৮ মাসে-১ দিন বা অংশ হয়। ৪২১ শকে (১০শে) চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুবৎ হইয়াছিল, অতএব ১৮২১ শকে অর্থাৎ ১৪০০ বৎসর পরে ($\frac{১৪০০}{২০০}$ × ৩ =) ২১ দিন পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া এই চৈত্রে বিষুবৎ আসিয়াছে।

ইউরোপীয়েরা বলিতেছেন যে মধ্যে মধ্যে সূর্য্যের কিয়দংশ কৃষ্ণ বর্ণ বা অন্ধকার সদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা না প্রকাশ পায় যে সূর্য্যেরও আবর্ত্তন আছে ? তবে ইহাঁরা ভারতীয় মতের অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে 'গ্রহ' না বলেন কেন ? ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থে সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল আদি যেমন 'প্রকাশ' (Visible) গ্রহ, 'অপ্রকাশ' গ্রহ তেমনই 'পাত', 'শিখী' (রাহুকেতু) 'ধূম', 'পরিধি', 'চাপ' এই পাঁচটীর নাম উল্লেখ আছে। 'পৃথিবী' গ্রহ মধ্যে গণ্য নাই। পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণও কি প্রতিপন্ন হইতে পারে ? এ বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কথাটা অতি অসঙ্গত বোধ হয়না কি ? সূর্য্যের দিকে দৈনিক ঘূর্ণন সত্বে, ব্যোম-মার্গে তীরের ন্যায় বা চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে অতি ভীষণ বেগে পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ কি সম্ভব ? উত্তর অয়নে ক্রমশঃ দিবামান বৃদ্ধি; রাত্রিমান হ্রাস; দক্ষিণ অয়নে রাত্রিমান বৃদ্ধি, দিবামান হ্রাস; দুই অয়নেই সূর্য্যগতির মাধ্যাহ্নিক বক্রতা একই প্রকার; (ক) অয়নদ্বয়ের উত্তরার্দ্ধে আবার উত্তরমেরু প্রদেশে নিয়ত দিবা, দক্ষিণার্দ্ধে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, এ সকল যদি পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য প্রদক্ষিণের ফল হয়, তবে উত্তর দক্ষিণে অতি অল্পে অল্পে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনই বা অয়নদ্বয়, ঋতু ও বৎসর পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারেনা কেন ? পঞ্চভূতের মধ্যে 'ব্যোমেরই' না অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষ ? গ্রহ নক্ষত্র আদির শূন্য আকাশে স্থিতি, প্রচণ্ড ঝটিকা, সমুদ্রের জলস্তম্ভ, বাষ্পীয় কল, তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদি ব্যোমের অব্যক্ত আকর্ষণ শক্তির অব্যর্থ প্রমাণ না ? প্রকাণ্ড ক্ষিতিখণ্ড পৃথিবী, ঊর্দ্ধ অধঃ আদি সর্ব্বদিকে এই আকর্ষণ দ্বারাই না শূন্যে রহিয়াছে ? যদি সূর্য্যের আকর্ষণে বলা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যেরইবা শূন্য আকাশে অবস্থিতি কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে ? প্রাকৃতিক নিয়ম একই না ? আকর্ষণ শক্তি 'স্থূল' (দৃষ্টিগোচর) না সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) ? অদৃশ্য শক্তি 'ব্যোমের' ভিন্ন (Matter) জড়ের হয় কি ? গ্রহ নক্ষত্রাদির গোলাকার ও অনন্ত ঘূর্ণন এই ব্যোমেরই আকর্ষণের ফল না ? আবার ইউরোপীয় মহো-

---

(ক) "জ্যোতিষ্কগণের মণ্ডলাকারে গমন দৃষ্ট হইতেছে, জ্যোতিষ্ক সকল আকাশে মণ্ডলাকারে 'প্রচরণ করে,' উত্তরায়ণে প্রাতঃকালে আদিত্য ঈশান কোণে উদয় হয়েন, তৎপর ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অপসৃত হইয়া আমাদিগের মস্তকোর্দ্ধে আগমন করেন, তৎপর ক্রমে উত্তর দিকে অপসৃত হয়েন, তৎপশ্চাৎ পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া অস্তযান। বিষুবৎকালে (সম রাত্রিদিবা কালে) পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উদয় হন, তারপর দক্ষিণে যান পরে মাধ্যাহ্নিক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে গমন করিয়া পশ্চিমে অস্ত হন্। ঐ প্রকার দক্ষিণায়নে অগ্নিকোণে উদয় হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে গিয়া মাধ্যাহ্নিক স্থান অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অস্ত হন্।"

'পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ' হইতে এই উদ্ধৃতাংশ পাঠে অবশ্য প্রতীতি হওয়া সম্ভব যে জ্যোতিষ্ক সকলেই যখন 'মণ্ডলাকারে প্রচরণ করে,' সূর্য্য প্রদক্ষিণ করেনা; তখন পৃথিবীর পক্ষে অন্য নিয়ম হইতে পারেনা; পৃথিবীরও সূর্য্য প্রদক্ষিণ নাই। উহার পূর্ব্ব পশ্চিমে ঘূর্ণনে যেমন দিবারাত্রির উৎপত্তি, তেমনই উহার উত্তর-দক্ষিণে 'একবার আবর্ত্তনই' বা 'এক চক্রই' অর্থাৎ রাশিচক্র (বৎদৃশ্যমান) পরিভ্রমণই 'অয়নদ্বয়ের' 'ঋতু পরিবর্ত্তনের' ও 'বর্ষোৎপত্তির' কারণ। ৭২০০ বৎসরে পৃথিবীর ১ বার সূর্য্য প্রদক্ষিণ হইতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবী আপন ব্যাসের কত-গুণ পথ ৬০ দণ্ডে অতিক্রম করিলে ৩৬৫।০ দিনে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে ? আর পৃথিবী কি সূর্য্যকে ঊর্দ্ধ অধঃ না সমতলে প্রদক্ষিণ করে ?।

দয়েরা বলিয়া থাকুন যে সূর্য্য বাস্পাবৃত। তেজ বায়ু হইতে, এবং বায়ু ব্যোম হইতে উৎপন্ন; বাস্প ব্যোম কর্ত্তৃকই আকর্ষিত হইয়া থাকে; বাস্পের ব্যোম বা জড় পদার্থ আকর্ষণের শক্তি আছে কি? আদিভূত ব্যোমেরই আকর্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ গ্রহ নক্ষত্র আদির চক্রাকারে গতি সম্পাদিত হওয়াই না সম্ভব বোধ হয়? ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর দৈনিক (পূর্ব্ব-পশ্চিমে) ঘূর্ণন মধ্যে প্রতি ৫ দণ্ডে এক এক রাশি এবং সমস্ত অহোরাত্রে সম্পূর্ণ রাশিচক্র ভোগ হয়; সৌরবার্ষিক (উত্তর দক্ষিণে) আবর্ত্তনেও ঐ রূপ মাসে মাসে ১ রাশি এবং ১২ মাসে সম্পূর্ণ রাশিচক্র ভোগ হইয়া থাকে। পৃথিবীর দৈনিক চক্র যেমন সূর্য্যপরিবেষ্টিত নয়, বার্ষিক চক্রও তদ্রূপ বিবেচনা হয়। যাহাহউক এ সকল জ্যোতিষের ও বিজ্ঞানের কথা। এতদ্দেশীয় গণিত বিদ্যাবিশারদ মহোদয়দিগের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

ভারত পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে গণিত শাস্ত্রবেত্তারা বলেনঃ—

২ অয়ন (উত্তর ও দক্ষিণ) মিলিয়া ১ সম্বৎসর।

বিষুবদন্ত উত্তর অয়নে দেবতাদিগের দিবা; উহার পর দক্ষিণ অয়নে তাঁহাদিগের রাত্রি; যে হেতু ঐ উত্তর অয়নে রবির গমন পথ বিষুবরেখার উত্তরে থাকায় সুমেরু অর্থাৎ উত্তরমেরু প্রদেশবাসী দেবগণের তখন দিবাকর অদর্শন হয়না। দক্ষিণ অয়নে তদ্রূপ সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণে গমন করায় তখন দেবতাদের সূর্য্য দর্শন হয়না। এ বিবরণ পুরাণেই আছে।

১ সম্বৎসরে দেবতাদিগের অহোরাত্র অর্থাৎ ১ দৈব দিবস।

৩৬০ দৈব দিবসে অর্থাৎ ৩৬০ সম্বৎসরে ১ দৈব বর্ষ হয়।

১০ দৈব বর্ষে বা ৩৬০০ সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয় অর্থাৎ যে সময়ে বিষুবৎ পূর্ব্ব বর্ণিত রূপে ১লা হইতে ক্রমানুয়ে ২৭ শে বৈশাখ অবধি অগ্রসর হওতঃ পুনরায় যথাক্রমে ৩০শে চৈত্রে আইসে তাহাই মনুর এক অহোরাত্র বা এক দিন।

মনুর ১০ দিনে অর্থাৎ ১০০ দৈব বর্ষে বা ৩৬০০০ সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৫ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ পক্ষ। —

মনুর ১০ পক্ষে অর্থাৎ ১ সহস্র দৈববর্ষে বা ৩৬০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৫০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ মাস।

মনুর ১২ মাসে অর্থাৎ ১২ সহস্র দৈব বর্ষে বা ৪৩২০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ৬০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয় তাহা ১ দৈব যুগ বা মনুর ১ ঋতু।

পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা এই 'দৈবযুগ' ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের যে নাম ও সন্ধ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। —

সত্যযুগ—সন্ধ্যাসহ-(চতুষ্পাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ৪ গুণ) ৪৮ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ১৭২৮ সহস্র সম্বৎসর।

ত্রেতাযুগ-সন্ধ্যাসহ-(ত্রিপাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ৩ গুণ) ৩৬ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ১২৯৬ সহস্র সম্বৎসর।

দ্বাপরযুগ-সন্ধ্যাসহ-(দ্বিপাদ পুণ্যহেতু এ যুগের সন্ধ্যা ও মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে কলির ২ গুণ) ২৪ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ৮৬৪ সহস্র সম্বৎসর।

কলিযুগ-সন্ধ্যাসহ-(১ পাদ পুণ্য, মানবের পরমায়ু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমতে শত বর্ষ)-১২ শত দৈববর্ষ অর্থাৎ ৪৩২ সহস্র সম্বৎসর।

[মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বমতে সত্যযুগে ৪০০০, ত্রেতায় ৩০০০, দ্বাপরে ২০০০ বর্ষ, কলিতে অনিশ্চিত। অন্যত্র সত্যে ১০০০০০, ত্রেতায় ১০০০০, দ্বাপরে ১০০০, কলিতে ১০০ বর্ষ আছে।] সাকল্য ৪ যুগ বা ১ দৈবযুগ ৪৩২০ সহস্র সম্বৎসর-(কলির ১০ গুণ)

মনুর ৩ ঋতুতে অর্থাৎ ৩৬ সহস্র দৈববর্ষে বা ৩ দৈবযুগে বা ১২৯৬ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ১৮০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ অয়ন।

মনুর ২ অয়নে, অর্থাৎ ৭২ সহস্র দৈববর্ষে বা ৬ দৈবযুগে বা ২৫৯২০ সহস্র সম্বৎসরে, যে কাল মধ্যে সূর্য্যের ৩৬০০ বার অয়নচক্র সম্পূর্ণ ভোগ হয়, তাহা মনুর ১ বৎসর।

মনুর ১ বৎসর-সম বা ৬ দৈবযুগ-সম সন্ধ্যাসহ ১৪ মন্বন্তরে কিম্বা ১ সহস্র দৈবযুগে অর্থাৎ ১২০০০ সহস্র দৈববর্ষে-বা ৪৩২০০০০ সহস্র (৪৩২০০০০০০০) সম্বৎসরে—১ কল্প, অর্থাৎ সৃষ্টির স্থিতিকাল।

৭১ দৈবযুগে ১ মন্বন্তর। কল্পের আদ্যন্তসন্ধ্যা এবং ১৪ মন্বন্তরের আদ্যন্তসন্ধ্যায় ১৫ সত্যযুগকাল বা ২৫৯২০০০০ সম্বৎসর; অর্থাৎ ১৭২৮০০০ সম্বৎসরে মন্বন্তর সন্ধ্যা হইয়া থাকে।

পুরাণ মতে বর্ষ ৫ প্রকার*। ১ম—সম্বৎসর, ২য়—পরিবর্ষ, ৩য়—ইদ্‌বর্ষ, ৪র্থ—অনুবর্ষ, ৫ম—বৎসর। সূর্য্য চন্দ্রের দৃশ্যমানগতি হইতে বর্ষের উৎপত্তি। এই বর্ষ সকলের সমন্বয়ে 'যুগ' হয়। পুরাণে ইহাদের সূক্ষ্ম পরিমাণ পাওয়া যায়না, কিন্তু পুরাণে ও জ্যোতিষে অনৈক্য নাই। জ্যোতিষোক্ত বর্ষ পরিমাণ দ্বারা বর্ষ-সমন্বয় গণনা সম্পাদিত হইতে পারে। যথা—

* সম্বৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ॥
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৬৭॥ (বিষ্ণুঃ পুঃ ২। ৮)

১ম। ২ অয়নে মিলিয়া ১ সম্বৎসর। বঙ্গীয় পঞ্জিকার দ্বারাই জানা যায় যে-সম্বৎসর সাধারণতঃ ৩৬৫—মধ্যে মধ্যে ৩৬৬ সম্পূর্ণ-দিনে হইয়া থাকে। (খ প্রদর্শনী দৃষ্টি করুন) ৪৩২ সহস্র সম্বৎসরে সম্পূর্ণ দিনে সৌরবর্ষের সহিত ইহার মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)

২য়। জ্যোতিষ মতে সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগে যে বর্ষ হয় তাহাই পরিবর্ষ (ক) অর্থাৎ পূর্ণ বা সৌর বর্ষ। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ (হোরাবিজ্ঞান জ্যোতিষসংগ্রহ অনুসারে) ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল, ৩০ অনুপল। কিন্তু পঞ্জিকাদির সাধারণ গণনায় ইহার বিপল—অনুপলাংশ পরিত্যাগ করা হয়। ইউরোপীয়দের এক মতে ৩৬৫ দিন (৫ ঘণ্টা,-৪৮ মিনিট, ৪৯·৭ সেকেণ্ড বা) ১৪ দণ্ড, ৩২ পল, ৪ বিপল, ১৫ অনুপল; ২য় মতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু এ সকল মতামতের মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সৌরবর্ষ অসম্পূর্ণ দিনে সমাপ্ত হওয়ায় ইউরোপীয়েরা যেমন তাঁহাদের পঞ্জিকা আদিতে সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে ও মধ্যে মধ্যে ৩৬৬ দিনে বৎসর ধরিয়া থাকেন, ভারতেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। (খ প্রদর্শনী দেখুন)। ৪৩২ সহস্র সৌরবর্ষ পূর্ণ হইলে সম্পূর্ণ দিনে সৌর-বর্ষ শেষ হইয়া, পুরাণোক্ত সম্বৎসর অর্থাৎ অয়নান্ত বর্ষের সহিত মিলন হয়। এই ৪৩২ সহস্র সৌরবর্ষেই (১ দৈবযুগের দশমাংশ) এক 'কলিযুগকাল'।

(ক) পুরাণোক্ত এই ৫ প্রকার বর্ষের বিশেষ ব্যাখ্যা কোন অভিধানে দৃষ্টিগোচর হয়না। এমনকি 'শব্দকল্পদ্রুমেও' কেবল পুরাণবাক্য মাত্র উদ্ধৃত আছে। সাধারণতঃ 'সম্বৎসর' ও 'বৎসর' শব্দে সৌরবর্ষই বুঝায়; কিন্তু পুরাণে স্পষ্টই উক্ত আছে, ২ অয়নে ১ 'সম্বৎসর' ও ৭২ সহস্রবর্ষে মনুর ১ 'বৎসর' হয়। অতএব পুরাণোক্ত 'বৎসর' অর্থে অয়নাংশ সঙ্ঘটিত বা অয়নচক্রান্তবর্ষ ব্যতিরেকে রাশিচক্রান্ত সৌরবর্ষ হইতে পারেনা॥ পরিবর্ষ যে সৌরবর্ষ; তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই॥ নামের ব্যতিক্রমেও বর্ষসমন্বয়গণনা অশুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়॥

স্থানে স্থানে সৌরবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় যথা—

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড ৩০ পল ২২ বিপল ৩০ অনুপল; (হোরা বিজ্ঞান দেখুন)।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩৫ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল।

'জ্যোতিষ রত্নাকরের' ১১ পৃষ্ঠায়, ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল আছে। অনুমান হয়, '৩১ পল' ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে 'জ্যোতিষ রত্নাকরের' অপর স্থানে, এবং 'বরাহ মিহির ও খনা' নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু অনুমান হয়, এ সকল বিভিন্নতা মুদ্রাঙ্কনের অশুদ্ধতা হেতু কিম্বা অপর কারণে হইতে পারে।

অধিক পরিশ্রম সহকারে জ্যোতিষরত্নাকরের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত সংক্রান্তি চক্র ও কতিপয় বর্ষের বঙ্গীয় পঞ্জিকা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ভাস্করাচার্য্যের মতানুসারে বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলের বর্ষগণনা সম্পাদিত হয়, কেবল গণনা ফলের বিপল ও অনুপলাংশ পরিত্যক্ত হইয়া, ৩০ বা তদতিরিক্ত বিপলের স্থলে ১ পল অধিক লিখিত হইয়া থাকে।

৩য়। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত, ২ পক্ষে (পুরাণ মতে ৩০ দিনে) ১ চান্দ্রমাস। ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ জ্যোতিষ কল্পবৃক্ষ অনুসারে ২৯দিন—৩১দণ্ড—৫০পল। ইংরেজী মতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র (৯ বিপল ৩৬ অনুপল) অধিক। ভারতীয় পরিমাণ ২৯·৫৩০৫· দিন। ইংরেজ-মহোদয়-দিগের ২৯·৫৩০৬ দিন। ১২ ভারতীয় চান্দ্রমাসে ১ বর্ষ ধরিলে, চান্দ্র বা ইদা * বর্ষ ৩৫৪ দিন, ২২ দণ্ডে হয়। ইহা সৌরবর্ষ অপেক্ষা ১০ দিন, ৫৩ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল, ৩০ অনুপল ন্যূন। এই পার্থক্য ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষে বিলুপ্ত হইয়া, পুরাণোক্ত অপর ৪ প্রকার বর্ষের সহিত ইহার মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)।

৪র্থ। চন্দ্র ২৭ নক্ষত্র ভোগ করিলে-১ নাক্ষত্র মাস হয়। "হোরা-বিজ্ঞান" নামক প্রাচীন জ্যোতিষ সংগ্রহে ইহার পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পঞ্জিকা হইতে উপলব্ধ পরিমাণ ইউরোপীয় মহোদয়-দিগের [Stellar month] নাক্ষত্র মাসের প্রায় সমান। অতএব তাহাই (২৭·৩২১৭ দিন) ২৭ দিন, ১৯ দণ্ড, ১৮ পল, ৭ বিপল, ১২ অনুপল ধরিলে-নাক্ষত্র বা অনুবর্ষ ৩২৭ দিন, ৫১ দণ্ড, ৩৭ পল, ২৬ বিপল, ২৪ অনুপলে হয়। সৌরবর্ষ হইতে ৩৭ দিন, ২৩ দণ্ড, ৫২ পল, ৫৬ বিপল, ৬ অনুপল ইহার অন্তর। ৪৩২০ সহস্র সৌর-বর্ষে ইহা বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ দিনে পুরাণোক্ত অপর ৪ প্রকার বর্ষের সহিত এইবর্ষের মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)।

৫ম। যে অয়নাংশ সংঘটিত বর্ষ বা অয়নচক্রান্ত বর্ষ হইতে মনুর 'বৎসর' গণনা হইয়াছে, তাহা ৭২০০ সম্বৎসরে পূর্ণ হয়। ৬০০ অয়নাংশ সংঘটিত বর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষে পুরাণোক্ত ৫ প্রকার বর্ষের সম্পূর্ণ মিলন হয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)। এই ৪৩২০ সহস্র সৌরবর্ষই ১ 'দৈব-যুগ' বা 'চতুর্যুগ' পরিমাণ।

---

* ১২ সাবন মাসে ১ ইদা বর্ষ বা ইদ্‌ বৎসর॥ সাবন মাস ৩০ সম্পূর্ণ দিনে অর্থাৎ স্থূল ২ পক্ষে হয়॥

(খ) প্রদর্শনী।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা হইতে সঙ্কলিত সৌর-

মাস।	সৌরবর্ষ ১৮১৭ শক	সম্বৎসর ১৮১৭-১৮ শক		সৌরবর্ষ ১৮১৮ শক	সম্বৎসর ১৮১৮-১৯ শক		সৌরবর্ষ ১৮১৯ শক	সম্বৎসর ১৮১৯-২০ শক		সৌরবর্ষ ১৮২০ শক	সম্বৎসর ১৮২০-২১ শক		সৌরবর্ষ ১৮২১ শক	সম্বৎসর ১৮২১-২২ শক	
		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত
বৈশাখ	৩১			৩১			৩১			৩১		০	৩১		
জ্যৈষ্ঠ	৩১			৩২			৩১			৩১			৩১		
আষাঢ়	৩২			৩১			৩২			৩২			৩২		
শ্রাবণ	৩২			৩২			৩১			৩১			৩১		
ভাদ্র	৩১	২৫৬		৩১	২৫৬		৩১	২৫৬		৩১			৩১	২৫৫	
আশ্বিন	৩০			৩০			৩১			৩১			৩০		
কার্ত্তিক	৩০			৩০			২৯			৩০			৩০		
অগ্রহায়ণ	২৯		৩৪৪	৩০		৩৪৩	৩০		৩৪৪	২৯			২৯		৩৪৩
পৌষ															
দক্ষিণায়ন	১০			৯			১০			১০			৯		
উত্তরায়নাংশ	২০			২০			১৯			২০			২১		
মাঘ	২৯			২৯			৩০			২৯			২৯		
ফাল্গুন	৩০	১০৯		৩০	১১০		৩০	১০৯		৩০			৩০	১১০	
চৈত্র															
বিষুবৎ পূর্ব্বে	৯			৯			৮			৯			৮		
বিষুবৎ হইতে	২১		২১	২২		২২	২২		২২	২১			২২		২২
বর্ষের সমষ্টি	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫			৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫

৪২১ শকের পূর্ব্বে বৈশাখে বিষুবৎ হওয়ায় মাঘ মাসে উত্তরায়ণ পড়িত; এক্ষণে পৌষে আরম্ভ বিক এক্ষণে ১০ই পৌষ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ। পুরাণে,২ প্রকার অয়নান্ত সম্বৎসরের উল্লেখ হয়। সৌরবর্ষের সহিত এ ২ প্রকার বৎসরেরই একরূপ মিল হইয়া যাইতেছে, পঞ্জিকা আলোচনা করিলেই সংঘটিত বৎসরে, সৌরবর্ষে ও শেষোক্ত অয়নান্তসম্বৎসরে সম্পূর্ণ মিলন হয়।

(খ) প্রদর্শনী।

বর্ষের ও সম্বৎসরের দিন সঙ্খ্যা।

সৌরবর্ষ ১৮২২ শকাব্দ	সম্বৎসর ১৮২২-২৩ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৩ শকাব্দ	সম্বৎসর ১৮২৩-২৪ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৪ শকাব্দ	সম্বৎসর ১৮২৪-২৫ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৫ শকাব্দ	সম্বৎসর ১৮২৫-২৬ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৬ শকাব্দ	সম্বৎসর ১৮২৬-২৭ শক		সৌরবর্ষ ১৮২৭ শকাব্দ
	অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত		অয়নান্ত	বিষুবদন্ত	
৩১			৩১			৩১			৩১			৩১			৩১
৩২			৩১			৩১			৩২			৩১			৩১
৩১			৩২			৩২			৩১			৩১			৩২
৩২			৩১			৩১			৩২			৩২			৩১
৩১			৩১			৩১			৩১			৩১			৩১
	২৫৫			২৫৫			২৫৫			২৫৬			২৫৫		
৩০			৩১			৩১			৩০			৩০			৩১
৩০			৩০			৩০			৩০			৩০			৩০
৩০		৩৪৩	২৯		৩৪৩	২৯		৩৪৩	২৯		৩৪৩	৩০		৩৪৩	২৯
৮			৯			৯			৯			৯			৯
২১			২০			২১			২১			২০			২০
৩০			৩০			২৯			২৯			৩০			৩০
২৯			৩০			৩০			৩০			২৯			৩০
	১১১			১১০			১১০			১১০			১১০		
৮			৮			৮			৮			৮			৮
২৩		২৩	২২		২২	২২		২২	২২		২২	২৩		২৩	২২
৩৬৬	৩৬৬	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৫

হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ সাধারণতঃ গণ্য হইয়া আসিতেছে। বাস্ত-

আছে। এক,—উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে মিলিয়া; দ্বিতীয়,—অয়নদ্বয়ের উত্তর ও দক্ষিণার্দ্ধ সংযোগে

বুঝা যায়। প্রতি ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে অয়নাংশচক্র সূর্য্যের ৬০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হইলে অয়নাংশ

(গ) প্রদর্শনী।

পুরাণোক্ত পঞ্চ প্রকার

সূর্য্যের ১২ রাশি ভোগ কালের অর্থাৎ সৌর বর্ষের পরিমাণ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	৩৬৫ × ২	১৫	৩০	২২	৩০
২	৭৩০ × ৬	৩১	...	৪৫	...
১২	৪৩৮৩ × ৬	৬	৪	৩০	...
৭২	২৬২৯৮ × ১০	৩৬	২৭	...	...
৭২০	২৬২৯৮৬ × ১০	৪	৩০	...	...
৭২০০	২৬২৯৮৬০ × ৬	৪৫	...	...	...
৪৩২০০	১৫৭৭৯১৬৪ × ১০	৩০	...	...	...
৪৩২০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫ × ১০	...	...	...	...
৪৩২০০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...

২ অয়নে যে সম্বৎসর তাহার পরিমাণ ৩৬৫ বা ৩৬৬ সম্পূর্ণ দিন। সৌর বর্ষ ৩৬৫-৩৬৬ দিনের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় এই খণ্ড-দিনাংশ ক্রমশঃ মিটিয়া যাইয়া ৪৩২০০০ সৌর বর্ষে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং সম্পূর্ণ দিনে সৌর বর্ষে ও সম্বৎসরে মিলন হয়।

সৌর বর্ষের ভগ্ন দিনাংশ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	× ৪	১৫	৩০	২২	৩০
৪	১ × ৩	২	১	৩০	...
১২	৩ × ৬	৬	৪	৩০	...
৭২	১৮ × ১০	৩৬	২৭	...	...
৭২০	১৮৬ × ১০	৪	৩০	...	...
৭২০০	১৮৬০ × ৬	৪৫	...	...	...
৪৩২০০	১১১৬৪ × ১০	৩০	...	...	...
৪৩২০০০ সৌরবর্ষের ভগ্ন দিনাংশের সমষ্টি যোগ }	১১১৬৪৫	...	...	...	...
৪৩২০০০ সৌর-বর্ষের সম্পূর্ণ দিন }	১৫৭৬৮০০০০	...	...	...	...
৪৩২০০০ সৌর বর্ষ }	১৫৭৭৯১৬৪৫ × ১০	...	...	...	...
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ }	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...

(গ) প্রদর্শনী।

বর্ষের সমন্বয় গণনা।

শুক্র প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১ চান্দ্র-মাস ২৯ দিন ৩১ দণ্ড ৫০ পল। ১২ চান্দ্র মাসে যে চান্দ্র বর্ষ তাহার পরিমাণ ৩৫৪ দিন ২২ দণ্ড। সৌর বর্ষ হইতে ইহার প্রভেদ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	• ১০	৫৩	৩০	২২	৩০
	× ২				
২	২১	৪৭	...	৪৫	...
	× ৬				
১২	১৩০	৪২	৪	৩০	...
	× ৬				
৭২	৭৮৪	১২	২৭	...	
	× ১০				
৭২০	৭৮৪১	৪	৩০	...	...
	× ১০				
৭২০০	৭৮৪১০	৪৫		...	
	× ৬				
৪৩২০০	৪৭০৫২৪	৩০	...	..	
	× ১০				
৪৩২০০০	৪৭০৫২৪৫	...		...	
	× ১০				
৪৩২০০০০ বা ১ দিন ৩৮দং কম* পূর্ণ ১৩২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ	৪৭০৫২৪৫০		...	...	
যোগ ৪৩২০০০০ চান্দ্র বর্ষ	১৫৩০৮৬৪০০০	...		.	
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫০	.	..	...	.

চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগকাল ১ নাক্ষত্র মাস—২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৮ পল ৭ বিপল ১২ অনুপল। ১২ নাক্ষত্র মাসে এক (অনু বা) নাক্ষত্র বর্ষ। ইহার পরিমাণ ৩২৭ দিন ৫১ দং ৩৭ পল ২৬ বিপল ২৪ অনুপল।

সৌর বর্ষ হইতে ইহার প্রভেদ।

সৌরবর্ষ।	দিন।	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১	৩৭	২৩	৫২	৫৬	৬
	× ২				
২	৭৪	৪৭	৪৫	৫২	১২
	× ৬				
১২	৪৪৮	৪৬	৩৫	১৩	১২
	× ৬				
৭২	২৬৯২	৩৯	৩১	১৯	১২
	× ১০				
৭২০	২৬৯২৬	৩৫	১৩	১২	...
	× ১০				
৭২০০	২৬৯২৬৫	৫২	১২		...
	× ৬				
৪৩২০০	১৬১৫৫৯৫	১২	১২	...	...
	× ১০				
৪৩২০০০	১৬১৫৫৯৫২	১২	...	...	...
	× ১০				
৪৩২০০০০ বা ১ দিন ২৫ দণ্ডেরওকম* পূর্ণ ৪৯২৭৬ ঐনাক্ষত্রবর্ষ ৩ নাক্ষত্রমাস	১৬১৫৫৯৫২২	...	...	...	...
যোগ ৪৩২০০০০ নাক্ষত্রবর্ষ	১৪১৬৩৫৬৯২৮	...	...	.	. .
৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...

অয়নাংশ-সংঘটিত বর্ষ বা অয়নচক্রান্ত বর্ষ যদ্দ্বারা মনুষ্য বৎসর গণনা হয়, তৎ পরিমাণ।

৩৬০০ সম্বৎসরে অয়ন-চক্রার্দ্ধ সূর্য্যের ভোগ হয় এবং বিষুবৎ ১লা বৈশাখ হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায় ক্রমে ২৭শে যাইয়া পুনরায় চৈত্র সংক্রান্তিতে আইসে।

৭২০০ সম্বৎসরে অয়ন চক্র, সূর্য্যের একবার সম্পূর্ণ ভোগ হয় এবং বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের এক পূর্ণ চক্র শেষ হয়।

৪৩২০০০ সম্বৎসরে বা সৌরবর্ষে অয়ন চক্র সূর্য্যের ৬০ বার সম্পূর্ণ ভোগ হইলে সম্পূর্ণ দিনে সৌর বর্ষে ও অয়নান্তবৎসরে মিলন হয়।

৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে অয়ন চক্র ৬০০ বার সূর্য্যের সম্পূর্ণ ভোগ হইলে পুরাণোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ষের সমন্বয় হয়।

* ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে বা ৪৪৫২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষে বা ৫৩৪৩৩৩৪৮ চান্দ্র মাসে সৌর ও চান্দ্র বর্ষের মিলন হয়। কেবল ১ দিন ৩৮ দণ্ড মাত্র যে প্রভেদ অঙ্কপাতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক গণনীয়ই নয়। যে হেতু জ্যোতি-ষোক্ত চান্দ্র মাস পরিমাণ ২ অনুপলের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ন্যূন ধরিলে এ অতি ক্ষুদ্র পার্থক্য একেবারেই থাকিত না।

(ঘ) প্রদর্শনী ও তট্টীকা দেখুন।

* ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে বা ৪৮১২৭৬৯ নাক্ষত্র বর্ষ ৩ মাসে বা ৫৭৭৫৩২৩১ নাক্ষত্র মাসে সৌর বর্ষের সহিত নাক্ষত্র মাসের মিলন হয়। কেবল ১ দিন ২৪ দং ৪৫ পল ৪৩ বিপল ১২ অনুপল মাত্র প্রভেদ যে অঙ্কপাতে দেখা যায় তাহা বাস্তবিক গণনীয় নয়। আধুনিক জ্যোতিষ সংগ্রহ গ্রন্থানু-যায়ী ২৭ দিন ১০ দং ১৭ পল ৪২ অনুপলে নাক্ষত্র মাস ধরিলেও ঐ ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে নাক্ষত্র মাসের সহিত সৌর বর্ষের মিলন হয়।

(ঘ) প্রদর্শনী ও তট্টীকা দেখুন।

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র মাস ও বর্ষের পরিমাণ।

মাস ও বর্ষ সঙ্খ্যা	সৌর মাস ও বর্ষ।					চান্দ্র মাস ও বর্ষ।				
	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
মাস										
১*	৩০	২৬	১৭	৩১	৫১॥	২৯	৩১	৫০	...	...
২	৬০	৫২	৩৫	৩	৪৫	৫৯	৩	৪০	...	...
৩	৯১	১৮	৫২	৩৫	৩৭॥	৮৮	৩৫	৩০	...	...
৪	১২১	৪৫	১০	৭	৩০	১১৮	৭	২০	...	...
৫	১৫২	১১	২৭	৩৯	২২॥	১৪৭	৩৯	১০	...	...
৬	১৮২	৩৭	৪৫	১১	১৫	১৭৭	১১	...	...	...
৭	২১৩	৪	২	৪৩	৭॥	২০৬	৪২	৫০	...	...
৮	২৪৩	৩০	২০	১৫	..	২৩৬	১৪	৪০	...	...
৯	২৭৩	৫৬	৩৭	৪৬	৫২॥	২৬৫	৪৬	৩০	...	...
১০	৩০৪	২২	৫৫	১৮	৪৫	২৯৫	১৮	২০	...	...
১১	৩৩৪	৪৯	১২	৪৪	৩৭॥	৩২৪	৫০	১০	...	...
বর্ষ										
১	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০	৩৫৪	২২	...	...	...
২	৭৩০	৩১	...	৪৫	...	৭০৮	৪৪	...	...	...
৩	১০৯৫	৪৬	৩১	৭	৩০	১০৬৩	৬	...	...	...
৪	১৪৬১	২	১	৩০	...	১৪১৭	২৮	...	...	...
৫	১৮২৬	১৭	৩১	৫২	৩০	১৭৭১	৫০	...	...	...
৬	২১৯১	৩৩	২	১৫	...	২১২৬	১২	...	...	...
৭	২৫৫৬	৪৮	৩২	৩৭	৩০	২৪৮০	৩৪	...	...	...
৮	২৯২২	৪	৩	...	...	২৮৩৪	৫৬	...	...	...
৯	৩২৮৭	১৯	৩৩	২২	৩০	৩১৮৯	১৮	...	...	...
১০	৩৬৫২	৩৫	৩	৪৫	...	৩৫৪৩	৪০	...	...	...
২০	৭৩০৫	১০	৭	৩০	...	৭০৮৭	২০	...	...	...
৩০	১০৯৫৭	৪৫	১১	১৫	...	১০৬৩১	...	...	...	...
৪০	১৪৬১০	২০	১৫	..	...	১৪১৭৪	৪০	...	...	...
৫০	১৮২৬২	৫৫	১৮	৪৫	...	১৭৭১৮	২০	...	...	...
৬০	২১৯১৫	৩০	২২	৩০	...	২১২৬২	...	...	...	...
৭০	২৫৫৬৮	৫	২৬	১৫	...	২৪৮০৫	৪০	...	...	...
৮০	২৯২২০	৪০	৩০	...	...	২৮৩৪৯	২০	..	...	...
৯০	৩২৮৭৩	১৫	৩৩	৪৫	...	৩১৮৯৩	...	...	...	...
১০০	৩৬৫২৫	৫০	৩৭	৩০	...	৩৫৪৩৬	৪০	...	...	...

* ইহা বর্ষের ১২শ ভাগ মাত্র। পঞ্জিকাদিতে প্রতিমাসের পরিমাণ পৃথক্। বর্ষ পরিমাণেও বিপল ও অনুপল অংশ নাই।

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র মাস ও বর্ষের পরিমাণ।

মাস ও বর্ষ সংখ্যা	নাক্ষত্র মাস ও বর্ষ।					আধুনিক জ্যোতিষ সংগ্রহোক্ত পরিমাণানুযায়ী নাক্ষত্র মাস ও বর্ষ।				
	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
মাস										
১	২৭	১৯	১৮	৭	১২	২৭	১০	১৭	৪২	...
২	৫৪	৩৮	৩৬	১৪	২৪	৫৪	২০	৩৫	২৪	...
৩	৮১	৫৭	৫৪	২১	৩৬	৮১	৩০	৫৩	৬	...
৪	১০৯	১৭	১২	২৮	৪৮	১০৮	৪১	১০	৪৮	...
৫	১৩৬	৩৬	৩০	৩৬	...	১৩৫	৫১	২৮	৩০	...
৬	১৬৩	৫৫	৪৮	৪৩	১২	১৬৩	১	৪৬	১২	...
৭	১৯১	১৫	৬	৫০	২৪	১৯০	১২	৩	৫৪	...
৮	২১৮	৩৪	২৪	৫৭	৩৬	২১৭	২২	২১	৩৬	...
৯	২৪৫	৫৩	৪৩	৪	৪৮	২৪৪	৩২	৩৯	১৮	...
১০	২৭৩	১৩	১	১২	...	২৭১	৪২	৫৭	...	...
১১	৩০০	৩২	১৯	১৯	১২	২৯৮	৫৩	১৪	৪২	...
বর্ষ										
১	৩২৭	৫১	৩৭	২৬	২৪	৩২৬	৩	৩২	২৪	...
২	৬৫৫	৪৩	১৪	৫২	৪৮	৬৫২	৭	৪	৪৮	...
৩	৯৮৩	৩৪	৫২	১৯	১২	৯৭৮	১০	৩৭	১২	...
৪	১৩১১	২৬	২৯	৪৫	৩৬	১৩০৪	১৪	৯	৩৬	...
৫	১৬৩৯	১৮	৭	১২	...	১৬৩০	১৭	৪২	...	...
৬	১৯৬৭	৯	৪৪	৩৮	২৪	১৯৫৬	২১	১৪	২৪	...
৭	২২৯৫	১	২২	৪	৪৮	২২৮২	২৪	৪৬	৪৮	...
৮	২৬২২	৫২	৫৯	৩১	১২	২৬০৮	২৮	১৯	১২	...
৯	২৯৫০	৪৪	৩৬	৫৭	৩৬	২৯৩৪	৩১	৫১	৩৬	...
১০	৩২৭৮	৩৬	১৪	২৪	...	৩২৬০	৩৫	২৪	...	...
২০	৬৫৫৭	১২	২৮	৪৮	...	৬৫২১	১০	৪৮	...	...
৩০	৯৮৩৫	৪৮	৪৩	১২	...	৯৭৮১	৪৬	১২	...	...
৪০	১৩১১৪	২৪	৫৭	৩৬	...	১৩০৪২	২১	৩৬	...	...
৫০	১৬৩৯৩	১	১২	...	...	১৬৩০২	৫৭	...	...	...
৬০	১৯৬৭১	৩৭	২৬	২৪	...	১৯৫৬৩	৩২	২৪	...	...
৭০	২২৯৫০	১৩	৪০	৪৮	...	২২৮২৪	৭	৪৮	...	...
৮০	২৬২২৮	৪৯	৫৫	১২	...	২৬০৮৪	৪৩	১২	...	...
৯০	২৯৫০৭	২৬	৯	৩৬	...	২৯৩৪৫	১৮	৩৬	...	...
১০০	৩২৭৮৬	২	২৪	...	...	৩২৬০৫	৫৪	...	...	...

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র বর্ষের পরিমাণ ও ইহাদের পরস্পারের সমন্বয় গণনা।

বর্ষ সঙ্খ্যা	সৌর বর্ষ।					চান্দ্র বর্ষ।				
	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপঃ	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপঃ
২০০	৭৩০৫৯	৪১	১৫	...		৭০৮৭৩	২০			
৩০০	১০৯৫৭৭	৩১	৫২	৩০		১০৬৩১০	...			
৪০০	১৪৬১০৩	২২	৩০	...		১৪১৭৪৬	৪০			
৫০০	১৮২৬২৯	১৩	৭	৩০		১৭৭১৮৩	২০			
৬০০	২১৯১৫৫	৩	৪৫	...		২১২৬২০	...			
৭০০	২৫৫৬৮০	৫৪	২২	৩০		২৪৮০৫৬	৪০			
১০০০	৩৬৫২৫৮	২৬	১৫	...		৩৫৪৩৬৬	৪০			
১২০০	৪৩৮৩১০	৭	৩০	...		৪২৫২৪০	...			
৩০০০	১০৯৫৭৭৫	১৮	৪৫	...		১০৬৩১০০	...			
৩৬০০	১৩১৪৯৩০	২২	৩০	...		১২৭৫৭২০	...			
৭২০০	২৬২৯৮৬০	৪৫	...	...		২৫৫১৪৪০	...			
১২০০০	৪৩৮৩১০১	১৫	...	...		৪২৫২৪০০	...			
১৪৪০০	৫২৫৯৭২১	৩০	...	...		৫১০২৮৮০	...			
৫৭৬০০	২১০৩৮৮৮৬	...	...	...		২০৪১১৫২০	...			
৭২০০০	২৬২৯৮৬০৭	৩০	...	...		২৫৫১৪৪০০	...			
১২০০০০	৪৩৮৩১০১২	৩০	...	..		৪২৫২৪০০০	...			
৪৩২০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫	...	...	...		১৫৩০৮৬৪০০	...			
৪৩২০০০০	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...		১৫৩০৮৬৪০০০	. .			

সৌর ও চান্দ্র বর্ষের সমন্বয় নির্ণয়।

চান্দ্র বর্ষ।	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অংপঃ
১২০০০০	৪২৫২৪০০০	...			
১২০০০	৪২৫২৪০০	...			
৭০০	২৪৮০৫৬	৪০			
৭০	২৪৮০৫	৪০			
৯	৩১৮৯	১৮			
১৩২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ বা ১৫৯৩৩৪৮ চান্দ্র মাস	৪৭০৫২৪৫১	৩৮			
৪৩২০০০০ চান্দ্র বর্ষ বা ৫১৮৪০০০০ চান্দ্র মাস	১৫৩০৮৬৪০০০	...			
	১৫৭৭৯১৬৪৫১	৩৮			
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ বা ৪৪৫২৭৭৯ চান্দ্র বর্ষ বা ৫৩৪৩৩৩৪৮ চান্দ্র মাস	১৫৭৭৯১৬৪৫০	...			
	এই ১	৩৮	...	...	...

মাত্র ন্যূন অর্থাৎ মাসিক পার্থক্য প্রায় $\frac{2}{5}$ অনুপল মাত্র ইহা ধর্ত্তব্য নয়। (গ প্রদর্শনী দেখুন)

(ঘ) প্রদর্শনী।

সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র বর্ষের পরিমাণ ও ইহাদের পরস্পরের সমন্বয় গণনা।

বর্ষ সঙ্খ্যা।	নাক্ষত্র বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ	আধুনিক জ্যোতিষ সংগ্রহোক্ত পরিমাণানুযায়ী নাক্ষত্র বর্ষ। দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
২০০	৬৫৫৭২	৪	৪৮			৬৫২১১	৪৮			
৩০০	৯৮৩৫৮	৭	১২			৯৭৮১৭	৪২			
৪০০	১৩১১৪৪	৯	৩৬			১৩০৪২৩	৩৬			
৫০০	১৬৩৯৩০	১২	...			১৬৩০২৯	৩০			
৬০০	১৯৬৭১৬	১৪	২৪			১৯৫৬৩৫	২৪			
৭০০	২২৯৫০২	১৬	৪৮			২২৮২৪১	১৮			
১০০০	৩২৭৮৬০	২৪	...			৩২৬০৫৯	..			
১২০০	৩৯৩৪৩২	২৮	৪৮			৩৯১২৭০	৪৮			
৩০০০	৯৮৩৫৮১	১২	...			৯৭৮১৭৭	..			
৩৬০০	১১৮০২৯৭	২৬	২৪			১১৭৩৮১২	২৪			
৭২০০	২৩৬০৫৯৪	৫২	৪৮			২৩৪৭৬২৪	৪৮			
১২০০০	৩৯৩৪৩২৪	৪৮	...			৩৯১২৭০৮	..			
১৪৪০০	৪৭২১১৮৯	৪৫	৩৬			৪৬৯৫২৪৯	৩৬			
৫৭৬০০	১৮৮৮৪৭৫৯	২	২৪			১৮৭৮০৯৯৮	২৪			
৭২০০০	২৩৬০৫৯৪৮	৪৮	...			২৩৪৭৬২৪৮	..			
১২০০০০	৩৯৩৪৩২৪৮	...	...			৩৯১২৭০৮০	..			
৪৩২০০০	১৪১৬৩৫৬৯২	৪৮	...			১৪০৮৫৭৪৮৮	..			
৪৩২০০০০	১৪১৬৩৫৬৯২৮	...	...			১৪০৮৫৭৪৮৮০	..			

সৌর ও নাক্ষত্র বর্ষের সমন্বয় নির্ণয়।

নাক্ষত্রবর্ষ	নাক্ষত্র মাস	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
৪৩২০০০		১৪১৬৩৫৬৯২	৪৮	...	...	...
৫৭৬০০		১৮৮৮৪৭৫৯	২	২৪	...	...
৩০০০		৯৮৩৫৮১	১২	...	...	...
১০০		৩২৭৮৬	২	২৪	...	...
৬০		১৯৬৭১	৩৭	২৬	২৪	...
৯		২৯৫০	৪৪	৩৬	৫৭	৩৬
	৩ মাস	৮১	৫৭	৫৪	২১	৩৬
৪৯২৭৬৯ নাক্ষত্রবর্ষ ৩ মাস বা ৫৯১৩২৩১ নাক্ষত্র মাস		১৬১৫৫৯৫২৩	২৪	৪৫	৪৩	১২
৪৩২০০০০ নাক্ষত্রবর্ষ বা ৫১৮৪০০০০ নাক্ষত্রমাস		১৪১৬৩৫৬৯২৮	...	...	...	...
		১৫৭৭৯১৬৪৫১	২৪	৪৫	৪৩	১২
৪৩২০০০০ সৌর বর্ষ বা ৪৮১২৭৬৯ নাক্ষত্র বর্ষ ৩ মাস বা ৫৭৭৫৩২৩১ নাক্ষত্র মাস		১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...
		এই ১	২৪	৪৫	৪৩	১২

মাত্রন্যান। অর্থাৎ মাসিক পার্থক্য প্রায় ১৮ অনুপল মাত্র। ইহা গণনীয় নয়।

সৌর ও আধুনিকমতের নাক্ষত্রবর্ষের সমন্বয়নির্ণয়।

নাক্ষত্রবর্ষ	নাক্ষত্র মাস	দিন	দণ্ড	পল	বিপল	অঃপঃ
৪৩২০০০		১৪০৮৫৭৪৮৮	...	...	...	
৭২০০০		২৩৪৭৬২৪৮	...	...	...	
১৪৪০০		৪৬৯৫২৪৯	৩৬	...	...	
৭০০		২২৮২৪১	১৮	...	...	
২০০		৬৫২১১	৪৮	...	...	
৫০		১৬৩০২	৫৭	...	...	
৮		২৬০৮	২৮	১৯	১২	
	৮ মাস	২১৭	২২	২১	৩১	
৫১৯৩৫৮ নাক্ষত্রবর্ষ ৮ মাস		১৬৯৩৪১৫৬৭	২৯	৪০	৪৮	...
যোগ ৪৩২০০০০ নাক্ষত্র বর্ষ		১৪০৮৫৭৪৮৮০				
৪৮৩৯৩৫৮ নাক্ষত্র বর্ষ ৮ মাস বা ৫৮০৭২৩০৪ নাক্ষত্র মাস		১৫৭৭৯১৬৪৪৭	২৯	৪০	৪৮	...
৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ		১৫৭৭৯১৬৪৫০	...	...	...	...
		এই ২	৩০	১৯	১২	...

মাত্র অধিক। ইহা গণনীয় নয়

ইউরোপীয় দিগেরও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বা অপরাপর ঘটনা সকলের কাল গণনার জন্য 'যুগ' ও কল্প বা কল্পিতকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাঁদের মতে চান্দ্র যুগ . . . . . ১৯ বৎসর
এই কাল মধ্যে যে দিনে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ঘটিয়া থাকে, তৎপরবর্ত্তী ১৯ বৎসর সেই পর্য্যায়ে পক্ষান্ত হইতে দেখা যায়। এথেন্স নিবাসী (Meton) মিটন নামক এক মহোদয় এইরূপ ধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সৌর যুগ . . . . ২৮ বৎসর
এ যুগ কেবল 'বার' নির্দ্ধারণের জন্য।
যুলীয় কল্প (Julian period) ১৯ × ২৮ = ৫৩২, × ১৫ = ... ৭৯৮০ বৎসর
এ যুলীয় কাল চান্দ্রযুগ ১৯ বর্ষের ২৮ (সৌরযুগ) গুণ, ৫৩২ কে ১৫ দ্বারা পূরণ করতঃ প্রাপ্তফল মাত্র। এ গুণক '১৫' কোন গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধীয় অঙ্ক নয়। রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশীয় কর পরিবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট কাল সঙ্খ্যা মাত্র।—

ইউরোপীয় 'যুগ' ও 'কল্প' পুরাণোক্ত যুগাদির মত সূক্ষ্ম গণনোদ্ভূত নয়।

বঙ্গীয় সাধারণ গণিত মতে—

৩০ দিনে ১ (সাবন) মাস।
১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে ১ বর্ষ।
১২ বর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ দিনে ১ যুগ।

এ কোন্ যুগ? পুরাণানুসারে দেব পরিমাণের ১ দিনে মনুষ্যের ১ সম্বৎসর। ৩৬০ সম্বৎসরে ১ দৈববর্ষ। ১২ দৈববর্ষে অর্থাৎ ৪৩২০ সম্বৎসরে মনুষ্যের (বা ঐতিহাসিক) ১ যুগ। এই ঐতিহাসিক যুগসহস্র অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সম্বৎসরে ১ দৈবযুগ।

যুলীয় কালের মূল অঙ্ক যেমন ৫৩২, পৌরাণিক কল্পের ও যুগাদির তদ্রূপ ৪৩২, দেখা যাইতেছে। এই ৪৩২ সহস্র বৎসর 'কলিযুগ' কাল। ইহার দ্বিগুণ 'দ্বাপর,' ত্রিগুণ 'ত্রেতা,' চতুর্গুণ 'সত্যযুগ' এবং এই ৪ যুগের সমষ্টি (৪৩২ মূলাঙ্কের ১০ গুণ) ৪৩২০ সহস্র বৎসর অর্থাৎ উপরোক্ত মনুষ্য-যুগসহস্রে ১ দৈবযুগ। এই দৈব-যুগসহস্রে ১ কল্প বা ব্রহ্মের দিবা। এই সংক্ষিপ্তসার যুগ বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি হইবে যে, ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে যেমন রবি চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতির দশার 'অন্তর্দ্দশা' আছে, এবং সত্য আদি চতুর্যুগ যেমন দৈবযুগের অন্তর্যুগ, তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ (অর্থাৎ বর্ত্তমান) কলিযুগেরও ৪ অন্তর্যুগ বিশিষ্ট মনুষ্য বা ঐতিহাসিক যুগ পুরাণে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ মনুষ্য বা ঐতিহাসিক যুগের পরিমাণ দৈবযুগের সহস্রাংশের ১ অংশ ৪৩২০ সম্বৎসর এবং তদন্তর্যুগের পরিমাণ দৈবযুগের অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের সহস্রাংশের ১ অংশ যথা;—

১ম অন্তঃসত্যযুগ, সত্যযুগসম অন্তঃকলির ৪ গুণ . . . . ১৭২৮ বৎসর
২য় (দ্বা-অপর বা) অন্তর্দ্বাপর, দ্বাপর সম অন্তঃকলির ২ গুণ . . . . ৮৬৪ বৎসর
৩য় দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, ত্রেতাসম অন্তঃকলির ৩ গুণ . . . . . . ১২৯৬ বৎসর
৪র্থ অন্তঃকলি কলিসম (মূলাঙ্ক) . . . . ৪৩২ বৎসর

ইহার সমষ্টি অন্তঃকলির ১০ গুণ, এক মনুষ্য-বা-ঐতিহাসিক যুগ . ৪৩২০ বৎসর

পুরাণানুসারে মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের ১ বর্ষ, সহস্র মনুষ্যযুগে ১ দৈব-জ্যোতিষিক বা ঐশ্বরিক (অর্থাৎ প্রলয়াদি ঐশ্বরিক ঘটনা সকল নিরূপণের) যুগ, কিম্বা ঈশ্বরের দিবামানে সৃষ্টি ও তাঁহার রাত্রিতে বা বিশ্রাম-কালে সৃষ্টি লয়; এ সকল ভারতের নূতন বা সৃষ্টিছাড়া কথা নয়। খৃষ্টীয়-দিগের মধ্যেও প্রবাদ আছে যে ঈশ্বর ৬ দিনে সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া ৭ম দিবসে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী ৬ হাজার বর্ষ বর্ত্তমান থাকিবে, ৭ম সহস্র বর্ষে পড়িলে লয় হইবে। খৃষ্টীয় এই প্রবাদের সঙ্গে পুরাণ-কল্পনার ঐক্য দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের সন্ধ্যাসহ ৬ মনন্তর গতে ৭ম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। এই অধিকারের ২৭ দৈবযুগ ও অষ্টাবিংশ যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী সত্য আদি ৩ যুগ অতীত হইয়া (অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের ১৯৭২৯৪৪০০০ বর্ষ পরে) এই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ কলিযুগারম্ভের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যা কিছু পুরাণে আছে তৎসমুদয়ই রূপকাবৃত জ্ঞানপ্রদায়ক বা নীতিবোধক উপাখ্যান মাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। পশ্চাতে সন্নিবিষ্ট 'কালতালিকা' দৃষ্টি করিলে, ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।—

শ্বেত-বরাহ কল্পের ৭ম মনন্তরান্তর্গত অষ্টাবিংশ কলিযুগারম্ভের পূর্ব্বের-পুরাণোক্ত প্রধান বৃত্তান্তের কালতালিকা (Chronological table)—

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
	জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত আছে যে, মহাপ্রলয় পরে শ্বেতবরাহ কল্পারম্ভে ৪৭৪০০ দৈববর্ষে অর্থাৎ ইহার ৩৬০ গুণ = ১৭০৬৪০০০ বৎসরে পুনরায় ভূ নক্ষত্র আদির সৃষ্টি। এই সময়ে মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ অবতার। বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলে এ অবতারত্রয় 'সত্যযুগের' বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু চলিত বৈবস্বত মনন্তরেরই ২৮, এবং তৎপূর্ব্ব ৬ মনন্তরেরও ৪২৬, সমুদয়ে ৪৫৪ দৈবযুগান্তর্গত সত্যযুগ অতীত হইয়াছে। পুরাণে যাহা ব্যক্ত আছে তদ্দ্বারা এই অবতারত্রয় শ্বেতবরাহ কল্পারম্ভেরই বুঝা যায়। তৎপরে স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তি। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব (যাঁহার চরিত্র নানা নাটকে ও কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে) এই স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, এবং ভরত (যাঁহা হইতে ভারতবর্ষ) এই মনুরই অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র (বিষ্ণু-পুরাণ ১ম অংশ ১১শ অধ্যায় ও ২য় অংশ ১ম অধ্যায়)। এই ভরতেরই জড়ভরত আখ্যান ছিল (বিঃ পুঃ ২য় অং ১৩শ অধ্যায়)। পুরাণে এই ভরতবংশীয় ২৪ পুরুষের নাম আছে কিন্তু এ স্বায়ম্ভুব মনন্তরের কথা বলিয়াই ব্যক্ত আছে। কল্পান্তসন্ধি এক দ্বাপরযুগ কাল ৮৬৪০০০ বর্ষ গতে এ মনন্তরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি এবং 'যাম দেবগণ' ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার সন্ধ্যাসহ ৩০৮৪৪৮০০০

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
	বর্ষ। সন্ধ্যা দুই দ্বাপর বা সত্যযুগ কাল ১৭২৮০০০ বর্ষ এবং মনন্তর ৭১ দৈবযুগ (৪৩২০০০০ বর্ষ × ৭১) ৩০৬৭২০০০০ বর্ষ।
২৯২২৪৮০০০	(১ম) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার শেষ, ভূসৃষ্টির ২৯২২৪৮০০০ বর্ষ পরে। সন্ধ্যাসহ (২য়) স্বারোচিষমনুর অধিকার ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ। এই মনুর ১০ পুত্রের, সপ্ত ঋষির ও তুষ্টি আদি দেবগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নাই।
৬০০৬৯৬০০০	(২য়) স্বারোচিষ মনন্তর শেষ।— সন্ধ্যাসহ (৩য়) উত্তমজ মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ। এই মনুর পুত্রগণের ও বশিষ্ঠ-তনয় সপ্ত-ঋষির এবং দেবগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত নাই।
৯০৯১৪৪০০০	(৩য়) উত্তমজ মনন্তর শেষ। সন্ধ্যাসহ (৪র্থ) তামস মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ। এ মনুর পুত্রগণের ও ঋষি আদির নাম ভিন্ন, অপর কোন বিশেষ বৃত্তান্তের উল্লেখ পুরাণে নাই।
১২১৭৫৯২০০০	(৪র্থ) তামস মনন্তর শেষ। সন্ধ্যাসহ (৫ম) রৈবত মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ। এ মনন্তরের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য নাই।
১৫২৬০৪০০০০	(৫ম) রৈবত মনন্তর শেষ। সন্ধ্যাসহ (৬ষ্ঠ) চাক্ষুষ মনন্তর ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ। এই মনন্তরে অনুমান হয় বেণ, পৃথু আদি রাজচক্রবর্ত্তীগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যে হেতু পুরাণে কশ্যপের পৌত্র বৈবস্বত মনুর উৎপত্তির পূর্ব্বেই ইহাঁদের নাম পাওয়া যায়। ঋষি এবং দেবগণেরও নাম আছে।
১৮৩৪৪৮৮০০০	(৬ষ্ঠ) চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ।
১৮৩৫৩৫২০০০	(৬ষ্ঠ) মনুর পর ৮৬৪০০০ বর্ষ ১ম সন্ধি কালান্তে (৭ম) বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি। এই মনুর অধিকার চলিতেছে। এ মন্বন্তরের ৭১ দৈবযুগের মধ্যে সম্পূর্ণ ২৭ (১১৬৬৪০০০০ বর্ষ) এবং অষ্টাবিংশ যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরও (৩৮৮৮০০০ বর্ষ) বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে। এই সময়ের প্রথম অংশের অবতার 'নৃসিংহ' ও 'বামন'। নৃসিংহদেব কশ্যপ পুত্র (বৈবস্বতমনুর পিতৃ ভ্রাতা-প্রহ্লাদের পিতা) দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। বামনদেব অদিতির গর্ভে কশ্যপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র-প্রহ্লাদের পৌত্র বলিকে পাতালে প্রেরণ

শ্বেতবরাহ কল্প মধ্যে ভূসৃষ্টি অতীতাব্দাঃ	কলি আরম্ভের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

করেন। 'বরাহ' অবতার যিনি প্রলয়-জলধি হইতে মেদিনী উদ্ধার করেন; তিনিই আবার হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন।

এই মনন্তরের সপ্তঋষির মধ্যে ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ, সূর্য্য-পিতা কশ্যপ ও চন্দ্রের জনক অত্রি, পুরাণোক্ত ৪র্থ ঋষি গৌতমের পূর্ব্বের। এই তিন জন কলির পূর্ব্বাতীত যুগমধ্যের।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণ যাঁহাদের নাম রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বলি, বেণ, পুরুরবা, ইক্ষাকু প্রভৃতি অতীত যুগমধ্যের। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর দেহত্যাগ বা 'দক্ষযজ্ঞ' এবং সতীর পুনরায় গিরিরাজ-দুহিতা (পার্ব্বতী) রূপে জন্মগ্রহণ ইত্যাদিও ইহাঁদের সমকালিক। এ সকল ঘটনা এই মনন্তরের অষ্টাবিংশ সত্যযুগের শেষের হইলেও, বর্ত্তমান কলির (২১৬০০০০) ২১ লক্ষ ৬০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের হয়। এ মনন্তরের প্রথম অংশের হইলে, বর্ত্তমান কলি পূর্ব্ব (১২০০০০০০০০) ১২ কোটী বর্ষের ন্যূন হয়না। ইহার মধ্যে 'পার্ব্বতী' প্রভৃতির উপাখ্যান যে কল্পনা মাত্র তাহা নানা স্থানে স্পষ্টই ব্যক্ত আছে; কিন্তু এত প্রাচীন কালীন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক বা প্রকৃত হওয়া যে সম্ভব নয়, তাহা ধীমান্ মহোদয়েরা নিঃসন্দেহ অস্বীকার করিবেননা। এই রাজচক্রবর্ত্তীদিগের পুরাণোক্ত উপাখ্যানাদি এবং পণ্ডিতবর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' 'অনুশীলন' গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করিলে এ বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় থাকেনা। কলিযুগের পূর্ব্বের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয়না। যুগের কল্পনাই জ্যোতিষিক গণনোদ্ভূত। ইহা বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের সঙ্কেত নির্দ্ধারণের পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে কখনই হইতে পারেনা। সেই সঙ্কেতই ৪২১ শকের (৪৯৯ খৃষ্টাব্দের বা ৫৫৬ বিক্রম সম্বতের) পরে অবধারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক সুবিখ্যাত টড্ সাহেব মহোদয় ইলার (অর্থ 'পৃথিবীর') ও তৎপুত্র পুরুরবার উপাখ্যান রচিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞাত রাজত্বকাল—প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করতঃ বৈবস্বত মনুর নাসিকা হইতে উৎপন্ন পুত্র ইক্ষাকুর অব্দ খৃঃ পূঃ ২২০০ (শক পূঃ ২২৭৮) ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাণের এরূপ ব্যাখ্যা হয়না। ভক্তিভাজন টড্ মহোদয়ের এ কথাও ইতিহাসমূলক, অর্থাৎ 'ইক্ষাকু কলির পূর্ব্বের নয়' বলিয়া স্বীকার করা যায়না।

১৯৫৫৮৮০০০০ (৭ম) বৈবস্বত মনন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগান্তর্গত প্রথম ৩ যুগসহ (Prehistoric age) অনৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিকপূর্ব্ব কাল শেষ। পরে বর্ত্তমান কলিযুগ ও ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত কলিযুগারম্ভ, এবং কলির প্রথমাংশের ঐতিহাসিক যুগ বা অন্তর্যুগ-চতুষ্টয়ের পরিমাণ অনুসন্ধান।

(এই কলিযুগের ও তদন্তর্যুগের বিবরণ কি? কোন্ কলির পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল?)

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগের তৃতীয় অন্তর্যুগান্ত পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ 'ভূ সৃষ্টি' হইতে ১৯৫৩৮৮০০০০ বৎসরের—পুরাণোক্ত বিবরণের সারাংশ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তৎসমুদয়ের যে ঐতিহাসিকতা কিছুই নাই, তাহাও দর্শিত হইয়াছে। উক্তঅষ্টাবিংশ দৈবযুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ-'কলি' এক্ষণে চলিতেছে 'অয়নাংশ—বা বিষুবৎ—প্রবর্ত্তন'—সঙ্কেত দ্বারা, ইহার উৎপত্তি-ক্ষণ নির্ণীত হয়।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা মতে ১৮২৬ শকে কলির ৫০০৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; অতএব ভূ সৃষ্টির ১৯৫৫৮৮০০০০ বৎসর পরে,—শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দে (খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে) এ কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ৪২১ শকে যেমন চৈত্র (মহাবিষুব) সংক্রান্তিতে বিষুবতের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহার [৩৬০০] তিনহাজার ছয়শত সৌরবর্ষ পূর্ব্বে, অর্থাৎ শকপূর্ব্ব ৩১৭৯ অব্দে বিষুবৎ চৈত্রসংক্রান্তি অতিক্রম করিয়াছিল। পুরাণোক্ত 'বৎসর' উত্তরায়ণে (অর্থাৎ বিষুবতের ৩ মাস পূর্ব্বে)* আরম্ভ হইয়া থাকে, (৮ম পরিচ্ছেদ, খ প্রদর্শনী দেখুন); অতএব শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দে উত্তরায়ণ ১লা মাঘে হওয়ায়, সেই অবধি এই কলিযুগ গণিত হইয়াছে। উক্ত ১লা মাঘে পূর্ণিমা তিথি ও শুক্রবার ছিল।

---

* মকর রাশিতে সূর্য্য যান যেই কালে। উত্তর-অয়ন হয় আরম্ভ সেকালে॥
কুম্ভ মীন রাশি-দ্বয়ে ক্রমে তার পর। সঞ্চার হইয়া থাকে ওহে গুণধর॥
মীন রাশিগত সূর্য্য হয়েন যখন। দিবা-রাত্রি তুল্য হয় জানিবে তখন॥
মেষ রাশি গত যবে হন তার পর। দিবামান বৃদ্ধি হয় উত্তর উত্তর॥
এই রূপে বৃষ আর মিথুন রাশিতে। দিবাকর যান বৎস জানিবে ক্রমেতে॥
মিথুন রাশির ভোগ হলে সমাধান। শেষ হয়ে যায় দিবা বৃদ্ধি পরিমাণ॥
তার পর কর্কটেতে করিলে গমন। সেই কালে হয়ে থাকে দক্ষিণ অয়ন॥
মকর রাশিতে তিনি যান যেই-কালে। উত্তর-অয়ন হয় জানিবে সেকালে॥

পুরাণে কোন অব্দের উল্লেখ নাই। সৌরবর্ষের অর্থাৎ 'বৎসরের' পরিমাণ নিরূপণের পূর্ব্বে অব্দগণনা আরম্ভ হইতে পারেনা। সৃষ্টি প্রতিসৃষ্টি ও মনন্তর,—পুরাণের এই তিন প্রধান লক্ষণ। সৃষ্টির বিবরণ দর্শন শাস্ত্রীয় কথা; ইহার ঐতিহাসিকতা কি থাকিবে এবং এ সম্বন্ধে অব্দেরই বা উল্লেখ থাকিবে কেন? সূর্য্য চন্দ্র ভূ নক্ষত্রাদির উৎপত্তি হইতে 'বংশ ও বংশ-চরিত-কথনারম্ভ' পর্য্যন্ত,— এই দীর্ঘ অনৈতিহাসিক কালের দৈব-বা জ্যোতিষিক যুগই অব্দ স্বরূপ। বংশ বা বংশচরিত যাহা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে পুরাণে রূপক ভাবে বর্ণিত আছে তাহারই ঐতিহাসিকতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা কলির মধ্যেরই, কলির পূর্ব্বের হওয়া সম্ভব নয় দেখা যাইতেছে; সেই জন্য অব্দ স্থলে দৈব যুগান্তর্যুগ সদৃশ কলিরও অন্তর্যুগ যে পুরাণকার ঐতিহাসিক যুগ অর্থে কল্পনা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে; পুরাণেও তাহা অপরিস্ফুট ভাবে সম্যক্ প্রকারে ব্যক্ত আছে।

খৃষ্টীয় আদি ধর্ম্মপুস্তকানুসারে খৃষ্টাব্দের অনুমান ৪০০৪ যুবর্ষ বা ৪০০০ সৌরবর্ষ পূর্ব্বে মানব প্রভৃতি প্রাণিবর্গ সহ ভূ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আদিম মানবেরা ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করতঃ পাপে রত হওয়ায় উক্ত ভূসৃষ্টির ১৬৫৬ বর্ষ পরে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে (Deluge) জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করেন; কেবল মাত্র এক ব্যক্তি নোহ (Noah) ও তাঁহার পত্নী এবং ৩ পুত্র ও ৩ পুত্রবধূদিগকে (কয়েকটী পশু পক্ষী সহ) রক্ষা করেন। এই 'জলপ্লাবন' এক্ষণকার পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে (স্কুল বুক সোসাইটীর দ্বারা প্রকাশিত Historical Class Book দেখুন) খৃষ্টাব্দের অনুমান ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। যুদিগের একটী অব্দ (Jewish Era) এক্ষণে প্রচলিত আছে, দেখাযায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরে (১৮২৬ শকের ২৪শে ভাদ্রে) এই অব্দের * ৫৬৬৪ যু বর্ষ বা ৫৬৬০ সৌরবর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক গত হইয়া গিয়াছে; অতএব খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত ভূ সৃষ্টির (খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৪০০৪ বর্ষ সহ খৃষ্টাব্দ ১৯০৪ যোগে ৫৯০৮ বর্ষ, বিযুক্ত ৫৬৬০ বর্ষ) প্রায় সার্দ্ধদ্বিশততম বর্ষ হইতে এবং জল প্লাবনের প্রায় ১৪০০ বর্ষ (আধুনিকমতে ১০০০ বৎসর ও বর্ত্তমান কলিযুগের প্রায় ৬৫৫ বৎসর) পূর্ব্ব হইতে এ অব্দের আরম্ভ গণ্য হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত 'ভূ-সৃষ্টি' হইতে কিম্বা জলপ্লাবনের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে, জ্যোতিষিক যুগ ব্যতিরেকে কোন ঐতিহাসিক অব্দের গণনা চলিতে পারে কিনা, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে এই

---

* * * * * *

দুই মাসে এক ঋতু আছে নিরূপণ। তিন ঋতু হলে এক জানিবে অয়ন॥
দুই অয়নেতে এক বৎসর বাখানি। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণমণি॥
(শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত পদ্য বিষ্ণুপুরাণ ২।৮)

এখানে ব্যক্ত রহিয়াছে যে উত্তর-অয়ন আরম্ভের তিন মাস পরে বিষুবৎ, ও তাহার তিন মাস পরে দক্ষিণ-অয়ন আরম্ভ হয়।

সম্বতের গণনা শুক্লাপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ। কলিযুগ মাঘী পূর্ণিমা হইতে গণিত।

* কখন হইতে ৩৬৫।০ দিনাত্ম সৌরবর্ষের সহিত যু অব্দের মিলন হইয়া আসিতেছে তাহা নিশ্চিত নাই, কিন্তু এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইতেছেনা।

মাত্র বলা যাইতে পারে যে দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ দ্বারা পরিজ্ঞাত বংশচরিতের ঐতিহাসিকতা অনেকে স্বীকার নাও করিতে পারেন। খৃষ্টীয় অব্দই প্রকৃত ঐতিহাসিক অব্দ। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও ঐতিহাসিক অন্তর্যুগের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

ভূ সৃষ্টি হইতে যু অব্দারম্ভ পর্য্যন্ত (অনুমান হয় একাল মধ্যে মানবের পাপের সঞ্চার হয় নাই) প্রথম অন্তর্যুগ 'অন্তঃসত্য' বলা যাইতে পারে। ইহার পরিমাণ ২৪৮ বর্ষ

ভূ সৃষ্টির ২৪৮ বর্ষ পরে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত পাপের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। এই কাল ২য় অন্তর্যুগ স্বরূপ। ইহার পরিমাণ ... ... ১৪০৮ বর্ষ

জলপ্লাবন হইতে যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত পাপের পুনরায় বৃদ্ধি। এইকাল ৩য় অন্তর্যুগ 'অন্তস্ত্রেতার' স্বরূপ। ইহার পরিমাণ ... ... ২৩৭৮ বর্ষ

তদনধি ৪র্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ চলিতেছে।

পূর্ব্বে যে যু বর্ষ হইতে সৌরবর্ষের প্রভেদ দর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ৩১০২ যুবর্ষ ভারতীয় ৩১০০ বর্ষের সমান, অতএব আধুনিক মতানুসারে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকোক্ত 'জলপ্লাবনের' ১০০ বর্ষ পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৩১০০) কলির আরম্ভ দেখা যাইতেছে। পুরাণ মতে কলি আরম্ভের সময় এই বটে। 'জল প্লাবনের' পূর্ব্ব, কলির একশত বর্ষ পাপের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব-প্লাবনের সূচনা এবং যুগসন্ধি কাল, বলা যাইতে পারে। এই কলির প্রথম সন্ধ্যাংশ কাল শত (মনুষ্য বর্ষ বা) বৎসর 'অন্তঃসত্য'-যুগাংশ; তন্মধ্যে ঈশ্বর পাপীদিগকে জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করায় নিষ্কলুষিত অন্তঃসত্য যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। দৈবযুগের অন্তর্যুগ কল্পনার নর্ম্মানুসারে কলির অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের অর্থ এই বুঝায় যে, দৈব যুগান্তর্গত 'সত্যে' যেমন 'পাপংনাস্তি', 'ত্রেতায়' পাপ ১ পাদ, 'দ্বাপরে' ২ পাদ, 'কলিতে' ৩ পাদ পাপ, ১ পাদ মাত্র পুণ্য; কলির অন্তর্যুগে ঠিক তদ্রূপ। কলির প্রথম অংশ অন্তঃসত্য হইতেই ক্রমে পুণ্যের হ্রাস ও পাপের বৃদ্ধি হইয়া ('দ্বা-অপর' অর্থে) অন্তর্দ্বাপরে (পাপমর্দ্ধং পুণ্যমর্দ্ধং) পাপ পুণ্য সমান হইয়াছিল; অন্তস্ত্রেতায় পাপ আরও বৃদ্ধি হইয়া অন্তঃ-কলিতে চরমাবস্থায় আসিয়াছিল।

দৈবযুগের ১ম অন্তর্যুগ 'সত্য' যুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ ঐতিহাসিক যুগের ১ম অন্তর্যুগ—কলির অন্তঃ-সত্য,—শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দ হইতে ১৪৫২ অব্দ বা ১৭২৮ কলের্গতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ১৭২৮ বৎসর।

দৈবযুগের 'দ্বাপর' কলির পূর্ব্ববর্ত্তী,—কিন্তু অন্তর্দ্বাপর কলির মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কলির ২য় অন্তর্যুগ গণিত হইয়াছে। দৈবযুগের দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর; তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ কলির অন্তর্দ্বাপর,—শকপূর্ব্ব ১৪৫২ অব্দ হইতে শকপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দ বা ২৫৯২ কলের্গতাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬৪ বৎসর।

দৈবযুগের 'ত্রেতা' ১২৯৬০০০ বৎসর, তাহার সহস্র ভাগের ১ ভাগ কলির ৩য় অন্তর্যুগ—দ্বা-পর বা অন্ত-স্ত্রেতা, শকপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দ হইতে ৭০৮ শক বা ৩৮৮৮ কলের্গতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ১২৯৬ বৎসর।

দৈবযুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ 'কলি' ৪৩২০০০ বৎসর, তাহার সহস্রভাগের ১ ভাগ-ঐতিহাসিক
যুগের ৪র্থ অন্তর্যুগ—অন্তঃকলি,—৭০৮ শক হইতে ১১৪০ শক বা ৪৩২০
কলেগতাব্দ পর্য্যন্ত ... ... ৪৩২ বৎসর।
ঐতিহাসিক যুগের ৪ অন্তর্যুগ-সমষ্টি ... ... ৪৩২০ বৎসর।

পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে রূপকভাবে যেকোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দ বা খৃঃ পুঃ ৩১০২ অব্দ হইতে ১১৪০ শকের বা ১২১৮ খৃষ্টাব্দের বা ৪৩২০ কলের্গতাব্দের মধ্যেরই, কলিযুগের অর্থাৎ শক পূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দের অগ্রের নয়। অন্তঃকলির (অর্থাৎ ৪৩২০ কলেগতাব্দের বা ১১৪০ শকের) পরেরও বৃত্তান্ত পুরাণে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা পুরাণানুযায়ী অন্তর্যুগাতীত কলির এবং ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ নির্দ্দেষ্টা পুরাণ-কারেরও ভবিষ্যৎ-কালিক হওয়া সম্ভব; সেইজন্য তাহা প্রাচীন ইতিবৃত্ত মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা, এবং পুরাণে পশ্চাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে; অতএব পুরাণে তাহা নিবেশিত থাকিলেও তদালোচনার প্রয়োজন নাই।

পণ্ডিত মহোদয়-গণের মধ্যে অনেকে হয়ত চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিবেন 'অন্তর্যুগ' আবার কি? এ শব্দত পুরাণে পাওয়া যায়না। এ শব্দ পুরাণে স্পষ্ট উক্ত নাই বটে, কিন্তু পুরাণের প্রায় সকল সার কথাইত রূপকাবৃত বা অস্পষ্ট। বেদ দর্শন আদি সমুদয়ই এই ভাবে পুরাণে ব্যক্ত আছে। গবেষণা ব্যতিরেকে অনেক পুরাণ বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম বোধগম্য হয়না।

কলির এই 'অন্তর্যুগ'-কল্পনা প্রমাণ করা কঠিন নয়। পুরাণে উক্ত আছে,—
দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... বুদ্ধদেব;
ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... পরশুরাম;
ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের-অবতার ... ... শ্রীরামচন্দ্র;
বশিষ্ঠের প্রপৌত্র (পঞ্চপাণ্ডবের পিতার জন্মদাতা)—বেদব্যাস
কলির পূর্ব্ব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন;
কলির পূর্ব্বের ঐ দ্বাপরের শেষের অবতার... ... ... শ্রীকৃষ্ণ;
কলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম,
এবং তাঁহার অভিষেক হইতে কলির আরম্ভ।

এক্ষণে উপরোক্ত অবতারাদি,-যে 'কলি' কিম্বা 'দ্বাপর' বা 'ত্রেতায়' বিদ্যমান ছিলেন তাহা যদি বর্ত্তমান কলিযুগের (অর্থাৎ শকপূর্ব্ব ৩১৮০ অব্দের) অগ্রের না হয়, তাহা হইলে ঐ 'কলি' আদি যে কলিযুগেরই 'ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ' অর্থে পুরাণে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; অন্য প্রকার ব্যাখ্যা হয়না।

বুদ্ধদেব গৌতম সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইহাঁ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম; যাহা অদ্যাবধি চীন তিব্বত সিংহল ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। পুরাণমতে ইনি দ্বাপরের শেষের অবতার, কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা সকলেই ইহাঁকে কলির মধ্যের গণ্য করিয়া থাকেন। কেহই কলিযুগের পূর্ব্বের বলেন না। পুরাণ ও (সিংহলে তিব্বতে বা অন্যত্র প্রাপ্ত) প্রাচীন গ্রন্থের আলো-

চনার দ্বারা পূর্ব্বতন পুরাবৃত্ত লেখক মহোদয়েরা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যে শকপূর্ব্ব ৭ম বা খৃঃ পূঃ ৭ম—৬ষ্ঠ এবং কলির পঞ্চবিংশ বা যড়্বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই বুদ্ধদেব বর্ত্তমান ছিলেন। আধুনিক ইতিহাস লেখকেরা ইহাঁকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহোদয়দিগের মতই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে বুদ্ধদেব যে অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ কাল মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইতেছে; অতএব পুরাণকার কলিযুগের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ দ্বা-অপর অর্থে যে 'দ্বাপর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক মতের প্রভেদ সম্বন্ধে পশ্চাতে আলোচনা করা যাইবে। আধুনিক মতেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব যে পুরাণোক্তদ্বাপরের অর্থাৎ অন্তর্দ্বাপরের শেষে হইয়াছিল, সে কথার অন্যথা হয়না।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে পুরাণোক্ত দ্বাপরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতের প্রতিকূলে অনেক পুরাণোক্ত ও জ্যোতিষিক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের মধ্যেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কলির পূর্ব্বে হন নাই। অল্প দিন হইল গোয়ালিয়রের এক পণ্ডিতমহোদয় 'প্রয়াগ সমাচার' পত্রিকায় ৺বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত, তাঁহার সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সন্দেহ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও পুরাণোক্ত বিবরণানুসারে 'ইনি কলির মধ্যের হইতে পারেন' বলিয়া থাকেন। ইহাঁকে কলিযুগের পূর্ব্বের বলিয়া কেহই স্বীকার করেননা। পুরাণোক্ত দ্বাপরের অবতার এই-শ্রীকৃষ্ণের * ও তাঁহার সম-কালিক যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতির শততম বর্ষ বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল, পুরাণে স্পষ্টব্যক্ত আছে। পুরাণানুসারে কলির পূর্ব্বের 'দ্বাপরের' মানব-পরমায়ু ১০০০ বর্ষ। কলিরই পুরাণোক্ত মানব-পরমায়ু ১০০ বা ১২০ বর্ষ। ইহার দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে যে এ দ্বাপর কলিযুগেরই অন্তর্যুগ, কলিযুগের পূর্ব্বের নয়। শ্রীকৃষ্ণ এই অন্তর্যুগেরই অবতার।

পুরাণ হইতে ৩টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যদা মঘাভ্যোযাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি" ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২। ২। ৩২।

"প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি" ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ৩৯।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ৩২

* বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭, ইত্যাদি।

পুরাণকার এতদ্বারা বলিয়াছেন, নন্দদিগের সময়ে কলিযুগের বৃদ্ধি চলিতেছিল এবং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক বা রাজত্ব ১০১৫ বর্ষ অন্তর। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে নন্দের রাজত্ব হইতে পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান ১০৫০ বর্ষ উক্ত আছে। পুরাণানুসারে দ্বাপরের শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ইহাঁর জন্ম, ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ বয়সে ইহাঁর অভিষেক, এবং ইহাঁর অভিষেকে ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে-কলি আরম্ভ। মহাপদ্মনন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ শতবর্ষকাল মগধের অধিপতি ছিলেন; (বিঃ পুঃ ৪। ২৪) *। প্রাচীন ইতিহাস লেখক-দিগের সিদ্ধান্তানুসারে খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে নন্দ দিগের রাজত্ব আরম্ভ। পুরাণোক্ত যে রূপেই ব্যাখ্যা করা যায় পরীক্ষিতের জন্ম কলিযুগের মধ্যেই হয়, কলিযুগের পূর্ব্বে নয়। যথা—

নন্দদিগের রাজত্বের পূর্ব্বে ধরিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে বা শক পূঃ ১৫৩৮ অব্দে ও ১৬৫২ কলের্গতাব্দে, অর্থাৎ কলির ১ম অন্তর্যুগ অন্তঃসত্যের শেষে, অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হয়; পুরাণানুযায়ী দ্বা-পরের শেষে ও অন্তঃকলির পূর্ব্বে হয়না. এ ব্যাখ্যা-পুরাণ-সঙ্গত নয় সেজন্য গ্রহণ যোগ্য হইতে পারেনা।

নন্দ দিগের রাজত্বের পশ্চাতে ১০৫০ বর্ষ ব্যবধান যোগ করিলে (১০৫০ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ) ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বা ৬৭২ শকে ও ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে অর্থাৎ অন্তঃকলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং দ্বা-পরের শেষে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল, অবগত হওয়া যায়। ইহার ৩৬ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৮৮৮ কলের্গতাব্দে অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যাদ্বারা পুরাণের সম্পূর্ণ সমীচীনতা সংস্থাপিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ও পরীক্ষিতের জন্মের অব্দও যার পর নাই নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইতেছে।

পুরাণকার যে কলিযুগের ৪র্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ অন্তঃকলি অর্থে 'কলি' এবং তৃতীয় অন্তর্যুগ-দ্বা-পর অর্থে 'দ্বাপর' প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

পুরাণোক্ত ত্রেতার প্রথম সংন্ধ্যাংশের অবতার পরশু বা পরশুরাম ঐতিহাসিক বীর ছিলেন; ইতিহাস লেখকদিগের মতে এক্ষণকার পেশোয়ারের পূর্ব্ব নাম 'পুরুষপুর' ছিল; কিন্তু 'পুরুষপুরের' অপভ্রংশ 'পেশোয়ার' হওয়া সম্ভব নয়। 'পরশুপুর' হইতেই 'পেশোয়ার' নাম হইয়াছে, বিবেচনা হয়। এই পরশুপুর শক নৃপতি (যাঁহা হইতে শকাব্দাঃ) কনিষ্ক বা শকাদিত্যের রাজধানী ছিল।

---

* "কেহ না লঙ্ঘিবে কভু তাঁহার শাসন। অষ্টপুত্র মহাপদ্ম পাইবে তখন ॥
সুনাল প্রভৃতি হয় তাহাদের নাম। কহিনু শাস্ত্রের কথা ওহে মতিমান্ ॥
সেই মহাপদ্ম আর তাঁহার তনয়। শতবর্ষ রাজ্য ভোগ করিবে নিশ্চয় ॥"

বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ।

(We may therefore suppose Nanda to have come to the throne 100 years before Sandra Cottas, or 400 years before Christ.) অতএব আমরা ধরিতে পারি চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের ৪০০ বৎসর অগ্রে নন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (এলফিন্‌ষ্টোন)

পুরাণানুসারে যখন শ্রীরামচন্দ্র এই ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার, তখন পরশু বা পরশুরাম যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রায় ১ অন্তর্যুগ কাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা প্রমাণিতই রহিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের বহু (৪৩) পুরুষ পূর্ব্বে যমদগ্নিপুত্র (যামদগ্ন্য) এই পরশু বা পরশুরামের নাম উল্লিখিত আছে; তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখুন।

রামায়ণানুসারে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের পিতার সমকালিক ছিলেন। এই বশিষ্ঠদেবও ঐতিহাসিক পুরুষ। ইঁহার প্রপৌত্র মহাভারতকার বেদব্যাস যে, (দ্বা-পর অর্থে) দ্বাপরের শেষে এবং (অন্তঃকলি অর্থে) কলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডবের পিতা এই বেদব্যাসদ্বারা উৎপাদিত। আবার এই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে কলি আরম্ভ পুরাণে ব্যক্ত আছে। পুরাণমতে এ অর্জ্জুন যখন কলিযুগের মধ্যের শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক, তখন ইনিও কলিযুগের মধ্যের, কলিযুগের পূর্ব্বের নন। পরীক্ষিতের অভিষেকে যে কলি আরম্ভ তাহাইত কলির চতুর্থ ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ বা অন্তঃকলি। যদি পরীক্ষিতের অভিষেকে কলিযুগই আরম্ভ হইত, তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের ব্যবধান '২৭০০ বর্ষের অধিক' না বলিয়া, পুরাণকার '১০৫০ বর্ষ মাত্র' বলিলেন কেন? পুরাণকার গণিত বিদ্যায় কি এতই অনভিজ্ঞ ছিলেন? আবার পরীক্ষিতের অভিষেকের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে (৭৫০ খৃষ্টাব্দে) দ্বা-পরের শেষে যে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই দ্বা-পরের শেষে পরীক্ষিতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ (ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র) বেদব্যাস, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পুরাণ বাক্য সকল যখন নিশ্চয়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে; তখন 'পুরাণোক্ত কলি' কলিরই ৪র্থ অন্তর্যুগ—'অন্তঃকলি' এবং দ্বাপর বা অন্তস্ত্রেতাই কলির তৃতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশের অবতার পরশুরাম ও শেষ সন্ধ্যাংশের অবতার শ্রীরামচন্দ্র, এবং যে ত্রেতায় বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব বিদ্যমান ছিলেন সেই ত্রেতাই কলির মধ্যের দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা। দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই নহে কি? যদিও ইতঃপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে কলিযুগের পূর্ব্বে অনৈতিহাসিক কাল ছিল, সে সময়ের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পুরাণে নাই; তথাচ কেহ কেহ বলিতে পারেন 'সে ত্রেতা কলির মধ্যের নয় কলির পূর্ব্বেরই'; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে,—

'ঐ ত্রেতার শেষের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ন্যূনাধিক ৪২ পুরুষ কাল পূর্ব্বে ত্রেতার প্রথমাংশের অবতার পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র হইতে প্রায় ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর অন্তরে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন'; এবং—

'ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের প্রায় ৮৬৪০০০ বৎসর পশ্চাতে তাঁহার প্রপৌত্র (কলির পূর্ব্ব) দ্বাপরের শেষের বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন'।

এ দুই কথাই এত অনৈতিহাসিক বা অপ্রামাণিক যে, ত্রেতার মানব পরমায়ু পুরাণানুযায়ী ১০০০০ বর্ষ ধরিলেও, তদ্দ্বারা কলিযুগের পূর্ব্বাতীত কালের পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের অনৈতিহাসিকতার অন্যথা সংস্থাপিত হয় না। পুরাণোক্ত দ্বাপর (দ্বা-পর বা) ত্রেতা যে কলির মধ্যেরই তাহা বেদব্যাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের পুরাণোক্ত (১০৫০ বর্ষ) ব্যবধানেই স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে।

ইহাও বলিতে পারেন যে 'অন্তস্ত্রেতা কলির মধ্যের হইলেও, কলির 'তৃতীয়' অন্তর্যুগ নয়, 'দ্বিতীয়' অন্তর্যুগ; দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই নয়, তাহা হইলে 'দ্বা-পরের শেষের বেদব্যাস' তাঁহার প্রপিতামহ অন্তস্ত্রেতার বশিষ্টদেবের ন্যূনাধিক ১০০০ বর্ষ পশ্চাতে হন। কলির মানবের পরমায়ু ১২০ বর্ষের অধিক, এবং কলির দ্বিতীয় অন্তর্যুগের পরিমাণ ৮৬৪ বৎসর স্থলে ১২৯৬ বৎসর ধরিলেও একথা প্রতিপন্ন হয় না। দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই; ইহাই কলির তৃতীয় ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ; কেবল বিষয় ভেদে 'দ্বা-পর অর্থে' দ্বাপর, ও অন্তস্ত্রেতা অর্থে 'ত্রেতা' পুরাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

পুরাণোক্তির দ্বারা বিশিষ্টরূপে সংস্থাপিত হইতেছে যে,—

কলির ১ম অন্তর্যুগ অন্তঃসত্য মধ্যের কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নাই;

কলির ২য় অন্তর্যুগ দ্বাপরে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল;

কলির ৩য় অন্তর্যুগ ত্রেতায় পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। এই তৃতীয় অন্তর্যুগ (দ্বা-পর অর্থে) দ্বাপরের শেষে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব বিরাজ করিয়াছিলেন। এই অন্তর্যুগান্তে পরীক্ষিতের অভিষেকে 'অন্তঃকলি' আরম্ভ।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বাপরের শেষের' এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে"। এই পরিচ্ছেদে এবং তদগ্রে ঐতিহাসিক অন্তর্যুগ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কিছুই অমূলক নয়; তদ্দ্বারা কলির মধ্যের 'দ্বাপর' ত্রেতা আদির অর্থ এবং তাৎপর্য্য পণ্ডিত মহোদয়দিগের বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই।

অতঃপর '৬' প্রদর্শনীর ১ম অংশে অন্তর্দ্বাপরের 'পূর্ব্বে' অন্তস্ত্রেতা আরোপণ পূর্ব্বক, ২য় অংশে অন্তর্দ্বাপরের 'পরে' অন্তস্ত্রেতা নিবেশিত হইল, এবং উহাতে বুদ্ধদেব শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবকাল প্রকটিত হইল। পর পরিচ্ছেদে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদির দ্বারা অন্তস্ত্রেতার ও অন্তর্দ্বাপরের পরস্পরের অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

—oo—

নবম পরিচ্ছেদ।

৬ প্রদর্শনী।

বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরাণোক্ত অবতারগণের এবং বশিষ্টদেব বেদব্যাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব-কাল তালিকা ॥

প্রথম অংশ।								দ্বিতীয় অংশ।
বিবরণ।	অন্তঃসত্য অন্তর্-পরের পূর্ববর্ত্তী গণিত কলির অন্ত-র্যুগ চতুষ্টয়।	কলের্গতাব্দ	সম্বৎ *	খৃষ্টাব্দ	শকাব্দ	সাল (শাল)	অন্তর্যুগ পরে অন্ত-ত্রেতার পূর্ববর্ত্তী গণিত কলির অন্ত-র্যুগ চতুষ্টয়।	বিবরণ।
ভূসৃষ্টি-অতীতাব্দ ১৯৫৫৮৮০০০০ তে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈব যুগের প্রথম ৩ অন্তর্যুগ শেষ। বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ ... ... এই অন্তঃসত্য মধ্যের রূপকাবৃত উপাখ্যান ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর দেশীয় পুরাবৃত্তে এই অন্তঃসত্য মধ্যের ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে, পুরাণে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।	অন্তঃসত্য		পূঃ ৩০৪৫	পূঃ ৩১০২	পূঃ ৩১৮০	পূঃ ৩৬৯৫	অন্তঃসত্য	ভূসৃষ্টি-অতীতাব্দ ১৯৫৫৮৮০০০০ তে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দৈবযুগের প্রথম ৩ অন্তর্যুগ শেষ। বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ। এই অন্তঃসত্য মধ্যের রূপকাবৃত উপাখ্যান ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর দেশীয় পুরাবৃত্তে এই অন্তঃসত্য মধ্যের ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে পুরাণে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।
অন্তঃসত্য শেষ	১৭২৮	১৭২৮	পূঃ ১৩১৭	পূঃ ১৩৭৪	পূঃ ১৪৫২	পূঃ ১৯৬৭	১৭২৮	অন্তঃসত্য শেষ।

(ক) দ্বা-পরের পূর্ব্বে অন্তস্ত্রেতা হইলে, তাহার আদ্য সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার পরশুরাম	অন্তস্ত্রেতা ১ হইতে ৩০০	১৭২৯ হইতে ২০২৮	পূঃ ১৩১৬ হইতে ১০১৭	পূঃ ১৩৭৪ হইতে ১০৭৪	পূঃ ১৪৫১ হইতে ১১৫২	পূঃ ১৯৬৬ হইতে ১৬৬৭	অন্তর্দ্বাপর ১	(খ) দ্বা-অপর বা অন্তর্দ্বাপর আরম্ভ।
		২৩৯২ হইতে ২৫৯২	পূঃ ৬৫৩ হইতে ৪৫৩	পূঃ ৭১০ হইতে ৫১০ পূঃ	পূঃ ৭৮৮ হইতে ৫৮৮ পূঃ	পূঃ ১৩০৩ হইতে ১১০৩ পূঃ	৬৬৪ হইতে ৮৬৪	অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের পুরাণোক্ত অবতার বুদ্ধদেব। দ্বা-অপর বা অন্তর্দ্বাপর শেষ।
অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্টদেব ও শ্রীরামচন্দ্র দ্বা-পরের পূর্ব্বে অন্তস্ত্রেতা হইলে তাহার শেষ	৯৯৬ হইতে ১২৯৬	২৭২৪ হইতে ৩০২৪	পূঃ ৩২১ হইতে পূঃ ২১	পূঃ ৩৭৮ হইতে পূঃ ৭৮	পূঃ ৪৫৬ হইতে পূঃ ১৫৬	পূঃ ৯৭১ হইতে পূঃ ৬৭১		
অন্তস্ত্রেতার পরে দ্বা-পর হইলে, তাহার আরম্ভ	অন্তর্দ্বাপর	২৫৯৩ হইতে ২৮৯২	পূঃ ৪৫২ হইতে ১৫৩ পূঃ	পূঃ ৫০৯ হইতে ২১০ পূঃ	পূঃ ৫৮৭ হইতে ২৮৮ পূঃ	পূঃ ১১০২ হইতে ৮০৩ পূঃ	অন্তস্ত্রেতা ১ হইতে ৩০০	দ্বা-অপর বা অন্তস্ত্রেতা আরম্ভ। অন্তস্ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশমধ্যের অবতার পরশুরাম।
		৩৫৮৮ হইতে ৩৮৮৮	সম্বৎ ৫৪৩ হইতে ৮৪৩	খৃঃ ৪৮৬ হইতে ৭৮৬	শক ৪০৮ হইতে ৭০৮	শাল ১০৭ হইতে ১৯৩	৯৯৬ হইতে ১২৯৬	বশিষ্ঠদেব, বেদব্যাসমাতা সত্যবতীপতি শান্তনু, বশিষ্ঠ প্রপৌত্র বেদব্যাস এবং অন্তস্ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যের অবতার শ্রীরামচন্দ্র।
দ্বা-পরের শেষের শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক (বেদব্যাসের পৌত্র) অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডব।	৭৬৪ হইতে ৮৬৪	৩৭৮৮ হইতে ৩৮৮৮	সম্বৎ ৭৪৩ হইতে ৮৪৩	খৃঃ ৬৮৬ হইতে ৭৮৬	শক ৬০৮ হইতে ৭০৮	শাল ৯৩ হইতে ১৯৩ *	১১৯৬ হইতে ১২৯৬	বেদব্যাসের পৌত্র অর্জ্জুন আদি পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্বা-পরের শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণ
অন্তস্ত্রেতার পরে; দ্বা-পর হইলে তাহার শেষ	৮৬৪	৩৮৮৮	৮৪৩	৭৮৬	৭০৮	১৯৩	১২৯৬	দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা শেষ।
অন্তঃকলি আরম্ভ ... ... অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়	১	৩৮৮৯	৮৪৩	৭৮৬	৭০৯	১৯৪	১	অন্তঃকলি আরম্ভ। অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়।

(ক) অন্তস্ত্রেতা ২য় অন্তর্যুগ হইলে, অন্তঃ-কলির পূর্ব্বের দ্বা-পরের শেষের বেদব্যাস হইতে তাঁহার প্রপিতামহ বশিষ্টদেবের ব্যবধান প্রায় এক অন্তর্যুগ কাল হয়। ২য় অন্তর্যুগ স্থলাভিষিক্ত এই অন্তস্ত্রেতার পরিমাণ ১২৯৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৮৬৪ বর্ষ ধরিলে অন্তস্ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক হন এবং অন্যান্য পুরাণ বাক্য সকল প্রমাণিত হয়না।

(খ) অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধদেব যে খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ব্যাস যুধিষ্ঠিরাদি সকলে দ্বা-পরের শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের। দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা তৃতীয় অন্তর্যুগ হইলে পুরাণের সকল কথার এবং অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণেরও যাথার্থ্য সংস্থাপিত হয়।

* গুর্জ্জর প্রভৃতি স্থানে কার্ত্তিক শুক্লাদি সম্বৎ এবং কাশী আদি স্থানে চৈত্র শুক্লাদি সম্বৎ প্রচলিত। এখানে চৈত্র শুক্লাদি সম্বৎই বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর সহায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক (দ্বা-অপর) দ্বাপর ও দ্বা-পর বা ত্রেতা

অর্থাৎ

কলির অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা।

(অন্তর্দ্বাপর দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতার প্রভেদ কি? পুরাণোক্ত বংশাবলীর দ্বারা কি সে প্রভেদ প্রমাণিত হয়?)

অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার আগে কি পরে? পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে যে দৈবযুগের অন্তর্যুগানুরূপ কলির মধ্যে ১ম সত্য, ২য় দ্বা-অপর বা দ্বাপর, ৩য় দ্বা-পর বা ত্রেতা পুরাণে গণিত হইয়াছে। 'দ্বাপর' শব্দ দ্বি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। দ্বা-'অপর' (অর্থাৎ কলির মধ্যের, দৈবযুগ মধ্যের নয়) হইতে উৎপন্ন শব্দ 'দ্বাপর' অর্থ—'দ্বিতীয়'; ইহাই অন্তর্দ্বাপর। এই অন্তর্দ্বাপরে গৌতম বা বুদ্ধ। আবার ঐ 'দ্বাপর' বা দ্বা-পর শব্দের অর্থ 'দুই' য়ের পর বা তৃতীয়; এই 'দ্বা-পর'ই 'ত্রেতা' বা অন্তস্ত্রেতা। এই 'দ্বা-পরে' ও অন্তঃকলির পূর্ব্বে, যে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসপৌত্র যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চপাণ্ডব, এবং এই ত্রেতায়, যে শ্রীরামচন্দ্র, বেদব্যাসপ্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব, মিথিলাধিপতি জনক প্রভৃতি ছিলেন, তাহা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ আদিতে স্পষ্টই প্রকাশ আছে। অতএব ইহা এক প্রকার ব্যক্তই আছে যে দ্বা-পরই অন্তস্ত্রেতা এবং অন্তস্ত্রেতা বা দ্বা-পর অন্তঃকলিরই পূর্ব্বে; অন্তর্দ্বাপরের আগে নয়, পরেই।

বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া বর্ণিত আছেন বটে, কিন্তু এ কল্পনা মাত্র। ইনি দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন। দেবী-ভাগবত মতে ইনি মিত্রাবরুণের ঔরসজাত পুত্র এবং অগস্ত্য ইঁহার ভ্রাতা।* পুরাণে ব্যক্ত আছে যে অন্তস্ত্রেতার শেষের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ১৪ বৎসর বনবাসান্তে যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে তাঁহার কুলপুরোহিত এই বশিষ্ঠদেব চীনদেশে গিয়াছিলেন। ইনি চীনের রাজধানী পিকিন সহরের মধ্যে সম্রাটপ্রাসাদের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে তারাদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। অনুমান হয় এই মন্দির নির্ম্মাণের কাল ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়গণ অবধারিত করিয়া থাকিবেন, নচেৎ ভবিষ্যতে অবধারিত হইতেও পারে। পুরাণোক্ত অন্তঃকলির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের বেদব্যাস যিনি মহাভারত পুরাণাদিপ্রণেতা বলিয়া খ্যাত, অন্তস্ত্রেতার শেষের এই বশিষ্ঠদেবেরই প্রপৌত্র। বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র বেদব্যাস,—মহাভারতে ও পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। অতএব অন্তঃকলির পূর্ব্বেই না দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা হয়? অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বে হয় কি? পরেই না হয়?

---

* দেবীভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায় দেখুন।

বশিষ্ঠদেবের পৌত্র পরাশর মুনি এবং তাঁহার প্রপৌত্র বেদব্যাস "চক্রবান" শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের আগে রাজা দশরথের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ৺ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্যরামায়ণে লিখিত আছে। এ কথা ৺ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রচিত বলিতে পারেন, কিন্তু ৬৪।৬৫ বৎসর বয়স্ক পুরোহিতের পঞ্চম বর্ষীয় প্রপৌত্রের যজমানের যজ্ঞে আহ্বান নিতান্ত অসঙ্গত নয়; তবে বেদব্যাস শব্দ প্রয়োগে বরং রামায়ণকারের বেদব্যাসের পশ্চাদ্বর্ত্তিতা প্রমাণ হয়। এরূপ প্রমাণ আরও পাওয়া যায়, যথা,—কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণের দুই স্থানে বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত সম্বন্ধে উক্ত আছে—

"ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান্। যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ"॥
"ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান। যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ"॥

প্রতাপচন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের পিতা—রাজা দশরথ "অথর্ব্ববেদোক্ত" যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মনুতে ঋক, যজু, সাম এই ত্রিবেদেরই নাম আছে। এমন কি বিক্রমাদিত্যের সাময়িক অমরসিংহ প্রণীত বৃহৎ অমরকোষেও অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ নাই; ঐ ত্রিবেদেরই নাম আছে। ব্যাস হইতেই না, অথর্ব্ব বেদ সহ ৪ বেদ হইয়াছে? এই জন্যই না বশিষ্ঠ-প্রপৌত্রের 'বেদব্যাস' আখ্যান? রামায়ণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র "প্রাকৃত আদি নানা ভাষা সমন্বিত নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ পরিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" 'পৌরাণিক ইতিহাসের' কথাও রামায়ণে আছে। অথর্ব্ব বেদও ইতিহাস পুরাণাদি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ হইতে ব্যাস-পিতা পরাশর-উক্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ব্রহ্মার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। চারিভাগ করে বেদ আমার নন্দন॥
চারিটী শিষ্যকে পরে করিয়া যতন। করায়েছিলেন তাহা ক্রমে অধ্যয়ন॥
ঋক্‌বেদ শিক্ষা করে পৈল মহামতি। শিখেছিল সামবেদ জৈমিনি সুমতি॥
যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করে শ্রীবৈশম্পায়ন। সুমন্ত অথর্ব্ববেদ করে অধ্যয়ন॥
ইতিহাস পুরাণাদি অতীব যতনে। শ্রীরোমহর্ষণ শিখে ব্যাসের সদনে"॥

* * * *

সামবেদ দ্বারা গান হয় সম্পাদন। অথর্ব্ব দ্বারায় হয় ব্রহ্ম নিরূপণ॥
মম পুত্র দ্বৈপায়ন গুণের আধার। বেদ হতে করি কিছু মন্ত্রের উদ্ধার॥
ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন ভূতলে। কতিপয় মন্ত্র পরে লইয়া সাদরে॥
যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত করেছেন তিনি। গানসব উদ্ধারিয়া ওহে মহামুনি॥
সামবেদ প্রকাশিত করেছে ধরায়। ব্রহ্ম নিরূপণ বিধি লয়ে পুনরায়॥
রাজকর্ম্ম বিধি লয়ে অতীব যতনে। অথর্ব্ব প্রকাশ কৈল এ তিন ভুবনে॥

(৩য় অং—৪র্থ অধ্যায়)

এখানে অর্থাৎ পুরাণে স্পষ্টই উক্ত আছে যে, দ্বা-পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাসই অথর্ব্ববেদ ত্রিভুবনে প্রকাশ করিয়াছেন; মহাভারত-পুরাণাদি-প্রণেতাও এই বেদব্যাস। আবার বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনক রাজার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিখেন, তাহাও পুরাণে ব্যক্ত আছে। এইরূপে পুরাণোক্ত অন্তঃকলির পূর্ব্বের বেদব্যাস যে অন্তস্ত্রেতার শেষেই প্রাদুর্ভূত ছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব অন্তঃকলির পূর্ব্বেই না অন্তস্ত্রেতা হয় ?

পুরাণমতে গৌতম অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রকাশক বুদ্ধ। রামায়ণে আছে, ব্রহ্মা 'দোষশূন্যা' এক কন্যা সৃজন করিয়া তাঁহার নাম অহল্যা (অর্থ-দোষশূন্যা) রাখিয়াছিলেন এবং ঐ কন্যা গৌতমকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বেশে ইহাঁর ধর্ম্ম নষ্ট করেন। পতিদ্বারা অভিশপ্তা গৌতম-সহধর্ম্মিণী (পাষাণী বা শীর্ণা) এই অহল্যাকে অন্তস্ত্রেতার শেষে শ্রীরামচন্দ্র উদ্ধার করেন। এই গৌতম যে অপর কেহ নন এবং এ রূপক যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তৎপ্রতি যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যক নাই; যে হেতু এই রামায়ণোক্ত গৌতমের আশ্রম স্থান অনাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত বা পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই। বিশ্বামিত্রঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে এ রূপক রূপ উপাখ্যান 'পুরাতন' বা 'বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের' কথা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গৌতম-পত্নীর নাম যদিও অহল্যা ছিল না, তিনি 'দোষশূন্যা' ছিলেন ব্যক্ত আছে। রামায়ণোক্ত জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দের পিতার নাম 'গৌতম'* (হঃ বঃ ৩২ অঃ) বা (শরদ্বান বিঃ পুঃ ৪।১৯) ও মাতার নাম 'অহল্যা' ছিল, মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ অহল্যা যে 'ব্রহ্মোৎপন্না' ছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। ইনি রামায়ণোক্ত অহল্যা হইলে, বিশ্বামিত্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে ইহাঁর উপাখ্যান 'পুরাতন' বা 'সহস্রাধিক বর্ষ' পূর্ব্বের বলিতেন না। রামায়ণের দুই স্থানে, এই অহল্যা "স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা সৃজিতা" বলিয়া ব্যক্ত আছে। কোন কোন গন্থ রামায়ণে আছে, পুরোহিত শতানন্দ, বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিলেন, "হে ঋষে! দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বেশে যে দুষ্কার্য্য করেন, আমার মাতৃ সম্বন্ধে সেই পুরাতন ঘটনা, আপনি কি রামকে বলিয়াছেন?" এখানেও 'পুরাতন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতার ধর্ম্মনষ্ট বিষয়ে পুত্রের এ প্রশ্ন এত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যে মূলে থাকিলেও 'প্রক্ষিপ্ত' ব্যতিরেকে মহাকবি বাল্মীকি রচিত, কখনই হইতে পারে না। ইন্দ্র যে 'প্রকৃত' ব্যক্তি নয়, 'কল্পিত,' তাহা বলা বাহুল্য। রামায়ণোক্ত 'অহল্যা' নাম যে তেমনই 'কল্পিত,' প্রকৃত নয়, তাহা 'ব্রহ্মোৎপন্না' শব্দেই প্রকাশ আছে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুরের নাম 'জনক,' কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ইহাঁর নাম সীরধ্বজ আছে। এই জনক বা সীরধ্বজের আদি পুরুষ নিমির নাম রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর পরেই উক্ত আছে। এই পুরাণানুসারে নিমি 'গৌতম দ্বারা যজ্ঞ করাইয়াছিলেন,' অর্থাৎ ইনি গৌতমের যজমান বা শিষ্য

---

* শতানন্দ-মাতা অহল্যা গৌতম মুনির পত্নী। গৌতম মুনি বুদ্ধ-গৌতম মতাবলম্বী ছিলেন; এজন্য তিনি গৌতম নামে বাচ্য হইয়াছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই স্থলে ইন্দ্রও গৌতম ঋষির বৈরীভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। সীরধ্বজের (জনকের) পুরোহিত শতানন্দ নিমির সমকালিক গৌতমের ঔরসজাত পুত্র কখনই হইতে পারেন-না, 'গৌতম পুত্র' অর্থে 'গৌতম মতাবলম্বী' নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। অতএব এ রূপক ভিন্ন; শতানন্দমাতার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। ইহাও ব্যক্ত আছে গৌতম অহল্যাকে বলিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিলে, তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। এমত স্থলে অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব যে অন্তর্দ্বাপরের শেষের, বুদ্ধের অনেক পরে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই না বুঝায়?

প্রতাপচন্দ্র রায়ের গদ্য রামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে রাজা দশরথের যজ্ঞে "বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভোজন করিতে লাগিলেন।" রামায়ণের অপর এক গদ্যানুবাদে 'বৌদ্ধ' স্থলে 'বৃদ্ধ' আছে। ইহা মুদ্রাঙ্কনের বা মূলের প্রতিলিপির অশুদ্ধতাহেতু কিম্বা অন্য কারণে হইতে পারে; এ 'বৃদ্ধ' শব্দ অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণে 'বৌদ্ধমুনিগণ' 'বৌদ্ধঋষি' 'বৌদ্ধশিষ্য' ইত্যাকার শব্দ ব্যবহৃত আছে। কাশীখণ্ডে "বৌদ্ধমতের" পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধ অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্বে না হইলে পুরাণে "বৌদ্ধ" শব্দ প্রয়োগ হওয়া কি সম্ভব? কখনই নয়।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি 'বসন্ত পূর্ণিমার দিন' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'বর্ষাকালে' ধর্ম্মপ্রচারে বাহির না হইয়া এক স্থানে যাপন করতঃ তাঁহার ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের অবশ্যই পরে ভিন্ন অগ্রে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু এই লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত মধ্যেও কোন 'মাসের' বা 'বারের' নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। মাসের নাম নক্ষত্র হইতে উদ্ভাবিত, যথা—'বৈশাখ' বিশাখা হইতে, 'জ্যৈষ্ঠ' জ্যেষ্ঠা হইতে, 'আষাঢ়' (পূর্ব্ব ও উত্তর) আষাঢ়া হইতে, 'শ্রাবণ' শ্রবণা হইতে, ইত্যাদি। বারও রবি (সূর্য্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ আদি সপ্ত গ্রহের নাম হইতে উদ্ভূত। বুদ্ধ অন্তর্দ্বাপরের শেষের। তাঁহার সময়ে যদি মাস ও বারের নামকরণ হইত, ত অবশ্যই তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে কোন না কোন স্থানে মাসের বা বারের নাম পাওয়া যাইত। কিন্তু অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের মাস ও তিথি এবং তাঁহার সিংহাসনারোহণের শুভাশুভ তিথি নক্ষত্র গণনার দ্বারা অবধারিত দিনও রামায়ণে উক্ত আছে। এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের সময় 'গ্রহণ' পর্য্যন্ত গণনা হইত, তাহার প্রমাণ রামায়ণে পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের কুল-পুরোহিত অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের পৌত্র পরাশরেরও ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে। বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র বেদব্যাসেরও জ্যোতিষ বিদ্যার প্রচুর পরিচয় মহাভারতে ও পুরাণে পাওয়া যায়। গণিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি না হইলে, ফলিত জ্যোতিষের গণনা আরম্ভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব *। কথিত আছে যে ৩ লক্ষ মানবের

* সম্বৎ অব্দ কলির ৩০৪৫ বর্ষে এবং শকাব্দের ১৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ। ইহার বর্ষ গণনা চান্দ্র মাস দ্বারাই অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে ১৩ চান্দ্রমাসে ইহার বর্ষ পূর্ণ হইয়া, রাশিচক্রাক্রান্ত সৌর বর্ষের সহিত এক প্রকার মিলন হইয়া যাইতেছে। এই সম্বৎ ও শক হইতেই ভারতে তিথি নক্ষত্রাদির গণনা ক্রমান্বয়ে প্রকৃতরূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায়, গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ উন্নতিপথে আরূঢ় হইয়াছে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনা সকলের গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত সম্বন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ করতঃ ফলিত জ্যোতিষের সঙ্কেতসমূহ অবধারিত হইয়াছে। অতএব অন্তর্দ্বাপরের শেষেও যখন সৌর মাসের নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু অন্তস্ত্রেতার শেষে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নত অবস্থা দেখা যাইতেছে; তখন অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার অগ্রে ভিন্ন পরে হওয়া সম্ভব নয়।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার প্রথমেই আছে,—

"শন্নআপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়াআপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।
দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।
আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে।
যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ।
তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চনঃ॥"

ইহার অর্থ,—"উষর দেশোদ্ভব জল আমাদিগের মঙ্গল করুন; জলপ্লাবিত দেশের জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের মঙ্গল করুন, কূপোদ্ভব জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউন। ক্লান্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে থাকিয়া যেরূপ ঘর্ম্মমুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি শরীরের মল যেরূপ অপসারণ করে, ঘৃত মন্ত্র দ্বারা যেরূপ শুদ্ধ হয়, জল আমাকে পাপ হইতে সেইরূপ শুদ্ধ করুন। হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও। হে জল! তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহলোকে আমাদিগকে অতি কল্যাণদায়ী স্বীয় রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করি।"

এই সন্ধ্যাবিধি প্রণয়ন কালের পূর্ব্বে যদি কোন তীর্থ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে 'উষর দেশোদ্ভব' বা 'সমুদ্রস্থ জল' ইত্যাদির স্থলে "তীর্থ" শব্দই ব্যবহৃত হইত। পুরাণানুসারে সত্য-যুগের অর্থাৎ কলির অন্তঃসত্যের তীর্থ "পুষ্কর," কিন্তু এখানে "পুষ্কর" নামেরও উল্লেখ নাই। বৃহৎ (অর্থাৎ বর্দ্ধিত) অমরকোষ অভিধানেও 'তীর্থ' শব্দের অর্থ—'ঋষি-সেবিত জল,' আছে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে উদ্ধৃত বেদব্যাসের নিজোক্তির দ্বারা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহা হইতেই অন্তস্ত্রেতার শেষে, 'তীর্থের' কল্পনা বা 'তীর্থের উদ্ভাবন হইয়াছে।

পুরাণে ব্যক্ত আছে যে (দ্বাপরের) 'কুরু হইতে কুরুক্ষেত্র,—দ্বা-পরের তীর্থ।' এখানে অন্তস্ত্রেতার শেষে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষণ পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন। অন্ত-

ত্রেতার তীর্থ "নৈমিষারণ্য"। শমীক মুনি-যাঁহার গলদেশে রাজা পরীক্ষিত মৃত সর্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য গৌরমুখ ঋষিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে আমি নিমেষ মধ্যে ঐ স্থানে অসুর বিনাশ করায়, উহার নাম 'নৈমিষ' হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে উক্ত আছে যে ঋষিরা কলি-কালের ভয়ে ভীত হইলে, ব্রহ্মা মনোময় চক্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ চক্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "যে স্থানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইবে, অর্থাৎ এই চক্র যে স্থানে গতিহীন হইবে, সেই দেশই পাবন দেশ; সেই দেশে কলির প্রবেশ কদাচ হইবে না।" সেই জন্যই এই ক্ষেত্রের নাম 'নৈমিষ'। এই নৈমিষারণ্য তীর্থের এতদুভয় বিবরণই কলির মধ্যের ও অন্তঃকলির অনতিপূর্ব্বের। শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বা-পরের শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের, তাহাত পুরাণের এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যা। ঋষিরাও যখন পাবন দেশ অভাবে নিতান্ত কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিহিত উপায়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য বুঝা যাইতেছে যে, কলিযুগ অনেক দূর অতিবাহিত এবং অন্তঃকলি বা ঘোরকলি আগতপ্রায় হইয়াছিল। আরও বলা যাইতে পারে যে শ্রীরামচন্দ্র ও ব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি যে ত্রেতার,—সে ত্রেতা কলির মধ্যবর্ত্তী না হইলে, এ ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টম বা তদধিক ঊর্দ্ধতন পুরুষ ভগীরথ দ্বারা কলির গঙ্গা তীর্থ অবতারিত হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পুরাণ ও রামায়ণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে এই ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃদেবগণ তাঁহাদের অস্থিভস্ম গঙ্গাজল সংস্পর্শেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাই না এ 'ত্রেতার' প্রকৃত তীর্থ হইল? তবে এ তীর্থ 'কলিরই' পুরাণকার বলিলেন কেন? 'ত্রেতার' এবং 'দ্বাপরের'ও এই তীর্থ লিখিতে পারিতেন-ত, কিন্তু তাহা লিখেন নাই কেন? সে বাক্য মিথ্যা হইত; যেহেতু এ 'ত্রেতা' ও 'দ্বাপর' কলির বহির্ভূত নয়; এ তীর্থ কলিরই। পুরাণকার মহর্ষি অযথার্থ কথা বলিবেন কেন? বুঝিবার ভ্রম-বশতঃই পুরাণের অযথা অর্থ করা হইয়া থাকে। এ ত্রেতা যে কলির পূর্ব্বের ত্রিপাদ-পুণ্যাশ্রিত দৈবান্তর্যুগ নয়, ত্রিপাদ-পাপে কলুষিত, কলিরই তৃতীয় অন্তর্যুগ; অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের বহু পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে গঙ্গার অবতারণই তাহার এক অব্যর্থ প্রমাণ। ইহাই অন্তঃকলির পূর্ব্ব-বর্ত্তী দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা।

পুরাণোক্ত দ্বা-পরের শেষের পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহ শান্তনু, অন্তস্ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের পুরোহিতের প্রপৌত্র বেদব্যাসের মাতা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ধন্বন্তরির প্রপৌত্র। ইনিও পুরাণমতে দ্বা-পরের। এই দিবো-দাসের ভাগিনেয় অর্থাৎ উক্ত ধন্বন্তরির বৃদ্ধ-প্রদৌহিত্র (বা তাৎকালিক অহল্যাপুত্র) শতানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর মিথিলাধিপতি জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। আবার এই শতানন্দের পৌত্র কৃপাচার্য্য, ও পৌত্রী দ্রোণ-পত্নী কৃপী, পাণ্ডব-প্রপিতামহ শান্তনুর দ্বারা পালিত; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির আদির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব দেখুন)। অন্ত-স্ত্রেতার বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগস্ত্য মুনির পত্নী লোপামুদ্রাও যে উক্ত দিবোদাসের পৌত্র

অলর্ক বা অনর্কের শৈশবকালে জীবিত ছিলেন, তাহা মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে প্রকাশ আছে। অগস্ত্য মুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন এবং শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন বৃত্তান্তও রামায়ণে আছে। অতএব দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই, এবং অন্তর্দ্বাপরের পরেই, পূর্ব্বে নয়।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮ দৈবযুগান্তর্গত ২৮ অতীত দ্বাপরের অর্থাৎ (১২০৫২৮০০০) * ১২ কোটী ৫ লক্ষ ২৮ হাজার বর্ষের পর্য্যায়ক্রমে ২৮ "বেদব্যাসের" নাম আছে। তাঁহাদের সর্ব্বশেষে (২৮শ) অষ্টাবিংশ দ্বাপরের "বেদব্যাস" বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র-দ্বৈপায়ন †। (২৭শ) সপ্তবিংশ দ্বাপরের অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ তৎপূর্ব্বের বেদব্যাস, এই দ্বৈপায়নেরই পিতা পরাশর। (২৬শ) ষড়বিংশ দ্বাপরের—অর্থাৎ ১ যুগ আরও পূর্ব্বের "বেদব্যাস" এই পরাশরেরই পিতা-দ্বৈপায়নের পিতামহ-শক্তি। (২৫শ) পঞ্চবিংশ দ্বাপরের অর্থাৎ পুরাণকার দ্বৈপায়নের ৩ যুগ পূর্ব্বের "বেদব্যাস,"—ইহাঁরই প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের সমসাময়িক রামায়ণ-প্রণেতা মহাকবি বাল্মীকি ‡। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরাণমতে অষ্টাবিংশ, সপ্তবিংশ, ষড়বিংশ ও পঞ্চবিংশ এই ৪ যুগের "বেদব্যাস" দ্বৈপায়ন ও তাঁহার ৩ পিতৃপুরুষ; কিন্তু বাল্মীকির ৫ যুগ অর্থাৎ (২১৬০০০০০) ২ কোটী ১৬ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের (২০শ) বিংশ দ্বাপরের "বেদব্যাস"-গৌতম ছিলেন। এ গৌতম যে অন্তস্ত্রেতার শেষের বশিষ্ঠদেবের সমসাময়িক জনক রাজের পুরোহিত শতানন্দপিতা নন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পুরাণোক্তিতেও প্রকাশ রহিয়াছে। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক (গৌতম) বুদ্ধ, অন্তর্দ্বাপরের অবতার; নচেৎ পুরাণকার বেদব্যাস নিজেই ইহাঁকে বিংশ দ্বাপরের 'বেদব্যাস' বা 'অবতার' আখ্যানে বর্ণনা করিতেন না। অতএব পুরাণের এই সকল প্রমাণ দ্বারা অন্তর্দ্বাপর অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্বে ভিন্ন পশ্চাতে হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

চন্দ্রবংশীয় নহুষের ভ্রাতা অনেনা মহাভারত মতে মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র। সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষ অনেনার পরিচয়ও ঐ (বিঃ পুঃ ৪,২); এ দুই অনেনা একই, সন্দেহ নাই। সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের ৬ষ্ঠ পূর্ব্ব পুরুষ শ্রাবস্ত এই অনেনারই অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র; ইহাঁ হইতে

---

* ২৭ দৈবযুগ ২৭ × ৪৩২০০০০ = ১১৬৬৪০০০০ বর্ষ।

(২৮শ) অষ্টাবিংশ	দৈবযুগের	সত্য	১৭২৮০০০ ,,
ঐ	ঐ	ত্রেতা	১২৯৬০০০ ,,
ঐ	ঐ	দ্বাপর	৮৬৪০০০ ,,
			১২০৫২৮০০০ ,,

† দ্বীপে জন্মহেতু বেদব্যাসের নাম "দ্বৈপায়ন"।

‡ "রাম না হ'তে রামায়ণ" কথাটা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সীতাদেবী বনবাস কালে রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন, রামায়ণে ব্যক্ত আছে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারান্তে অযোধ্যায় আসিবার পরে, বশিষ্ঠদেবও যে চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তাহাও পুরাণে প্রকাশ আছে। অতীত বেদব্যাসদিগের এই পুরাণ বিবরণেও শক্তি,পিতা বশিষ্ঠদেবের স্থলে, বাল্মীকির নাম উক্ত আছে। ইহাঁরা সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব।

শ্রাবস্তী নগর (বিঃ পুঃ ৪।২)। এই অযোধ্যাপতি (কোশলরাজ) প্রসেনজিৎ যিনি তাঁহার রাজধানী শ্রাবস্তিনগরে অন্তর্দ্বাপরের শেষে বুদ্ধদেবের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধচরিতে ব্যক্ত আছে; তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনেক (বিষ্ণুপুরাণ মতে ৪২) পুরুষ পূর্ব্বের। অন্তস্ত্রেতার প্রথমের অবতার পরশুরাম দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রা হইলে সূর্য্যবংশীয় রাজা মূলক যিনি স্ত্রীগণকে রক্ষা করা হেতু "স্ত্রীকবচ" আখ্যাত হন, তিনিও এই প্রসেনজিতের পরে। বিষ্ণুপুরাণে অতীত বেদব্যাসদিগের মধ্যে ত্রিধন্বা ত্রয্যরুণ আদি,-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদের নাম আছে। ঋগ্বেদসংহিতায়ও সুদাস প্রভৃতি ঐ বংশীয় রাজগণের নাম উল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই উল্লিখিত প্রসেনজিতের অনেক (বিঃ পুঃ মতে ৯ হইতে ৩১ পুরুষ) পরে। অতি প্রাচীন রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে 'সূর্য্য' ও চন্দ্রবংশীয় ভরত একই। তাহা না হইলেও সূর্য্যবংশীয় ভরত রামায়ণানুসারে প্রসেনজিতের ভ্রাতা ধ্রুবসন্ধির পুত্র এবং সগরের পিতামহ। বিষ্ণুপুরাণে ভরতের নাম নাই, কিন্তু প্রসেনজিতের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র (ভরতের পৌত্র) সগর প্রসেনজিতের (১৯শ) ঊনবিংশ অধস্তন পুরুষরূপে বর্ণিত আছেন (৩য় পরিচ্ছেদের ২য় উদাহরণ দেখুন)। পুরাণে ও রামায়ণে বংশাবলীর অনেক নাম্ স্থানে স্থানে উক্ত নাই, প্রকৃত নামের স্থলেও কল্পিত নাম আছে। অন্তস্ত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃপুরুষ সূর্য্যবংশীয় এই ভরত (প্রকৃত বা কল্পিত নামই হউক) অন্তর্দ্বাপরের শেষের গৌতমধর্ম্মাবলম্বী প্রসেনজিতের বহুকাল পশ্চাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন পুরাণে ব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, অন্তর্দ্বাপরের নিঃসন্দেহ পরেই না হয়?

বৈবস্বত মন্বন্তরের পুরাণোক্ত সপ্তঋষির মধ্যে প্রথম ৩ ঋষির নাম (ব্রহ্মার মানসপুত্র) বশিষ্ঠ, (সূর্য্যপিতা) কশ্যপ ও (চন্দ্রপিতা) অত্রি। ইঁহারা অতীতযুগমধ্যের, কখনই প্রকৃত বা ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে গণ্য হইতে পারেন না, পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। ৪র্থ,—অর্থাৎ কলির সর্ব্ব প্রথম ঋষি গৌতম (বুদ্ধ)। পুরাণে এই গৌতম সম্বন্ধে যে কোন উপাখ্যান আছে, তৎসমুদয়ই পুরাতন বা পুরাকালীন বলিয়া উক্ত আছে। অতএব স্বয়ং ব্যাসই আপনাকে যখন দ্বা-পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষের ও অন্তঃকলির পূর্ব্বের এবং গৌতমকে কলির সর্ব্বপ্রথম ঋষি বা অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বলিয়া পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আদি যে কলির পূর্ব্বের নন, এবং অন্তর্দ্বাপর যে অন্তস্ত্রেতার আগেই, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

কলির অন্তর্যুগ-উপলব্ধির দ্বারা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগানুষঙ্গিক সকল কথাই সম্পূর্ণ-রূপে প্রমাণিত হইতেছে; যথা,—

> দ্বাপরের শেষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব;
> ত্রেতার আদ্য সন্ধ্যাংশ মধ্যে পরশুরাম;
> ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র;
> দ্বা-পরের শেষে কলির পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; ইত্যাদি।

এখনও কি বলিবেন এ-ত্রেতা দ্বাপরের অগ্রে এবং বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরে? ৺বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'

যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম,--'শ্রীকৃষ্ণ কলির, কলির পূর্ব্ব দৈব-দ্বাপরের নন'। ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত ও পুরাণ সঙ্গত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে কলির দুই দ্বাপর, এক (দ্বা-অপর) 'দ্বাপর,'—দ্বিতীয় অন্তর্যুগ; অপর 'দ্বা-পর'-তৃতীয় অন্তর্যুগ বা ত্রেতা। ত্রেতা অর্থে 'ত্রিত্বমিত'। দৈবযুগ মধ্যের 'ত্রেতা' ত্রিপাদ পুণ্য হেতু পুণ্যপূর্ণ সত্যের পরে এবং দ্বিপাদ পুণ্য বিশিষ্ট দ্বাপরের (অর্থ তৃতীয়ের) অগ্রে, পুরাণে উক্ত আছে বটে, কিন্তু ত্রিপাদ পাপে পূর্ণ-প্রায় কলির 'ত্রেতা' (অন্তস্ত্রেতা) দ্বিপাদ পাপ-সম্পন্ন (দ্বা-অপর) দ্বাপরের পরে না হইয়া, অগ্রে হইবে কেন? এ 'ত্রেতা' তৃতীয় অন্তর্যুগই, দ্বিতীয় নয়, এবং অন্তর্দ্বাপরের পরে। পুরাণ মতে, বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই দ্বাপরের শেষের, কিন্তু কলির দুই দ্বাপর। শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে, তাহা তাঁহার স্বর্গারোহণেই যখন শেষ হইয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরে সে দ্বাপরের মধ্যে বুদ্ধ কখনই হইতে পারেন না। একই দ্বাপরের অবসান কালে দুই অবতারের আবির্ভাব হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব। দুই দ্বাপরের শেষে, দুই অবতারই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধ (১ম) দ্বাপরের শেষে এবং শ্রীকৃষ্ণ (২য়) দ্বা-পরের শেষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এই পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম। পুরাণ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণও এ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বাপরের অবতার "শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধৌঃ" এই পুরাণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম অগ্রে আছে বলিয়াই যে 'বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরে,' বুঝিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারেনা, যথার্থও নয়।

অবশেষে, সংলগ্ন চ প্রদর্শনীতে ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণ সহ ভারত পুরাণাদি-উক্ত বিবিধ বংশাবলী পৌর্ব্ব-পাশ্চাত্যানুসারে ধারাবাহিক প্রকটিত হইল; ভরসা হয়, তদ্দৃষ্টে অন্তর্যুগ সম্বন্ধে আর লেশমাত্র সংশয় থাকিবেনা।

(চ) প্রদর্শনীর পরিশিষ্ট।

এখানে এক কথার উত্থাপন হইতে পারে যে প্রদ্যোৎ-বংশের অগ্রে কি বৃহদ্রথ-বংশ নয় ? না; বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের উনবিংশ অধ্যায়েই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ আছে; সন্দেহ ভঞ্জনার্থে মূল শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষনামাপুত্ৰোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সম্বরণঃ, সবংরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার॥" (৪।১৯।১৮)

"সুধনু জহ্নু পরিক্ষিৎ প্রমুখ্যাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনু যঃ সুহোত্রঃ তস্মাৎ চ্যবনঃ চ্যবনাৎ কৃতকঃ ততশ্চোপরিচরোবসুঃ। বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশাম্বমাবেল্লমৎস্য প্রমুখা বসোঃ পুত্রা সপ্তাজায়ন্ত। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্ তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা তস্য চ জন্তঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয় জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধোনামঃ। তস্মাৎ সহদেবঃ ততঃ সোমাপিঃ ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ"। (৪।১৯।১৯)

এই উনবিংশ শ্লোকোক্ত কুরুকুলোদ্ভব দ্বা-পরের শেষের (শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক) জরাসন্ধের ভবিষ্য বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আছে,—

("ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষ সহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি।") 'তার পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, তার পুত্র রিপুঞ্জয়, এই বৃহদ্রথ-বংশীয় ভূপতিরা একসহস্র বর্ষ থাকিবেন'।

ইহার পরেই চতুর্বিংশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে আছে,—

"যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি॥ স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোত নামানমভিষেক্ষ্যতি।"

অর্থাৎ 'যাঁহার নাম রিপুঞ্জয়, বৃহদ্রথ-বংশের শেষ; তাঁহার সুনীক নামে মন্ত্রী হইবে, তিনি রাজাকে হত্যা করতঃ প্রদ্যোত নামক স্বীয় পুত্রকে অভিষেক করিবেন'। 'রিপুঞ্জয় যাঁহার নাম,—বৃহদ্রথ-বংশের শেষ', একথা পুনরায় লিখিবার তাৎপর্য্য কি ? এ "রিপুঞ্জয়' কি দ্বা-পরের শেষের বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধ-বংশীয় ভবিষ্য দ্বাবিংশ পুরুষ ? তাহা কখনই হইতে পারে না। বিঃ পুঃ ৪র্থ অংশ চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মগধরাজবংশ বিবরণের শেষভাগে আছে,—

"পুরঞ্জয় প্রথমতঃ ওহে তপোধন॥ তারপর রামচন্দ্র হবে নরপতি"। এই উক্তির প্রথম প্রথম শ্লোকের হইতে পারে। ৯ম শ্লোকেও উক্ত আছে, 'মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে সেনাপতি হত্যা করতঃ স্বয়ং রাজ্যাধিকার করিবেন'। এ শ্লোকের কিয়দংশও প্রতিলিপিকারের ১ম শ্লোকে সংযোজিত হইয়া থাকিতে পারে। প্রতিলিপিতে কোন পংক্তি শব্দ বা বর্ণ স্থানান্তরিত বর্জ্জিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইয়া, পুরাণের স্থানে স্থানে এরূপ অর্থের বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ শ্লোকে 'বৃহদ্রথ' শব্দ 'ইন্দ্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

বৃহদ্রথ অর্থ "(বৃহৎ বড়রথ) সং, পুং, ইন্দ্র।"

"ইন্দ্র (ইন্দ্ আধিপত্য করা + র-ক, সংজ্ঞার্থে। যিনি আধিপত্য করেন) সং, পুং, দেবরাজ। ইনি দেবগণের অধিপতি। সূর্য্য, সোম, যম, অগ্নি কালাদি দেবগণ ইহাঁর অধীন। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি দেব। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয়, তখন ইন্দ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইয়াছিল। সেই তিন শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।" (প্রকৃতিবাদ অভিধান)।

[illegible] ও পুরাণ অনুসারে কশ্যপপত্নী অদিতির (অর্থ পৃথিবীর) গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের ও ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় আদি রাজা অনেনা, ও তদ্‌ভ্রাতা (চন্দ্রবংশীয় প্রথম নৃপতি) নহুষ, কিম্বা মগধের প্রথম অধিপতি প্রদ্যোত (অর্থ দীপ্তি বা কিরণ) ইন্দ্রবংশের পরেই, পূর্ব্বে নয়; অতএব বিঃ পুঃ ৪।২৪।১ম শ্লোকের ("যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ") অন্ত্যংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই,—'যাঁহার রিপুঞ্জয় (বা পুরঞ্জয়) নাম, তিনি (বৃহদ্রথ) ইন্দ্রবংশের শেষ'। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা পুরাণসঙ্গত হয় না, তজ্জন্য অমূলক বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত (দ্বা-অপরের) অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল অনুসন্ধান।

[বুদ্ধদেব কে এবং কখন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন?]

অমরকোষ অভিধান হইতে উদ্ধৃত—'বুদ্ধবাচক শব্দ'

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ ………"

[illegible]জ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্তভদ্র, ভগবৎ, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন,* ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তৃ, মুনি"। ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে 'বুদ্ধ' কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এখানে 'বুদ্ধ' অর্থে যে কয়েকটী শব্দ আছে, তাহা কেবল গুণবাচক বিশেষণ স্বরূপ। অমরকোষ অভিধানোক্ত শাক্যসিংহের নাম—

---

* 'জিন' হইতে 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি। ভারতের জৈন সম্প্রদায় অতি বিখ্যাত।

"..............শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥"

অর্থাৎ 'শাক্যমুনি' যিনি,—তাঁহারই নাম 'শাক্যসিংহ', 'সর্ব্বার্থ-সিদ্ধঃ' 'শৌদ্ধোদনি' 'গৌতম' 'অর্কবন্ধু' 'মায়াদেবীসুত'। এই শাক্যমুনি বা গৌতম কঠোর চিন্তার পর 'নির্ব্বাণ'-জ্ঞান লাভ করায় 'বুদ্ধ' আখ্যাত হন। কেহ কেহ-এমন কি দুই এক বিখ্যাত গ্রন্থকারও বুদ্ধ, গৌতম ও শাক্যসিংহকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি ও গৌতম (মুনি বা ঋষি) যে একই ব্যক্তি প্রাচীন অমরকোষ অভিধানই তাহার অব্যর্থ প্রমাণ; এ কথা নির্ণয়ার্থ অপর উপায় অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। আবার কেহ কেহ বলেন শাক্যমুনির পূর্ব্বেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিচয় পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়না। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনের ও তাঁহার পুত্র রাহুলের নাম যেখানে উক্ত আছে, তৎপরে কেবল এই মাত্র পাওয়া যায় যে 'এই আর্য্য বংশে বুদ্ধদেব জন্মলাভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন' (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ * ৪র্থ অংশ দ্বাবিংশ অধ্যায় দেখুন)। এখানে রাহুলের পিতা, শুদ্ধোদনের পুত্র শৌদ্ধোদনি-গৌতমকেই ত 'বুদ্ধ' বলা হইয়াছে; নিশ্চয়ই অপর কাহাকেও নয়। ইহাঁর পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি বুদ্ধ নামে খ্যাত থাকিলে দ্বাপরের শেষের অবতার কেবল 'বুদ্ধ' বলিয়া পুরাণে লিখিত থাকিত না। '২য় বুদ্ধ' '৩য় বুদ্ধ' বা 'গৌতমবুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত রূপে উল্লেখ থাকিত। যাহা হউক গৌতমের অগ্রে অপর কেহ 'বুদ্ধ'-খ্যাত থাকিলেও, গৌতমই যে পুরাণোক্ত বুদ্ধ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গৌতমই † অদ্যাবধি সর্ব্বত্র বুদ্ধ নামে পূজিত। ইহাঁর পূর্ব্বে ভারতে বা অন্যত্র যে বুদ্ধ-খ্যাত অপর কেহ ছিলেন, পুরাণে তাহা ব্যক্ত নাই; ইউরোপীয়েরা যা বলেন তা বলুন।

অতি প্রাচীন গ্রন্থ যাহাতে এই "বুদ্ধদেবের" জীবনচরিত পাওয়া যায় তাহার নাম "ললিতবিস্তর"। ইহার পরেরও কতিপয় গ্রন্থ সিংহল প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়। এই অজাতশত্রু স্বীয় পিতাকে সংহার করতঃ যখন মগধ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন, তখন বুদ্ধদেবের বয়স ৭২ বর্ষ। অজাতশত্রুর রাজত্বের নবম বর্ষে বুদ্ধদেবের বয়ঃক্রম ৮০ বর্ষ পূর্ণ হইয়া তিরোভাব হয়। গ্রীস-দেশীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, তত্রস্থ ম্যাসিডনাধিরাজ "মহা"-খ্যাত অ্যালেক্জাণ্ডার মগধাধিপতি নন্দ-দিগের কুবেরতুল্য-অতুল ধনের প্রবাদ শুনিয়া

* কলিকাতায় মুদ্রিত সংস্কৃত বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধদেবের নাম নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অশুদ্ধ বলা যাইতে পারেনা; বরং কালকাতার মুদ্রাঙ্কনে 'শুদ্ধোদনঃ' ও 'রাহুলঃ' স্থলে 'ক্রুদ্ধোদনঃ' ও 'রাতুলঃ' আছে; ইহা নিশ্চয়ই ভুল। যখন শাক্যের পরিচয় এখানে পাওয়া যাইতেছে, তখন শাক্যই যে বুদ্ধ এই কথাটি কেবল বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুবাদে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র।

† "Gautama (Gaudama) still adored from the straits of Malacca to the Caspian Sea." (Tod's Rajasthan)

ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে আসিয়াছিলেন। এই নন্দ-দিগের প্রথম,—মহাপদ্মনন্দ বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে উক্ত অজাতশত্রুর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও মহারাজ মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে, অজাতশত্রুর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে মহারাজ মহানন্দী পর্য্যন্ত ১০ পুরুষে ৩৬২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর রাজসিংহাসনারোহণের পর মহারাজ মহানন্দীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ পুরুষে ১৮১ বর্ষের স্থলে অনুমান ১৫০ বর্ষ নির্ব্বিবাদে ধরা যাইতে পারে। ইহার ১০০ বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন; অতএব চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হইবার অনুমান ২৫০ চান্দ্রবর্ষ বা ২৪২ (সৌর) বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রুর রাজত্ব আরম্ভ এবং ঐ চন্দ্রগুপ্তের রাজদণ্ড গ্রহণের অনুমান ২৩৪ বৎসর অগ্রে অজাতশত্রুর রাজত্ব নবম বর্ষ। পুরাতন ইতিহাস-বেত্তারা অবধারিত করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ (৩২০ হইতে ৩১২ মধ্যে অর্থাৎ) অনুমান ৩১৬ অব্দে মগধ রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব খৃঃ পূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে ভারতীয় শকাব্দের প্রায় ৬২৮ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হইয়াছিল এবং খৃঃ পূঃ অনুমান ৬২৭ ও শক পূর্ব্ব ৭০৫ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল; যেহেতু তিনি ৮০ চান্দ্রবর্ষ অর্থাৎ ৭৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। এইত পুরাণের গণনা।

বিখ্যাত সর্ব্বাগ্রগণ্য (বলিলেও বলা যায়) ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক মহামান্ত মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব মহোদয় (Honble Mount Stuart Elphinstone) লিখিয়াছেন "The 6th King counting back from Nanda inclusive, is Ajatasethru, in whose reign Sakya died. The date of that event has been shown on authorities independent of the Hindus to be about 550 B. C." ইহার মর্ম্ম এইযে 'নন্দের ৫ পুরুষ পূর্ব্বে অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে শাক্যমুনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুগণের মত অবলম্বন না করিয়া অপর প্রমাণ দ্বারা ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই ঘটনা খৃষ্টাব্দের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে।' কলিকাতার সংস্কৃত 'কলেজের' ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ (E. B. Cowell Esqr. M. A.) শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউয়েল সাহেব মহোদয় যাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার বা ইতিহাসজ্ঞতার পরিচয় অনাবশ্যক এবং যিনি উক্ত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি বুদ্ধদেবের তিরোভাবকাল সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণের সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে।

মাননীয় মার্শমান সাহেব তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "The death of Gautum is fixed by the general Concurrence of authorities in the year 550 before our Era". ইহার মর্ম্ম এইযে "গৌতমের (বুদ্ধদেবের) মৃত্যু খৃষ্টীয় অব্দের ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।"

ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কতিপয় বিখ্যাত মহোদয়েরা তাঁহাদের কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৬২৭ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার তিরোভাব লিখিয়া গিয়াছেন। এই-ইউরোপীয় পুরাতন মতের সহিত পুরাণানুযায়ী গণনার অনৈক্য নাই।

বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্ন-তত্ত্বানুরাগী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় (কলিকাতায় মুদ্রিত) ললিত বিস্তরের ভূমিকায় কেবলমাত্র এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের প্রথম রাজপ্রতি-

ষ্ঠিত বিরাট সভা বা সঙ্গীতি কেহ কেহ অনুমান করেন ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে কেহ বা (আরও পরে) ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বে হইয়াছিল। এ 'প্রথম সঙ্গীতি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরই হয়'। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় নিজের কোন মত এখানে স্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ললিতবিস্তর প্রণয়ন-কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, যে গণনায় ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব ধার্য্য হয় তিনি তাহারই সপক্ষ।

এক্ষণকার ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকেরা বুদ্ধদেবের (পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত) "তিরোভাবকাল" তাঁহার অবির্ভাবকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, দেখা যাইতেছে। যথা—

	বুদ্ধদেবের।	
	আবির্ভাব অনুমান খৃঃ পূঃ	তিরোভাব অনুমান খৃঃ পূঃ
মান্যবর সার রোপার সাহেব মহোদয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন	৫৫০	
(Henry George Keene Esqr. C. I. E. M. A. Oxon.) মান্যবর হেন্‌রি জর্জ কীন সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন হিন্দুদিগের গণনা মতে ন্যূন সংখ্যা	...	৫৪৩
আধুনিক ইউরোপীয় মহোদয় দিগের মতে	...	৪৭৭
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন	...	৪৭৭
শ্রীযুত রমেশচন্দ্রদত্ত, আই. সি. এস্. সি. আই. ই. মহোদয়ও তাঁহার কৃত বিখ্যাত (ইংরাজী Ancient India) 'প্রাচীন ভারত' আখ্যাত গ্রন্থে এবং ভারতের ইতিহাসে মান্যবর কীন সাহেব-উক্ত নব্যমত অবলম্বন করতঃ লিখিয়াছেন	৫৫৭	৪৭৭
মান্যবর এইচ্ গর্ডন, সাহেব মহোদয় উপরোক্ত 'তিরোভাবকালের' আরও ৩০ বৎসর পরে 'আবির্ভাব কাল' ধরিয়াছেন ...	৪৪৭	৩৬৭
[ইনি সকল অপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কালের ১১০ বৎসর কমাইয়া আনিয়াছেন। ইনি কি বলেন চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের ৪৭ বা ৫০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়? আর এই ৫০ বৎসর মধ্যে কি মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্র এবং নন্দ-দিগের আরও ৫, ৬ পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে মগধের রাজত্ব করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন?]		

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের কাল সম্বন্ধে পুরাণ অনুযায়ী গণনা ও প্রাচীন ইতিহাস লেখকের মত একই। অনুমান হয় আধুনিক ইউরোপীয় মহোদয়েরা ভুলক্রমে বুদ্ধদেবের 'তিরোভাবকাল' তাঁহার 'আবির্ভাবকাল' ধরিয়া উহা ৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৭০ বা ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে আনিয়া ফেলিয়া থাকিবেন। এ অনুমান যে অমূলক নহে; তাহা মাননীয় গর্ডন সাহেবের ইতিহাসোক্ত অঙ্ক-গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইতে পারে;

মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে যে, অজাতশত্রুর পিতা

বিম্বিসার (বিম্বিসারঃ বা বিম্মিসার) খৃঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন,	৫২ বর্ষ
অজাতশত্রুর রাজত্ব, ...	৩২ ,,
ইঁহার পরে 'কতিপয়' (বিষ্ণুপুরাণে '৪ পুরুষ' নাম সহ উল্লেখ আছে) রাজা মগধের সিংহাসন পর পর অধিকার করেন, ...	অনুঃ-৮০ ,,
নন্দের পূর্ব্ব ৬ পুরুষের রাজত্বের সমষ্টি	১৬৪ বর্ষ
তার পর 'নয় জন নন্দের' রাজত্ব বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১০০ বর্ষের স্থলে কেবল ...	৫০ ,,
চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ব ১৫ নৃপতির রাজত্বের সমষ্টি	২১৪ ,,

এ সকল বিবরণ কোন্ গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় লিখেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মহাপদ্ম-নন্দের পূর্ব্ব ১০ পুরুষের রাজত্ব বিষ্ণুপুরাণে ৩৬২ বর্ষ আছে, কিন্তু উপরের লিখিত বৃত্তান্ত অনুসারে গণনায় অজাতশত্রুর পূর্ব্ব ৫ পুরুষের রাজত্ব ২৫০ বর্ষ এবং উহাঁদের প্রত্যেকের ন্যূনাধিক ৫০ বর্ষ ধরিতে হয়। অজাতশত্রুর ও তন্নিহত পিতার সিংহাসন অধিকার কালও ১০০ বর্ষের কিঞ্চিৎ মাত্র ন্যূন-৮৪ বর্ষ-উক্ত আছে। এমত অবস্থায় মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার ৮ পুত্রের রাজত্ব কাল পুরাণোক্ত ১০০ বর্ষের পরিবর্ত্তে তদর্দ্ধেক ৫০ বর্ষ মাত্র কি প্রমাণ বলে লিখিত হইয়াছে বুঝা যায়না। মহামান্য এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব মহোদয় এ সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিয়াছেন—"Purans agree in assigning only 100 years to the whole 9 including Nanda. We may therefore suppose Nanda to have come to the throne 100 years before Sandracottas." অর্থাৎ,—'পুরাণসকলের ঐক্যমতে নন্দ উপাধিধারী ৯ মগধনৃপতির কেবল ১০০ বৎসর মাত্র রাজ্য-ভোগ হইয়াছিল। অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাপদ্ম নন্দ মগধসিংহাসনে অধিরোহণ করেন'। এখানে ('only 100 years') 'কেবল ১০০ বৎসর' প্রয়োগের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া দেখুন। মান্যবর কাউয়েল সাহেবও এই পুরাণ-উক্তিতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

	পুরাণ ও ইতিহাসের ঐক্যমতে।	ইতিহাসমতে
আবার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে মগধের মৌর্য্য রাজ বংশ লোপ হইয়াছে . .	১৮২ খৃঃ পূঃ	
বিষ্ণুপুরাণমতে মগধে মৌর্য্য বংশের রাজত্ব . .	১৩৭ বর্ষ	
শ্রীযুক্ত রঃ চঃ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, নন্দ-দিগের রাজত্ব শেষ ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বে। ইহা অবশ্য ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগের নির্দ্ধারণ, কিন্তু ইহারও সহিত বিষ্ণুপুরাণ উক্তির অনৈক্য নাই। . . এই	৩১৯ খৃঃ পূঃ	
চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ	...	৩১৯ খৃঃ পূঃ
বিষ্ণুপুরাণ মতে তৎপূর্ব্বে নন্দ-দিগের রাজত্ব . .	১০০ বর্ষ	
শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের ইতিহাস অনুযায়ী ইহাঁদের আধিপত্য তদর্দ্ধেক	...	৫০ বর্ষ
নন্দ-দিগের অগ্রে ঐ ইতিহাস মতে কতিপয় নৃপতির মগধ রাজ সিংহাসন অধিকার অনুমান	...	৮০ বর্ষ
পুরাণোক্ত ৯ নন্দ ও তৎপূর্ব্ব ৪,-এই ১৩ নৃপতির রাজত্ব ২০০ বা ২০৭ বর্ষ ধরিলে অসম্ভব বা অন্যায় হয় না। অতএব পুরাণ মতে নন্দ-দিগের ১০০ বর্ষ ত্যাগে ইহাঁদের আধিপত্য অনুমান	১০৭ বর্ষ	
এবং অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষ হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত, ইতিহাস মতে (৩২ বিযুক্ত ৮ বর্ষ)	২৪ বর্ষ	২৪ বর্ষ
ইহার সাকল্য, বুদ্ধদেবের তিরোভাব	পুরাণ একেবারে অবহেলা না করিয়া ৫৫০ খৃঃ পূঃ হয়।	ইতিহাসমতে ৪৭৩ খৃঃ পূঃ হয় (৪৭৭ খৃঃপূঃ হয়না)

অগ্রেও বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল পুরাণানুযায়ী গণনায় ও প্রাচীন ইতিহাস বেত্তাদিগের মতে একই; হয়ত সে কথাটা কাহারও কাহারও স্মরণ না থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বোদ্ধৃত দুই সাহেব মহোদয়ের উক্তি পুনরায় নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মহামান্য এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"The date of that event" (Sakya's death) "has been shewn on authorities independent of the Hindus to be about 550 B. C."

মান্যবর মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন—

"The death of Gautum is fixed by the general concurrence of authorities in the year 500 before our Era."

ইহাও ব্যক্ত আছে যে পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের পরবর্ত্তী লেখকের দ্বারা সঙ্কলিত, অতএব যে উক্তিগুলি পুরাণ সংগ্রহকারের পূর্ব্বাতীত কাল সম্বন্ধে ভিন্ন তাঁহার পরের ভাবী ঘটনা বিষয়ে হওয়া অসম্ভব, এবং যে সকলের যাথার্থ্যের প্রমাণও পাওয়া যায়, সে উক্তি গুলি লিপিবদ্ধ প্রকৃত বৃত্তান্তের স্বরূপ স্বীকার না করার কোন কারণ নাই। কেবল ভবিষ্যদ্বাণী ভাবে পুরাণে উক্ত আছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারেনা। এমত স্থলে নন্দদিগের পুরাণোক্ত রাজত্ব-সংখ্যা এত অসঙ্গত রূপে ন্যূন করণের এবং পুরাণ অননুগামী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সর্ব্ববাদী-সম্মত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পরিবর্ত্তনের-ঔচিত্য, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নয়।

এক্ষণকার এক স্বদেশীয় মাননীয় ইতিহাস লেখক মহাশয়ের মুখে শুনা হইয়াছিল যে, সিংহলে যে অব্দ প্রচলিত আছে তাহা 'বুদ্ধ-অব্দ' এবং উহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ শুনা কথা মাত্র, শুনিবার বা বুঝিবারও ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে, তথাচ এরূপ সন্দেহ স্থলেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ভারতের অগ্রে সিংহলে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই অবধারিত করিয়াছেন যে মগধরাজ অশোকের দ্বারাই অনুমান ২৪০ খৃঃ পূর্ব্বে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর, অন্ততঃ অশোকের সময়ে ভারতে 'বুদ্ধ-অব্দ' আরম্ভ না হইয়া সিংহলে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে বা মৃত্যু হইতে যে তাঁহার অব্দ চলিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল সিংহলবাসীরা কোথায় পাইলেন? মগধরাজ অশোক-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক-দিগের নিকট কি? অন্য স্থান হইতে পাইলে বা অপর সূত্রে অবধারণ করিলে বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় সিংহলের কোন গ্রন্থে কি উহা লিখিত থাকিতনা? তাহা হইলেই বা ইউরোপীয় পণ্ডিত-মহোদয়েরা ঐ কাল নির্দ্ধারণের জন্য এত শ্রম কেন করিবেন? বুদ্ধদেবের সময়ে মাস বা বারেরই নামকরণ পর্য্যন্ত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। 'ললিত বিস্তরে' কেবলমাত্র পাওয়া যায়, 'বসন্ত পূর্ণিমার দিন' বুদ্ধদেবের জন্ম। আবার কে বলিতে পারে যে উক্ত সিংহল অব্দ অপর কোন ঘটনার নিদর্শনার্থ নয়? কিম্বা বুদ্ধদেবের তিরোভাব হইতে, নয়? তাঁহার তিরোভাব হইতেই সম্ভব, আবির্ভাব হইতে নয়; যেহেতু সর্ব্ববাদী সম্মত তাঁহার তিরোভাবকাল হইতেই এই-অব্দ আরম্ভ দেখা যাইতেছে। কেবল ৭ বর্ষের যে পার্থক্য তাহা সৌর ও চন্দ্র-বর্ষের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ বা অপর কারণে হইতে পারে; নচেৎ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দের পরিবর্ত্তে ৫৫৭ বা ৫৪৩ খৃঃ পূঃ কেন হইবে? এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণকার ইউরোপীয় মহোদয়ের মত যাহাই হউক, পুরাণ ও পুরাতন ইতিহাসলেখকদিগের গণনা একই হইতেছে। অতএব পুরাণোক্ত অন্তর্দ্বাপরের শেষের 'অবতার" বুদ্ধদেবের কাল অনুমান শক পূর্ব্ব ৭০৫ বা ৬৯৮ হইতে ৬২৮ বা ৬২১ (অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৭ বা ৬২০ হইতে ৫৫০ বা ৫৪৩) কিম্বা সম্বৎ পূর্ব্ব ৫৭০ বা ৫৬৩ হইতে ৪৯৩ বা ৪৮৬ নির্দ্দিষ্ট করিলে, বোধ হয় কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই।

ঐ প্রদর্শনীর দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে কলির অন্তর্দ্বাপর শক পূর্ব্ব ৫৮৮ তে শেষ হইয়াছে। পুরাণ মতে দৈবযুগান্তর্গত দৈব দ্বাপরের সন্ধিকাল ২০০ দৈববর্ষ। ঐতিহাসিক যুগের অন্তর্দ্বাপরের সন্ধিকাল অবশ্য ২০০ মনুষ্য বর্ষ বা সৌরবর্ষ হইবে। কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষ সন্ধি মধ্যে যে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত ছিলেন তাহা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

টীকা। এক্ষণে অবগত হওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। ঐ শাল হইতে বৌদ্ধেরা একটী অব্দ গণনা করিয়া থাকেন।" একথা 'আনুমানিক' না হইলে অর্থাৎ বাস্তবিক হইলে, ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু মাননীয় গর্ডন সাহেব তবে কেন খৃঃ পূঃ ৩৬৭ তে বুদ্ধদেবের তিরোভাব লিখিয়াছেন এবং পুরাতন ইতিহাস লেখক মান্যবর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বা টড্‌সাহেব পর্য্যন্ত কি এ অব্দের কথা অবগত ছিলেন না? শ্রদ্ধাস্পদ টড্‌সাহেব তাঁহার কৃত বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাসে স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন 'শেষ বুদ্ধ' মহাবীরের দেহান্ত-কাল ('Era' বা 'Period' শব্দ প্রযুক্ত আছে।) বিক্রম-সম্বৎ-পূর্ব্ব '৪৭৭ বা খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৫৩৩'। অনুমান হয়, টড্ সাহেব মহোদয়ের এই উক্তি হইতে ('মহাবীর' লোপে এবং 'বিক্রম-সম্বৎ' স্থলে 'খৃষ্ট পূর্ব্ব' পাঠে) 'বুদ্ধ-অব্দ খৃঃ পূঃ ৪৭৭' কথার উৎপত্তি। কোথায় 'বিক্রম-সম্বৎ' কোথায় 'খৃষ্টাব্দ'? আর 'মহাবীর' সর্ব্ববাদী-সম্মত 'গৌতম' নহেন। প্রাগুক্ত রাজস্থানের ইতিহাসে ইহাও ব্যক্ত আছে যে চীন ও তাতার দেশস্থ ইতিহাস লেখকেরা বলেন 'বুদ্ধ' বা 'ফো' (চীন ভাষায় 'ফো' শব্দের অর্থ 'গোষ্ঠীপতি' বা 'ধর্ম্ম প্রদর্শক') ১০২৭ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন, এবং 'প্রথম বুদ্ধ ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন।' আবার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মহাবীরের মৃত্যু ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বে এবং তাহার ১০ বৎসর অগ্রে, অর্থাৎ ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু রাজস্থানের ইতিহাসের উল্লিখিতপংক্তি অনুসারে অশুদ্ধ সংশোধন করতঃ মহাবীরের মৃত্যু ৫৩৩ খৃঃ পূর্ব্বে ধরিলে বুদ্ধদেবের তিরোভাব ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে হয়। এমত অবস্থায় পুরাণানুযায়ী গণনায়ও যখন ঐ ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বই হইতেছে, তখন উহা অশুদ্ধ বা অগ্রাহ্য হইতে পারেনা। বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে এমত প্রবল প্রাচীন মত স্থলে আধুনিক ইতিহাস লেখকদিগের বাক্য কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তত্রেতার আস্ত সন্ধ্যাংশের অবতার পরশু বা পরশুরামের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[পরশুরাম কে এবং তিনি কখন বর্ত্তমান ছিলেন? তাঁহার সহিত আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িকতার কোন আভাস পুরাণে পাওয়া যায় কিনা?]

জামদগ্নির পুত্র পরশু। 'পরশু' অর্থে কুঠার (Battle-axe); তাহা হইতে—'যে শত্রুর শোণিতপান বা জীবন নাশ করে', কিম্বা 'কুঠারধারী বীর' বুঝায়। রাম 'রম' ধাতু (অর্থ-'ক্রীড়া বা রমণ করা') হইতে উৎপন্ন হেতু 'সীতাপতি' বোধক হইয়া থাকিবে। 'শিষ্ট-প্রয়োগে' অর্থাৎ পণ্ডিত বাক্যানুসারে "রা শব্দে বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বর-বাচকঃ। বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ 'রা' শব্দে 'বিশ্ব' 'ম' ঈশ্বর, তাহাতে 'রাম বিশ্বমধ্যে ঈশ্বর' বা 'অবতার' বাচক হইয়াছে। রাম শব্দের এ অর্থ বৃহৎ অমরকোষ অভিধানে নাই। নিম্নোদ্ধৃত পণ্ডিত বাক্যে পরশু স্থলে 'জামদগ্ন্য' এবং অবতার অর্থে 'রাম' শব্দ প্রয়োগ আছে, দেখা যাইতেছে।—

"কোটী-সূর্য্য প্রতীকাশং বিদ্যুৎপুঞ্জঃ সমপ্রভং।
তেজোরাশিং দদর্শাথ জামদগ্ন্যং প্রতাপবান্॥"

*   *   *

"কার্ত্তবীর্য্যান্তকং রামং দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দ্দনং।
প্রাপ্তং দশরথস্তাগ্রে কালমৃত্যুমিবাপরং॥"

পুরাণে উত্তমজ মনুর এক পুত্রের নাম পরশু এবং ইনিই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পত্ত রামায়ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ভগ্নী কন্দিনীর জামাতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরশুই ইঁহার প্রকৃত নাম অনুমান হয়, রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মীকি হইতেই 'রাম' যুক্ত হইয়া পরশু-রাম ইঁহার নাম হইয়াছে। রামায়ণের আদি-কাণ্ডের শেষ অংশ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ইনি চন্দ্রবংশীয় ভরতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র আজমীঢ় কুলোদ্ভব গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রের সমবয়স্ক ভাগিনেয় পুত্র।

জমদগ্নি-পুত্র পরশু বা পরশুরামের বংশপরিচয়।

আজমীঢ় ও জহ্নুবংশ।
(মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্ব ৩২ ও ২৭ অঃ)

ভরত
|
ভরদ্বাজ
|
সুহোত্র
|
বৃহৎ (হস্তী ?)
|
অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, পুরুমীঢ়,
|
জহ্নু
|
অজক
|
বলাকাশ্ব
|
কুশ
|
কুশিক
|
গাধি
|
বিশ্বামিত্র আর দুই পুত্র, কন্যা সত্যবতী (পতি ঋচিক)
|
ভৃগুকুল উজ্জলকারী— জমদগ্নি
|
ক্ষত্রিয়-নিহন্তা— রাম

চন্দ্রবংশ কথন। (বিঃ পুঃ ৪.১৯, ৭ অঃ)

ভরত
|
ভরদ্বাজ
|
ভূমন্যু
|
বৃহৎক্ষেত্র
|
সুহোত্র
|
হস্তি
|
অজমীঢ়
|
ঋক্ষ
|
কুরু
(বিঃ পুঃ ৪।৭)
|
জহ্নু
|
সুজহ্নু
|
অজক
|
বলাকাশ্ব
|
কুশ
|
কুশাম্বু
|
গাধি
|
পুত্র বিশ্বামিত্র, (ইহাঁর মাতা জামাতা দত্ত চরু ভোজনে ইহাঁকে গর্ভে ধারণ করেন)। কন্যা সত্যবতী (পতি ঋচিক)
|
জমদগ্নি (বিশ্বামিত্রের সমবয়স্ক)
|
পরশুরাম

এ পরিচয়ে চন্দ্রবংশীয় ভরত পরশুরামের পিতামহীর ভ্রাতা বিশ্বামিত্রের প্রায় ষোড়শ পিতৃ-পুরুষ হইতেছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ইহাও উক্ত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের ৮ম পিতৃপুরুষ মূলক পৃথিবী নিঃক্ষত্র হইলে স্ত্রী-গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের অধিক কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ভরত যিনি বিশ্বামিত্রের ষোড়শ পিতৃ-পুরুষ, তিনি আবার বিশ্বামিত্রেরই দৌহিত্র। মহাভারতের এ কথার দ্বারা বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়-পুত্র 'পরশু বা পরশুরাম' চন্দ্রবংশীয় ভরতের মাতুলপুত্র পরিচয় হইতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ যে একই, তাহা প্রসেনজিতের পরিচয়ে দশম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় ভরতের আদি পুরুষ নহুষের ভ্রাতা অনেনা হইতেই সূর্য্যবংশ উৎপন্ন; বিঃ পুঃ ৪।২ এবং চ প্রদর্শনী দেখুন। চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি দিবোদাস তাঁহার কাশীরাজ্য হইতে অগ্নি হৃত হইলে নিজেই বলিয়াছিলেন,—"সূর্য্যকুলোদ্ভব আমি" (কাশীখণ্ড দেখুন)। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজও চন্দ্রবংশীয়; তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পুত্র স্রেপনি কুলোদ্ভব এবং সূর্য্যবংশীয় ভরতও আর্য্যাবর্ত্তের বা (রামায়ণের গদ্যানুবাদ অনুযায়ী) ধ্রুবসন্ধির পুত্র। পদ্য রামায়ণপ্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিত কৃত্তিবাস বলিয়া গিয়াছেন মহা-ভারতোক্ত চন্দ্রবংশীয় ও রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরত পৃথক্ নন। এ দুই ভরতের প্রভেদ নিরাকরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু পরশু যে আর্য্যাবর্ত্ত বা ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের পরবর্ত্তী অন্তস্ত্রেতার আদ্যংশের, তাহা পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ আছে বলা যাইতে পারে।

বর দ্বারা সংশোধিত চরু ভোজনে উৎপন্ন জমদগ্নির ও তন্মাতুল বিশ্বামিত্রের জন্ম বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ * হইতে উদ্ধৃত হইল।

"পুত্রার্থী হইয়া পরে ঋচীক সুমতি। ভার্য্যা হেতু চরু করে যতনেতে অতি॥
সত্যবতী প্রীত হয়ে কহেন তখন। শুন শুন ওহে নাথ আমার বচন॥
কৃপা কর তুমি মম জননীর তরে। চরু করি দেও নাথ নিবেদি তোমারে॥
নারীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরু করে সেই বিপ্র করিয়া যতন॥
শ্বাশুড়ীর জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়ে। আপন কাজেতে যান কাননে চলিয়ে॥
সত্যবতী-মাতা যবে করেন ভোজন। তনয়ারে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
শুন শুন ওগো বৎসে বচন আমার। পুত্র লাভ বাঞ্ছা হয় ভূমে সবাকার॥
সর্ব্ব গুণযুক্ত পুত্র লভিবার তরে। তব হেতু চরু বুঝি করেছে সাদরে॥
মম চরু হতে বুঝি এ চরু তোমার। অবশ্য হয়েছে শ্রেষ্ঠ সার হতে সার॥
যাহা হোক তুমি মম হতেছ নন্দিনী। আমার বচন রাখ ওগো বিনোদিনী॥
স্বীয় চরু মোরে তুমি করহ প্রদান। মম চরু লও তুমি কহি তব স্থান॥
মম গর্ভে যেই পুত্র লভিবে জনম। অখিল অবনী সেই করিবে পালন॥

---

* মূল সংস্কৃত শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ থাকিতে পারে। অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়, বিখ্যাত টীকাকার দিগের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। এই জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক স্থলে অনুবাদই উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিপ্রের কুমার হবে যেই মহামতি। ঐশ্বর্য্যে কি কাজ তার ভাব দেখি সতী ॥
মাতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ। স্বীয় চরু জননীরে করিল অর্পণ ॥
জননীর চরু নিজে করিল আহার। শুন শুন তার পর অতি চমৎকার ॥
ঐ দিকে ঋচীক ঋষি আসি বন হতে। আপন ভার্য্যারে দেখি অতি রোষচিতে ॥
কহিলেন, পাপীয়সী শুনরে বচন। দেখিতেছি তব দেহে লাবণ্য যখন ॥
নিশ্চয় তখন বুঝি আপন অন্তরে। মার চরু পশিয়াছে তোমার উদরে ॥
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি চরুতে মাতার। আরোপিত করেছিনু করিয়া বিচার ॥
শান্তি জ্ঞান তিতিক্ষাদি যত গুণ আছে। করেছিনু আরোপিত তব চরু মাঝে ॥
বিপরীত কিন্তু তুমি করেছ তাহার। অতএব শুন শুন বচন আমার ॥
ক্ষত্রিয় আচারযুত প্রবল নন্দন। তোমার গর্ভেতে আসি লভিবে জনম ॥
রৌদ্র অস্ত্র সেই জন করিবে ধারণ। তব মাতৃগর্ভে এক জন্মিবে ব্রাহ্মণ ॥
শম গুণ-অবলম্বী হবে সে তনয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরণে বন্দিয়া সতী কহিল তখন ॥
শুন নাথ নিবেদন করি গো তোমারে। অপরাধী সত্য আমি তব পদতলে ॥
অজ্ঞানে কুকর্ম্ম আমি করেছি সাধন। প্রসন্ন হইয়া বর করহ অর্পণ ॥
ক্ষত্রিয় আমার গর্ভে যেন না জনমে। এইরূপ অনুনয় শুনিয়া শ্রবণে ॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি করিল স্বীকার। তার পর ঘটে যাহা শুন গুণাধার ॥
জমদগ্নি জন্মে সত্যবতীর উদরে। বিশ্বামিত্র জন্মে আসি মাতার জঠরে ॥
কৌশিকী তটিনীরূপে সেই সত্যবতী। জগতে বিদিত হন ওহে মহামতি ॥
জমদগ্নি রেণুকারে করেন গ্রহণ। রেণুর নন্দিনী সেই বিদিত ভুবন ॥
ইক্ষ্বাকু-কুলেতে জন্মে রেণু নরপতি। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ॥
রেণুকার গর্ভে জন্মে শ্রীপরশুরাম। অশেষ ক্ষত্রিয়হন্তা সেই মতিমান্ ॥
নারায়ণ-অংশে জন্ম জানিবে তাঁহার। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার ॥"

বিঃ পুঃ ৪।৭

পরশুপিতা জমদগ্নির এই জন্ম বৃত্তান্ত রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরতের পূর্ব্ব পুরুষ মান্ধাতার জন্মোপাখ্যান-সদৃশ অনৈতিহাসিক বা অতি প্রাচীনকালিক বটে, কিন্তু কেবল সেই জন্য পরশু যে মান্ধাতার অনতি পরে, কিম্বা সম সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা বলা-যুক্তি সঙ্গত হয়না। আবার রামায়ণানুসারে মান্ধাতা ও যুবনাশ্ব প্রসেনজিতের 'ঊর্দ্ধতন', কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে তাঁহার 'অধস্তন' বংশীয়; এমতাবস্থায় ভরতের ও মান্ধাতার অগ্র-পাশ্চাত্য স্থির হয়না, তবে ভরতের মাতুলপুত্র পরশু যে অন্তর্দ্বাপরের শেষের গৌতম ধর্ম্মাবলম্বী প্রসেনজিতের পরে অন্তস্ত্রেতার আন্তংশের তাহা পুরাণানুযায়ী প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে পরশু হস্তে নিহত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুরাণোক্ত ও রামায়ণোক্ত পরিচয়ে একথা বিশিষ্টরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে কিনা দেখা যাউক।

পুরাণে উক্ত আছে যে হৈহয়বংশীয় নৃপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র, মাহিষ্মতীপতি অর্জ্জুন সহস্রবাহু বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহার সমান বলবীর্য্যশালী জগতে কেহ ছিলেননা, তিনি মহাখ্যাত ছিলেন; পরশু নারায়ণ অংশে জন্মিয়া তাঁহার সহস্রহস্ত ছেদন করিয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি নিধন প্রাপ্ত হন। রামায়ণের গদ্যানুবাদে হৈহয়ের ও অর্জ্জুনের নাম আদৌ নাই, কিন্তু তাহা আশ্চর্য্যের বা প্রতিবাদের বিষয় নয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে চন্দ্রবংশীয় অনেনার ভ্রাতুষ্পুত্র যযাতি, তৎপুত্র যদু, তৎপৌত্র হৈহয়; মাহিষ্মতী-পতি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয় হইতে নবম পুরুষ, এবং অনেনা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। (বিঃ পুঃ ৪।১১)। ঐ পুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ-পুরুষ অন্তত্রেতার প্রথমের প্রসেনজিৎ—পৌত্র মান্ধাতা, অনেনা হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। পুরাণোক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের অবিদিত নাই যে বংশাবলীর অনেক নাম রামায়ণ পুরাণ আদিতে উক্ত নাই, অতএব মান্ধাতা অনেনা হইতে ত্রয়োদশ অপেক্ষা অধিক পুরুষ হওয়া সম্ভব এবং মাহিষ্মতী-পতি অর্জ্জুন-নিধনকারী পরশু যে পুরাণানুযায়ী এই প্রসেনজিতের পরবর্ত্তী অন্তত্রেতার আন্তসন্ধির মধ্যের, তাহা অস্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণ দেখা যায়না। (চ) প্রদর্শনীর প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম ও দশম খণ্ড দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণের গদ্যানুবাদ 'অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের আদি পুরুষ নিমি; ইনি (বুদ্ধ) গৌতম কালিক ছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে ব্যক্ত আছে; রামায়ণোক্ত সূর্য্যবংশীয় ভরতপিতা ধ্রুবসন্ধির (বা আর্য্যাবর্ত্তের) ভ্রাতা প্রসেনজিৎও তাঁহার রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে গৌতম দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গদ্য রামায়ণানুসারে হৈহয় আর্য্যাবর্ত্ত (বা প্রসেনজিৎ) হইতে ৭ম এবং অর্জ্জুন ৮ম অধস্তন পুরুষ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ একাদশ অধ্যায় মতে এ অর্জ্জুন হৈহয় হইতে নবম পুরুষ অর্থাৎ প্রসেনজিৎ হইতে ষোড়শ পুরুষ। এখানে বক্তব্য, রামায়ণে মান্ধাতা এই প্রসেনজিতের পিতামহ, পুরাণে আবার ইহাঁর পৌত্র রূপে উক্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ অপর উদাহরণেরও অভাব নাই; হৈহয় কিম্বা অর্জ্জুনের পরিচয়েরও তদ্রূপ ৪।৫ পুরুষের প্রভেদ থাকা অসম্ভব নয়; এমত অবস্থায় হৈহয়বংশীয় অর্জ্জুনকে গৌতমের অন্ততঃ ১০-১২ পুরুষকাল পরে অবিবাদে ধরা যাইতে পারে। বুদ্ধ-গৌতম খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন; অতএব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হন্তা পরশুরাম নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রের হইতে পারেন না।

অতি প্রাচীন বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণের পদ্যানুবাদে জামদগ্ন্য পরশুকে অন্তত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষদিগের প্রথমেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস রামায়ণ-অনুবাদকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। আধুনিক গদ্যানুবাদকগণের প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বের এবং বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে পরশুরামকে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব বংশাবলীর শীর্ষভাগে স্থাপন করিয়াছেন তাহা কখনই অমৌলিক নয়; মূল রামায়ণানুযায়ী, সন্দেহ নাই। প্রকৃতিবাদ

অভিধানানুসারে 'ভৃগুসুত' বাচক শব্দ শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ও পরশুরাম; এবং 'ভৃগু' বাচক 'শুক্রাচার্য্য ও জমদগ্নি'। বৃহৎ অমরকোষ অভিধানে শুক্র, দৈত্যগুরু, কবি, কাব্য (কবি পুত্র) উশনস্, ভার্গব (ভৃগুসুত), শুক্রাচার্য্যের এই ৬ নাম পাওয়া যায়। ভৃগু শব্দ এ অভিধানে নাই। ভৃগু-বৈকুণ্ঠ-পতি বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন পুরাণে উক্ত আছে। ইহাঁর আবার বংশ পরিচয় অভিধানে কি থাকিবে? ইহাঁর পদ চিহ্ন বিষ্ণুরই পরিচয়। মহাভারত মতে শুক্রাচার্য্য কবি-পুত্র দৈত্য-গুরু এবং চন্দ্র-পুত্র বুধের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র (চন্দ্রবংশীয়) রাজা যযাতির শ্বশুর। অন্য মতে শুক্র বা শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। অতএব শুক্রাচার্য্যই যখন-'দৈত্য-গুরু,' 'শুক্র (গ্রহ * পতি), ভার্গব,' 'কবি,' 'কবি-পুত্র' এবং 'মহেশ্বর-অঙ্গোৎপন্ন,' তখন ইনিই ভৃগু নামে বাচ্য হইয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, জমদগ্নি এই ভৃগুবংশীয় না হইলেও ইহাঁর পিতা ঋচীক (ভৃগুনন্দন খ্যাতঔর্ব্বের পুত্র)। ঔর্ব্ব, উর্ব্ব মুনির উরু সঞ্জাত পুত্র; কাহারও ঔরস বা গর্ভজাত নন। ইহাঁর পিতা (উর্ব্ব) ইহাঁকে অগ্নিময়ী মায়া স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই মায়া-প্রভাবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের হিরণ্যকশিপু দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে যে ইনি (ঔর্ব্ব) ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন। এই ঔর্ব্ব প্রপৌত্র জামদগ্ন্যকে যে রামায়ণকার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃপুরুষগণের সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার ও পুরাণেরমর্ম্ম একই। তদ্দ্বারা পরশু যে শ্রীরামচন্দ্রের অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বের, তাহাই স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। রামায়ণে নানা স্থানে জনক আলয়ে হরধনুরঙ্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গে পরশু বা পরশুরাম যে 'বুদ্ধ-গৌতম' সদৃশ পুরাকালিক, তাহা প্রকাশ আছে। বুদ্ধ-গৌতমের নাম যেমন পুরাণে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মধ্যে প্রথমে ও জমদগ্নি তৎপরে, এবং উত্তমজ মনুর পুত্র মধ্যে পরশুর নাম উল্লেখ আছে, তেমনই নারায়ণ, মরীচি ও সূর্য্য পিতা কশ্যপের পূর্ব্বে, পরশুর নাম পদ্ম রামায়ণেও উক্ত আছে। দেবীভাগবত মতে ঊনবিংশ ত্রেতায় পরশুরাম; তার পর শ্রীরামচন্দ্র। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বানুসারে চতুর্ব্বিংশ ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র। পরশু যে বুদ্ধ গৌতমের পরবর্ত্তী অন্তত্রেতার শ্রীরামচন্দ্রের বহুকাল পূর্ব্বের, তাহা রামায়ণে এবং ভারত পুরাণ আদিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ আছে, বলা যাইতে পারে৭—

"মহানন্দি সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো।
মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরামইবা পরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা॥"
বিঃ পুঃ ৪।২৪।৪

এই শ্লোক দ্বারা পুরাণকার বলিয়াছেন, মহাপদ্মনন্দ 'পরশুরামের সদৃশ অপর পৃথিবী-নিঃক্ষত্রকারী হইবেন।' মহাপদ্মনন্দ যে পৃথিবী নিঃক্ষত্র করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণের কোন স্থানে প্রকাশ নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন তাঁহার কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে 'ক্ষত্রান্তকারী' শব্দের স্থলে 'বীর' ব্যবহার

---

* নবগ্রহস্তোত্র হইতে উদ্ধৃত—
"হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥"

করিয়াছেন। বাস্তবিক 'ক্ষত্রান্তকারী' অর্থে 'বীর'ই হওয়া সম্ভব। 'ক্ষত্র' * অর্থে 'যুদ্ধ-ব্যবসায়ী' বা 'যোদ্ধা', যোদ্ধৃধ্বংসকারী অর্থে 'বীর', এবং 'পৃথিবী নিঃক্ষত্রকারী'-অর্থে-'মহাবীর' বুঝা যায়। এক্ষণে পরশুরাম নন্দের পূর্ব্বে কি পরে, দেহ-ধারণ করিয়াছিলেন, এ কথার মীমাংসা আবশ্যক। উপরোদ্ধৃত শ্লোকের আভাসে তিনি মহাপদ্মনন্দের পূর্ব্বের কি পশ্চাতের, তাঁহা স্পষ্ট বুঝা যায়না। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের বা তাৎকালিক কিম্বা কিঞ্চিৎ পরের হইলেও পুরাণ সপ্রমাণিত হয়, এবং তাঁহার সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল অন্তস্ত্রেতার আন্ত-সন্ধি মধ্যে হয়। পরশু পৃথিবী নিঃক্ষত্র করিয়াছিলেন, পুরাণে উক্ত আছে; কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের বা জম্বুদ্বীপের বাহিরে শাকদ্বীপ আদি অপর স্থানীয় গর্ব্বিত বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্তই 'পৃথিবী' অর্থাৎ মর্ত্ত্যপাতাল-নিঃক্ষত্রকারী আখ্যাত হইয়াছেন। গ্রীসদেশীয় ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বের কিয়ৎ কাল পরে ম্যাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত বিজয়ার্থে আসিয়াছিলেন, (খৃঃ পূঃ ৩২৭, শক পূঃ ৪০৫। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দেখুন) তখন পরশুনামে এক বীর তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি বীরত্ব দ্বারা তাঁহাকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য করতঃ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষায় Porus নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু পরশু নাম ভাষান্তরে এরূপ লিখিত হওয়া অসম্ভব নয়। ইনিই পুরাণোক্ত পরশু বা পরশুরাম। পুরাণ আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে এত পূর্ব্বে ভারতে বর্ণভেদ ছিলনা। ইহাঁর দ্বারা দেশীয় ও বিদেশীয় অগণ্য বীর পুনঃ পুনঃ নিহত হওয়ায় ইনি 'পৃথিবী-নিঃক্ষত্রকারী' আখ্যাত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাঁহইতেই পরশুপুর (এক্ষণকার পেশোয়ার) যেখানে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী কনিষ্কের বা শকাদিত্যের রাজধানী ছিল। ইহাঁর সিংহাসনে আরোহণ হইতে ভারতে শকাব্দা প্রচলিত হইয়াছে। পেশোয়ারের পূর্ব্ব নাম পুরুষপুর ছিল, ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন। পুরুষপুর, পরশুপুরের অপভ্রংশ মাত্র নিশ্চয়ই বলা যায়। শক পূর্ব্বে মহারাজ চক্রবর্ত্তী-দিগের মধ্যে কেহ, কিম্বা অপর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি 'পুরুষ' নামীয় ছিলেননা। পুরুষ-দ্বারা-নির্ম্মিত পুরীরই নাম 'পুরুষপুর' হইতে পারিত। এই পরশুই পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে প্রবেশ অবরোধ করিয়াছিলেন এবং এই প্রদেশই তৎকালে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, বা পশ্চাতে হইয়াছিল। এ নগরী তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত, অপর কাহারও দ্বারা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। 'পরশুপুর' যে সচরাচর সাধারণের দ্বারা 'পুরুষপুর' উচ্চারিত এবং কালক্রমে পুরুষপুর হইতে অবশেষে 'পেশোয়ার' নামে অপবর্ত্তিত হইতে পারে, তৎপ্রতি ধীমান্ মহোদয়েরা সন্দেহ করিবেন না, ভরসা হয়। গ্রীস-দেশীয় ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে পরশু তাঁহার দুই পুত্র সহ মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে ঐ পুত্রদ্বয় নিহত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ২০ বর্ষের উর্দ্ধ না হইলেও জ্যেষ্ঠটীর অন্যূন ২৩।২৪,

---

* অমরকোষে 'ক্ষত্র' 'ক্ষত্রিয়' ও 'ক্ষত্রিন' শব্দের অর্থ মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ভূপ) রাজন্য, বাহুজ ও বিরাজ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,-আর্য্যগণের মধ্যে "যাঁহারা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়" নামে অভিহিত হইতেন।

এবং পরশুর সে সময়ে ৪৫ হইতে ৫০ বর্ষের মধ্যে বয়স হওয়া সম্ভব। তাঁহার আবির্ভাব (খৃঃ পূঃ ৩২৭ সহ ৫০ বর্ষ যোগে) অনুমান খৃঃ পূঃ ৩৭৭ অব্দে এবং (খৃঃ পূঃ ৩৭৭ বিযুক্ত ৬৫ বর্ষ) অনুমান খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের মগধ সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পূর্ব্বে, তাঁহার তিরোভাব হইয়া থাকিবে, নচেৎ চন্দ্রগুপ্তের মগধ অধিকার আরও বিলম্বে হইত। খৃঃ পূঃ ৩২৭ হইতে ৩১৫ মধ্যে পরশুপুর নির্ম্মাণ হইয়া থাকিবে, ইহার পূর্ব্বে নয়; যেহেতু গ্রীস দেশীয় ইতিহাসে এ নগরীর নাম উল্লেখ নাই। পরশুর তিরোভাবের পর সম্ভবতঃ ইহা প্রতিভাহীন বা অপর রাজ্যান্তর্গত হওত অবশেষে শকাদিত্য কনিষ্কের রাজধানী হইয়াছিল। এই পৃথিবী-নিঃক্ষেত্রকারী বীর পরশুর বা বুদ্ধ-গৌতমের জীবন বৃত্তান্ত পুরাণে নাই, তাহার কারণ ইহাঁরা পুরাণকার বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের, রামায়ণে ব্যক্ত আছে, এবং ইতিমধ্যে কত বিদেশীয় উপদ্রব ও দেশীয় বিপ্লব অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বুদ্ধ-গৌতমের জীবনচরিত চীন, তিব্বত, সিংহল আদি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী স্থানে যা কিছু আছে, তাহা তাঁহার জন্মভূমি ভারতে ইতিপূর্ব্বে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়দিগের ন্যায়পরতা, গুণগ্রাহিতা ও অধ্যবসায় ধন্য; এক্ষণে তাঁহারা নানা ভাষা হইতে ঐ সকল বৃত্তান্ত বহু যত্নে সঙ্কলন করতঃ গৌতম প্রসবিনী ভারতভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালিক মগধাধিপতি রাজাদিগের বংশাবলী পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে বটে, কিন্তু যত দিন ইহাঁরা ভুবনবিখ্যাত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, তত দিন ইহাঁদের বংশপরিচয় স্তুতিপাঠক রাজ-কবি দ্বারা লিপিবদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই। মগধরাজ পুলোমার পরবর্ত্তী পুরাণোক্ত বৃত্তান্ত সকল ততদূর প্রতীতি-যোগ্য নয় (দশম পরিঃ চ প্রদর্শনী দেখুন); তাহার কারণ হয়ত, তৎকালাবধি মগধ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, এজন্য উপরোক্ত প্রকারে সে সমস্ত ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ ছিলনা কিম্বা পুরাণের প্রতিলিপি যাহা মূল বলিয়া ইদানীং গণ্য হইতেছে তাহা অশুদ্ধ থাকিতেও পারে। অন্তস্ত্রেতার প্রথমের পুরাণোক্ত অবতার পরশু বা পরশুরামের দেহধারণকাল অনুমান শক পূর্ব্ব ৪৫৫ হইতে ৩৯০, খৃঃ পূঃ ৩৭৭ হইতে ৩১২, সম্বৎ পূর্ব্ব ৩২০ হইতে ২৫৫ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে। সম্বৎ পূর্ব্ব ৪৫৩ খৃঃ পূঃ ৫১০ ও শক পূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দে অন্তর্দ্বাপর শেষ (নবম পরিচ্ছেদের ও প্রদর্শনী দেখুন)। তৎপরে অন্তস্ত্রেতার আদ্য-সন্ধি ৩০০ বর্ষ অর্থাৎ সম্বৎ পূর্ব্ব ১৫৩, খৃঃ পূঃ ২১০, শক পূর্ব্ব ২৮৮ পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যেই পরশু বা পরশুরাম জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণমতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। দ্বা-পর ও অন্তস্ত্রেতা একই; তদ্ধেতু ইহার সন্ধিকাল ২০০ বর্ষ গণিত হইলেও সেই সন্ধি মধ্যেরই পরশু হয়েন অর্থাৎ সম্বৎ পূর্ব্ব ৪৫৩ হইতে ২৫৩, খৃঃ পূঃ ৫১০ হইতে ৩১০, এবং শক পূঃ ৫৮৮ হইতে ৩৮৮ মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তদগ্রে বা তৎপশ্চাতে তাঁহার দেহ-ধারণের কোন প্রমাণ নাই।

পরিশিষ্ট।

পুরাণে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমন বৃত্তান্ত নাই। পুরাণ সকল রূপক, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত। হইতে পারে, মাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারই 'মাহিষ্মতীপতি কৃতবীর্য্যের পুত্র' ('কৃতবীর্য্য' শব্দের অর্থ-'যিনি বীরত্ব দেখাইয়াছেন' বা 'যাঁহার বীর্য্য ধ্বনিত হইয়াছে') 'অর্জ্জুন' খ্যাত কার্ত্তবীর্য্য নামে অপ্রকাশ ভাবে পুরাণে উক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত মহোদয়েরা বলেন নর্ম্মদানদী–তীরস্থ 'চুলিমহেশ্বর' নগরের পূর্ব্ব নাম 'মাহিষ্মতী' ছিল, কিন্তু 'মাহিষ্মতীর' অপভ্রংশ চুলিমহেশ্বর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; 'চুলিমহেশ্বর' নামের উৎপত্তি 'দেবমন্দির স্থাপন বা অপর ঘটনা' হইতে হইয়া থাকিবে, 'মাহিষ্মতী' নামের সহিত কোন সম্বন্ধ দেখা যায়না। 'মাহিষ্মতী' ('সি' স্থানে 'হি' এবং 'ডন' স্থলে 'ষ্মতী' প্রয়োগ-পূর্ব্বক) 'মাসিডন' অর্থে পুরাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। নর্ম্মদানদী-তীরস্থ প্রদেশ যে পুরাণের স্থানে স্থানে 'পাতাল' (অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের পশ্চিম সীমার বাহিরস্থ ভূ-ভাগ, যে দিকে ভারতের সূর্য্য অস্তমিত হয়েন) বা 'অধোভুবন' বোধক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা যিনি পুরাণের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি অবশ্য অবগত আছেন। প্রকৃতিবাদ অভিধানে ব্যক্ত আছে যে, নর্ম্মদানদীর অপর নাম রেবা 'শিষ্টপ্রয়োগ' মতে ("রেবাং দ্রক্ষ্যসুপলবি মে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।") এই নদী বিন্ধ্য পর্ব্বত তলে বিশীর্ণা হইয়াছে। বায়ু-পুরাণ অনুসারে ইহা ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নির্গত। এই নর্ম্মদা প্রদেশেরই নাম নাগপুর এবং এই প্রদেশস্থ মহানগরের নামও 'নাগপুর'। নাগপুর ও ছোট নাগপুর দুই পার্শ্বাপার্শ্বি প্রদেশ। এই প্রদেশ সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে "ভাগীরথী শিবজট হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া হেমকূট, মন্দার, কৈলাস, হিমালয় অতিক্রম করিলে স্বলীল* বা স্বলীন নামে এক দানব পর্ব্বতরূপে তাঁহাকে রোধ করিল। ভগীরথ কৌশিকের† আরাধনা করিয়া বাহন নাগ প্রাপ্ত হন। সেই নাগ ঐ পর্ব্বতরূপী দৈত্যকে বিদীর্ণ করিয়াছিল। সেই স্থলই নাগপুর। গণ্ডওয়ান প্রদেশে নাগপুরস্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যমধ্যে নাগপুর নামে এক বৃহৎ রাজধানী আছে। ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া নাগ নামে এক নদ গমন করিয়াছে; তাহার নামানুসারে এই নগর নাগপুর নামে খ্যাত হইয়াছে"। অমরকোষ অভিধানে ("অধোভুবন-পাতাল-বলিসদ্ম রসাতলং নাগলোকো") 'পাতালের' প্রতিবাক্য 'অধোভুবন' 'নাগলোক' ইত্যাদি। প্রকৃতিবাদ অভিধানে নাগপুর অর্থেও 'পাতাল' আছে। পারশ্যদেশ ভারতের পশ্চিম সীমার বাহিরে অর্থাৎ পাতালস্থিত। প্রাচীন পারশিকেরা বা পারশীরা যুদ্ধ পতাকায়, বাসস্থানের বহির্দ্বারের উপরে এবং অন্যান্য স্বধাম প্রকাশক স্থানে নাগ (সর্প) মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া রাখিতেন। পারশ্য ইতিবৃত্তে ব্যক্ত আছে যে পারশীরা প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে প্রাধান্য স্থাপন করতঃ তথা হইতে কর স্বরূপ স্বর্ণ পাইতেন। সম্ভবতঃ ইহাঁরা পশ্চাতে ক্রমে মধ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

---

* এ দানব কে? ইহার রূপক অর্থ নিশ্চয়ই আছে।

† কৌশিক অর্থে কুশায়ু বা কুশিকপুত্র ইন্দ্ররূপী গাধি বা তৎপুত্র বিশ্বামিত্র।

যাঁহারা ছোট-নাগপুর অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা তত্রস্থ পুরাতন ভূ-স্বামীদিগের আবাস দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে নাগ-চিত্র দর্শন করিয়া থাকিবেন। এই না 'নাগলোক বা পাতালের' চিহ্ন? কেহ কেহ বলেন,—

> শিশুনাগবংশীয় মগধ রাজগণের অধিকারকালে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। "এই দুর্গই ভবিষ্যতে পাটলিপুত্রনগরে পরিণত হয়। ক্রমে পাটলিপুত্র মগধের, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান নগর হইয়া উঠে। কথিত আছে সেকেন্দরের পঞ্জাবে অবস্থিতিকালে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন, এবং অনেকদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া গ্রীকদিগের যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করেন। সেকেন্দর স্বদেশে প্রতিগমন করিলে পর, চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন, এবং কুটিলরাজনীতিবিৎ চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশধ্বংস করতঃ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দ।"

এই পাটলিপুত্র (এক্ষণকার পাটনা) নামের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গেলে, বুঝা যায় যে, এ পুরীর স্থাপয়িতা নাগবংশীয় হওয়ায় কিম্বা চন্দ্রগুপ্তের পত্নী গ্রীসদেশীয়া 'পাতালী' থাকায় তৎ-পুত্রগণ পাতালীপুত্র এবং তাঁহাদের রাজধানী 'পাতালীপুরী' বা 'পাতালীপুত্রপুরী' নামে পূর্ব্বকালে খ্যাত ছিল; পশ্চাতে 'পুরী' শব্দ লুপ্ত হইয়া 'পাতালীপুত্র' মাত্র রহিয়া গিয়া থাকিবে, অনুমান হয়। উদাহরণ,—'জগন্নাথক্ষেত্র' বা 'জগন্নাথ-পুরী' আদি-নাম হইতে এক্ষণে 'জগন্নাথ' বা 'পুরী' কিম্বা 'শ্রীক্ষেত্র' হইয়াছে। ঐ পাতালীপুত্র যাহার কিয়দংশের নাম পুষ্পপুর বা কুসুমপুর ছিল, তাহারই অপভ্রংশ 'পাটলিপুত্র' *। পাটলিপুত্র হইতে 'পাটনা' হইয়াছে, সন্দেহ নাই; নচেৎ নাগবংশীয় রাজগণের পুরীর, কিম্বা (মুরাগর্ভজাত ইত্যর্থে) মৌর্য্যবংশীয় মগধনৃপতিগণের রাজধানীর নাম 'পাটলিপুত্র' হইবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

নর্ম্মদাপ্রদেশ যে পুরাণে 'পাতাল' স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত বাহন-নাগের উপাখ্যানে এবং অন্যত্র তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব পাতালস্থ ম্যাসিডন নাম গুপ্ত রাখিয়া পুরাণকার তদর্থে নর্ম্মদা-তীরস্থ 'মাহিষ্মতী' নাম ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, অনুমান হয়।

অমরকোষ অভিধানে 'অর্জ্জুন' অর্থে-"বৃক্ষ বিশেষ, তৃণ, শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, পাণ্ডুর,"-ইত্যাদি; মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বিরাট-পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে আমি সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বদা নির্ম্মলকার্য্য করিয়া থাকি, সেই জন্য লোকে আমাকে অর্জ্জুন কহিয়া থাকে। কার্ত্তবীর্য্য ঐরূপে অর্জ্জুন আখ্যাত হইয়াছিলেন, পুরাণে ব্যক্ত আছে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার অর্জ্জুননামে অভিহিত

---

* এ নগরের আর এক নাম (Palibothra) 'পালিবথ্র, বা 'পালিবত্র' ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সংজ্ঞা গ্রীকদিগের দ্বারা লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। বিবেচনা হয়, ইহা 'পালিবর্ত্ত' শব্দের অপভ্রংশ। মাগধী প্রাচীন ভাষার নাম 'পালি'; অতএব মগধের রাজধানীর নাম 'পালিবর্ত্ত' থাকা সম্ভব। পালিবর্ত্ত অর্থে 'পালিভাষার বা পালিভাষীদিগের স্থান'।

হওয়া সংশয়ের বিষয় নয়। এই অর্জ্জুন যযাতির প্রপৌত্র। ইনি নর্ম্মদায় ক্রীড়া কালে রাবণকে বিনা অপরাধে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করতঃ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, পুরাণে উক্ত আছে; ইহা হইতে পাতালস্থ মিসরদেশীয় এক শাসনকর্ত্তার প্রতি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অত্যাচারের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের 'সহস্র-হস্তচ্ছেদনের' মর্ম্ম অনুমান হয়, আলেকজাণ্ডারের 'অদ্বিতীয়-বীরত্বের-দর্প চূর্ণ' মাত্র। আবার কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য, এ দেশীয় এত প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রকৃত নৃপতি হইলে তাঁহার সম্বন্ধে পুরাণে বিস্তারিত ও বিশেষ বিবরণ থাকিতই থাকিত। মহাপদ্ম-নন্দের সন্তানদিগের ধন ঐশ্বর্য্যের প্রবাদ শুনিয়া,—মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া পরশুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কার্ত্তবীর্য্যও তাৎকালিক তাহা পুরাণোক্ত বংশাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে; অতএব কার্ত্তবীর্য্যই আলেকজাণ্ডার না হইলে, গ্রীস দেশীয় ইতিহাসেও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম উল্লেখ থাকিত। যাহা হউক আলেকজাণ্ডারই 'কার্ত্তবীর্য্য' নামে পুরাণে গুপ্তভাবে উক্ত থাকুন বা না থাকুন, পরশুই যে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। পুরাণের অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর

সহায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা কলির অন্তস্ত্রেতার 'অগ্নি'-অবতার খ্যাত কপিলদেবের এবং আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ধন্বন্তরির ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[কপিল কে? ধন্বন্তরি কে? কখন তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন? এই কলিযুগের বা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন না তাহার প্রমাণ কি?]

শ্রীমদ্ভাগবত মতে—"কপিল পঞ্চম অবতার*। ইনি নষ্ট প্রায় নিখিল তত্ত্ব শাস্ত্রের নিশ্চিতি সাধন সাঙ্খ্য-শাস্ত্র প্রচার করেন। রামায়ণে-ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব হরণ করতঃ ইহাঁর পার্শ্বে রক্ষা করেন।" ইনি সগর রাজার ষষ্টি সহস্র সন্তানকে কোপানলে ভস্মীভূত বা

---

* পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কাল বিপ্লুতং।
প্রোবাচা সুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং॥
ইতি শ্রীভাগবতং।

নিধন করেন। "ইনিই অগ্নি অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ"। শিষ্টপ্রয়োগ-" কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহু-র্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাঙ্খ্যযোগ প্রবর্ত্তকঃ।" ইহাঁর আর এক নাম অগ্নি। ভাগবতে উক্ত আছে যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে স্বায়ম্ভুব মনু-কন্যা দেবহূতি গর্ভে এই কপিলের জন্ম। স্বায়ম্ভুব-মনু-পুত্র প্রিয়ব্রত উল্লিখিত কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (বিঃ পুঃ ২।১)। এ পরিচয়ে ইনি কলির প্রায় দ্বিশতকোটী বর্ষ এবং সগর রাজার তদধিক বর্ষ পূর্ব্বের হয়েন। বলা বাহুল্য, এ ঐতিহাসিক কালের বহির্ভূত কথা এবং এ পরিচয় ঐতিহাসিক কাল নিরূপণোপযোগী নয়; কিন্তু ভাগবত উক্তির গূঢ় মর্ম্ম এই হইতে পারে যে, মহা-প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি লোপ হইলে, মন্বাদি কাহারও গর্ভজাত বা কাহারও দ্বারা উৎপাদিত না হইয়া, যেমন (স্বায়ম্ভুব) স্বয়ং উৎপন্ন হন, তদ্রূপ নিখিল তত্ত্ব-শাস্ত্র লুপ্ত প্রায় হইলে, কপিলমুনি বিনা গুরু-উপদেশে বা অপরের সাহায্যে, স্বীয় বুদ্ধি-বলে পুনঃ সৃষ্টিবৎ এ শাস্ত্রের নূতন রূপ উদ্ভাবন করতঃ সাঙ্খ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সেই জন্য পুরাণকার ইহাঁকে রূপকভাবে স্বায়ম্ভুবমনুর দৌহিত্রের ন্যায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর পিতা মাতার নামেরও অর্থ আছে। কপিলমুনি কৃত সাঙ্খ্যের পরে যে, সাঙ্খ্যযোগশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত এবং পুরাণকার বেদব্যাস যে সাঙ্খ্য যোগশাস্ত্রের অনুগামী ছিলেন, তাহা মহাভারত পুরাণ আদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে; অতএব ভাগবত মতেও যখন তত্ত্ব-শাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইলে কপিলমুনি সাঙ্খ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তখন ইনি বেদব্যাসের অগ্রে হইলেও কলির পূর্ব্বের কখনই হইতে পারেননা; কলির মধ্যেরই হন। এক্ষণে ইনি অন্তর্দ্বাপরের শেষের বুদ্ধ-গৌতমের অগ্রে কি পশ্চাতে তাহার অবধারণ আবশ্যক।

পূর্ব্বকার পণ্ডিত মহোদয়েরা প্রায় সকলেই স্থির করিয়াছেন যে কপিল, গৌতমের অগ্রে। এ গৌতম কি 'বুদ্ধ-গৌতম'? তা নয়। যাঁহাদের একপ বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন যে ইহা নিশ্চয়ই ভুল। হয়ত কেহ কেহ ইহা অলীক বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য বা উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ গুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিয়াছেন, ভরসা হয়, তাঁহারা বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি ইদানীন্তন বিখ্যাত বিদ্বান্ লেখকদিগের ন্যায় নিঃসন্দেহ স্বীকার করিবেন, পুরাণোক্ত যে 'দ্বাপর' আদিতে বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-গণ বিরাজ করিয়াছিলেন, তাহা 'দৈবান্তর্যুগ' নয়,-কলিরই অন্তর্গত। বুদ্ধদেব,-যে দ্বাপরের শেষের, তাহা কলির অন্তর্দ্বাপর এবং অন্তস্ত্রেতার পূর্ব্ববর্ত্তী। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দশম পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে ভরসা হয়; অতএব অন্তস্ত্রেতার সগররাজ সন্তানগণের সমকালিক কপিলমুনি বুদ্ধ-গৌতমের পরেই ছিলেন জানা যাইতেছে, পূর্ব্বে নয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহাশয়েরা, যে ত্রেতায় (অন্তস্ত্রেতায়) সগররাজ ও কপিল তাহা 'দৈবান্তর্যুগ' জ্ঞানে অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভব করিয়া কপিলকে অন্তর্দ্বাপরের বুদ্ধ-গৌতমের অগ্রের বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়া থাকিবেন, বুঝা যাইতেছে। কপিলমুনির আবির্ভাব যে বুদ্ধদেবের পশ্চাতে হইয়াছিল, তাহার অপর প্রমাণও আছে। 'নষ্ট প্রায় নিখিল তত্ত্ব-শাস্ত্রের নিশ্চিতি সাধন' কপিলমুনির দ্বারা হইয়াছিল; এই ভাগবত উক্ত 'নষ্ট প্রায়

তত্ত্ব-শাস্ত্রের' প্রণেতা কে? যিনিই হউন, তিনি কপিলমুনির অগ্রের, তাহা ভাগবতকারেরই উপরোদ্ধৃত বাক্যে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। ইনি সর্ব্ব প্রথম তত্ত্ব বা দর্শন-শাস্ত্র প্রণেতা নন। অমরকোষে কপিলমুনির নাম নাই। এ অভিধানে 'দর্শন' বাচক শব্দ ("নির্ব্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণং") 'নির্ব্বর্ণন, নিধ্যান, আলোকন ও ঈক্ষণ।' নির্ব্বর্ণন 'দর্শনের' প্রথম নাম। এ শব্দের উৎপত্তি 'নির্ব্বাণ' হইতে। নির্ব্বাণতত্ত্ব বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা সাধিত হইয়াছিল, পণ্ডিত মহোদয়দিগের অবিদিত নাই। এই গৌতমের শিষ্য প্রসেনজিৎ, বিষ্ণু-পুরাণ মতে সগর-রাজের অনেক পুরুষ পূর্ব্বের (দশম পরিচ্ছেদে চ প্রদর্শনী দেখুন); অতএব কপিলমুনি, বুদ্ধ-গৌতমের বহুকাল পরের প্রমাণিত হইতেছে। দশম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধির প্রথম অংশে বুদ্ধ-গৌতমের এই নির্ব্বাণমত প্রকাশ আছে, যথা— "হে জল! তোমরা অতি সুখদায়ী; অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহারমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিয়া দিও!" এই না 'নির্ব্বাণ' মুক্তির প্রার্থনা? উক্ত সন্ধ্যাবিধিতে ইহার পরে সাংখ্যযোগানুযায়ী প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে, দেখা যাইতেছে। সাংখ্যযোগ অবশ্য পতঞ্জলি দ্বারা উদ্ভাবিত এবং পতঞ্জলি সাংখ্যকার কপিলের পরবর্ত্তী, কিন্তু কপিল বা পতঞ্জলি নির্ব্বাণ-তত্ত্ব প্রদর্শক বুদ্ধগৌতমের নিশ্চয়ই পূর্ব্বের নন। কপিলমুনি মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব অনুসারে কুরুরাজ যাঁহা হইতে কুরুক্ষেত্র,-তাঁহার বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ভ্রাতা; কাশীরাজ ধন্বন্তরির খুল্ল-প্রপিতামহ, এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজ পুরোহিত (বুদ্ধ-গৌতম মতাবলম্বী গৌতম-পুত্র) শতানন্দের মাতামহের সপ্তম বা অষ্টম পিতৃ পক্ষের পরিচয়। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী ইনি কাশীরাজ ধন্বন্তরির বৃদ্ধপ্রপিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বোক্ত খুল্ল-প্রপিতামহ-পরিচয়ই হয়েন। এ পরিচয়ে রামায়ণোক্ত সগর সন্তানগণ—নিধনকারী কপিল যে ইনিই এবং শতানন্দ-পিতা গৌতমেরও পূর্ব্বকালিক, তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত হইতেছে; (চ প্রদর্শনীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড দেখুন)। শতানন্দ-পিতা গৌতম যে বুদ্ধ-গৌতম নন, তাহা দশম পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয়েরা সর্ব্বকালে নিজ নিজ বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধির প্রাধান্য স্বদেশের ইতিহাসে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভারতের পুরাতন রাজ-স্তুতিপাঠক ভট্টকবিদিগের রচনা সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, স্বদেশীয় দর্পপূর্ণ ইতিহাসও প্রাচীন ভারতের নাই; কিন্তু বিদেশীয় পুরাবৃত্তেই ভারতের পূর্ব্বকালীন অসাধারণ গৌরব ঘোষিত হইয়া রহিয়াছে। 'ভারতভূমি' বোধক পারশীক ও ইব্রীয় শব্দ হনদ্ অর্থেই "বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব ইত্যাদি *"। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 'গৌতম-বুদ্ধ' পৃথিবীস্থ অনেক দেশে দেবতা-তুল্য অদ্যাবধি পূজিত। ইনি কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষভাগে খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন, তাতার

---

* ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর দ্বারা ভারতী নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 'হিন্দু শব্দ তত্ত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধ অথবা ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী ১ম খণ্ড দেখুন।

প্রভৃতি দেশীয় পুরাবৃত্ত লেখকেরা ১ম বুদ্ধকে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় সপ্তরত্ন যাঁহারা তদ্দেশীয় পুরাবৃত্তানুসারে খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে থেলস্, পিটাকস্, বায়স প্রভৃতি কয়েক জন দার্শনিকও ছিলেন, ইহাঁরা কেহই বুদ্ধতুল্য প্রভাবশালী ছিলেন না। বুদ্ধ জগতের সর্ব্ব-প্রথম ধর্ম্ম প্রদর্শক ও সর্ব্ব-প্রধান দার্শনিক। বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতে আরও দার্শনিক ও পণ্ডিত ছিলেন, বুদ্ধ-চরিতে ব্যক্ত আছে; তাঁহাদের কয়েক জনের নামও উল্লেখ আছে, এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়ও ভারতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টটল্, প্লেটো ও সক্রেটিস্ প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর। ইহাঁরা বুদ্ধ-গৌতমের প্রায় দুইশতবর্ষ পরের।

ভারতস্থ মগধাধিপতি মহাপদ্ম নন্দের পুত্রদিগের দেহাবসানে, পণ্ডিত চাণক্যের ষড়যন্ত্রে, চন্দ্রগুপ্ত মগধ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই চাণক্য (বিষ্ণু গুপ্ত-বা শর্ম্মাও ইহাঁকে কহা যায়), খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর প্রাগুক্ত গ্রীসদেশীয় দার্শনিকদিগের কিঞ্চিৎ পশ্চাতের। ইনি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নীতি-শাস্ত্রকার ছিলেন, অনুমান * হয়। চাণক্য কৃত মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহসন্ধি ইত্যাদি বিষয়ক হিতোপদেশবিশিষ্ট পঞ্চতন্ত্র নামক নীতিগ্রন্থ নানা প্রাচীন ভাষায় প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। দ্বাবিংশতিশতাধিকবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাচ অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্র চাণক্যের হিতোপদেশ বাক্য-সমূহের আদর হ্রাস হয় নাই। য়ু, গ্রীক আদি যাবনিক পুরাতন গ্রন্থে ব্যক্ত আছে যে, ভারতীয় উপন্যাস (হয়ত এই পঞ্চতন্ত্র) অবলম্বনে গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত ঈশপ মহোদয়ের উপন্যাসাবলী (Æsop's-fables) সঙ্কলিত হইয়াছিল। কোন্ কোন লেখক বলিয়াছেন, যে এক 'ঈশপ' মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন চরিত প্রণেতা; অপর 'ঈশপ' খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর, ইহাঁর জন্মস্থান নিরূপিত হয় নাই, ইনিই উপন্যাস লেখক। এই সকল মতামতের বিচার এখানে অনাবশ্যক, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থকার 'পঞ্চতন্ত্র' খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'ওলিম্পিয়ড্' (Olympiad) নামক গ্রীসদেশীয় মেলা যদ্দ্বারা প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল অবধারিত হইয়াছে, তাহা চাতুর্বার্ষিক বলিয়া ব্যক্ত আছে, কিন্তু গ্রীক ভাষায় 'হোরা' ভিন্ন 'ঋতু' ও 'বর্ষ' বোধক পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ছিলনা, অতএব 'ওলিম্পিয়ড্' ৪ ঋতু অন্তর অর্থাৎ বর্ষে বর্ষে, কিম্বা ৪ বৎসর অন্তর হইত কিনা তাহাই সন্দেহ। আবার ইংরেজী মতানুসারে পুরাণ বা পুরাকালীন ইতিবৃত্ত (Ancient history) অর্থেই যখন ("History of the world down to the fall

* রাজর্ষি (Solomons Proverbs) 'শলোমন হইতে পরম্পরাগত বাক্য'-আদি হিতোপদেশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এ উপদেশ সমূহ শলোমনের দেহান্তরের কতকাল পরে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলা যায়না। ইংরেজী 'Proverb' শব্দ ব্যবহারেই বুঝা যায়, অনেক পশ্চাতেই হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে উপকথার দ্বারা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি অর্থ-নীতি ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ থাকায় "পৃথিবীর বহু ভাষায় এ গ্রন্থ অনুবাদিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত"।

of Rome, 476 A. D." *) '৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমরাজ্য পতনের পূর্ব্বের পৃথিবীর ইতিবৃত্ত', তখন রোমরাজ্য পতনের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন ঘটনা সকলের আনুমানিক কাল সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা বৃথা; মতভেদ থাকিবেই থাকিবে। এমত স্থলে, চাণক্য ঈশপের অগ্রেই হউন বা পশ্চাতেই হউন, রোম নগর (খৃঃ পূঃ অনুমান ৭৫০) নির্ম্মাণেরই ৪শত বর্ষ পরে, ও ভারতের এক্ষণকার অধিপতি ইংরেজ-দিগের স্বদেশ ব্রীটেন কিছু কাল যে বিশাল রোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই রোম রাজ্য পতনের প্রায় ৭শত বর্ষ অগ্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে) তিনি যে জীবিত ছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই।

প্রাগুক্ত চাণক্যের দ্বারা মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মগধরাজ অশোকবর্দ্ধন কলির অষ্টাবিংশ ও উনত্রিংশ শতাব্দীর মধ্যে, দ্বা-পরের প্রথম অংশে গ্রীস মিসর তাতার কোরিয়া সাইবিরিয়া চীন প্রভৃতি "পৃথিবীর যে যে স্থান ভারতবাসীদিগের তৎকালে বিদিত ছিল, সেই সকল দেশেই" বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারক "যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন বাহ্লীক (তাতার দেশের অন্তঃপাতী বল্‌খ্) দেশীয় গ্রীকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়"। এই ভারত হইতেই জগতে 'ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ' (যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে) সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে কিম্বা আসিয়াস্থ খৃষ্টিয়ানদিগের দ্বারা 'ধর্ম্ম-প্রচারের প্রথা' সৃজিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারক (Christian Missionary) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকের অনুকরণ মাত্র †।

এই অশোকবর্দ্ধন "ধর্ম্মপ্রচার ও তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য 'ধর্ম্ম মহামন্ত্রী' (Primo minister of Religion) উপাধি দিয়া এক মন্ত্রীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" অতএব বলা যাইতে পারে যে রাজ-ধর্ম্মমন্ত্রী নিয়োগের প্রণালীও ভারতেই সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ হইয়াছিল; পৃথিবীর অন্য স্থানে ইহার পূর্ব্বে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকর্ত্তা মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের মৃত্যুর দ্বি-শতাধিক বর্ষ এবং বুদ্ধদেবের পঞ্চশতাধিক বর্ষ, পশ্চাতে জগতের দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা, পরম পূজনীয় যীশুখ্রীষ্টদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, ৩৩ বর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প জীবনের শেষ ভাগের কিছু দিন মধ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নিস্তেজ অবস্থায় তিনি যে পবিত্র ঈশ্বরভক্তি পূর্ণ ও মানবের একাগ্র ভ্রাতৃভাবাকীর্ণ ধর্ম্মনীতির প্রবলস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তীক্ষ্ণবেগে অদ্যাবধি মানব-প্রকৃতি হইতে পাপ যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে। এই যীশুখৃষ্ট দেবের জন্ম হইতে, যে অব্দ চলিতেছে

---

* Chambor's 20th Century Dictiouary.

† যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩১১ বর্ষ পরে রোমসম্রাট খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে ভারতাধিপতি ইংরেজদিগের স্বদেশের মধ্যে স্কট্‌লণ্ড প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র ব্রিটেনে খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতাব্দীতে রোমীয়দিগের দ্বারা এ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। রুসিয়ায় ইহা ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল।

তাহারই নাম 'খৃষ্টাব্দ'। সাংখ্যকার কপিলমুনি যীশুখৃষ্টের পরে দেহধারণ করতঃ ভারত ভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; সন্দেহ নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসদেশীয় দার্শনিকদিগের অনেক পরবর্ত্তী হইলেও কপিলমুনি সৃষ্টির আদি-কারণ তত্ত্বের 'নিশ্চিতি সাধন' সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিলেন; তজ্জন্য এবং ইহাঁর অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা-হেতু ইউরোপীয় বিচক্ষণ সমালোচক মহোদয়েরা প্রায় সকলেই এক বাক্যে জগতের পূর্ব্বতন বিখ্যাত দার্শনিকগণের মধ্যে ইহাঁকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।

'সংখ্যা' অর্থে 'গণনা'। অঙ্কের দ্বারা যেমন সূক্ষ্ম গণনা সকল অতি নিশ্চিতরূপে নিষ্পন্ন হয়, যথা ২ ও ১ যোগে ৩ ভিন্ন অপর যোগফল হয় না কিম্বা ২ হইতে ১ বিয়োগ করিলে ১ অপেক্ষা তিল মাত্র ন্যূন বা অধিক থাকে না; তদ্রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান আদি তত্ত্বের "নিশ্চিতি সাধন"—শাস্ত্র কপিলমুনির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই হেতু কপিলমুনি-কৃত এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অমরকোষ অভিধানানুসারে 'দর্শন' বোধক আদি-শব্দ নির্ব্বর্ণন; এক্ষণে দেখা যাউক 'দর্শন' কাহাকে বলে। কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন;—

"দর্শন। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবের বস্তু। জন্ম, জরা ও মরণ এই তাপত্রয় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য যে কর্ম্ম করে তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই এ জন্মে স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে না, এবং মনুষ্য এই জন্মে যে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, তাহারও কারণ সকল সময় বুঝা যায়না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণের সংস্কার, যে মনুষ্য আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্য অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু জন্ম-গ্রহণ করিলেই জন্ম, জরা ও মরণ এই তিন যন্ত্রণা অনিবার্য্য। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের মত এই যে; তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর জন্ম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্ম নাশ করে। তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ, কোন্ বস্তু কি তাহার যথার্থ জ্ঞান; সুতরাং আমি কি, ও জগৎ কি, এই দুইটী পদার্থের তত্ত্ব লইয়া মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ঋষিগণ যত প্রকার মতই প্রচার করুন না কেন, সকলেই আত্মমত সংস্থাপনের জন্য যে অলৌকিক যুক্তি পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ও যেরূপ গভীর চিন্তাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে ভূমণ্ডলের যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন মত লইয়া ভারতবর্ষে ঊনবিংশ প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুদিগের ছয়টী মত প্রধান; যথা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা। এই ছয়টী যথাক্রমে কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনির দ্বারা সংস্থাপিত।"

শাস্ত্রী মহাশয় 'দর্শনের' লক্ষণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অন্যত্র অন্য প্রকারে উক্ত আছে; স্থূল মর্ম্ম একই। জন্ম হইলেই দৈহিক আদি ত্রিবিধ যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হইতে পরিত্রাণের অর্থাৎ 'নির্ব্বাণ মুক্তির' উপায় নিরূপণের নিমিত্তই দর্শন শাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহোদয়-দিগের অবিদিত নাই যে 'নির্ব্বাণ'-তত্ত্ব, বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা সর্ব্বাগ্রে (দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, খৃঃ পূঃ ৬ ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে) সাধিত হইয়াছিল। এই 'নির্ব্বাণ' হইতেই, 'দর্শন' বোধক 'নির্ব্বর্ণন' শব্দের উৎপত্তি।

অদ্বয়বাদী বা অদ্বৈতবাদী অর্থে,—"(অদ্বয়বাদিন্, অদ্বয়—অদ্বিতীয়, বাদী যে বলে। যাঁহারা অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক ঈশ্বর বলেন, ২য়া-য) সং, পুং, বৌদ্ধ। বিং ত্রিং অদ্বৈতবাদী, যে দ্বিতীয় স্বীকার করে না, যে একের অধিক ঈশ্বর মানে না। এক ব্রহ্মবাদী; তাঁহাদের মত এই যে, ব্রহ্মই সত্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই তাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধিস্বরূপ।"

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বিষ্ণুলীলা প্রচার করিলা। বৌদ্ধ অবতারহৈয়া প্রকাশ হইলা॥
কাশীপুরে এক পুরী করিয়া তৎক্ষণে। লক্ষ্মীসহ নারায়ণ রহে সেই স্থানে॥
পূর্ণকীর্ত্তি নাম দেব ধারণ করিল। বিজ্ঞানকৌমুদীনাম লক্ষ্মীর হইল॥
গরুড়ের হৈল তথা বিনয়কীর্ত্তি নাম। শিষ্যরূপে গরুড় সম্মুখে অধিষ্ঠান॥
পুণ্যকীর্ত্তি গুরুহৈল স্বয়ং নারায়ণ। গুরু সম্মুখেতে শিষ্য থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। এ সকল প্রকার হইল ঘরেঘরে॥
অনেক হইল শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে। বৌদ্ধমত শাস্ত্র কথা সদা আলাপনে॥
জিজ্ঞাসে বিনয়কীর্ত্তি পুণ্যকীর্ত্তি স্থানে। যে রূপেতে ধর্ম্মহয় সংসার মোচনে॥
পুণ্যকীর্ত্তি বলে শিষ্য শুনহ বচন। বিশেষ করিয়া আমি কহি বিবরণ॥
সংসার অনাদি সিদ্ধি উপস্থিত হয়। আপনি মিলয় যোগ অপেক্ষা না হয় *॥
বিধিআদি যত জীব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে। আত্মা এক দুই নহে আছে বিচারেতে॥
ব্রহ্মা আদি কোটিসম কালে লয় হয়। বিচারেতে দেখি কিছু অধিক না হয়॥
আহার মৈথুন নিদ্রা ভয় সর্ব্বক্ষণ। দেহ মাত্রধরে জীব সমান কারণ॥
কর্ম্ম মাত্রে জীব হিংসা অকারণ হয়। অহিংসা পরমধর্ম্মশাস্ত্রমতে কয়॥
যদি ক[illegible]শ লোক হিংসা আচরয়। ভোগাভোগ দেহ বন্ধ মোচন না হয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ এক অতি চমৎকার। ব্রহ্মার মুখেতে বিপ্র ক্ষত্র ভুজেআর॥
উরুতে বৈশ্যের জন্ম পদে শূদ্র হয়। চারি পুত্র ভিন্ন ভিন্ন ক্রমেহীন কায়॥
এ মত উত্তম নহে দেখ বিচারেতে। একোদ্ভব চারি জন ন্যূন কোন্ মতে॥
ছোট বড় সব দেখ সর্ব্বত্র সমান। ইহা ভিন্ন ভাব নহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥

---

* এই কি (Evolution) সম্প্রসারণ ও (Involution) সঙ্কোচন?

এরূপে অনেক মতে কহেন গরুড়ে। বৌদ্ধমত সতত যে আলাপন করে॥
যত শিষ্য এই শাস্ত্র করে আলাপন। সকলের বৌদ্ধমত হৈল আচরণ॥”

অন্তর্দ্বীপেরের শেষের অবতার বুদ্ধগৌতম দ্বারা প্রচারিত জগতের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মের এই সার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ রহিয়াছে, যে—

আত্মার অনন্তত্ব (immortality of the Soul,)

আত্মার অদ্বয়ত্ব, *

সর্ব্ব মানবের সমানত্ব,

হিংসা হইতে নিবৃত্তি, অথবা অহিংসাপ্রবৃত্তিজনিত ধর্ম্মাচরণরূপ কর্ম্ম ফলে মানবের নির্ব্বাণ (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইতে) মুক্তি।

এই চতুর্ব্বিধ প্রধান তত্ব সেই আর্য্যকুলতিলক গৌতম দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। পশ্চাতে অন্তস্ত্রেতার আন্ত সধ্যাংশ মধ্যের গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক (Plato) প্লেটো মহোদয় আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধমত প্রচারের অনেক পরে, কপিলমুনি অপ্রত্যক্ষ তত্ব সকলের নিগূঢ় জ্ঞানোপার্জ্জনের সূক্ষ্ম প্রকরণাবলী নির্দ্দেশ করতঃ দর্শনশাস্ত্রের আদি-গ্রন্থের স্বরূপ সাঙ্খ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদী-অর্থে,—“(দ্বৈতবাদিন্, দ্বৈতবাদী [বদ্-বলা+ইন (ণিন্)-ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, যাহারা দুই পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, যাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে। দ্বৈধবাদী; তার্কিকাদিমতে—দ্বৈতমত স্বীকার করে কিন্তু বৈদান্তিকেরা দ্বৈত মত স্বীকার করেন না, তাহারা অদ্বৈতবাদী।”

সাঙ্খ্যকার কপিলদেবের পশ্চাতে শতানন্দ-পিতা গোতম (বা গৌতম) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি “ন্যায়শাস্ত্রপ্রযোক্তা” এবং জগতের সর্ব্বপ্রথম দ্বৈতবাদী দার্শনিক। বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যেও ইহাঁর নাম উক্ত আছে। ইহাঁর দ্বারা পরমাত্মার ও জীবাত্মার বা আত্মার প্রভেদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র প্রচারের পূর্ব্বে পরমাত্মা, (পরং ব্রহ্ম, বা) পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাকার শব্দের উদ্ভাবন হয় নাই। অমরকোষ অভিধানে এ সকল শব্দ দৃষ্টিগোচর হয় না। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে ‘পরং ব্রহ্ম’ শব্দ ব্যবহৃত আছ বটে,

(“ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মং পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।”)

কিন্তু ঐ বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের বা ন্যায়শাস্ত্রকারের পূর্ব্বে † নিশ্চয়ই প্রণীত হয় নাই। অনেকে ইহাঁকে বুদ্ধগোতন ভ্রমে, বুদ্ধদেবকে অযথা নিরীশ্বরবাদী কহিয়া থাকেন। বুদ্ধ-গৌতম

---

* বুদ্ধের এক নাম ‘অদ্বয়বাদী’ অমরকোষ ৯ ম শ্লোক দেখুন।

† ন্যায় শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের পশ্চাতে তন্ত্রকারদিগের দ্বারা ‘সোঽহং’ শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। এ শব্দের অর্থ ‘আমিই পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর’ কখনই হইতে পারেনা; ইহার নর্ম্মার্থ ‘আমার

যে 'অদ্বয়বাদী' ছিলেন তাহা পুরাণেই ব্যক্ত রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রকার গোতমই দ্বৈতবাদী* ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম 'গোতম,' বুদ্ধ গৌতমমতাবলম্বী বা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থে ইহাঁকে 'গৌতম' কহা যায়। গোতমপুত্র শতানন্দ বা গোতমবংশীয়েরা অপত্যার্থে যেমন 'গৌতম,' ও গোতম প্রপৌত্রী কৃপী কিম্বা গোতমবংশীয়া স্ত্রীরা যেমন 'গৌতমী' নামে অভিধেয়, এবং বিষ্ণুভক্ত-বোধক শব্দ যেমন বৈষ্ণব, শিবভক্ত বাচক যেমন শৈব, তদ্রূপ বুদ্ধ-গৌতম-মতাবলম্বী ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম,—রামায়ণে পুরাণে ও মহাভারতে 'গৌতম' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এবম্প্রকারে ভ্রমবশতঃ কপিলকে বুদ্ধ-গৌতমের পূর্ব্বকালিক-রূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ফলে কপিলমুনি ও শতানন্দ-পিতা গোতম বুদ্ধদেবের পূর্ব্বের নন। শাস্ত্রী মহাশয়ও 'বৌদ্ধ' এবং 'জৈন-মত,' কপিলমুনি-কৃত সাঙ্খ্যের পূর্ব্বকালীন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন †।"

রামায়ণোক্ত গৌতম-সহধর্ম্মিণী শীর্ণা বা নির্জ্জীবা 'অহল্যা' যে বুদ্ধ-গৌতম দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কঙ্কাল-স্বরূপিণী শতানন্দের কল্পিত মাতা মাত্র, এবং শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে, অর্থাৎ অবতাররূপে শ্রীরামচন্দ্রের 'আবির্ভাবে' যে ঐ কঙ্কাল মেদ-মাংসে পরিপুষ্ট হইয়া সজীব হওতঃ রূপান্তরে পৌরাণিক ধর্ম্মের আদি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা উপলব্ধিকরা রামায়ণ ও পুরাণজ্ঞ-বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয়দিগের পক্ষে কঠিন নয়। এ রূপক-বর্ণনা না হইলে, রামায়ণে স্পষ্ট প্রকাশ থাকিত না যে, শ্রীরামচন্দ্র ও তৎসাময়িক জনকরাজ-পুরোহিত শতানন্দ (বুদ্ধ) গৌতমের সহস্রাধিক বর্ষ পশ্চাতের। পুরাণে ও রামায়ণে এই গৌতম-সহধর্ম্মিণীর উপাখ্যান 'পুরাতন' বলিয়া ব্যক্ত আছে এবং তদুক্ত বংশাবলীর দ্বারাও এ প্রাচীনতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এমত অবস্থায় শতানন্দ-পিতা বৌদ্ধ 'গোতম' বা গৌতম যে 'বুদ্ধ-গৌতমের' অনেক পশ্চাতের এবং কপিল এই দুই গৌতমের মধ্যবর্ত্তী, তাহা সন্দেহের বিষয় নয়।

ইতিহাস দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমনের পর প্রায় ৪০০ বৎসর (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর কিয়দংশ) পর্য্যন্ত গ্রীক-জাতির সহিত ভারতবাসীদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—এই কাল মধ্যে ভারতবাসীরা "জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যবনদিগের

দেহ' 'আমি' নয়, আমার আত্মাই 'আমি'। আর্য্যঋষিগণ পরমজ্ঞানী, পরমভক্ত ছিলেন; তাঁহারা ভক্তিশূন্য নাস্তিক ছিলেন না। তাঁহাদের তুল্য পরম শ্রেষ্ঠ উপদেশক আর কেহ কি জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন? যিনি আপনাকে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের সমান জ্ঞান করেন তাঁহাকে কি জ্ঞানী বলিতে পারা যায়? তত্ত্বজ্ঞান তবে কি এই? ষষ্ঠ পরিচ্ছেদদের শেষে উদ্ধৃত ব্যাসবাক্য দেখুন।

* ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'ক্ষণীবাস' ও 'অদ্বৈতবাদ খণ্ডন' নামক গ্রন্থদ্বয় দেখুন।

† পণ্ডিত মহোদয়েরাও স্থির করিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম, সাঙখ্যকার কপিলের পশ্চাৎকালিক। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কৃত সাংখ্যদর্শন ১ম খণ্ড দেখুন।

নিকট অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।" সাঙ্খ্যদর্শন প্রণয়নের কালানুসন্ধান প্রসঙ্গে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষার কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই; এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা যথাস্থানে প্রকাশনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন;—

"কেহ কেহ মনে করেন যে স্থাপত্য ও ভাস্কর কার্য্যেও হিন্দুগণ গ্রীক জাতির নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু গ্রীকদিগের অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ-প্রণালী হিন্দুদিগের নির্ম্মাণ- প্রণালী হইতে অনেক পৃথক্। ফল কথা এই যে, হিন্দু ও গ্রীক প্রাচীনকালের দুইটী প্রধান জাতি। ইহাঁদিগের পরস্পর সংশ্রব হইলেই এক জাতির ভাল জিনিসটী অপর জাতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই সম্ভব। ভারতবাসীগণ সম্ভবতঃ গ্রীক জাতির নিকট শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব পাইয়াছিলেন *; কারণ তৎকালে ঐ দুই বিষয়ে গ্রীকদিগের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীকেরাও ভারতবাসীদিগের নিকট ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লইয়াছিলেন; কারণ ভারতবাসীগণ অতি প্রচীন কালেই এই দুই বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাকলপতি মিনান্দারের সহিত বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাই প্রধান প্রমাণ। তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া পালিভাষায় একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম মিলিন্দা প্রশায় অর্থাৎ মিনান্দারের প্রশ্ন। মিনান্দার "নির্ব্বাণ" সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এবং নাগসেন তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐ গ্রন্থ লঙ্কাদ্বীপ-বাসীগণের একখানি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।" "শাকলনগরের মিনান্দার নামক" এই "গ্রীকভূপতি খৃঃ পূঃ ১৪১ অব্দে সাকেতনগর (অযোধ্যা) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে আবার গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।"

প্রাগুক্ত শুঙ্গ পুষ্পমিত্র, বৃহদ্রথকে হত্যা করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন (বিঃ পুঃ ৪।২৪)। এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে; ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ সতেজ ছিল, ইহার বহুকাল পরে "নষ্ট-প্রায়" হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; অতএব কপিলমুনি কৃত সাঙ্খ্যদর্শন যে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই, পরেই হইয়াছে, তাহা পুরাণ-উক্তি দ্বারাই নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে। আবার মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বানুসারে চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ়ের খুল্ল-পিতামহ কপিল, এবং ঐ অজমীঢ়ের পুত্র অর্থাৎ কপিলের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র জহ্নু। কপিলমুনি সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃ-পুরুষ সগররাজের (সৈন্ধঅর্থে) সন্তানদিগকে নিধন করিয়াছিলেন, এবং জহ্নু মুনির সহিত তাঁহার স্বীয় আশ্রমে সগরের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ভগীরথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ব্যক্ত আছে; অতএব রামায়ণোক্ত সগরসন্তান—হন্তা যে, অপর কেহ নন,- চন্দ্রবংশীয় এই কপিল, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সগররাজের পূর্ব্ব পুরুষ প্রসেনজিৎকে বৃদ্ধ-

* শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এ মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

গৌতম বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; বিষ্ণুপুরাণানুসারে সগরবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনকরাজের আদি পুরুষ নিমিও গৌতমশিষ্য ছিলেন, চ প্রদর্শনী দেখুন, (বিঃপুঃ ৪।৫)। প্রসেনজিতের সমকালিক মগধরাজ বিম্বিসার। বিম্বিসারের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শিশুনাগের সিংহাসনারোহণের (৩৬২+১০০+১৩৭=৫৯৯) প্রায় ৬০০ বর্ষ পরে শুঙ্গ—পুষ্পমিত্রের মগধাধিকার আরম্ভ, (বিঃ পুঃ ৪।২৪)। কপিলমুনি যে এই শুঙ্গবংশীয় মগধরাজগণের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতি লেশমাত্র সংশয়ের কারণ নাই;—১০ম পরিচ্ছেদের চ প্রদর্শনী দেখুন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়, তাঁহার দ্বারা সঙ্কলিত 'সাঙ্খ্যদর্শনে' লিখিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, "কপিল সাঙখ্য-শাস্ত্রের বক্তা এবং সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা"। এ শঙ্কর বাক্য অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে সগরসন্তানহন্তা কপিল সাঙখ্যকার নন; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র—যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহের পরবর্ত্তী '৫ম অবতার' রূপে শ্রীভাগবতে, উক্ত হইয়াছেন তিনিও নন; যিনি আদি বিদ্বান্ বলিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই সাঙ্খ্যশাস্ত্র কর্ত্তা। সাঙখ্যকার কপিল মুনির এ ভাগবতুক্ত পরিচয়ের ও বিবরণের রূপক-ভাব এবং মর্ম্মার্থ এই পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে, রামায়ণোক্ত কপিল ও শ্রীভাগবতুক্ত সাঙ্খ্যকার যে একই, তাহা নিঃসন্দেহ সংস্থাপিত হইয়াছে, ভরসা হয়।

'আদি বিদ্বান্' আখ্যান দ্বারা কপিলমুনির 'অতি প্রাচীনতা' অর্থে সগররাজের পূর্ব্বে তাঁহার বর্ত্তমানতা প্রকাশ পায় না। অমরকোষে ('বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ। ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ। ধীমান্ সূরিঃ কৃতী কৃষ্টির্লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ॥') দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী' "বিদ্বান্ অর্থে বিদ্বস, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষিন, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, ধীমৎ, সূরি, কৃতিন্, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শিন্, দীর্ঘদর্শিন্"। প্রকৃতিবাদ অভিধানে "বিদ্বান্ (বিদ্বস্, বিদ্ জানা+বস্-ক। শতৃস্থানে বস্সু) বিং ত্রিং বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী" আছে। হিতোপদেশে ('বিদ্যা শস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ') শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা। প্রকৃতিবাদ অভিধান অনুসারে বিদ্যা অর্থে "(বিদজানা+য (ক্যপ)—ণ আপ্; যাহার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম (জানা যায়) সংস্ত্রীং, জ্ঞান, অধ্যয়নাদি জন্য বোধ, দর্শনশাস্ত্র, তত্ত্বজ্ঞান; শিং—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে;" মন্ত্র, ৪ বেদ ৬ বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র,—এই চতুর্দ্দশবিধ; শিং "অঙ্গানি বেদশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বমর্থসাধনম্;" এই ১৮; দুর্গা।" অমর-কোষে ('নির্দেশ-গ্রন্থয়োঃ শাস্ত্রং') 'শাস্ত্র' অর্থে 'গ্রন্থ'। অতএব 'আদি বিদ্বান্ বা বিদ্যাবান্' খ্যাতি দ্বারা লিখন—প্রচারের অগ্রজন্মা বুঝায় না, এবং 'সাঙ্খ্যদর্শন, বা 'দর্শনশাস্ত্র' লিখন আরম্ভের বা ভাষার যথেষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব হয় না। যাহা হউক পণ্ডিতবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়

লিখিয়াছেন 'শঙ্করাচার্য্যের মতে দুই কপিল' স্থির হইতেছে। 'এক কপিল অতি প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসাদির পরভবিক'। বেদব্যাসের পশ্চাতের যে কপিল তিনিই কি সগররাজের ষষ্ঠি সহস্র সৈন্যের বা সন্তানের ধ্বংস কর্ত্তা? তবে কি বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের মতে বেদব্যাস সগররাজের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন? বেদব্যাসের প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেবই যখন সগরবংশীয় অন্যূন একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষ (অন্তস্ত্রেতার শেষের অবতার) শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন পুরাণে ও রামায়ণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে; এবং বেদব্যাস কৃত 'মহাভারত' গ্রন্থের মূল উপদেশই যখন 'সাংখ্যযোগে মুক্তি' তখন সগরসন্তান—হন্তা কপিলদেবকে বেদব্যাসের 'পর ভবিক' বলা, যারপর নাই অসঙ্গত হয়। সগরসন্তান—কালিক কপিলের অস্তিত্ব কেহই লোপকরিতে পারেন না এবং ইনি যে বেদব্যাসের অন্যূন পঞ্চদশ বা ষোড়শ পূর্ব্ব পুরুষের সমকালিক ছিলেন তাহাও পুরাণজ্ঞ মহোদয়েরা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। (চ প্রদর্শনী দেখুন)। অতএব ব্যাসাদির পশ্চাতের কপিল যাঁহাকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় নব্য বা ২য় কপিল বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের সগর-সন্তান-কালিক কপিলই না অতি প্রাচীন ও প্রথম কপিল? ইহাঁকে যে শঙ্করাচার্য্য 'সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা' বলিয়াছেন তাহাই সংস্থাপিত হইতেছে।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় আর ও লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সমস্ত আর্ষগ্রন্থই সাংখ্যমতে পরিব্যাপ্ত আছে। সাংখ্যমত যে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কেবল কপিল হইতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা হইতেই হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল-তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য-তৎশিষ্য—ঈশ্বর-কৃষ্ণ। কেহ বলেন, (ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন।)

আমরা আসুরির গ্রন্থ দেখিতে পাইনা। পঞ্চশিখেরগ্রন্থ না পাইলেও তাঁহার খণ্ড খণ্ড সূত্র অনেক পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের এক খানি কারিকা গ্রন্থ (সাংখ্য-সপ্ততি) পাইতেছি।

ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাংখ্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে। যথা;—

''এতৎ পবিত্র মুগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরি-রপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

'শ্রুতি' ও 'বেদ' ভিন্ন নয়; 'স্মৃতি' 'বৈদিক ক্রিয়াবিধি বা ধর্ম্মশাস্ত্র,' এবং মহাভারত পুরাণ আদিও 'ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমূলক' বলা যাইতে পারে। তাহার প্রমাণ—

অমরকোষে ("শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায় স্ত্রয়ীধর্ম্মস্ত তদ্বিধিঃ। স্ত্রিয়ামৃক সাম, যজুষী ইতি বেদাস্ত্রয় স্ত্রয়ী"॥) 'শ্রুতি' অর্থে,—'বেদ, আম্নায়;' তিন বেদের পৃথক্ নাম,-'ঋক, সাম, যজু,'

এবং একবাক্যে 'ত্রয়ী'; 'বৈদিক ক্রিয়াবিধি' অর্থাৎ তিন বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বাচক শব্দ "ত্রয়ীধর্ম্ম"॥

প্রকৃতিবাদ অভিধানে "শ্রুতি (শ্রু [ধর্ম্মাধর্ম্ম] শ্রবণকরা+তি (ক্তি)-র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, বেদ (লিখন-প্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ, শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার একটি নাম শ্রুতি)।"

প্রকৃতিবাদ অভিধানে ৪র্থ বেদ 'অথর্ব্ব' সম্বন্ধে যাহা লিখা আছে তাহা এই; '(অথর্ব্বন্, অথ মঙ্গল-ঋ গমন করা+বন্ (বনিপ)-ক। যে মঙ্গলে গমন করে, অথবা অথর্ব্ব মুনি বিশেষ, নিপাতন। 'অথর্ব্ব নাম্না মুনিনা প্রোক্তো বেদঃ অথর্ব্বা।') সং, ক্লীং, চতুর্থবেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তরদিকের মুখ হইতে বিনিঃসৃত। ভাগবতে লিখিত আছে অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে বহির্গত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে * প্রথমে যজু নামে এক বেদ ছিল, পরে দ্বাপরযুগে ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিভাগে বিভক্তকরেন, করিয়া পৈলকে ঋক-বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। অথর্ব্ব যে বেদমধ্যে গণ্য ইহা সকলে কহে না। মনুতে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদের উল্লেখ আছে। অমরকোষে ও তাহাই লিখিত। সামবেদের ছন্দোজ্ঞ উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব্ব চতুর্থ বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম-বেদ। উইলসন্ সাহেব বলেন অথর্ব্ব বেদ-মধ্যে গণ্য নয় কেবল বেদের ক্রোড়পত্র। ২। পুং, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ। ৩। বশিষ্ঠ।'

মহাভারতে উক্ত আছে যে বশিষ্ঠদেব তাঁহার পুত্র শক্তিকে বেদ ঋক্-সকল শিখাইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদও অথর্ব্ববেদান্তর্গত এবং ইহাকে উপবেদ কহাযায়।

অমরকোষানুসারে ("স্মৃতিস্তু ধর্ম্ম সংহিতা") স্মৃতি ধর্ম্মসংহিতা অর্থাৎ "মনু যাজ্ঞবল্ক্য আদি মুনি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র"। ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধিতে ("মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো-যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর ব্যাস শঙ্খলিখিতা দক্ষ গোতমৌ, শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ)"।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রকার গোতম পুরাণকার বেদব্যাস ও তৎপিতা পরাশর, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতির নাম আছে। ("দুর্য্যোধনোমন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃকর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা, দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোমনীষী। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ"।) দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির আদিরও নাম আছে।

ত্রিবেদীয় তর্পণ বিধিতে ("সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা"।)

---

* বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ ৩য় অংশ ৪র্থ অধ্যায় হইতে ১০ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি দেখুন।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রকর্ত্তা কপিল তৎশিষ্য বোঢ়ু ও আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ প্রভৃতির নাম আছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—' প্রত্যেক বেদের এক এক খানি সংহিতা ও অনেকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ আছে।'.........ঋগ্বেদে (ব্যাসপ্রপিতামহ) বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, (বশিষ্ঠভ্রাতা) অগস্ত্য, ভৃগুবংশীয় (কপিলদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) গৃৎসমদ, কণ্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি অনেক ঋষির নাম পাওয়া যায়'।

'শ্রুতি স্মৃতি' আদি আর্ষগ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে যে সগরসন্তান-সাময়িক আদি-কপিলের অনেক পরে সাঙ্খ্যশাস্ত্রানুরাগী বেদব্যাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নব্য কপিল যিনিই হউন, সগরসন্তানহন্তা কপিলই যে 'আদি-কপিল' তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

মান্যবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—" মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনানী পুষ্পমিত্রের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইনি শাকলপতি মিনান্দারকে মধ্যভারত হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। ইহাঁরই অধিকারকালে পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পতঞ্জলি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" কথিত আছে, পতঞ্জলি সর্পাকারে প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণকার পাণিনিমুনির হস্তে স্বর্গ হইতে পড়িয়াছিলেন; ইনি 'যোগশাস্ত্র'-প্রযোক্তা-'পাণিনি-ভাষ্য'-কর্ত্তা ও 'পাতঞ্জল-দর্শন' প্রণেতা। ইনি কপিলমুনির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ, পুষ্পমিত্রের সময়ে হইলে খৃঃ পূর্ব্বের এবং কপিলমুনির অগ্রের হয়েন। তবে কি কপিলমুনি পতঞ্জলির অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ কথার মীমাংসার যদিও এখানে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাচ পতঞ্জলি যখন কপিলমুনির পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, তখন বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে ইতিহাস লেখকেরা স্বীকার করিতেন,-সম্বৎ নামক অব্দ বিক্রমাদিত্যের সময়েই আরম্ভ, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, সম্বৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ অব্দ স্বনামে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র, এবং তদবধিই উহা 'বিক্রম-সম্বৎ' আখ্যাত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ধন্বন্তরির খুল্ল-প্রপিতামহ কপিলমুনি, মহাভারতে ও পুরাণে ব্যক্ত আছে। ইনি সম্বৎ আরম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শেষের কখনই হইতে পারেন না। ইহাও প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ২।৩ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়েরই ইতিহাস অনুসারে "খৃষ্টীয় ৩১৯ অব্দ হইতে গুপ্ত-সম্বৎ আরম্ভ।" গুপ্তদিগের পূর্ব্বে পালি কিম্বা প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের সময়ে 'ললিতবিস্তর' বুদ্ধ-গৌতম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-পালি ভাষায় রচিত; অশোকবর্দ্ধনের সপ্তম পুরুষ পরে বৃহদ্রথ-হন্তা পূর্ব্বোক্ত পুষ্পমিত্রের অধিকারকালেও 'মিলিন্দা' নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্রে কিম্বা প্রস্তর বা লৌহস্তম্ভে, গুপ্ত অব্দের পূর্ব্বকালীন যে সকল ক্ষোদিত লিখন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ও পালিভাষায়। শ্রদ্ধাস্পদ টড্‌সাহেব মহোদয় কৃত রাজস্থানের ইতিহাসে উক্ত আছে যে, যশল্মীর নগরের চিন্তামনদেবের মন্দিরে প্রাচীন পালি অক্ষরে লিখিত এক খানি জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, উহা সোমা-

দিত্য দ্বারা রচিত। সোমাদিত্য,—টড্ মহোদয়ের গণনায় অনুমান খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সাময়িক নাটকেও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

তিব্বত, তাতার প্রভৃতি ভারতের উত্তরস্থ দেশে যেসকল সংস্কৃত বৌদ্ধ পুস্তকের ব্যবহার আছে, তৎসমুদয় শক ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। কনিষ্ক বা শকাদিত্য যাঁহার অভিষেক হইতে শকাব্দ আরম্ভ (খৃঃ ৭৮), তাঁহার দ্বারা আহূত বৌদ্ধ-সঙ্গীতি হইতেই এ সমস্ত গ্রন্থের উৎপত্তি। 'প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা সংস্কৃত যে প্রাকৃত ভাষার সংস্কার মাত্র, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। সম্বৎ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বুদ্ধ-গৌতমের জীবনচরিতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে মাস ও বারের নাম ছিল না। পুরাণ আদি সংস্কৃত গ্রন্থে মাস বারের নামের উল্লেখ আছে; এ নাম নক্ষত্র-ও গ্রহ বিশেষ বাচক শব্দজ, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্যোতিষের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হইয়া থাকিবে। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন, পালি ও প্রাকৃত ভাষার পৃথক্ ব্যাকরণ আছে, এবং গুপ্তদিগের "সময়' (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) হইতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয় * "। পাণিনি অতি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণসূত্রকর্ত্তা। "ইনি পাতালীপুত্র-(পাটনা)-নিবাসী বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইহাঁর জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশস্থ শালাতুর গ্রাম।" প্রকৃতিবাদ অভিধানে ইহাঁর মাতার নাম আছে, পিতার নাম নাই। এ পরিচয়ে ইনি গুপ্তসম্বতের (কিম্বা খৃষ্টাব্দের) কত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নির্ণীত হয় না; নির্ণয়ের প্রয়োজনও এখানে হইতেছে না। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ আধিক্য না হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাষ্য প্রণয়ন হওয়া বড় সম্ভব নয়; তথাচ পতঞ্জলি যে পাণিনির পরবর্ত্তী এবং মহাভারতকার বেদব্যাসের অগ্রের, তাহা সপ্রমাণই আছে; কিন্তু ইহাঁকে কপিলমুনির পূর্ব্বের বলা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, কপিলমুনির আবির্ভাব যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির পরে বা অগ্রেই হইয়া থাকুক, গুপ্ত-সম্বতের পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হয় নাই; ইহার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শেষ কথা;—শাস্ত্রী মহাশয় যখন বিক্রমাদিত্যকেই গুপ্তসম্বতের ৩য় (খৃঃ ষষ্ঠ) শতাব্দীর বলিয়া নিশ্চয় রূপে উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পতঞ্জলি বিক্রমাদিত্যের শতাধিক

---

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত, এই ভাষাত্রয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ বিদিত হইবেন।—

"The first series of these dialects was known as Pali, and the second series as the Prakrits. The dialect which assumed the highest importance as a literary language was Sanskrit, or 'the purified speech' Many other dialects rose, from time to time, to the position of literary languages, but none of these assumed the same importance as Sanskrit. The Prakrits are the sources of the modern vernacular languages of India. The vernaculars have, however, borrowed much directly from Sanskrit, especially when they have risen to the importance of literary languages."

বর্ষ পূর্ব্বের হইলেও, গুপ্ত-সম্বতের অগ্রের কখনই হইতে পারেন না। পূর্ব্বতন ইতিহাসলেখকদিগের মতে বিক্রমাদিত্য যেমন অনুমান খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর, পতঞ্জলিও তেমনই খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর বটে, কিন্তু সে মতের অশুদ্ধতা শাস্ত্রীমহাশয়ের অবিদিত নাই *।

(Jew) যবনদিগের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষভাগে জেরুজলেম্ নগর রোমীয়দিগের দ্বারা ধ্বংস হইলে পর, কতকগুলি যু (Jew) ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশ লোপ হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক (Saint Thomas) মহর্ষি তামসও তৎসঙ্গে বা তৎপরে আসিয়া এ দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন †। প্রবাদ আছে যে তিনি ভারতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজের নিকট ম্যালিয়াপুর নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণেও ব্যক্ত আছে সগররাজ বিশেষ অপরাধ নিবন্ধন কতিপয় ব্যক্তিকে মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন; 'তাহারাই পরে যবন নামে খ্যাত হইয়াছে'। প্রাগুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক (Jew) যু তামসকে ও অপর যুগণকে এবং তামসের শিষ্যদিগকেই যে সগররাজ আপন রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন এবং ঐ যুবংশীয়েরা যে যবন, তাহারই ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এতাদৃশ অন্য কোন ঘটনার বিবরণ বিদেশীয় ইতিহাসে কিম্বা পুরাণে নাই; অতএব প্রমাণিত পুরাণোক্তির দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে সগর ও তৎসন্তান-নিধনকারী কপিলদেব খ্রীষ্টের ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না।

কপিলদেবের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র কাশীরাজ ধন্বন্তরি। পুরাণে এই ধন্বন্তরি ব্যতিরেকে অপর কোন ধন্বন্তরির পরিচয় বা বিবরণ নাই। প্রকৃতিবাদ অভিধানে আয়ুর্ব্বেদ ও ধন্বন্তরি সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে তাহা এই;—

---

* শ্রীযুক্ত কালীবর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন, কপিলমুনি ও পতঞ্জলি সমসাময়িক ছিলেন; কিন্তু কপিল-মুনির বর্ত্তমান কালে পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে কপিলদেবের পূর্ব্বের বলা যাইতে পারে না। কাহারও মতে পতঞ্জলি সাঙ্খ্যকারের পূর্ব্বকালিক নন

† শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"A very large number of Christians and Jews are to be found in this part of the country. It is said that after the destruction of Jerusalem in 70 A. D., the Jews fled in large numbers to Southern India, and that Saint Thomas, one of the Apostles of Christ, converted many of the people to Christianity. He is said to have died in India, and his reputed tomb, which is still shown at Maliapur, near Madras, was a place of pilgrimage to the early Christians of India."

' আয়ুর্ব্বেদ (আয়ুস্ জীবনকাল-বেদশাস্ত্র ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অষ্টাদশ বিদ্যান্তর্গত ধ্বন্বন্তরি-প্রণীত বিদ্যা বিশেষ। ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত; যথা—" বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম্ন সংহিতাংচক্রে লক্ষ শ্লোকময়ীমৃজুং।" (ভাবপ্রকাশ) কিন্তু চরণব্যূহ * মতে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির বিবরণ এই রূপ। " প্রজাপতি, ঋগাদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া, সেই সমুদয়ের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে আয়ুর্ব্বেদ সৃজন করিলেন; অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হইলে, ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে সংহিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় যোড়শ শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহারাও সেই গুরুদত্ত সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।"

" ধ্বন্বন্তরি (ধন্ব-অন্ত-ঋ গমন করা+ই-ক। ইনি সমুদ্র মন্থন-কালে তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন) সং, পুং, দেব-চিকিৎসক " অয়ং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবোজরারুজা মৃত্যুহরোঽমরাণাম্।" ২। পণ্ডিত বিশেষ, রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। ৩। কাশীরাজ দিবোদাস "। †

মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বে ধ্বন্বন্তরির পরিচয় এই আছে ঃ—

আর্ষ্টি সেন হ'তে কাশ্য লভিল জনম। কশ্যপ ও দীর্ঘতপা তাঁহার নন্দন ॥
রাজা দীর্ঘতপা হতে ধন্ব জনমিল। বহুকাল ধন্বরাজা তপস্যা করিল ॥
বৃদ্ধকালে ধন্বরাজা লভিল তনয়। ধন্বন্তরি নররূপে আসি জন্ম লয় ॥
জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন। ধন্বন্তরি নরলোকে জন্মে কি কারণ ॥
বিস্তারিতরূপে তাহা কহ সমুদয়। বৈশম্পায়ন কহে শুন মহাশয় ! ॥
অমৃত মন্থন পূর্ব্বে হইল যখন। সিন্ধু হইতে ধন্বন্তরি সমুদ্ভব হন ॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর অতি চমৎকার। বিষ্ণুর চিন্তায় চিত্ত আসক্ত তাঁহার ॥
সম্মুখে বিষ্ণুকে তিনি করিয়া দর্শন। স্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন তখন ॥
বিষ্ণু তারে সম্মুখেতে দর্শন করিয়া। " তুমি অব্জ " এই কথা বলেন ডাকিয়া ॥
তাহে তিনি অব্জ নাম করেন ধারণ। বিষ্ণুকে কহেন অব্জ করি সম্বোধন ॥
ওহে লোক পিতামহ ! বলি শ্রীচরণে। আপনার পুত্র আমি জানিতেছি মনে ॥
মম যজ্ঞভাগী আর অবস্থান স্থান। নির্দ্দেশ করিয়া দিন করি কৃপাদান ॥
ব্রহ্মা কহিলেন অব্জ ! পূর্ব্বে দেবগণ। যজ্ঞভাগ অংশ করি করিল গ্রহণ ॥
মহর্ষিরা যথা-যোগ্য দেবের যে ভাগ। হবনীয় দ্রব্য দিল করিয়া বিভাগ ॥
এক্ষণেতে হোমভাগ তোমার কারণ। নির্দ্দিষ্ট করিতে আর পারিনা এখন ॥
বিশেষতঃ দেব মধ্যে আধুনিক হ'লে। অতএব বলিতেছি তোমাকে এ স্থলে ॥
দ্বিতীয় জন্মেতে খ্যাতি লভিবে অনাসে। অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হবে গর্ত্তবাসে ॥

---

* বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত চতুর্ব্বেদ বিবরণ শাস্ত্র।

† দিবোদাস এই কাশীরাজ ধ্বন্বন্তরিরই প্রপৌত্র; চ প্রদর্শনী দেখুন।

দ্বিতীয় জন্মেতে তব যে দেহ হইবে। নিশ্চয় তাহাতে তুমি দেবত্ব লভিবে॥
তৎকালীন দ্বিজগণ স্মরিয়া তোমায়। চরু, মন্ত্র-ব্রত আর জপের দ্বারায়॥
বিহিত বিধানে যজ্ঞ করিবে সাধন। আর সেই জন্ম তুমি করিয়া গ্রহণ॥
আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে বিভাগ করিবে। দ্বিতীয় জনম তব দ্বাপরে হইবে॥

* * * *

এত-বলি তথা হতে হন অন্তর্হিত। বর লাভ করি রাজা হন হরষিত॥
সর্ব্বরোগ বিনাশক দেব ধন্বন্তরি। জন্মিলেন ভূপতির পুত্ররূপ ধরি॥
ভরদ্বাজ সমীপেতে করিয়া গমন। বৈদ্যপ্রিয় আয়ুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন॥
অষ্টভাগ আয়ুর্ব্বেদ করি সযতনে। উপদেশ দান দিলা যত শিষ্যগণে॥

(পদ্যানুবাদ ২৯শ অধ্যায়)

বিষ্ণুপুরাণে সংক্ষেপে ঐ কথাই আছে;—

গৃৎসমদ হতে জন্মে শৌনক সুমতি। কাশ্য হতে কাশীরাজ ওহে মহামতি॥
কাশীরাজ হতে পরে দীর্ঘতমা হয়। ধন্বন্তরি তার পুত্র জানিবে নিশ্চয়॥
পূর্ব্বজন্মে ধন্বন্তরি জ্ঞানবান্ হলে। নারায়ণ এই বর দিলেন তাহারে॥
কাশীরাজ বংশে তুমি লভিবে জনম। আটভাগে আয়ুর্ব্বেদ করিবে বণ্টন॥
যজ্ঞেও তোমার অংশ রবে বিদ্যমান। এইরূপ বর দেন ওহে মতিমান॥
তাই কাশীরাজ বংশে তাঁহার জনম। কেতুমান তাঁর পুত্র বিদিত ভুবন॥

(পদ্যানুবাদ ৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়)

এই সকল বিবরণ দ্বারা পুরাণে স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে যে ধন্বন্তরি যিনি সাগর-মন্থনে উত্থিতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি 'দ্বাপরে' অর্থাৎ কলির দ্বা-পরে কাশীরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষা করতঃ আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে প্রকাশ করেন। যে ধন্বন্তরি মৃত্যুঘ্ন অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে সাগর-মন্থনে উঠিয়াছিলেন, তিনি যদি আয়ুর্ব্বেদ (প্রকাশক বা) প্রণেতা কাশীরাজ ধন্বন্তরি না হন তবে আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা ধন্বন্তরি আর কে? এবং হরিবংশ পর্ব্বে মহাভারতকার বেদব্যাস এই একই ধন্বন্তরিকে 'শ্রুতসিদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন?

'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ * হইতে নিম্নে উদ্ধৃত 'বাসুদেব বিদ্যার্থীর' উদাহরণ পাঠে, উল্লিখিত পুরাণ উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ হইবে, বিবেচনা হয়।

"কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, বেদান্ত, উপনিষদ, ত্রিবেদ এই সকল বিষয়ের আলোচনা অধিকতর রূপে

* ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী ১ম খণ্ড দেখুন।

সেকালের নবদ্বীপের টোলসমূহে দেখা যাইত। ন্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত তখনও হয় নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিখিয়া আসিতেন এবং সেই জন্য মিথিলাবাসীদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। মিথিলার পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়েই অসাধারণ পণ্ডিত দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্র নাই। ন্যায় আমাদের হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহারা আমাদের নিকটে শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে।" এই সময়ে নবদ্বীপে পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন, কিন্তু ন্যায়ের গ্রন্থ না থাকায় মুখে মুখে ন্যায়ের সূত্র সামান্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকের প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্রের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত এমন আশ্চর্য্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদ্বীপে আসিয়া তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা জন্য এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক টোল-স্থাপন করেন। একজন লেখক লিখিয়াছেন, "This almost Superhuman feat of Basudev Sarvavoum immortalised his fame." এই বিদ্যার্থী বাসুদেব পরিশেষে কেবল বঙ্গের নহে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে একজন অনন্যসাধারণ মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গৌতম-বুদ্ধের* "ন্যায় শাস্ত্র" শিক্ষা করিয়া মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে "চিন্তামণি" নামে প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর রঘুনন্দন এই ন্যায় হইতে জগদ্বিখ্যাত "দীধিতি" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রশাস্ত্রও এই দীধিতির ফলস্বরূপ।"

এই বঙ্গীয় বিদ্যার্থী বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'শ্রুতিধর' বা 'শ্রুতধর' ছিলেন। ইনি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ শুনিয়া এমত সম্পূর্ণ রূপে কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন যে, একটী অক্ষরও বিস্মৃত হইতেন না, স্মৃতি হইতে গ্রন্থের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে পারিতেন। ধন্বন্তরি ইঁহা অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ক্ষমবান্ ছিলেন। ইনি 'শ্রুতসিদ্ধ' ছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত–পুরাণ মতে প্রজাপতি (বা স্বয়ং ব্রহ্মা) আয়ুর্ব্বেদের সৃজন করিয়াছিলেন। অপর পুরাণানুসারে কাশীরাজ ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশক মাত্র; ভরদ্বাজ ইঁহার গুরু।

'ভরদ্বাজ'

(ভর-দ্বাজ জাত। দ্বাজ অর্থাৎ আমাদের উভয় ভ্রাতা দ্বারা উৎপন্ন এই পুত্রকে ভর অর্থাৎ

---

* রামায়ণোক্ত জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দের পিতা গৌতমই ন্যায় শাস্ত্রকর্ত্তা; গৌতম-বুদ্ধ নন; পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধি হইতে উদ্ধৃত অংশ দেখুন।

প্রতিপালন কর; বৃহস্পতি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতাকে ইহা বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল। অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি, যথা-ভৃ ভরণ করা+অৎ (শতৃ)-ক=ভরৎ-বাজ। শিং-১ "হে মূঢ়ে মমতে দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যাংজাত মিমং পুত্রং ত্বং ভর রক্ষ।"—ততো ভরদ্বাজাখ্যোঽয়ং) সং, পুং, উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসজাত মুনি বিশেষ। (প্রকৃতিবাদ অভিধান)

বিষ্ণুপুরাণ মতে ভরতের পুত্রের নামও 'ভরদ্বাজ' (চ প্রদর্শনী দেখুন)। গৌতম মুনিকেও 'উতথ্য-তনয়' কহা যায় (প্রঃ অভিঃ); অতএব ভরদ্বাজ ভরত-পুত্র হইলে ধন্বন্তরির ৪র্থ বা তদধিকতম পিতৃপুরুষ ছিলেন; গৌতম কালিক হইলে, ধন্বন্তরির বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের ছিলেন; ইহাঁর নিকট ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা সঙ্গত না হইলেও, ইনি আয়ুর্ব্বেদ-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। আয়ুর্ব্বেদ 'ব্রহ্মার দ্বারা সৃজিত';—অর্থে-কেবল-'এ অতি প্রাচীন গ্রন্থ' বুঝা যায় মাত্র। পুরাণে যদিও এই আদি চিকিৎসা গ্রন্থের প্রণেতা কে, তাহা ব্যক্ত নাই, কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'অতি প্রাচীন কালে ভরদ্বাজ ঋষি, মনুষ্য সমাজে সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা তত্ত্ব শিক্ষাদেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার ছাত্র সমূহ সকলেই চিকিৎসা সম্বন্ধে সংহিতা রচনা করেন, ও সেই সকল সংহিতাই অনেক সংস্কার ও প্রতি-সংস্কার লাভ করিয়া বর্ত্তমান চরক, সুশ্রুত, হারিত ও অগস্তি সংহিতারূপে পরিণত হইয়াছে।'

অগস্তি বা অগস্ত্য সগরবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ কালিক বশিষ্ঠ দেবের ভ্রাতা। সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া খ্যাত; বিশ্বামিত্রের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, জহ্নু,—ধন্বন্তরিসম কপিলদেবের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র, (চ প্রদর্শনী দেখুন)। উক্ত সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি পুরুষ এই ধন্বন্তরির (অবতাররূপে) প্রপৌত্র দিবোদাসের বন্দনা আছে। সেই জন্য ধন্বন্তরি অর্থে দিবোদাসের নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে ধন্বন্তরি সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'শিষ্টপ্রয়োগ' দেখুন, ইনি যে অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে সাগরমন্থনে উঠিয়াছিলেন, সে 'অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু' অর্থে 'জীবন রক্ষায় অলৌকিক নৈপুণ্য' কিম্বা 'অমোঘ চিকিৎসাশাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মাকৃত সুদৃশ আয়ুর্ব্বেদ' ব্যতিরেকে আর কিছু হইতে পারে কি? প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃত সাগর শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন,—

সাগর (সগর এক রাজা+অ (ষ্ণ)-অয়মর্থে। সগর রাজা যাহাকে অবতারিত করিয়াছিলেন) সং, পুং, 'সমুদ্র'।

সাগর যখন সগররাজ দ্বারা অবতারিত, তখন সগর রাজার পরে, (পূর্ব্বে কখনই নয়) সাগর মন্থনে যে ধন্বন্তরি অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে উঠিয়াছিলেন, তিনি—ইনি ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। ইহাঁর দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ বিভাগিতই হউক, ইনি যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রকার এবং অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা মহাভারত ও পুরাণকার বেদব্যাসের লেখনী-নিঃসৃত বর্ণনার দ্বারা অত্যাশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা ইনিই, আর কেহ নন।

পূর্ব্বোক্ত মগধরাজ অশোকবর্দ্ধন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মনীতি অনুসারে ভারতে "মনুষ্য ও পশুদিগের জন্ত চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।" যুদ্ধাসক্ত ইউরোপে কারুণ্যোদ্দীপক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে প্রজা-বাৎসল্যের পতাকা-স্বরূপ রাজ-প্রতিষ্ঠিত দাতব্যচিকিৎসালয় (Government Charitable Hospital) এ দেশে বর্ত্তমান ছিল। এত প্রাচীন কালে চিকিৎসা গ্রন্থ যাহা ছিল, তাহা লোপ হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র নষ্ট প্রায় হইয়াছিল। সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাহার ১০ খানি প্রতিলিপি হওয়া কঠিন ছিল, এবং তাহা প্রচারিত হওয়াও সহজ ছিলনা। কেবল এই হেতু নয়, ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে মৈথিলী পণ্ডিত-মহোদয়দিগের সদৃশ আচরণেও হইতে পারে, এবং দেশীয় বা বিদেশীয় উপদ্রবে ও অন্যান্ত কারণে, চিকিৎসা গ্রন্থ সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমত অবস্থায়, শ্রুতসিদ্ধ ধন্বন্তরি এই নষ্ট প্রায় চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি গ্রন্থের স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ করতঃ এ শাস্ত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ইনি জগতস্থ চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি গ্রন্থকার কিনা, সঠিক বলা যায়না, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ সর্ব্বাগ্রে ইনি মানবের উৎকট পীড়া সকলের শান্তির ও মানবজীবন রক্ষার এমত উৎকৃষ্ট উপায় ও ঔষধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন যে পুরাণকার বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন ইনি মৃত্যুঘ্ন অমরত্বপ্রদায়ক অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সহ সাগর-মন্থনে উঠিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত (প্রথমশিক্ষা) ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে;—

> "চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা উভয়েই হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানা-রূপ ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ধাতু সেবন দ্বারা পীড়া আরোগ্য করা, তাঁহারাই প্রথমে আবিষ্কার করেন। অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল। তাঁহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিতেন। বসন্তরোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।"

প্রবাদ আছে পারশ্যদেশে চিকিৎসা ও রসায়ন বিদ্যার অনুশীলন অতি প্রাচীন কালে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই পারশ্য রাজেরই ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক ছিল। চিকিৎসকদিগের নাম পর্য্যন্ত পারশ্য পুরাবৃত্তে উল্লিখিত আছে। 'প্রায় ১৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বকালীন হস্তাক্ষরে লিখিত' এক খানি ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ (Central Asia) মধ্য—আশিয়ায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

বহুকালাবধি এখানে নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা মনুষ্যের রোগ বিশেষরূপে নিরূপণ এবং ঔষধের দ্বারা সেই সেই রোগের শান্তি বিধান হইত। এতদ্ব্যতীত পুরাণকারের পূর্ব্বকালীন ভারতবাসীরা মানব-আয়ু সম্বন্ধে কতদূর প্রগাঢ় অনুশীলন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের গদ্যানুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মৃত্যু লক্ষণ।

"অগস্ত্য কহিলেন, কিরূপে মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার কিরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে বলুন। স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিবর! যে সকল চিহ্ন দেখিয়া মৃত্যু সন্নিহিত-

বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার কেবল দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্রি নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সে দীর্ঘায়ু হইলেও বর্ষত্রয়ের মধ্যে মরিয়া যায়।—দুই বা তিন দিবারাত্রি যাহার নিশ্বাস দক্ষিণ নাসাপুটে বহিয়া থাকে, সে ব্যক্তি তদবধি এক বর্ষ কাল মাত্র জীবিত থাকে।—দশদিন নিরন্তর যাহার দুই নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস প্রবাহিত হয় ও মধ্যে মিলিত হয়, তাহার তিন দিন মাত্র জীবনের কাল—শ্বাস-বায়ু নাসাপুটে না আসিয়া যাহার মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়, সে দুই দিবসের ভিতর মরিয়া যায়।—সূর্য্য যৎকালে সপ্তমরাশি ও চন্দ্রমা জন্ম নক্ষত্রে আশ্রয় করেন, তখন দক্ষিণ নাসাপুট দিয়াই নিশ্বাস বহিতে থাকে; ঐ সূর্য্যাধিষ্ঠিত কালের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যৎকর্ত্তৃক অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয় ও পরক্ষণেই ঐ পুরুষের রূপান্তর লক্ষিত হয়, সে বর্ষত্রয় মাত্র বাঁচিয়া থাকে।—যাহার দৃষ্টিপথে আকাশে বিচরণকারী মরকতাভ গজরাজি নিপতিত হয়, সে ছয় মাস মধ্যেই মরিয়া যায়, এবং যিনি মুখে জল লইয়া সূর্য্যাভিমুখ না হইয়া আকাশে ফুৎকার প্রদান করতঃ তাহাতে ইন্দ্রধনু দেখিতে পান না, তিনিও ঐ পর্য্যন্ত জীবিত থকেন।—যে ব্যক্তি, অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না, তাহার মৃত্যু নিকটস্থ জানিবে। জিহ্বাকে অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগকে ধ্রুব, ভ্রূ মধ্যকে বিষ্ণুপদ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডল কহিয়া থাকে।—যাহার নীলাদি বর্ণের এবং কটু, অম্ল, প্রভৃতি রস সকলের যাথার্থ্য অন্যরূপে জ্ঞান হয়, ছয় মাস মধ্যেই মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।—যাহার ছয় মাস মাত্র আয়ুর কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুষ্ক হইতে থাকে, এবং যাহার শুক্র, হস্তের অঙ্গুলী ও নেত্রের কোণ নীলাভ হয়, ছয় মাসের ভিতরই সে যমালয় উপগত হয়।—মৈথুনকালে কিম্বা তাহার পরক্ষণেই যাহার হাঁচি হয়, সে পাঁচ-মাস কাল জীবিত থাকে।—নানা বর্ণের কৃকলাস যাহার মস্তকে অতর্কিতভাবে আসিয়াই চলিয়া যায়, সে ছয় মাস মধ্যে মরিয়া যায়।—যাহার স্নানের পরই বক্ষঃস্থল, পদযুগল ও হস্তদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাসের অধিক বাঁচেনা।—ধূলি বা কর্দ্দমে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডিতভাবে লক্ষিত হয়, তাহার পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আয়ুঃকাল থাকে।—দেহ চঞ্চল না হইলেও যাহার ছায়া চঞ্চল হয়, চারি মাসের ভিতর সে যমদূতের বন্ধনে পতিত হয়।—যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বচ্ছ দর্পণাদিতে নিজ প্রতিবিম্বে মস্তক লক্ষিত না হয়, সে মাস মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।—বুদ্ধিভ্রংশ, বাক্যের স্খলন, আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রেই ইন্দ্রধনু দর্শন, রাত্রিতে দুইটী চন্দ্র, দিবসে দুইটী সূর্য্য ও নক্ষত্র এবং রাত্রিতে নক্ষত্রহীন আকাশ, এক সময়ে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু এবং বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতশিখরে গন্ধর্ব্বনগর ও দিবাভাগে পিশাচদিগের নৃত্য, এই সকল দেখিতে পাইলে শীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যদি একটী চিহ্নও লক্ষিত হয়, তবে মাস মধ্যেই যমালয়ে গমন করিয়া থাকে।—যৎ কর্ত্তৃক, অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণ রুদ্ধ করিয়া কোনরূপ শব্দ শ্রুত না হয়, এবং যে স্থূল থাকিয়াও হঠাৎ কৃশ ও কৃশ থাকিয়া সহসা স্থূল হয়, সে এক মাস মধ্যে মৃত্যুবশে উপনীত হয়।—যে ব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধ্র, শৃগাল, শূকর, খর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শ্যেন পক্ষী, অশ্বতর, বা বকের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাহাদের ভক্ষ্য হয়, সে এক বর্ষ পরেই যমালয় উপগত হয়।—যৎকর্ত্তৃক নিজ পাটলবর্ণ দেহ, গন্ধপুষ্প বা বস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইতেছে লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুঃকাল অষ্টমাস মাত্র

অবশিষ্ট থাকে।—স্বপ্নে যাহার, ধূলি রাশিতে, বল্মীক রাশিতে বা যূপদণ্ডে আরোহণ ঘটিয়া থাকে, তাহার ছয় মাসের অধিক কাল জীবন থাকেনা।—যে আপনাকে স্বপ্নে গর্দ্দভে উঠিতে, তৈল মর্দ্দন করিতে, মুণ্ডিত হইয়া যমালয়ে যাইতেছে দেখে এবং নিজের মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও মস্তকে বা দেহে তৃণ বা কাষ্ঠরাশি অবলোকন করে, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচেনা।—যাহার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া লৌহদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হয়, তাহার তিন মাস মধ্যেই মৃত্যু হয়।—স্বপ্নে যাহাকে কৃষ্ণবর্ণা কুমারী আলিঙ্গন করে, সে মাস মধ্যে যমালয় গমন করে।—স্বপ্নে যে বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, সে পাঁচদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।—কৃপণ ব্যক্তিও অকস্মাৎ দাতা হইলে অথবা দাতা হঠাৎ কৃপণ হইলে, কিম্বা অন্য কোন রূপে স্বভাব সহসা বিকৃত হইলে, শীঘ্রই মরিয়া যায়।"

আসুরীয় ইতিবৃত্তে ব্যক্ত আছে যে (খৃষ্টাব্দের অনুমান ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে) কলির দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে, অন্তঃসত্যের শেষভাগে ভারতবাসীরা অসুরদিগের (পারস্য ভাষায় 'অহুর' সংস্কৃতে 'অসুর'। এ শব্দের ব্যুৎপত্তিই বলবীর্য্যশালী দেব-বিরোধী দুর্দ্দমনীয় মানব,) সহিত হস্তী আরোহণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অতি প্রাচীন কালেও হস্তী, গো, অশ্ব আদি পালন করিতেন এবং তাহাদের চিকিৎসাও জানিতেন। ইহাঁরা পশু-চিকিৎসার জগদ্‌গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কথিত আছে পঞ্জাবস্থ শালিহোত্র নিবাসী এক মহোদয়-কৃত অশ্বরোগ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য অনুবাদ অবলম্বনে পশ্চাতে অপর দেশে অন্যান্য গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাল, একাদশ পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে, (শক পূঃ ৭০৫ বা ৬০৮ হইতে ৬২৮বা ৬২১)। কপিলমুনি ও ধন্বন্তরি, যে বুদ্ধদেবের পশ্চাৎ-কালিক তাহাও এখানে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর, ইহাঁদের ঐতিহাসিক-কাল নিরূপণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী পূর্ব্বোক্ত পরিচয়ানুসারে কপিলমুনি রাজপুত্র ছিলেন। ডাক্তার গাইন্স (Dr. Guignes) দ্বারা অনুবাদিত চীনের ইতিবৃত্তে,—কপিলরাজ অগ্নির নিকট হইতে ভারতের দূত ৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীনে আগমনের কথা উল্লেখ আছে। এ অনুবাদে অগ্নি ইংরেজী অক্ষরে Yuagnai এবং 'কপিল' Kiapili লিখিত আছে। চীনবাসীরা 'কপিল' শব্দ বুদ্ধ-গৌতম-পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী কপিলবাস্তু নগর-বাচক অনুমানে, দূত প্রেরক কপিলকে মগধরাজ জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ বলেন (এল্ ফিঃ ভাঃ ইতিহাস * দেখুন), মগধরাজ পুলোমারীর প্রপিতামহ যজ্ঞশ্রী এই Yuagnai হইবেন। মান্যবর এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব বাহাদুরেরই

---

* "The Chineese annals, translated by Dr. Guynes, notice in A. D. 408, the arrival of Ambassadors from the Indian prince Yuagnai,-king of Kia-pi-li. Kia-pi-li can be no other than Capila, the birth place and Capital of Budha, which the Chineese have put for all Magadha. Yuagnai again bears some resemblance to Yaj-nasri or Yajna, the king actually on the throne of the Andhras at the period referred to. The Andhras

মতে ৪৩৬ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ পুলোমারীর রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণু-পুরাণ অনুসারেও অশুদ্ধ নয়, (চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব আরম্ভ খৃঃ পূঃ ৩১৪ হইতে পুলোমারীর রাজত্ব শেষ ৭৫০ বর্ষ, চ প্রদর্শনী দেখুন)। পুলোমারীর মৃত্যুর কেবল ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রপিতামহ যজ্ঞশ্রী জীবিত থাকা সম্ভব নয়। যজ্ঞশ্রীর ইংরেজী বর্ণবিন্যাসও Yuagnai হইতে পারেনা। অগ্নি 'Yuagnai' এবং কপিল 'Kaipili' ভাষান্তরে নিঃসন্দেহ লিখিত হইতে পারে। পুরাকালে বা এক্ষণে সিংহাসনারোহণ কালে কিম্বা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন, রাজ-দূত অপর রাজ্যে প্রেরিত হওয়া অসম্ভব। কপিলদেবের আশ্রম ভাগীরথী ও সাগরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, এবং ইঁহার পার্শ্বে সগররাজ-সন্তানগণের যজ্ঞীয় অশ্ব রুদ্ধ থাকায় ইঁহার সহিত উক্ত সন্তান-গণের বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে ইনি তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন, তাহাও পুরাণ রামায়ণ আদিতে ব্যক্ত আছে। কপিলমুনি,—কপিলরাজ বা যুবরাজ কপিলের সগরসন্তানদিগকে বিনাশের পূর্ব্ব মন্ত্রণা, ইন্দ্র দ্বারা কপিলদেব—পার্শ্বে যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণ এবং সাগরকূলে নিভৃত স্থানে কপিল দ্বারা সগরসন্তান-গণ-নিধন; এ সমুদয় ঘটনা কপিল রাজের নব রাজ্যাধিকার বা যুবরাজ স্বরূপ রাজ্য বিস্তারের বিশেষ প্রমাণ; অতএব চীন ইতিবৃত্তোক্ত দূত-প্রেরক সাঙ্খ্যকার কপিল ভিন্ন, নিঃসন্দেহ অপর কেহ নন। সম্ভবতঃ ইনি সগররাজ-সন্তানগণকে বিনষ্ট করিয়া, তৎপরে চীনে দূত প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। দূতেরা অবশ্য কপিলরাজ বা যুবরাজ কপিল দ্বারা প্রেরিত বলিয়া চীন সম্রাটের নিকট পরিচয় দিয়া থাকিবেন। এই জন্যই চৈন ইতিহাসে (King of Kiapili) 'কপিল-রাজ' লিখিত আছে, বুঝা যায়। সগর-সন্তানদিগকে সংহার কালে, কপিলরাজ সম্ভবতঃ গার্হস্থ্য আশ্রম একপ্রকার ত্যাগ করতঃ সাগর কূলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন, কিম্বা বাস করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন। হইতেও পারে, সগর-সন্তানগণকে ছলনার্থে সুযোগ অপেক্ষায় তিনি এরূপ জনশূন্য স্থানে তপস্বীর বেশে রহিয়াছিলেন; কিন্তু তদুপযুক্ত বয়স না হইলে তিনি এ উপায় অবলম্বনে সাহসী হইতেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৫০।৫৫ বর্ষ হইয়া থাকিবে, অনুমান হয়। কাশীরাজ ধন্বন্তরিই আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা-পুরাণে প্রকাশ আছে।

" ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোক অনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার প্রথম রত্ন ধন্বন্তরি ছিলেন। বিক্রমাদিত্যকালিক এ ধন্বন্তরি কি পৃথক্ ব্যক্তি? তা নয়; এই কাশীরাজ ধন্বন্তরিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিত্য সম্রাট

end in Pulimat, or Pulomarchi A. D. 436; and from thenceforward the Chronology of Magadha relapses into confusion nearly equal to that before the war of the Mahabharata."

(Elphinstons History of India.)

ছিলেন, কাশীরাজ্য ক্ষুদ্র ছিল, ইহার অধিপতি ও তৎপুত্রের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত সখ্য থাকা এবং ঐ সম্রাট সভার সভ্যরূপে রাজকার্য্য শিক্ষা করা কিম্বা ঐ সভাস্থ রত্ন মধ্যে গণ্য হওয়া অসম্ভব নয়। ফল কথা বিক্রমাদিত্য মহাযোদ্ধা ছিলেন, তিনি এই অদ্বিতীয় চিকিৎসক ধন্বন্তরির অমূল্য সাহায্যে যে বহু সখ্যক বলিষ্ঠ সৈন্য রক্ষা করতঃ মহা প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য' আখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। অমরকোষ নামক প্রাচীন পদ্য অভিধান প্রণেতা অমরসিংহ এই ধন্বন্তরির পরবর্ত্তী; ইনি বিক্রমাদিত্যের সভার তৃতীয় রত্ন ছিলেন। ইতিহাসলেখকেরা অবধারিত করিয়াছেন, যে এই অমরসিংহের দ্বারা ৫০০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ গয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধন্বন্তরি যে অমরসিংহের 'পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন তাহা অমরকোষের পঞ্চস্তবক-বিশিষ্ট ' বনৌষধি বর্গ ' দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। সাগর মন্থনে ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদ ও কমণ্ডলু হস্তে উত্থান বৃত্তান্তেও বুঝা যায় যে, ইনি উল্লিখিত রত্নগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ও প্রথম ছিলেন। ইহাও পণ্ডিত মহোদয়েরা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে ' সংবৎ—অব্দ ' যাহা ' বিক্রম-সম্বৎ ' নামে এক্ষণে সমগ্র ভারতে প্রচলিত আছে, তাহা মালবী অব্দ। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৯০ সম্বতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যে উহা প্রচালিত হইয়াছিল। এই সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা নির্ব্বিবাদে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিক্রম-সম্বৎ প্রচলনের প্রাক্কালে অন্ততঃ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৮৯-৯০ সম্বতে ধন্বন্তরির দেহ অবসান হইয়াছিল, এবং তিনি দীর্ঘজীবীও ছিলেন, নচেৎ পুরাণকার এত প্রাচীন বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিতেন না। এবম্প্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে যে কাশীরাজ ধন্বন্তরি অনুমান ৪৪২, ৪৩ খৃষ্টাব্দে বা ৪৯৯, ৫০০ সম্বতে বা ৩৬৪, ৬৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ন্যূনাধিক ৮৫, ৮৭ বর্ষ ধন্বন্তরির জন্মের পূর্ব্বে অনুমান ৩৫৫-৫৮ খৃষ্টাব্দে বা ২৭৭—৮২ শকে, তাঁহার খুল্ল-প্রপিতামহ কপিলদেব যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রত্যয় জনক প্রমাণ, পুরাণে ও দেশীয় এবং বিদেশীয় ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় নয়শত বর্ষ পরে, ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ইনি মগধরাজ পুলোমারীর রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভারত সন্তান বুদ্ধ-গৌতম জগতের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক বা আদি জগদ্গুরু ছিলেন। কপিল তাঁহার পরবর্ত্তী জগন্মান্য অদ্বিতীয় দর্শনকার। ইনি অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃপুরুষ সগর—সন্তানদিগের সমকালিক ছিলেন। রোমরাজ্য পতনের পঞ্চাশ বর্ষাধিক পূর্ব্বেই ইহাঁর দেহাবসান হইয়া থাকিবে।

কপিলমুনির ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদি গ্রন্থকার ধন্বন্তরিও দ্বা—পরের বা অন্তস্ত্রেতার শেষ ভাগের। ইনি রোমরাজ্য পতনের সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে, ধন্বন্তরি খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রায় সমুদয় পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহোদয়দিগের এই প্রকার সংস্কার থাকিতে পারে। ইহার কারণ ইঁহারা জ্যোতিষিক বা দৈব যুগের অন্তর্যুগ এবং কলির অন্তর্যুগ চতুষ্টয়ের প্রভেদ

ও পৃথক্ পরিমাণ নির্ণয়ার্থে যত্নবান্ হয়েন নাই। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলি পাঠে এ বিষয়ের সমস্ত সংশয় দূর হইবে ভরসা হয়।

পুরাণজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয় দিগের অবিদিত নাই বলা যাইতে পারে যে, মগধরাজ মহাপদ্মনন্দের ৫০০ বা ৬০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বের অর্থাৎ কলির অন্তঃসত্যের ও অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বার্দ্ধমধ্যের কোন প্রকৃত বংশাবলী পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয় না; হওয়াও সম্ভব নয়; যেহেতু তৎপূর্ব্বে জগতের কোন স্থানে অঙ্ক-লিখনের বা অঙ্ক-বিস্তার সৃজন হওয়ার কিম্বা কালগণনোপযোগী কোন প্রকার বর্ষাব্দ প্রচলিত থাকার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না;-৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন।

আয়ুর বংশোদ্ভব দুই ভ্রাতা নহুষ ও অনেনা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের উৎপত্তি; চ প্রদর্শনী দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে,---

মগধ-রাজ (সুনীক-পুত্র) প্রদ্যোতের ও তাঁহার অধস্তন ৪ পুরুষের রাজত্ব (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পদ্যানুবাদ অনুসারে ১২৮ বর্ষ, কিন্তু শ্রীধর-স্বামীর টীকা সহ সংস্কৃত মূলানুযায়ী)	১৩৮ বর্ষ
তন্নিম্নস্থ (শিশুনাগ অজাতশত্রু আদি মহানন্দি পর্য্যন্ত) ১০ পুরুষের আধিপত্য	৩৬২ ,,
প্রদ্যোত হইতে ১৫ পুরুষের রাজত্বের সাকল্য	৫০০ ,,
তৎপরে মহাপদ্মনন্দের অধিকার আরম্ভ খৃঃ পূঃ (৪০০ বা)	৪১৫ ,,
প্রদ্যোতের মগধ সিংহাসনারোহণ খৃষ্টাব্দের	৯১৫ ,,

মাত্র পূর্ব্বে হয়।

মগধরাজ অজাতশত্রুর ও গৌতম-বুদ্ধের সমকালিক (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর) প্রসেন-জিৎ অনেনা-বংশীয় ত্রয়োদশ পুরুষ; অতএব অনেনা খৃষ্টাব্দের ৯১৫ অন্ততঃ ১০০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বের কখনই হইতে পারেন না। অনেনার পূর্ব্ব-পুরুষ আয়ুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল ব্যাখ্যা দেখুন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণকর্তৃক
সম্পাদিত 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত।

'প্রাচীনকালের ধর্ম্মনীতি বংশাভিধান ও অন্যান্য বিষয়ের পরস্পর সৌসাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, হিন্দু, চীন, তাতার ও মোগলজাতি এক বংশতরুর ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র।

তাতারীয়দিগের গোত্রপতির নাম মোগল। তাঁহার পুত্র অগুজই উক্ত প্রদেশস্থ তাতার ও মোগলজাতির প্রতিষ্ঠাতা। অগুজের ছয় পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কায়ন দ্বিতীয় আয়ু।

অগ্‌জের ছয় পুত্র হইতে তাতারদিগের ছয়টী রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তাতারেরা আয়ুকেই আপনাদের গোত্রপতি বলিয়া জানে। (হিন্দুমতেও প্রথমতঃ দুইটী রাজবংশ;—চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ, এই দুই বংশই কালে চারিটী, তৎপরে ছত্রিশটী রাজবংশে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণেও চারিজন আয়ুর নামোল্লেখ আছে।)

আয়ুর পুত্র জুলদাস; জুলদাসের পুত্র হুয়। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণে যে হৈহয়ের নামোল্লেখ আছে, সেই হৈহয় ও হুয় যে এক ব্যক্তি, যুক্তি দ্বারা অনেকস্থলেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই হুয় হইতে প্রথম চৈন রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তাতার গোত্রপতি আয়ুর ৯ম বংশধর এলখার দুই পুত্র; কৈয়ান ও নাগস। কালসহকারে ইহাদিগের বংশধরগণ দ্বারাই তাতার প্রদেশ সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, নাগসই পুরাণোক্ত নাগ ও তক্ষকজাতীয়দিগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

পুরাণে বর্ণিত আছে, বৈবস্বতমনুর কন্যা ইলা কোন সময়ে উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, বুধ তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া সেই উদ্যানেই তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়।

চীনরাজ য়ুর (আয়ুর) জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কোন গ্রহ (বুধ বা ফো) যদৃচ্ছাবশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, অকস্মাৎ একটী রূপবতী রমণী তাহার নেত্রপথে নিপতিত হয়, গ্রহরাজ বলপূর্ব্বক সেই রমণীতে উপগত হইলেন; সেই গর্ভেই য়ু নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। য়ু চীনকে নয়ভাগে বিভক্ত করেন। খৃষ্টের ২২০৭ বৎসর * পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহা দ্বারাই এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল যে, তাতারীয় আয়ু চৈন য়ু এবং পৌরাণিক আয়ু এই তিনজনই এক ব্যক্তি।

এই কলির ১১৯৬৮৪০০০ বর্ষ আগে বৈবস্বত মনুর অধিকার আরম্ভ হইয়াছে; ৮ম পরিচ্ছেদ ('কপিল পূর্ব্ব বৃত্তান্তের বিবরণ') দেখুন। ভারত পুরাণানুসারে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা তৎপুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র আয়ু। এই আয়ু হইতে উৎপন্ন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ প্রবর্ত্তক নহুষ ও অনেনাই যখন খৃষ্টাব্দের ৯০০ বা ১০০০ বর্ষাধিক অগ্রের নন এবং অনেনার নিম্নস্থ ত্রয়োদশ বংশীয় প্রসেনজিতও যখন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীর ছিলেন, তখন প্রসেনজিতের অধস্তন একবিংশ বংশীয় সগর-সন্তাননিধনকারী সাঙ্খ্যকার কপিলদেবের (চ প্রদর্শনী দেখুন) ভ্রাতৃ প্রপৌত্র ধন্বন্তরি কি খৃঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন? কখনই না। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হওয়া নিশ্চিতই সম্ভব নয়।

---

* চৈন মতে য়ু (বা আয়ু) কলির ১০ম শতাব্দীতে অর্থাৎ অষ্টঃসত্ত্যের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর
সহায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণোক্ত ত্রেতার বা অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের, বশিষ্ঠদেবের ও তৎপ্রপৌত্র বেদব্যাসের, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম-দেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবধূরগর্ভে বেদব্যাস দ্বারা উৎপাদিত সন্তান পাণ্ডুর ও পাণ্ডবদিগের এবং দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক কাল অনুসন্ধান।

[ভারতবর্ষ নাম কত পুরাতন? 'হিন্দি' ভাষা ও 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার কথন হইতে আরম্ভ? বিক্রমাদিত্যকালিক অমরসিংহের পূর্ব্বে কি বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কথন হইয়াছিল এবং তাহার জ্যোতিষিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা অপর প্রমাণ কি? কৌরবের যুদ্ধ কি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নয়? তবে সে পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ? শ্রীকৃষ্ণ কে, এবং তিনি কথন বর্ত্তমান ছিলেন? তাহার প্রমাণ কি? হিন্দু-ধর্ম্মের উদয় এবং বর্ণপ্রভেদ কথন হইতে? শ্রীরামচন্দ্র কে এবং তিনি কথন বর্ত্তমান ছিলেন? তাহার প্রমাণ কি?]

পুরাণানুসারে সমুদ্রের উত্তর হিমালয়ের দক্ষিণদেশ স্বায়ম্ভুবমনুর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র ভরতের * অধিকার ছিল, তদ্ধেতু এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। শ্বেতবরাহ কল্পের ১৯৭২৯৪৪০০০ বর্ষ

---

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে সঙ্কলিত ভরতের পরিচয়—

স্বায়ম্ভুব-মনু
প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ
ধ্রুব, উত্তম। } (১ম অংশ ১১শ অধ্যায়)

অগ্নীধ্র, মেধাতিথি আদি ১০ পুত্র; তন্মধ্যে ৩ পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই।
(জম্বুদ্বীপাধিপতি হন।) (প্লক্ষদ্বীপাধিপতি হন)

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নাভি (হিমগিরি দক্ষিণাংশের অধীশ্বর। ইঁহা হইতে নাভিবর্ষ নাম।)
ঋষভ
ভরত
(ইনি রাজ্য পাওয়ায় ভারতবর্ষ নাম।)

কিম্পুরুষ, (হেমকূট-"দক্ষিণ ঈশ্বর"। ইঁহা হইতে কিম্পুরুষবর্ষ নাম।)

হরিবর্ষ (নিষধের দক্ষিণ অংশাধিপতি। ইঁহা হইতে হরিবর্ষ নাম।)

ইলাবৃত আদি ৯ পুত্র (সুমেরুর অধীশ্বর। ইঁহা হইতে ইলাবৃতবর্ষ নাম।)

(২য় অংশ ১ম অধ্যায়)

গতে এই কলিযুগ আরম্ভ, ঐ কল্পের প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সন্ধ্যাসহ ৩০৮৪৪৮০০০ বর্ষ ছিল; অতএব প্রায় (১৯৭২৯৪৪০০০ বিযুক্ত ৩০৮৪৪৮০০ = ১৬৬৪৪৯৬০০০) ১শত সার্দ্ধষট্‌ষষ্টি কোটী বর্ষ বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরই শেষ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুরাণোক্তির মর্ম্ম এই হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এ দেশের পুরাতন নাম। দেখা যাউক, এ নামটী কত পুরাতন। ভারতবাসীরা শৌর্য্য, বীর্য্য, ধনৈশ্বর্য্য, বিদ্যা ও বিদ্যানুশীলন, জ্ঞান ও জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম-ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মপ্রচার এবং এবম্বিধ নানা সদ্গুণের প্রভাবে যে অতি পূর্ব্বকালাবধি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন, তাহা পারস্য, ইব্রীয়, গ্রীস, মিসর আদি দেশের প্রাচীন গ্রন্থে প্রকাশ আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকানুসারে ভূসৃষ্টির কিছুকাল পরে, কলির ৭৫৪ বর্ষে অর্থাৎ অন্তঃসত্যের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে, আদি—মানব আদম-বংশীয় ১০ম পুরুষ নোহের সময়ে জলপ্লাবন হইয়াছিল। এই নোহের পৌত্র অসুর-বংশীয়েরা (Assyrians) (প্রাচীন ইতিহাস লেখকদিগের মতে অনুমান খৃঃ পূঃ ২০০০) কলির অন্তঃসত্যের পরার্দ্ধ মধ্যে ভারত অধিকারার্থে আগমন করিয়া যুদ্ধে পরাভূত হওতঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। মিসর দেশীয় পুরাবৃত্ত অনুসারে (খৃঃ পূঃ অনুমান ১৩০০) কলির (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে) অন্তর্দ্বাপরের প্রথমাংশে মিসর-রাজ দ্বিতীয় রেমিসেস্ (বা Sesostris) তাঁহার অধিকার বিস্তারার্থে ভারতে আসিয়াছিলেন। (অনুমান খৃঃ পূঃ ৯৬৪) কলির দ্বাবিংশ শতাব্দীতে অন্তর্দ্বাপরের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে নোহ-বংশীয় শলোমনের দ্বারা দেবমন্দির নির্ম্মাণার্থে ভারত হইতে বহু দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষ ভাগে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে) ভারত-সন্তান জগদ্বিখ্যাত গৌতম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। পশ্চাতে, ভারতের চতুর্দ্দিকে-পশ্চিমে, উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণস্থ দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র আসিয়ায় এবং মিসরেও ঐ ধর্ম্মের প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। কলির অন্তস্ত্রেতার প্রথম অংশে (খৃঃ পূঃ ৩২৭) গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত বিজয়ার্থে আসিয়া পুরুর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকোক্ত জলপ্লাবনের কিয়ৎকাল পশ্চাৎ অবধি এ দেশ সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। এমত অবস্থায় প্রাচীন পারসীক বা জেন্দ ভাষায়, ইব্রীয় ভাষায় কিম্বা গ্রীক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে এ দেশের 'ভারতবর্ষ' নাম উক্ত নাই কেন ? মুসলমানদিগের দ্বারা লিখিত ইতিহাস বা অপর গ্রন্থেও এ নাম নাই। 'হুনদ্' 'হিন্দুস' বা 'হিন্দ্', যাহা হইতে এ দেশের নাম জর্ম্মান, লাটিন ও ইউরোপীয় অপর ভাষায় 'ইন্দস', বা 'ইন্দুইস', এবং ইংরেজীতে (India) ইণ্ডিয়া হইয়াছে, তাহাই প্রায় সকল বিদেশীয় পুরাতন গ্রন্থে উক্ত আছে। ইহাতে কি বুঝা যাইবে যে 'হিন্দ্'ই এ দেশের প্রকৃত নাম ? তা নয়। এক নদীর নামওত এক স্থানে এক, অন্য স্থানে অপর, হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গবাসীরাও হিন্দীভাষীদিগকে 'হিন্দুস্থানী' বলিয়া থাকেন। 'হিন্দ্' দেশে ব্যবহৃত ভাষার নাম 'হিন্দী' এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্থান-বাসীদের নাম 'হিন্দুস্থানী' হইতে পারে, কিন্তু 'হিন্দ্' 'হিন্দী' বা 'হিন্দু' শব্দ, বেদ, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ আদি কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্টি-গোচর হয়না। 'হিন্দ্' শব্দ সংস্কৃত নয়, বিদেশীয়; হিন্দী ভাষাও আধুনিক, মুসলমানদিগের ভারতে আধিপত্যের পূর্ব্বে ছিলনা; 'হিন্দ্' হইতে উৎপন্ন হিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্থান বা হিন্দুস্থানী

ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলিও তদ্রূপ; সংস্কৃত পুরাতন গ্রন্থে ব্যবহৃত হইবার কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা বিবেচনা করেন যে,—ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থিত সিন্ধু-নদ যাহা ভাষান্তরে হিন্দু বা ইন্দুস্ [Indus] হইয়াছে, তাহা হইতেই হিন্দ বা ইণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি। যদিচ সমুদ্র-মার্গ যতদিন বিশেষরূপে পরিচিত ছিল না, ততদিন মিসর, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই সিন্ধু নদের সম্মুখে উপনীত হইতে হইত; * তথাচ সেই নদের নামে তৎপার্শ্বস্থ সমস্ত দেশ আখ্যাত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দু নামের উৎপত্তি ও অর্থ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, সিন্ধু-নদের পশ্চিম গান্ধার (কান্দাহার) আদি প্রদেশ সহ ভারতের উত্তর পশ্চিম খণ্ড, যাহা আর্য্য-দিগের আদিম বাসস্থান ছিল প্রবাদ আছে, কেবল সেই আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তই অতি প্রাচীন কালে আসিয়ার অন্য স্থানে ইউরোপে বা মিসরে 'হিন্দ' নামে খ্যাত ছিল। অমরকোষ অভিধানানুসারে 'আর্য্য' অর্থে ("মহাকুল-কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন সাধবঃ") মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন, সাধু। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উক্ত আছে,—

"হিন্দুদিগের নব্যতর গ্রন্থানুসারে 'আর্য্য' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, মান্য ও সৎকুলোদ্ভব"।.........

"অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য। সুতরাং এক-কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত আর্য্যবংশীয়েরাই অর্থাৎ আর্য্যকুলোৎপন্ন অধিকাংশ লোকেই, 'অর্য্য' নাম ধারণ করিত। হয়ত, 'অর্য্য' শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষিকার্য্য বৈশ্যদিগের একটী প্রধান বৃত্তি। ল্যাটিন, গ্রীক, এঙ্গলোসেক্সন্, ইংরেজী, রুশ, আইরিশ্, কর্ণিশ, ওএল্স, প্রাচীন নর্স, লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষায় "হল" ও "কৃষিবাচক" কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা 'অর ধাতু' হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ 'অর' ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আর্য্যেরা একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহারা 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' বা তদনুরূপ অন্য কোন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল 'অর' ধাতুর উল্লেখ নাই, [সংস্কৃত ভাষার 'ঋ' ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে] কিন্তু অন্য অন্য অধিকাংশ আর্য্য ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হল বাচক শব্দের পর্য্যালোচনা দ্বারা ঐ ধাতুটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* "এই পর্য্যন্ত যে কোন জাতি ভারতবর্ষে আধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্থলপথে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের পশ্চিমাংশবাসী জাতিগণ জলপথে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য, দ্বিতীয় দেশাধিকার। পোর্ত্তুগালের অধিবাসীরা, সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন; ইঁহাদিগকে পোর্ত্তুগীজ কহিত। ইঁহারাই ফিরিঙ্গী নামে ভারতবর্ষে অভিহিত"।

"বাস্কোডিগামা নামক পোর্ত্তুগালের একজন সুবিখ্যাত নাবিক ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া নির্ভীকচিত্তে ভারত মহাসাগরের অগাধ জলরাশি অতিক্রম করতঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী কালিকট নগরে উপস্থিত হন"।

পারসীকদিগের অবঁস্তা নামক প্রাচীন শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক সাধারণ এই দুই অর্থে প্রয়োজিত আছে। পারসীকদিগের আদিম স্থানের নাম ঐর্য্যনম্বঁ এজো অর্থাৎ আর্য্যবীজ। তাঁহারা ঐ মূল স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া বাস করেন। তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অবঁস্তায় তাহা ঐর্য্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো ঐ সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী আর কতকগুলি স্থানকে একত্র আরিআনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিরোডোটস্ (VII 62) মীডদেশীয়দিগকে আরিআই এবং তাহার পূর্ব্বে হেলেনিকস্ পারসীক দেশকে আরিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কীলরূপা শিলালিপিতে পারসীক সম্রাট দরায়ুষের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়চিত্র (অর্থাৎ আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়) এই দুই বিশেষণ সংযোজিত আছে। পুরাকালীন পারসীক-দিগের প্রধান দেবতার নাম অহুরমজ্দ্ ছিল। তিনি অন্য এক শিলালিপিতে আর্য্যদিগের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পারসীক দেশের অধুনাতন নাম ইরান্ ঐ অরিয় শব্দেরই বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রাজ্যের পারসীক ভূপতিরা অনেকে আপনাদিগকে ইরান্ বা অনিরান্ অর্থাৎ আর্য্য বা অনার্য্য উভয় জাতীয় লোকদিগের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন পারসীকদিগের অনেকানেক নাম 'অরিয়' শব্দ-সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ দরায়ুষের প্রপিতামহের নাম অরিয়ারাম্।

আর্ম্মাণি-ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও সাহসিক। ককেসস্ পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি আর্য্যবংশীয় লোক বাস করে, তাহাদের জাতীয় নাম আয়রন্।

আর্য্যবংশীয়গণ প্রথমে আসিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি খোরাসান্ ও রুষদেশ দিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থ্রেসদেশে গমন করা সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া। আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্‌ট্ জাতীয়েরা আর্য্যবংশীয়দিগেরই একটী প্রাচীন শাখা বিশেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর বা এরি। উহারা প্রাচীন নর্স ভাষায় 'ঈরার্' এবং এঙ্গ্‌লোসেকসন্ ভাষায় 'ইরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বতন নাম ঈরিউ। অতএব আর্য্যদিগের আর্য্য নামের একটী পুরাতন রূপ আয়র্লণ্ডদ্বীপের প্রসিদ্ধ নামে লক্ষিত হইতেছে এ কথা অসম্ভব নহে। (Lectures on the Science of Language by Maxmuller.)"

" বেদসংহিতায়—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক মাত্রেই 'আর্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।"
" ঋগ্বেদে আর্য্য ও দস্যু শব্দ যেরূপ স্থলে ও যেরূপ অর্থে লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আর্য্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতি প্রতিপাদকই বোধ হয়।"

" মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

" আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ "

(মনুসংহিতা ২য় অঃ ॥)

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃ-সীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন। "

অমরকোষ মতে " (আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।) বিন্ধ্য এবং হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের স্থান ছিল। " পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, (" সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ") সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান 'ব্রহ্মাবর্ত্ত;'-কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন এই চারি প্রদেশ 'ব্রহ্মর্ষি দেশ;' পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে প্রয়াগ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, এই চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান 'মধ্যদেশ' অমরকোষে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বা 'ব্রহ্মর্ষি-দেশ' নাই; কিন্তু শরাবতী বা সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নাম 'উদীচ্য' ও ঐ নদীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকস্থ স্থানের নাম 'প্রাচ্য' এবং 'মধ্যদেশ'ও উক্ত আছে। প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃত বিবিধ বচন দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে এ সকল প্রদেশ আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্গত ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র* ছ প্রদর্শনীরূপে প্রকটিত হইল। এই আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণই শৌর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা ও জ্ঞানসম্পন্ন হওতঃ ভারতের তিলক স্বরূপ ছিলেন। বুদ্ধদেব, পরশু, মহাপদ্ম-নন্দ, চাণক্য, অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি সকলেই আর্য্যাবর্ত্তের ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের সহিতই যে পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের যথেষ্ট পরিচয় বা সংস্রব ছিল, ভারতের অন্য স্থানের সহিত তাহাদের তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না, তৎপক্ষে উপযুক্ত ঐতিহাসিক ও অপর প্রমাণের অভাব নাই। অতএব অসুরগণের ভারত হইতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পূর্ব্বেই কেবল আর্য্যাবর্ত্তের বিদেশীয় নাম হন্দ্ বা হিন্দ্ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; যেহেতু আসুরীয়-রাজ্ঞী আর্য্যাবর্ত্তের

---

* অনুমতিপত্র।

SANSKRIT COLLEGE,
the 16th December, 1907.

My dear Sir,

I believe I have already written to your friend giving him permission to use my Map of Aryavarta for his purpose. If he has not got my letter kindly tell him that I have absolutely no objection to his using my Map. He should not use it as his own Map, he may have all the credit for the corrections he makes.

Yours Sincerely,
(Sd) HARAPRASAD SASTRI.

ঐশ্বর্য্যের প্রবাদ না শুনিলে এ দেশ জয়ের সঙ্কল্প করিতেন না। ঐ ঘটনা খৃষ্টীয় আদি-ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ী গণনায় যীশুখৃষ্টের ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে হয়, (Peter Parley's universal history দেখুন); কিন্তু উক্ত গণনা শুদ্ধ না হইলেও অন্ততঃ কলির অন্তঃসত্যের শেষভাগে আর্য্যাবর্ত্তের এ নাম নিশ্চয় হইয়াছিল, বলিতে হইবে। পশ্চাতে গ্রীসদেশীয় নৃপতি আলেকজাণ্ডারের এ দেশে আগমনের কিছুদিন পরে, যখন আর্য্যাবর্ত্তের মৌর্য্যরাজগণের সহিত গ্রীসদেশীয়দিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয়েরা এ দেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে এক পণ্ডিতও ইতিমধ্যে মগধরাজধানীতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রীক ভাষায় একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছিলেন। ১ম মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩১৭।১৫) হইতে শেষ মৌর্য্য বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণানুসারে ১৩৭ বর্ষ (খৃঃ পূঃ ১৭৭) মধ্যে, প্রায় সমস্ত ভারত একই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ভারতস্থ অপর কোন প্রদেশ পৃথক্‌ভাবাপন্ন ছিল না; সেই কারণে বিদেশীয়দিগের নিকট তদবধি (অনুমান খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে) সমগ্র ভারত আর্য্যাবর্ত্তেরই প্রাচীন 'হিন্দ্' নামে পরিচিত রহিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের আদিম 'আর্য্যধর্ম্ম' ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ পৌরাণিক অবস্থায় পরিণত হওতঃ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবার প্রাক্কালেই ঐ ধর্ম্মাবলম্বীগণ হিন্দু * নামে বিদেশীয়দিগের দ্বারা আখ্যাত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। স্বদেশেও ঐ নাম তদবধি গৃহীত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা পারসী আরবী ও মধ্য আসিয়াস্থ শক-হূন-প্রভৃতি জাতীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইলে, (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয়ের ইতিহাসানুসারে 'খৃষ্টের দশম ও একাদশ † শতাব্দীতে') ঐ মিশ্রিত ভাষাও 'হিন্দুই' বা 'হিন্দী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানী শব্দের ব্যবহার ইহার পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। এ সকল নাম বিদেশীয় শব্দোৎপন্ন। 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ' নাম অবশ্য স্বদেশীয়, কিন্তু কখন হইতে হইয়াছে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শক পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় পণ্ডিত কৃত্তিবাস কৃত প্রাচীন পদ্য রামায়ণে উক্ত আছে 'শতাবর্ত্তের পরে আর্য্যাবর্ত্ত, তৎপশ্চাতে ভরত সূর্য্যবংশাবতংস ছিলেন'। রামায়ণের আধুনিক অনুবাদে শতাবর্ত্ত স্থলে সুসন্ধি ও আর্য্যাবর্ত্ত স্থানে ধ্রুবসন্ধি আছে। ধ্রুবসন্ধি ও আর্য্যাবর্ত্ত একই।

---

* প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে উদ্ধৃতঃ—"হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতি-পূর্ব্বে আবস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এ শব্দটী সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ, সংস্কৃত 'সপ্তসিন্ধু' ও আবস্তিক, 'হপ্তহেন্দু' শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক 'হেন্দু' শব্দ সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারস্য দেশের কীলকরূপা শিলালিপিতে উহা 'হিদুস' বলিয়া লিখিত আছে। গ্রীকেরা হিন্দুইস শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকে। তন্ত্র বিশেষে হিন্দু শব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দু শব্দ নয়, এই অনুক্ত তন্ত্রবচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।" অথ "জাতি বিশেষ হিঁদু।"

† অনুমান হয় খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতেই 'হিন্দী' কথিত ভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়া থাকিবে; নচেৎ ৮ম শতাব্দীর ৺বাপ্পাদিত্যের 'হিন্দু সূর্য্য' 'হিন্দু মুকুট' ও 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' উপাধি হইত না।

উক্ত পদ্য রামায়ণানুসারে চন্দ্রবংশীয় জনকরাজের পূর্ব্ব পুরুষগণও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উদ্ভব। উহাতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে মহাভারত উক্ত চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত–পুত্র ও রামায়ণোক্ত আর্য্যাবর্ত্ত–পুত্র ভরত একই। রামায়ণে ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের বংশ-বিবরণ নাই। বিষ্ণুপুরাণে সুসন্ধির ও ধ্রুবসন্ধি বা তৎপুত্র ভরতের নাম নাই, কিন্তু প্রসেনজিতের বংশোদ্ভব যে শ্রীরামচন্দ্র, এবং প্রসেন-জিতের পিতৃ-পুরুষ যে শ্রাবস্ত যাঁহা হইতে শ্রাবস্তীনগর; তাহা স্পষ্ট উক্ত আছে। এই প্রসেন-জিৎ যে অন্তত্রেতা ও অন্তর্দ্বাপরের সন্ধিকালে (অনুমান খৃঃ পূঃ ৫২৫-৫০০, সম্বৎ পূঃ ৪৬৮-৪৪৩, শক পূঃ ৬০৩–৫৭৮ মধ্যে) বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় ভরত দুষ্মন্তরাজার পুত্র। 'দুষ্মন্ত' নামের ব্যাখ্যা,-যিনি "অকারণে শকুন্তলাকে নিরাকরণ করাতে আপনাকে দোষী বোধ করিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে নিরাকরণের পর কি এ রাজার নামকরণ হইয়াছিল? আগে কি তাঁহার কোন নাম ছিল না? আবার চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ভরত প্রকৃত এবং একই হইলে তিনি যে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর ছিলেন তাহাওত পুরাণে স্পষ্ট প্রকাশ নাই। রামায়ণ মহাভারতেও ভরতের রাজ্য বা জন্ম সম্বন্ধে এমত কোন বিবরণ নাই যদ্দ্বারা তাঁহার অধিকারের আয়তন বা তাঁহার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পদ্য রামায়ণ কিন্তু অমৌ-লিক নয়, নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তও যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, ভারতস্থ আর্য্যদিগের নিবাস স্থান মাত্র, তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ অমরকোষ আদি নানা গ্রন্থ হইতে অগ্রেই উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুবমনু হইতে উৎপন্ন 'সূর্য্য' ও 'চন্দ্র' উভয় কুলতিলক ভরত রাজকে ব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্টদেবের সমকালিক বাল্মীকি যে 'আর্য্যাবর্ত্ত'-পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়া-ছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। বৃহৎ অমরকোষে 'শতাবর্ত্ত' শব্দ নাই, 'ভারতবর্ষ' আছে বটে, কিন্তু পুরাণোক্ত 'জম্বুদ্বীপের ৯ম বর্ষ' কিম্বা 'ভরতরাজাধিকৃত ভূভাগ' বলিয়া উল্লিখিত নাই; যথা—("জগতী লোকঃ পিষ্টপং ভুবনং জগৎ। লোকোঽয়ং ভারতং বর্ষং॥") 'জগতী, লোক, পিষ্টপ, ভুবন',-জগৎবাচক শব্দ, এবং লোকের বা জগতের এক খণ্ডের নাম 'ভারতবর্ষ'। 'বর্ষ' বাচক শব্দ অমরকোষে এক স্থানে কেবল ("বৃষ্টির্বর্ষং") বৃষ্টি; অপর স্থানে ("সাদবৃষ্টৌ লোকধাত্বংশে বৎসরে বর্ষমস্ত্রিয়াং") 'বৃষ্টি, লোক বা জগতের অংশ ও বৎসর,' আছে। এই প্রাচীন অভিধানানুসারে ("শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবা কৃশাশ্বিনঃ। ভরতা ইত্যপি নটাশ্চা-রণাস্তু কুশীলবাঃ।") 'ভরত' নট বাচক শব্দ; ভারতাধিপতি নন, এবং নট বিশেষের নাম "চারণ, কুশীলব (পুং)"। ইহাও জিজ্ঞাস্য যে ভরত-অধিকৃত স্থানের নাম,-'কুরুবর্ষ', 'নাভিবর্ষ', ইত্যাদি সদৃশ 'ভরতবর্ষ' না হইয়া ভারতবর্ষ হইল কেন? কিন্তু 'ভরতকে দত্ত' ইত্যর্থে 'ভারত',-এই পুরাণ ব্যাখ্যার দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়; কিম্বা ভারত নামক ভূখণ্ড অর্থে ভারতবর্ষ হইয়া থাকিবে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, বেদে যেমন 'আর্য্য' সম্বোধনবাক্য, মহাভারতে 'ভারত' তদ্রূপ। 'আর্য্য' স্থলে 'ভারত' শব্দের ব্যবহার পশ্চাতে আরম্ভ হইয়াছে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; অতএব আর্য্য-ভূমি 'আর্য্যাবর্ত্তের' পরে ভিন্ন, পূর্ব্বে ভারত-ভূমি 'ভারতবর্ষ' নাম ছিল না। আবার বেদব্যাস যখন নিজ গ্রন্থের নাম 'মহাভারত' রাখিয়াছেন এবং প্রাচীন অভিধান

অমরকোষেও যখন ঐ নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর (যদর্থে 'ভরত' আর্য্যাবর্ত্ত-সন্তান রূপে উক্ত হইয়াছেন) প্রায় সমস্ত ভারত অধিকার করার পর, অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত ভারতস্থ অপর প্রদেশ একরাজ্যভুক্ত বা একত্রিত ও একভাবাপন্ন হওয়ার পর, যে সমগ্র ভারতের এক-নাম হইয়াছে তৎপূর্ব্বে হয় নাই, হওয়াও অসম্ভব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন ভারতস্থ প্রদেশ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও পৃথক্ পৃথক্ রাজা ছিল, সমগ্র দেশ এক রাজ্যভুক্ত বা একভাবাপন্ন ছিল না, তখন সে সকল প্রদেশ এক-দেশ রূপে একনামে খ্যাত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিহাস দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, "খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে (আর্য্যাবর্ত্তাধিপতি) অন্ধ্রগণই হিন্দু-জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতম অংশ প্রায় সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত ছিল"। অন্ধ্রবংশীয় পুলোমা পুলোমারী মগধের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন *। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে, সূর্য্যবংশীয় ভরত-পৌত্র সগর রাজের সন্তানগণ-নিহন্তা কপিল পুলোমারীর রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন। এই কপিল চন্দ্রবংশীয় ভরতের অতি-বৃদ্ধপ্রপৌত্র। বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী গণনায় পুলোমারীর দেহাবসান ৪৩৬ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল (চ প্রদর্শনী দেখুন)। অতএব আর্য্যাবর্ত্তের সন্তানরূপে বর্ণিত ভরত যিনিই হউন পুরাণানুসারে ইনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব নয়। আর্য্যাবর্ত্তের যে পরাক্রান্ত নৃপতির অধিকার কালে প্রায় সমগ্র ভারত একদেশ-সদৃশ একভাবাপন্ন ছিল, অনুমান হয়,-তাঁহারই পুরাণকল্পিত নাম ভরত, এবং তদবধি এ দেশের সর্ব্বদেশীয় নাম 'ভারত' বা 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে।

এক্ষণে, বেদবিভাগকর্ত্তা-মহাভারতকার-বেদব্যাস যখন এই ভরতের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র সম্বৎ ৪র্থ শতাব্দীর কপিলমুনি কৃত সাংখ্য হইতে উৎপন্ন সাংখ্যযোগানুগামী ছিলেন, নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি যে খৃষ্টাব্দের ৫ম শতাব্দীর পরে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বেদব্যাস যে সম্বৎ ৫ম শতাব্দীর ধন্বন্তরির কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী অমরসিংহেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অমরকোষেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরসিংহ লিখিয়া গিয়াছেন, যাবতীয় গ্রন্থ ও তন্নামাঙ্কিত শব্দসকলের ব্যুৎপত্তি বোধক অর্থ তাঁহার কৃত 'অর্থ চন্দ্রিকায়' সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ 'অভিধান' যে পশ্চাতে পরিবর্দ্ধিত (সম্ভবতঃ [illegible] পরিবর্দ্ধিত হয়) হইয়াছে, তাহা 'বৃহৎ' শব্দযোগ বৃহৎ অমরার্থচন্দ্রিকা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। মূল গ্রন্থ প্রণয়নের কতকাল পরে উহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা এখানে নিরূপণের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মহাভারত সামান্য গ্রন্থ নয়; উহা অমরকোষের পূর্ব্বে রচিত হইলে

---

* রাজা শিবপ্রসাদ কৃত হিন্দি 'ইতিহাস তিমির নাশক' ১ম খণ্ড কিম্বা তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেখুন।

তদুক্ত এতাদৃশ প্রধান শব্দ যথা:—'চতুর্ব্বেদ', 'গায়ত্রী', * 'অবতার', 'ষড়দর্শন', 'সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী', 'ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ', 'নারদ', শ্রীরামচন্দ্র, বাল্মীকি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বিশ্বামিত্র, 'ওম্' বা 'ওঁ' ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি বোধক অর্থ অমরকোষে থাকিতই থাকিত। বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র-পরাশরপুত্র বেদবিভাগ হেতুই 'বেদব্যাস' নামে বিখ্যাত আছেন। যখন বেদবিভাগকর্ত্তা বেদ-ব্যাসই-'মহাভারতকার', তখন বেদ বিভাগের পর, মহাভারত রচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পুরাণে ইহাও স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, তৎপিতামহ বেদব্যাসের দ্বারা রচিত মহাভারত যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌত্র (বেদব্যাসের অতি বৃদ্ধপ্রপৌত্র) জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের গদ্যানুবাদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, কিন্তু বৃহৎ অমরকোষে এ সর্ব্বপ্রধান শব্দ না থাকায়, রামায়ণ ও বেদবিভাগ যে অমরকোষের পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে। ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, অমরকোষ পরিবর্দ্ধন সময়েও যখন উহাতে চতুর্থ বেদের উল্লেখ হয় নাই, তখন উহার পরিবর্দ্ধনের পরে (চতুর্থ) 'অথর্ব্ব'-বেদ সঙ্কলিত বা স্বতন্ত্রিত হইয়া থাকিলেও, বেদব্যাসখ্যাত বশিষ্ঠ-প্রপৌত্র মহাভারতকার অমরসিংহের পরের ভিন্ন, পূর্ব্বের নিশ্চয়ই হন না। আবার অমরসিংহের প্রায় সম-সাময়িক আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা দেব-বৈদ্যখ্যাত ধন্বন্তরির কথা যখন মহাভারতে বিশিষ্টরূপে অতি প্রাচীন বলিয়া উক্ত আছে, তখন ধন্বন্তরি বা অমরসিংহ বেদব্যাসের পরের কখনই নন এবং তাহা স্বীকার করা নিতান্ত অন্যায়। বেদব্যাস অমরসিংহের পরেই হউন কিম্বা অগ্রেই হউন, পরীক্ষিতের জন্মকাল নিরূপিত হইলেই কেবল বেদব্যাসের কেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বশিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেরই ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের ৪। ৫ টী শ্লোকেই মহাপথ মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের অঙ্ক নিশ্চয়রূপে লেখা আছে; তবে ভারতীয় গণিতজ্যোতিষের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ শ্লোক বক্তৃতার যথার্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বেণ্ট্লি বেবর (Weber) প্রভৃতি বিখ্যাত পুরাণসমালোচক ইংরেজ মহোদয়দিগকে পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারীর ন্যায় অশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করতঃ ঐ শ্লোক গুলির প্রকৃত মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতি অনাস্থার যুক্তি কতদূর প্রামাণিক তাহা হিন্দুদিগের গণিত-জ্যোতিষ (Hindu

---

* গায়ত্রী (গায়ৎ গানকারী-কে পালন করা + অ ( ) — ক, ঈপ্। 'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃত অর্থাৎ যে গানকারীকে ত্রাণ করে। (বৃহৎ ভাষা যোগ।) সং. স্ত্রীং, ত্রিপাদ মন্ত্র-বিশেষ, বেদমাতা; এই ত্রিপদা দেবী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়নার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। তৎকালে সাবিত্রী গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, আসিতে না পারায় ব্রহ্মা পুনরায় বিবাহার্থ উপযুক্তা কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করেন। ব্রহ্মা তাহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপকন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা। .... শিং—১ "ব্রহ্মা ততোঽসৃজদ্‌দেবী ত্রিপাদাং বেদমাতরম্। অকরোৎ চ চতুরো বেদান্ গায়ত্রী সম্ভবান্ (প্রকৃতিবাদ অভিধান)॥

Astronomy) বিষয়ক একটী ইংরেজী প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ টুকু পাঠে, ধীমান্ ব্যক্তিসমূহ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন।

"It will be observed that the astronomers of the period between the 10th and 14th Centuries before the Christian Era had made many discoveries, and amongst others this,-that the Solsticial colure was moving backwards along the signs. Approximate values of the rate of motion was computed, which computation resulted as stated by Bently, in their finding that in 948 B. C the solstices had fallen back 3′ 20″ in respect of the fixed stars during the period of 247 years and one month from the position they had in the year 1192 B. C. This makes the mean annual rate of the motion backwards, 48·56661″. Now neglecting the decimal part of the value of the regression, which would express what was to be stated in round numbers and reducing the arc of an Asterism or 13°-20′ to seconds, it seems that there are exactly 48000″ in an Asterism, and deviding this by the annual rate 48″ it would take just one thousand years for the solsticial point to travel over it. In actual fact, it takes 960 years, as previously stated."

"Now what is more natural than that omissions or mistakes should be made in numerous copies of the statements of the original astronomers, who lived more than 20 centuries ago, or that a cipher should have been lost, or even a dot (which we are told ancient writers used in lieu of a cipher), at the end of the number and that modern Hindu writers should have been misled in stating 100 instead of 1000 years, or 2700 years for a revolution instead of

27000 ? With a mean value of 50 "for the precision we reckon 25920 years for the revolution of a Solstice or an Equinox."

প্রবন্ধলেখক মহাশয় এখানে বলিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ হইতে দশম শতাব্দী মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদেরা অনেক তত্ত্ব মধ্যে ইহাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে:—

(১) 'অয়নান্তবৃত্ত রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের পশ্চাদ্দিকে সরিতেছিল। ইহার গতির অর্থাৎ অয়নগতির ক্রমও নিরূপিত হইয়াছিল'।

(২) 'বেণ্ট্‌লিসাহেব বলেন খৃঃ পূঃ ১১৯২ হইতে ৯৪৮ মধ্যে অর্থাৎ ২৪৭ বৎসর ১ মাসে, ৩ কলা ২০ বিকলা * পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল; অঙ্কপাত দ্বারাও দেখাইয়াছেন যে, ঐ পশ্চাদ্গতি বার্ষিক ৪৮ বিকলার কিঞ্চিৎ অধিক; ভগ্নাংশ ত্যাগে ৪৮ বিকলা মাত্র হয়, এবং এক পূর্ণ (পশ্চাৎ) চক্রের এক নক্ষত্রাংশ অর্থাৎ এক অয়নাংশ ($\frac{৩৬০}{২৭}$ অংশ বা ১৩ অংশ ২০ কলা বা ৮০০ কলা বা) ৪৮০০০ বিকলা হওয়ায় এক অয়নাংশ পশ্চাদ্গতির কাল মোটামোটি ($\frac{৪৮০০০}{৪৮}$) ১০০০ বৎসর হয়। বাস্তবিক ১ অয়নাংশগতির প্রকৃত কাল ৯৬০ বৎসর'।

(৩) '২০০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বের (খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর) আদি জ্যোতির্ব্বিদদিগের ঐ গণনাপত্রের যে বহুসংখ্যক প্রতিলিপি হইয়াছিল তন্মধ্যে কোন কোন প্রতিলিপিতে এক শূন্য মাত্রের ভুল ছিল; অথবা উক্ত গণনাপত্রের অনুলিপিতে আধুনিক (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর) হিন্দু নকলনবীসেরা† যে এক অয়নাংশগতির কাল ১০০০ বৎসরের স্থলে এক শূন্য লোপে ১০০ বৎসর এবং এক পূর্ণ অয়নচক্রের কাল ২৭০০০ বৎসরের স্থলে ২৭০০ বৎসর করিয়া বসিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক বলা যায় না কি'?

(৪) 'সমালোচক মহোদয়েরা বার্ষিক মধ্যম (mean) অয়নগতি ৫০ বিকলা ধরিয়া অয়নাংশগতির প্রকৃত কাল (১৩ অংশ ২০ কলা বা ৮০০ কলা বা ৪৮০০০ বিকলা + ৫০) ৯৬০ বৎসর এবং এক পূর্ণ অয়নচক্রের কাল (৩৬০ অংশ বা ২১৬০০ কলা বা ১২৯৬০০০ বিকলা + ৫০) ২৫৯২০ বৎসর বলেন'।

এই উক্তি গুলির স্থূলমর্ম্ম বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টের ১২—১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে,-ভারত ভিন্ন জগতের অপর দেশে,—অর্থাৎ ইউরোপে মিসরে বা অন্যত্র গণিতবিদ্যায় জ্যোতিষে ও

---

* ১১৯২ হইতে ৯৪৮ খৃঃ পূঃ, ২৪৭ বৎসর হয় না; অঙ্কের ভুল থাকিতে পারে। চান্দ্রবর্ষার্থে 'বৎসর' (year) প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও, ২৪৭ অপেক্ষা অধিক হয়। এ কাল মধ্যে ৩ কলা ২০ বিকলা গতিও ভুল। ৩ অংশ ২০ কলা না হইলে বার্ষিক গতি ৪৮·৫৬.........বিকলা হয় না, এবং ১ অয়নাংশ গতির কালও ১০০০ বৎসর হয় না।

† 'Writer' (অর্থ 'কেরাণী বা নকলনবীস') শব্দের প্রয়োগ আছে। জ্যোতিষবিদ্যার্থী কিম্বা অপর কোন তদ্রূপ অর্থ বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয় নাই। খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর ২০০০ বৎসরাধিক পরের বলায়, (Modern) 'আধুনিক' শব্দের অর্থে খৃঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীরই বুঝায়।

জ্যামিতিতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল; এমন কি আকাশের নক্ষত্র আদি হইতে—কাল্পনিক চক্র বিশেষের কিম্বা ক্রান্তিপাত বিন্দুর ব্যবধান পর্য্যন্ত,—এক্ষণে যেমন (Sextant, Theodolite আদি) যন্ত্র দ্বারা অংশ-কলা-বিকলায় (In degrees minutes and seconds) সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয়, তখন যন্ত্রের অভাবেও তদ্রূপ হইত।

এ সমালোচক মহাশয়ের মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১২—১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে সৌর-বর্ষের অব্দ প্রচলিত ছিল, এবং অয়নগতির গণনাও সন, মাস, তারিখ সহ চিহ্নিতরূপে লিপিবদ্ধ হইত; নচেৎ '১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বের' প্রথম নিরূপিত স্থান হইতে '৯৪৮ খৃঃপূর্ব্বের' ২য় নির্দ্ধারণের পার্থক্য কি প্রকারে অবধারিত হইল? কিন্তু এখানে সে 'প্রাচীন অব্দের' উল্লেখ করা না হইয়া 'খৃষ্টাব্দের ১১৯২ বৎসর পূর্ব্বে' বলা হইল কেন? ৯৪৮ খৃঃপূর্ব্বের গণনা-পত্রের বহুসংখ্যক প্রতিলিপির মধ্যে অন্ততঃ এক খণ্ডও কি সমালোচক মহাশয়ের হস্তগত হয় নাই? উহা কোন্ ভাষায় কি প্রকার অক্ষরে ও অঙ্কে এবং তক্তিতে না চর্ম্মে কিম্বা 'প্রোব'-পত্রে* না কাগজে লিখিত ইত্যাদি সমালোচক মহাশয় কিছুই ব্যক্ত না করিয়া, কেবল ০ 'শূন্য'-বিন্দুর দ্বারা লিখিত হইত মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত রহিলেন কেন? ঐ গণনাপত্র সাধারণের জ্ঞানোন্নতির জন্য অবিকল (facsimile) মুদ্রিত করাইতেও ত পারিতেন। আবার ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে গণিতবিদ্যার যদি এতাধিক উন্নতি হইয়াছিল, তখন উক্ত ১১৯২ হইতে ২৪৮ বৎসরের মধ্যে বৎসরে বৎসরে না হউক, ২০ বৎসর অন্তর কিম্বা ন্যূন সংখ্যা ২।৪ বারও কি ঐ পশ্চাদগতি নিরূপিত হয় নাই? তাহারইবা লিপিবদ্ধ বর্ণনাপত্র কোথায় গেল? সমালোচক মহাশয় যে প্রাচীন গণনাপত্রোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পশ্চাদগতি সম্বন্ধীয়; অগ্রগতির উল্লেখ নাই কেন? খৃঃ পূঃ কোন্ সনে অগ্রগতির নিবৃত্তি, এবং কখন পশ্চাদগতির আবৃত্তি আরম্ভ, তাহাও ব্যক্ত নাই কেন? যদি রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের পশ্চাদ্দিকেই অয়নগতি হইয়া থাকে, অন্য দিকে হয়ই না; তবে 'motion backwards' (অর্থ-পশ্চাদ্দিকে গতি), 'regression' (অর্থ-প্রত্যাগমন) আদি শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি? ভারতীয় জ্যোতিষ সঙ্কেত দ্বারা বুঝা যায়, কলির ১৮০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, কলির ১৮০০ বৎসর যাবৎ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪৯০২ হইতে ১৩০২ পর্য্যন্ত বিষুবৎ অগ্রসর হওতঃ শেষ-সীমা ২৭শে বৈশাখ অবধি যাইতেছিল; তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৩০১ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছে। ইহার

---

* মিসর দেশীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যাহার পত্র প্রাচীন কালে লিখনার্থে কাগজবৎ ব্যবহৃত হইত। ইহার গ্রীক নাম (papyrus) প্যাপাইরস, মিসরীয় নাম 'প্রোব'।

"Paper first made of cotton 1100 A. D. Paper first made from linen rags, A. D. 1417." (Peter Parley's Universal History) পিটর পার্লি মহোদয় কৃত বিশ্বেতিহাসে ব্যক্ত আছে যে ১১০০ খৃষ্টাব্দে কাগজ সর্ব্ব প্রথমে কার্পাস হইতে—পরে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড (নেকড়া) হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

দ্বারা জানা যাইতেছে যে ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে বিষুবৎ ফিরিতেছিল। বিবেচনা হয়, সমালোচক মহাশয় ইহাকেই 'পশ্চাদ্গতি'* বলিয়াছেন, নচেৎ 'পশ্চাদ্গতির' ('moving backwards along the signs') অন্য কোন অর্থ হয় না; কিন্তু তাহা হইলে, ভারতীয় অয়নাংশগণনার সমীচীনতা তিনি ভ্রম বশতঃ স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও, তিনি যে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। আবার সমালোচক মহাশয় যখন 'প্রাচীন গণনাপত্রোক্ত ১০০০ বৎসর' অয়নাংশ-গতির কাল নয়, বাস্তবিককাল ৯৬০ বৎসর বলিয়াছেন, তখন খৃষ্টাব্দের কোন্ সনে অর্থাৎ ভারতীয়দিগের দ্বারা উক্ত গণনাপত্রের প্রতিলিপি গ্রহণের কত পূর্ব্বে বা কত পরে ঐ ৪০ বৎসরের ভুল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই বা লিখেন নাই কেন? কৃষ্ণচরিত্রে ব্যক্ত আছে,—

'১৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্ নামা গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রানক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খৃঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায় ক্রান্তিপাতের বার্ষিক-গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন।'

ইহা অবশ্য ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। এখানেও সন ভিন্ন মাস ও তারিখের উল্লেখ নাই। নক্ষত্রের নাম উক্ত আছে বটে, কিন্তু এ উক্তি ১৮০২ খৃষ্টাব্দেরই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী প্রবন্ধে বার্ষিক পশ্চাদ্গতি প্রাচীনমতে ৪৮, এক্ষণকার মতে ৫০ বিকলা। এখানে ৫০॥ (২০১ অংশ ৪ কলা ৪ বিকলা বিযুক্ত ১৭৪ অংশ অর্থাৎ ২৭ অংশ ৪ কলা ৪ বিকলা বা ৯৭৪৪৪ বিকলা, ১৯৭৩ বর্ষে হইলে বার্ষিক-গতি ৪৯.৩৭ বিকলা হয়; ৫০॥ হয় না), ৫০.২৪, ৫০.৪৩৮ বিকলা ইত্যাদি বিবিধ অঙ্ক আছে †। এমতাবস্থায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দূরে থাকুক, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও অয়ন-গতির ক্রম যে ইউরোপীয় মহোদয়দিগের দ্বারা নিরূপিত হয় নাই; তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

---

* বিষুবতের 'পশ্চাদ্গতির' বিষয় কি সমালোচক মহাশয়দিগের কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যক্ত নাই? নাই-ই ত বুঝা যায়; নচেৎ মাননীয় বেণ্ট্লি সাহেবের উক্তির আশ্রয় লইতে হইবে কেন?

† পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন হিন্দুরা বলেন, অয়নগতি 'বৎসরে ৫৪ বিকলা'। ইহা ভুল। ভারতীয় মতে—১৩ অংশ ২০ কলায় ১ 'অয়নাংশ'। ৬৬ বৎসর—৮মাসে ঐ (১৩ অংশ ২০ কলা রূপ) ১ অংশ (বা ৩৬০০ বিকলা),—এবং ২০০ বৎসরে ঐরূপ ৩ অংশ (বা ১০৮০০ বিকলা) সূর্য্যের ভোগ হয়; অতএব বার্ষিক অয়নগতি ঐ অয়নাংশের ($\frac{১০৮০০}{২০০}$ বিকলা) ৫৪ বিকলা মাত্র, ৮ম পরিচ্ছেদ ও 'কঙ্ক প্রদর্শনী দেখুন। এ 'বিকলা' ইংরেজী অংশের ৩৬০০ তম ভাগ (3600th part of a degree) নয়, ইহা অয়নাংশের ৩৬০০ তম ভাগ; নচেৎ বার্ষিক অয়নগতি (১৩ অংশ ২০ কলার ৩ গুণ ৪০ অংশের ২০০ তম ভাগ) ১২ কলা হইত; ৫৪ বিকলা হইত না।

ফল কথা ১১৯২ খৃঃ পূর্ব্বে ইউরোপের কোন দেশে (চান্দ্র-বর্ষের ও) অব্দ প্রচলিত থাকা যেমন অনিশ্চিত (৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন); তত প্রাচীনকালে সৌরবর্ষ সম্বন্ধীয় অয়নগতির গণনা ও তাহা সন তারিখ দ্বারা-লিপিবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, অঙ্ক লিখনের সৃজন বা অঙ্ক বিস্তারই চর্চ্চা হওয়া তদধিক অসম্ভব। যাহা হউক, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আদি-জ্যোতির্ব্বিদগণ কোন্ দেশীয়, প্রাচীন গণনাপত্রইবা কোন্ অব্দের কোন্ সনে কোন্ ভাষায় লিখিত ইত্যাদি, সমালোচক মহাশয় যথন কিছুই ব্যক্ত করেন নাই তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, এ প্রবন্ধে যে সকল ইংরেজী জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি কোন্ প্রাচীন ভাষা হইতে গৃহীত।

(Chamber's Twentieth Century English Dictionary) চেম্বার্শসাহেব কৃত বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী অভিধান হইতে সংগৃহীত।

Equinox (প্রকৃত অর্থ 'সমরাত্রি' বিষুব অর্থাৎ সমদিবা-রাত্রি নয়):—লাটিন অর্থাৎ প্রাচীন রোমীয়দিগের ভাষার শব্দদ্বয় aequus (অর্থাৎ সমান) ও nox (রাত্রি) হইতে উদ্ভাবিত।

Solstitial Colure (প্রকৃত অর্থ সূর্য্যের ধনুকাকার গতির সীমা):–'Solstitial,'–'Solstice' শব্দের বিশেষণ। 'Solstice,' লাটিন Solstitium (Sol সূর্য্য Stitium দাঁড় করান) হইতে উৎপন্ন। 'Colure' গ্রীক ভাষার ছেদিত লাঙ্গুল বাচক শব্দ হইতে গঠিত,— ভাবার্থ ধনুকাকার।

Asterism (প্রকৃত অর্থ 'নক্ষত্রাংশ' অয়নাংশ নয়) গ্রীক ভাষার 'aster' (অর্থ নক্ষত্র) শব্দ হইতে উদ্ভাবিত।

Degree (অংশ),—এ ফরাসী শব্দ। লাটীন ('De' অর্থ নিম্নস্থ, ও 'grade' অর্থ সোপানের প্রত্যেক পদ নিক্ষেপের স্থান,—'ধাপ') ভাষা হইতে উদ্ভাবিত।

Minute (অংশের ষষ্টিতম ভাগ—'কলা') ইহা দ্বি অর্থ-বোধক এবং প্রথমে যে, ঘণ্টার ষষ্টিতম অংশ '২॥ পল' অর্থে লাটিন ভাষায় 'Minutia' (অর্থ ক্ষুদ্রতা) শব্দ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে অংশের তাদৃশ ভাগ বাচক হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঘণ্টার ইংরাজী hour; এ শব্দের মূল,—গ্রীক ভাষায় লাটিনে ও সংস্কৃতে ২॥ দণ্ড বাচক—'হোরা'; পুরাতন ফরাসী হোর, আধুনিক ফরাসী hour।

Second (কলার ষষ্টিতম অংশ,—'বিকলা') 'মিনিট' সম দ্বি-অর্থ—বোধক। ইহাও প্রথমে মিনিটের ষষ্টিতম অংশ—'২॥' বিপল অর্থে লাটিন হইতে ফরাসী ভাষায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে 'কলার' তাদৃশ অংশবাচক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

[এই ৬ টি শব্দের মধ্যে ১ টিও গ্রীক লাটিন বা অপর কোন প্রাচীন ভাষায় ছিল না, স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।]

খৃঃপূঃ ৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত রোম নগর যে প্রদেশখণ্ডে স্থিত তাহার নাম (Latium) 'লাটিউম্' হইতে 'লাটিন' শব্দের উৎপত্তি। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১ম পরিচ্ছেদ দেখুন) যে, এই রোমসম্রাট (Julius–Cæsar) যুলিয়স্ সিজার ৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে সৌরবর্ষের পরিমাণ ৫২ সপ্তাহ–১ দিন ৬ ঘণ্টা ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন; তদ্দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত প্রাচীন গণনাপত্রের সহস্রাধিক বৎসর পরেও অয়নবিষুব আদির গণনা দূরে থাকুক, সৌরমাসের গণনা বা মাসের নামকরণ * কিম্বা ঘণ্টাংশ বাচক 'মিনিট' শব্দের ব্যবহার পর্য্যন্তও রোমীয়দিগের দ্বারা আরম্ভ হয় নাই। সৌরবর্ষের সম্পূর্ণ প্রচলনের পর, সৌরমাসের ও ঘণ্টার ক্ষুদ্রাংশের পরিমাণ নিশ্চয়রূপে ধার্য্য না হইলে দিবা রাত্রির দৈনিক হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপণ নিঃসন্দেহ হইতে পারে না; এবং দিবা ও রাত্রিমানের তারতম্য নির্দ্ধারণের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে বৎসরের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে বিষুবৎ হয় এবং কতকাল পর্য্যন্ত থাকে, তাহা নির্ণীত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বিষুবৎ প্রবর্ত্তনের ব্যতিক্রম কিছু কাল দৃষ্টিগোচর না হইলে বিষুবকালের অর্থাৎ অয়নগতির গণনা আরম্ভ হইতেই পারে না।

প্রাচীন ইতিহাস-লেখকদিগের মতানুসারে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রথমে সূর্য্যের ছায়ার দ্বারা দিবাভাগে, পরে জল ঘড়ির দ্বারা দিবা ও রাত্রিমধ্যে, সময় নিরূপিত হইত। মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের দ্বারা নির্ম্মিত মিসর-দেশস্থিত আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে 'বালু ঘড়ির' প্রথম সৃজন হইয়াছিল। বালুঘড়ির দ্বারা ঘণ্টার ক্ষুদ্র অংশ নির্দ্ধারিত হইত-না; কিন্তু অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চার পূর্ব্বে ঘণ্টার ষষ্টিতম ভাগ 'মিনিটের' গণনা আরম্ভ, নিশ্চয়ই হয় নাই। পিটরপার্লি সাহেবের বিশ্বেতিহাসে উক্ত আছে, ("Arithmetical figures first introduced into Europe from Arabia A. D. 991") ইউরোপীয়েরা খৃঃ ১০ম শতাব্দীর শেষে আরব-দিগের নিকট 'অঙ্ক'-লিখনই শিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বেতিহাস অনুসারে ("Clocks with pendulums invented about A. D 1656"). 'ঘটীকা-যন্ত্র' (যদ্দ্বারা ঘণ্টার ষষ্টিতম অংশ 'মিনিট'কাল মাত্র সর্ব্ব প্রথমে সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয়),- খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে সৃজিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা 'মিনিটের' ষষ্টিতম অংশ অর্থাৎ ঘণ্টার ৩৬০০তম ভাগ (Second) 'সেকণ্ড' (২॥ বিপল) কালের গণনা প্রথমে হইত না। 'সেকণ্ডের' গণনা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাননীয় বেণ্ট্লি সাহেব মহোদয় খৃঃ একাদশ শতাব্দীর ভারতীয়দিগকে 'গণিতে অনভিজ্ঞ নকল-

---

* চেম্বার্স সাহেব কৃত 'বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী অভিধান' দেখুন, বৎসরের ৭ম মাসের নাম 'জুলাই' (July) 'জুলিয়স্ সিজার' (Julius-Cæsar) হইতে এবং ৮ম মাসের নাম 'অগষ্ট' (August) অগষ্টাস্ সিজার (Augustus Cæsar) হইতে—হইয়াছে। জুলিয়স্ সিজারের মৃত্যু ৪৪ খৃঃ পূঃ, অগষ্টাস্ সিজারের ১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। অতএব মাসের নামকরণ ইহঁাদের পূর্ব্বে হয় নাই।

নবীসই' বলুন, কিম্বা ভারতের 'বিষুবৎ-প্রবর্ত্তন' অর্থাৎ 'অয়নাংশ গণনা' নিতান্ত আধুনিক ও ইউরোপের অশুদ্ধ অনুকরণই বলুন, ইউরোপে যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় গণিত যুলীয় বৎসর খৃঃ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং তৎপূর্ব্বে প্রকৃত জ্যোতিষিক বা সৌর-বর্ষের প্রচলন হয় নাই; তাহা ইতিহাসে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। রুসিয়ায় যুলীয় বৎসরের গণনা অদ্যাপি চলিতেছে। এ গণনা 'প্রাচীন প্রণালী' (Old style) নামে খ্যাত আছে। 'জ্যোতিষিক' (Astronomical) যাহাকে ইংরেজীতে (Equinoxial Tropical or Solar year) বিষুবদন্ত অয়নান্ত বা সৌর-বর্ষও কহা যায়, এবং যাহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ৩৬৫ দিন—৫ ঘণ্টা—৪৮ 'মিনিট'—৪৯'৭ 'সেকণ্ড' ইউরোপীয়েরা এক্ষণে ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মরাজ (Pope Gregary XIII) ত্রয়োদশ গ্রেগরি মোটামোটি ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট অর্থাৎ যুলীয় বৎসর অপেক্ষা ১১ মিনিট ন্যূন ধরিয়া খৃঃ ১৫৮২ সনের ১০ তারিখ লোপে, যুলীয় বৎসরের অশুদ্ধতা সংশোধন করতঃ, এই নব প্রণালী (New style) রোম-রাজ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন। ভারতের অধীশ্বর ইংরেজ মহোদয়-দিগের স্বদেশে খৃঃ ১৭৫২ সনে অর্থাৎ রোম-রাজ্যের অব্দ সংস্কারের ১৭০ বৎসর পরে, '৩রা সেপ্টেম্বর'-'১৪ই সেপ্টেম্বর' গণিত হইয়া 'নবপ্রণালী' (New style) আখ্যাত 'জ্যোতিষিক' বা সৌরবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এ সকল বৃত্তান্ত আনুমানিক নয়, প্রকৃত; চেম্বার্শ সাহেব কৃত 'বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী অভিধান' হইতে সংগৃহীত; অন্য কোন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক হইতে নয়, সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে।

যুলীয় বৎসর যে 'বিষুবদন্ত' বা অয়নান্ত বর্ষ নয়, অশুদ্ধ জ্যোতিষিক বা সৌরবর্ষ মাত্র তাহা বলা বাহুল্য; যেহেতু 'বিষুবদন্ত' কিম্বা 'অয়নান্ত' বর্ষ সম্পূর্ণদিনে ভিন্ন সমাপ্ত হয় না। বিষুবৎ অর্থেই 'সমদিবা-রাত্রি,' রাত্রি অন্তে বিষুবদন্ত বর্ষ সমাপ্ত হয়। অয়নান্ত বর্ষও তদ্রূপ; যে দিনে সূর্য্যের দৃশ্যমান (উত্তর ও দক্ষিণ) গতি শেষ হয়, সেই দিনই অয়নান্ত বর্ষ পূর্ণ হয়। জ্যোতিষিক বা সৌর-বর্ষের সূক্ষ্ম পরিমাণ যুলীয় বৎসর হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। ঐ যুলীয়বর্ষ ভিন্ন অন্য প্রকার সৌরবর্ষ-গণনা যখন ইউরোপে খৃষ্টাব্দের অগ্রে ছিল না, তখন পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী প্রবন্ধে যে কএকটী জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত আছে সে গুলির উদ্ভাবন এবং অয়নাংশ কালের গণনারম্ভ ইউরোপে অন্ততঃ খৃষ্টাব্দের ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই, বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সমালোচক মহাশয়ের দ্বারা উল্লিখিত খৃঃ পূঃ দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর গণনাপত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ কৈ? এ গণনাপত্র অপ্রামানিকই প্রকাশ পাইতেছে। আবার এই আনুমানিক গণনাপত্রের অনুলিপিতে ভারতীয়-নকলনবীসের যে ভুল দেখাইয়াছেন, তাহাও সমালোচক মহাশয়ের নিজেরই, অপর কাহারও নয়; যেহেতু ১ অয়নাংশ—

গতির কাল ভারতীয় মতে '৬৬ বৎসর ৮ মাস'* '১০০ বৎসর' নয়। কোন্ ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থে ইনি '১০০ বৎসর' পাইয়াছেন? ২৭ অয়নাংশ বা রাশিচক্র (অর্থাৎ ১ পূর্ণ অয়ন-চক্রের ১ পাদ মাত্র) সূর্য্যের একবার ভোগকাল ১৮০০ বৎসর এবং ১ পূর্ণ (উত্তর ও দক্ষিণ) অয়নচক্র (অর্থাৎ রাশিচক্র ৪ বার) সূর্য্যের ভোগকাল ভারতীয় মতে ৭২০০ বৎসর, '২৭০০ বৎসর' নয়; ৮ম পরিচ্ছেদ—'ক' প্রদর্শনী ও শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'হোরা বিজ্ঞান' দেখুন। "২৭০০ বৎসরই' বা পণ্ডিতবর সমালোচক মহাশয় কোথায় পাইলেন? অনুলিপিতে এক শূন্য ভুলের কথাটাও না রসাতলে গেল? এখন ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারীদিগের যুক্তি ও দোষারোপ অমূলক না বলিয়া আর কি বলিবেন?

আবার—মাননীয় প্রবন্ধলেখক মহাশয় যখন ভারতীয় জ্যোতিষ 'নিতান্ত আধুনিক' ও 'ইউরোপীয় জ্যোতিষের অশুদ্ধ অনুকরণ' বলিয়া, প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তখন ইউরোপীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা ভারতীয় জ্যোতিষ আধুনিক কিনা; তৎ সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। যথা,—

প্রবাদ আছে যে ইউরোপ মধ্যে গ্রীস দেশেই সর্ব্ব প্রথমে জ্যোতিষের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই দেশীয় পিথাগোরস গৌতম-বুদ্ধের দেহান্তরের পরে খৃঃ পূঃ (অনুমান ৫৩২) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না, তখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা ইউরোপে আরম্ভ হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়না। খৃঃ পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দীর প্রুসিয়াস্থ ("প্রুসিয়ার রাজাকেই জর্ম্মানের সম্রাট বলে," অতএব বলা যাইতে পারে জর্ম্মান) জ্যোতির্ব্বিদ কোপর্নিকস দ্বারা প্রকাশিত জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত গুলি ইঁহাতে অযথা আরোপিত হইয়া 'পিথাগোরীয় পদ্ধতি' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে চেম্বার্শ সাহেব কৃত ইংরেজী অভিধান হইতে কএক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Pythagorean, pertaining to Pythagoras (c 532 B. C.), a celebrated Greek philosopher, or to his philosophy. Pythagorean System, the astronomical system of Copernicus, erroneously attributed to Pythagoras."

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যেন ইউরোপে কোপরনিকসের পূর্ব্বে আর কোন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না।

* ৮ম পরিচ্ছেদ—'ক' প্রদর্শনী দেখুন। রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশ—কাল '১০০ বর্ষ' পুরাণে যে উক্ত আছে, মাননীয় সমালোচক মহাশয় তাহাই অয়নাংশ—কাল অনুমান করিয়া থাকিবেন। ইহা তাঁহার ভুল। এই সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশকালের ও অয়নাংশকালের প্রভেদ পশ্চাতে ব্যাখ্যাত হইবে।

উক্ত গ্রীসদেশীয় প্লেটো মহোদয় মগধরাজ মহা পদ্মনন্দের সমকালিক ছিলেন। তাঁহারই ছাত্র আরিষ্টোটল পুরস্তসথা-মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে নক্ষত্র আদির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দার্শনিক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

মিসর দেশস্থিত আলেকজন্দ্রিয়ানগরবাসী (Euclid) ইউক্লিড মহোদয়ও গ্রীসদেশীয় ছিলেন। কথিত আছে, ইনি খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে * অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তপুত্র মগধরাজ বিন্দুসারের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ক্ষেত্রপরিমাপকবিদ্যার আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত ; কিন্তু ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভারতে জ্যোতিষের চর্চ্চা ইহার পূর্ব্বে বা এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, যেহেতু তাহা না হইলে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে সম্বৎ অব্দের গণনা আরব্ধ হইতে পারিত না ; কিন্তু এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস না থাকায় তাৎকালিক জ্যোতির্ব্বিদদিগের নাম ব্যক্ত নাই। প্রবাদও আছে যে "ভারতীয়দিগের ২৭টি নক্ষত্র হইতে প্রাচীন চীন ও আরবগণ নক্ষত্র গণনা করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন"।

সিরাকিউসনিবাসী খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ (Archimedes) আরকিমিডিস মহোদয়ও গ্রীসদেশীয়। ইনি মগধরাজ অশোকবর্দ্ধনের সমকালিক ছিলেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন না।

মিসরস্থ আলেকজন্দ্রিয়া নগরে গ্রীসদেশীয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের এক প্রধান সেনাপতিবংশীয় (Ptolemy) টলেমি মহোদয় খৃঃ ২য় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদ' বলিয়া খ্যাত থাকিলেও জ্যোতিষের কোন প্রসিদ্ধ গণনা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মতও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই মতাবলী 'টলেমিক পদ্ধতি' নামে খ্যাত।

গ্রীসস্থ এথেন্সনিবাসী মিটন মহোদয় খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে তিথির প্রত্যাবর্ত্তনকাল ১৯বর্ষ ধার্য্য করিয়াছিলেন ; এ সূক্ষ্ম গণনা নয়। যাহা হউক, তাঁহার গণিত-বা জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াও খ্যাত ছিলেন না।

৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সৌর-বৎসর গণনা মাত্র ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল। এই জুলীয় বৎসর প্রচলনের ১১বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে সম্বৎ-অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। এ অব্দ কোন ঐতিহাসিক বা অলৌকিক ঘটনা চিরস্মরণীয় করণার্থে নয়। জ্যোতিষিক

---

* ইনি খৃঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বের হওয়া সম্ভব নয়।

গণনা সকল এ অবধি নিরবচ্ছিন্ন লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জর্ম্মনি দেশে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জিকা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতে সম্বৎ হইতে ক্রমান্বয়ে পঞ্জিকা চলিয়া আসিতেছে। ১৩৫ সম্বতে শকাদিত্য কনিষ্কের অভিষেক হইতে শক নামক দ্বিতীয় অব্দ এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সৌরবর্ষাব্দ।

সম্বৎ অব্দারম্ভ হইতে ক্রমান্বয়ে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির সহিত মনুষ্য জীবনের এবং অন্যান্য পার্থিব ও নৈসর্গিক ঘটনা সকলের সম্বন্ধ ও তৎসঙ্কেত সমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইয়া, ফলিত জ্যোতিষ নামক এক অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব বিদ্যা ভারতীয়দিগের গৌরবের বিষয়। ইহার দ্বারা মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাঁহার জন্মের ফলাফল অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত বিপদ সম্পাদ মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করা যায়।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট, পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেব মহোদয়ের মতে খৃঃ ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মান্যবর ডাক্তার ভানদাজী বলেন, ইনি ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে (রোম-রাজ্য পতন কালে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাননীয় কোলব্রুক সাহেবের সিদ্ধান্ত প্রতিবাদযোগ্য নয়; যেহেতু আর্য্যভট্ট খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর হইলে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ রত্ন মধ্যে ইঁহার নাম অবশ্যই উক্ত থাকিত। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্বে ছিলেন, বিবেচনা হয়। যাহা হউক, আরবী ও পারসী ভাষার গ্রন্থে ইঁহার নাম 'আর্য্যভর'। ইনি আর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ ও বীজগণিত প্রণেতা *। ইনিই অবধারিত করিয়াছিলেন যে,

("চলাপৃথ্বী স্থিরাভাতি")

'পৃথিবী চলা অর্থাৎ চলিতেছে কিন্তু স্থিরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে'।

("ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূবেরাবৃত্যাবৃত্য প্রতি দৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাং॥")

'ভপঞ্জর, (অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল-রাশিচক্র) স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই কেবল নিরন্তর আবৃত্তির দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রদিগের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে'। জগতস্থ জ্যোতির্ব্বিদ মধ্যে আর্য্যভট্টই পৃথিবী যে 'চলা', 'স্থিরা' নয়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কোপর্নিকস এই মত ইউরোপে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। আর্য্যভট্ট ইঁহার সহস্রাধিক বর্ষ অগ্রের।

আর্য্যভট্টের পরে বরাহমিহির খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার এক রত্ন ছিলেন। ইনি 'বৃহৎসংহিতা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত

* 'ভারত কোষ'।

ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে ফলিত জ্যোতিষের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, তৎকালে স্বনামখ্যাতা শ্রীমতী খনা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। ইঁহার সদৃশ জ্যোতিষ-বিদ্যা-সম্পন্না আর কোন মহিলা জগতের অন্যত্র কস্মিন্‌কালে ছিলেন কি না সন্দেহ; ছিলেন না-ই বলা যাইতে পারে।

এই সময়ের ৫ খানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থ (ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত ও পুলিসসিদ্ধান্ত) একত্রে সংগৃহীত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামে পাওয়া যায়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত আছে—

("ভূগোলো ব্যোম্নিতিষ্ঠতি"।)

"ভূগোল (গোলাকার পৃথ্বী) আকাশে অবস্থিত আছে"।

বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত,—অনুমান হয়, বেদব্যাস-প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে অয়ন ও অয়নাংশ সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা আছে। এ গ্রন্থ কোপর্নিকসের এবং ইউরোপে সৌর-বর্ষের অশুদ্ধ-পরিমাণের ১ম সংস্করণের প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের। অয়নাংশ ও বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-গণনা ৪২২ শক (৫০০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ভারতে ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। পুরাণোক্ত 'সম্বৎসর' বা সৌরবর্ষই ২ অয়নে গণিত হয়। সূর্য্যের উদয় অস্ত, দিবা ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি, গ্রহণ ইত্যাদি পঞ্জিকার সমস্ত গণনার মূল ভিত্তিই 'অয়নাংশ-সঙ্কেত'। বস্তুতঃ 'অয়ন-গণনা' ভারতীয়দিগের 'নিজস্ব ধন' 'চুরি নয়-নকল নয়'। ইউরোপীয়দিগেরই 'নিরয়ন গণনা'। পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ অনুমিতি (The Theory of Earth's annual revolution round the sun) অয়ন গণনার বিরুদ্ধ, বিবেচনা হয়।

'রোমকসিদ্ধান্ত',—রোমীয় জ্যোতিষ বিষয়ক। অনুমান হয় ইহা আলেকজন্দ্রিয়ানিবাসী খৃঃ ২য় শতাব্দীর টলেমি মহোদয়ের মতাবলী সম্বন্ধীয়।—

'পুলিসসিদ্ধান্ত',—পুলিস নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ কৃত।

"৬২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত নামক একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর ৫০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা (নানা কারণে) নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে। অবশেষে ১১১৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা ভাস্করাচার্য্য * জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'বীজগণিত' 'লীলাবতী' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।"

---

* বীজগণিত লীলাবতী-আদি-প্রণেতা এই বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার সমকালীন গণিতজ্ঞদিগকেই যে মাননীয় প্রবন্ধলেখক মহাশয় 'Modern Hindu writers' রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন; তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

"উপরি উক্ত গ্রন্থ সমূহে কেবল জ্যোতিষশাস্ত্র নহে,—বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও অঙ্কশাস্ত্রেরও বিশেষ অনুশীলন করা হইয়াছে। ফলতঃ বীজগণিত শাস্ত্রে হিন্দুগণ যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, জগতের মধ্যে প্রাচীন কোন জাতিই সেরূপ পায়েন নাই। খৃষ্টের পর ৮ম শতাব্দীতে একজন আরব দেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুদিগের বীজগণিতের পুস্তক অনুবাদ করিয়া, আরবদিগের মধ্যে প্রচার করেন। পরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসা-নগরবাসী একজন ইতালীয় আরবদিগের নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। তথাপি ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বীজগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইউরোপে দুই কি তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও তাহার অনেকগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই।''

খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' নামক গ্রন্থে উক্ত আছে,—

("নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্যপৃষ্ঠে।
নিষ্ঠংবিশ্বঞ্চ শাশ্বৎ সদনুজ মনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ" ॥)

'বিনা আধারে বিশ্ব (পৃথ্বী) স্বীয় শক্তি দ্বারা আকাশে স্থিতি করিতেছে। ইহার পৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে দেব-দানব মনুষ্য সমুদায় অবস্থিতি করিতেছে'।

এমতাবস্থায় কেহ বলিতে পারেন না যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদদিগের অগ্রে খৃঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কোপর্নিকস—খৃঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর জর্ম্মনিনিবাসী (Keplar) কেপ্লার, খৃঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শদাব্দীর (Sir Isac Newton) সার আইজাক্ নিউটন প্রভৃতি অয়ন বা অয়নাংশ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা ভারতীয় অয়নাংশসঙ্কেত কাহারও 'অশুদ্ধ অনুকরণ' নয়, এবং ইউরোপীয় মহোদয়দিগের অপেক্ষা ভারতীয়দিগের জ্যোতিষ আধুনিকও নয়। যাহা হউক (''Comparison is Odious'') 'তুলনা ঘৃণাজনক', অতএব এ কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যাস প্রভৃতির কালানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাদির কাল বিষ্ণু-পুরাণের কতিপয় শ্লোক দ্বারাই নিশ্চয় রূপে অবধারিত হইতে পারে।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতী।
এক রাশী সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥ ৩০ ॥
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥ ৩১ ॥
বিঃ পুঃ ৪। ২৪।

ইহার দ্বারা পুরাণকার বলিতেছেন যে, 'যখন চন্দ্র সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে (এই কলিযুগ অন্তে) মিলিবে তখন সত্য-যুগ আসিবে। ভূত বর্ত্তমান ও ভাবী (অর্থাৎ এই কলিযুগ মধ্যের) ভূপালদিগের বংশাবলী এই কহিলাম।'

অনুমান হয়, প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, বৈশাখ (ক) মাসে অর্থাৎ মেষ রাশিতে সত্যযুগ আরম্ভ হইয়া থাকে। মেষ-রাশিতে সূর্য্য চন্দ্র সহ পুষ্যা-নক্ষত্রের মিলনে সত্যযুগের উৎপত্তি, যেন কেহ অসম্ভব বিবেচনা করেন না। প্রতি রাশিতেই ত চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ হয়; এখানে সূর্য্য চন্দ্র উভয়ে এক রাশিতে এক নক্ষত্র ভোগের কথা উক্ত হইয়াছে।

৮ম পরিচ্ছেদে বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-বিবরণে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ৬০০ বার পূর্ণ ২ অয়ন-চক্রে (খ) বৈশাখ ও চৈত্রমাসে অর্থাৎ মেষ ও মীন রাশিতে (সমস্ত ২৭ নক্ষত্র ৪ বারে) ১০৮ অয়নাংশ বা নক্ষত্রাংশ সূর্য্যের ভোগ হইলে. ৪৩২০০০০ বৎসরে ১ দৈবযুগ হয়। ১ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশকাল $\left(\frac{৪৩২০০০০}{১০৮\times৬০০}=\frac{৭২০০}{১০৮}=\frac{২০০}{৩}\right)$ ৬৬ বৎসর ৮ মাস; ৩ নক্ষত্রাংশ-কাল ২০০ বৎসর; 'ক' প্রদর্শনী দেখুন।

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
> তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।
>
> বিঃপূঃ ৪। ২৪। ৩৩-৩৪

(ক) বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুনঃ—

("বৈশাখশুক্ল পক্ষীয়াক্ষয় তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ")।

কলির ৩৮৮৮০০০ বর্ষ পূর্ব্বে বৈশাখ মাসের প্রথম শুক্লা তৃতীয়ায় রবিবারে এই দৈবযুগের ১ম অন্তর্যুগ—'সত্যযুগের' প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ৮ম পরিচ্ছেদে বিবৃত পুরাণোক্ত যুগ-পরিমাণ-গণনার ধারানুসারে, ১লা বৈশাখে বিষুবৎ আসিলে শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে দৈবযুগ আরম্ভ হয়। এ দুই তিথি মাত্রের পার্থক্য প্রকৃত নয়; প্রকৃত হইলেও যে ধর্ত্তব্য নয়, তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। পঞ্জিকা গণনাও এতাধিক সূক্ষ্ম হইতে পারেনা যে, ৩৮-৩৯ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের তিথি নিশ্চয় রূপে অবধারিত হয়।

পুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে প্রতিদিন পৃথিবীর এক স্থানে সূর্য্যের অদর্শন-হেতু যখন রাত্রি, অপর স্থানে প্রভাকর সমুদিত থাকা-হেতু তখন দিবা; তদ্রূপ পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিদিন একই তিথি হইতে পারে না। দেশান্তর ভেদে তিথির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, এক্ষণে বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই যে, মান্দ্রাজে যখন ১১টা-২৭মিনিট বেলা, কলিকাতায় তখন ১২টা, এবং ভারতের পশ্চিম বিভাগের কোন স্থানে যখন সূর্য্যের অস্তগমন হয়, তখন বঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশে ৪দণ্ড রাত্রি হইতে পারে। আবার মধ্যে মধ্যে এক-দিনে ৩ তিথির সংযোগে ত্র্যহস্পর্শও হইয়া থাকে; অতএব বঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশে যে দিন শুক্লা তৃতীয়ার কিঞ্চিৎ থাকিতে সূর্য্যোদয় হয়, সে দিন প্রাতে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তপ্রদেশে শুক্লাপ্রতিপদের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ৮ম পরিচ্ছেদে বিবৃত যুগপরিমাণসঙ্কেত অশুদ্ধ নয়, নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

(খ) এ বার্ষিক অয়ন নয়;—তাহার ৬মাস উত্তর-অয়নে দিবামানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ৬মাস দক্ষিণ-অয়নে হ্রাস হয়। এ বিষুবৎ প্রবর্ত্তন-চক্র, ইহার এক অয়ন ৩৬০০ বৎসরে হয়; ২ অয়নে ৭২০০ বৎসর। যখন ৪ঠা চৈত্র হইতে অগ্রসর হওতঃ চৈত্র-সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া বিষুবৎ ২৭শে বৈশাখে গমন করিতে থাকে, তখন অয়নচক্রের উত্তর-অয়ন বলা যাইতে পারে, এবং যখন ২৭শে বৈশাখ হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হওতঃ ক্রমশঃ ৪ঠা চৈত্রে গমন করিতে থাকে, তখন দক্ষিণ-অয়ন বলা যাইতে পারে।

জ্যোতিষের বিরুদ্ধে কেহ কেহ—উপরোক্ত শ্লোকের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহা নিঃসন্দেহ ভুল। অয়নাংশকাল '১০০ বর্ষ ' নয়; সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থেই ' ৬৬ বৎসর ৮ মাস ' উক্ত আছে।

পঞ্জিকার গণনাও এই জ্যোতিষের ব্যবস্থা এবং সঙ্কেত অনুযায়ী চলিতেছে। তবে যখন ৩ নক্ষত্রাংশকাল ২০০ বর্ষ, তখন বিবেচনা হয়,—

সপ্তর্ষির সমসূত্রে—

ঐ তিনের মধ্যনক্ষত্র সূর্য্যসহ-অর্দ্ধ অয়নাংশকাল ৩৩ বর্ষ ৪ মাস

এবং তৎপশ্চাতস্থ বা তদগ্রস্থ নক্ষত্র

সূর্য্য সহ এক পূর্ণ অয়নাংশকাল ৬৬ " ৮ "

সমুদয়ে ১০০, " অর্থাৎ

সার্দ্ধৈক অয়নাংশকাল সমভাবে দৃষ্ট হয়; এই পুরাণের মর্ম্ম। এখানে ' মধ্য নক্ষত্রং ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তদগ্রের ও তৎপশ্চাতের দুই নক্ষত্রের উল্লেখ না থাকিলেও ঐ ৩ নক্ষত্রের—পরস্পরের একশ্রেণী-বা একরাশি সম্বন্ধীয় ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে; সেই ভাব অবর্জ্জিত, এবং যুক্তি ও জ্যোতিষ-সঙ্গত ব্যাখ্যাই এই। পুরাণকার নিঃসন্দেহ জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ কিম্বা বৃথা-বাক্য প্রযোক্তা ছিলেন না। সপ্তর্ষির সমসূত্রে কোন এক নক্ষত্রের স্থিতিকাল দ্বারা অব্দ গণনা হয় না,—হইতেও পারে না। জ্যোতিষ গ্রন্থে এমন কোন সঙ্কেত নাই। সকল নক্ষত্রেরই ঐরূপ সপ্তর্ষির সমসূত্রে ১০০ বর্ষ স্থিতির কথাও এখানে উক্ত নাই। সপ্তর্ষির পূর্ব্ব অর্থাৎ সূর্য্য-দিকস্থ তিনটি নক্ষত্র মধ্যে যে একটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার কেবল ' সপ্তর্ষি সমসূত্রাব্দ ' মাত্র ব্যক্ত আছে, কিন্তু প্রাগুক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী ' অয়নাংশকাল ' সঙ্খ্যার দ্বারা ভিন্ন সেই নক্ষত্র নির্ণীত হয় না; অতএব এ পুরাণোক্তি যে অয়নাংশকাল গণনার সঙ্কেত-সমুদ্ভূত, তাহা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রমানিতও হয় না। ২। নক্ষত্রে যেমন ১ রাশি গণিত হয়, তদ্রূপ এখানে সূর্য্যসহ ' সপ্তর্ষির সমসূত্রে-স্থিতি ' কেবল ' ১॥ অয়নাংশকাল ' বুঝিতে হইবে। যথা,—

পূর্ব্বাষাঢ়ার সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি ;—

বিংশ নক্ষত্র-পূর্ব্বাষাঢ়ার শেষ-অর্দ্ধাংশ ও একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার পূর্ণ অয়নাংশ ;

সমুদয়ে ১॥ অয়নাংশকাল..১০০ বর্ষ।

মঘার সূর্য্যসহ সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি :—

১০ম নক্ষত্র-মঘার শেষ-অর্দ্ধাংশ ও একাদশ নক্ষত্র-পূর্ব্ব—

ফল্গুণীর পূর্ণ অয়নাংশ ; সমুদয়ে ১॥ অয়নাংশকাল..........................১০০ বর্ষ।

আবার যাঁহারা বলেন কোন দুই ' স্থির ' অর্থাৎ ' দৃশ্যমান গতিহীন ' নক্ষত্র পৃথিবীস্থ মনুষ্যের দ্বারা সকল কালে সমভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে সূর্য্যত গতি-

হীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই সূর্য্যই রাত্রিকালে অদৃশ্য, দিবাভাগে কখন ঠিক্ পূর্ব্বে, কখন বা উত্তর-কিম্বা-দক্ষিণ পূর্ব্বে, উত্তর-বা-দক্ষিণ পশ্চিমে ইত্যাদি নানা স্থানে দৃষ্ট হয় কেন? যে কারণে সূর্য্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখা যায়, সেই কারণেই দৃশ্যমান গতিহীন কোন নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সপ্তর্ষির সমসূত্রে কিম্বা অপর ভাবান্তর বা স্থানান্তর চলা পৃথ্বী হইতে দৃষ্ট হয় মাত্র। মেষ-রাশিতে অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্রের সূর্য্যসহ সমসূত্রে মিলন না হইলে বিষুবৎ বৈশাখমাসে হইতেই পারে না *।

কৃষ্ণচরিত্র হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পুরাণ সমালোচনায় উক্ত আছে যে, চিত্রানক্ষত্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহা-বিষুবরেখার ২০১ অংশ অন্তরে এবং তাঁহার ১৯০০ বর্ষাধিক পূর্ব্বে ১৭৪ অংশ (অর্থাৎ প্রথম স্থান হইত ৩৭৫ অংশ বা এক পূর্ণ চক্রাধিক ১৫ অংশ) দূরে ছিল। ইহার দ্বারা, পুরাণোক্ত 'মঘানক্ষত্রের সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি' এবং ভারতীয় জ্যোতিষোক্ত

---

* সূর্য্য নিজে না ঘুরিয়া, শূন্য আকাশে স্তম্ভবৎ অটল থাকিয়া কি কেবল আকর্ষণ রজ্জুর দ্বারা পৃথিবী আদিকে অনবরত তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতেছে? ঘুরাইলেই না ঘুরিতে হয়? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন-সদৃশ সূর্য্যেরও আবর্ত্তন নাই কি? এবং পৃথিবীর বার্ষিক-চক্রসদৃশ সূর্য্যেরও বহুশত বা সহস্রবর্ষে ১চক্র থাকিতে পারে না কি? পৃথিবীর কক্ষ বা বার্ষিক পরিভ্রমণ পথ সূর্য্যকেন্দ্রক (সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে) না হওয়াই বা অসম্ভব কেন?

পৃথিবীর ৩৬৫দিনে বার্ষিক সূর্য্যপ্রদক্ষিণ যদি 'চলা পৃথ্বী' হইতে অনুভব না হয়, তবে সূর্য্যের বহুসহস্র বর্ষে ১ চক্র থাকিলে, তাহা পৃথিবীস্থ দর্শক দ্বারা প্রত্যক্ষ না হওয়াই বা অসম্ভব কেন?

পুরাণ সমালোচক মহাশয়েরা যে ২৫৯২০ বৎসরে ১ অয়ন-চক্র বলেন তাহারইবা অর্থ ও কারণ কি? এই কাল মধ্যে কি বিষুবৎ ২৭ দিন মাত্র মহাবিষুবরেখার পশ্চাতে বা দক্ষিণে সরিয়া যায়? আবার ঐ ২৫৯২০ বৎসরে বিষুবৎ কি মহা-বিষুবরেখায় ফিরিয়া যায় না? তদ্রূপ মহা-বিষুবরেখার অগ্রে বা উত্তরেও বিষুবতের ২ চক্র হয় না কি? ২৫৯২০ বা যত বৎসরেই হউক এ অয়ন-চক্র সূর্য্যের গতি হইতে উৎপন্ন নয় কি?

ভারতীয় জ্যোতিষোক্ত অয়ন-গতি অর্থাৎ ৪চক্রে বিষুবতের অগ্র-গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন কি মিথ্যা? সূর্য্যের ৭২০০ বর্ষে ১চক্র হইতে ৪ অয়ন-চক্র উৎপন্ন হইতে পারে না কি?

ঘড়ির বৃহৎ চাকার ১ চক্র দ্বারা ক্ষুদ্র চাকার ১০।১২ বার ঘূর্ণন যেমন সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বৃহৎ সূর্য্যের ১ চক্রে চলা-ক্ষুদ্র-পৃথিবীতে বিষুবতের ৪ চক্র হইতে পারেনা কি?

তবে ভারতে সে আর্য্যভট্ট নাই—সে বরাহমিহির বা ভাস্করাচার্য্যও নাই কিম্বা এক্ষণকার ভারতীয় গণিতবিদ্যাবিশারদ মহোদয়দিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাদৃশ প্রযত্ন নাই বলিয়াই কি কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা কোন জটিল বিষয়ের কিম্বা এই দেশীয় ও বিদেশীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্বের যুক্তি-যুক্ত প্রত্যয়-জনক মীমাংসা হয়না?

পশ্চাৎ বা-দক্ষিণ গতির (মহা-বিষুবরেখার দুই দিকে ১৮০০+১৮০০=৩৬০০ বর্ষে) দুই চক্র এবং অগ্র-বা উত্তর গতির তদ্রূপ দুই চক্র এই '৪ চক্রে ১ পূর্ণ অয়ন-চক্র', ইত্যাদি সমালোচক মহাশয়েরা স্পষ্টাক্ষরে না হউক,—প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। অপর প্রমাণ অনাবশ্যক।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩০ শ্লোকে ব্যক্ত রহিয়াছে যে পুষ্যানক্ষত্রাংশের * প্রবর্ত্তনে আগামী দৈবযুগ আরম্ভ হইবে। উহার ৪৩২০০০ বর্ষ অর্থাৎ ২৪০ ($\frac{২৭}{৩}$ × ২০০=১৮০০ বর্ষ) সম্পূর্ণ ২৭ নক্ষত্রাংশকাল পূর্ব্ব হইতে এই দৈবযুগান্তঃকলি গণিত হইতেছে; অতএব এ কলিযুগও পুষ্যানক্ষত্রাংশ সহ আরম্ভ হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, মহাপদ্মনন্দের ও তৎপুত্রগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ মত-ভেদ আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি এক্ষণকার ইতিহাস লেখক মহোদয়েরা পুরাণোক্ত ১০০ বর্ষ স্থলে ৫০ বর্ষ মাত্র লিখিয়াছেন। পূর্ব্বতন বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মান্যবর এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব বাহাদুর পুরাণানুযায়ী ১০০ বর্ষ স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মহাপদ্মনন্দের অভিষেক ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে হইয়াছিল, লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে, চন্দ্রগুপ্তের মগধ-সিংহাসনারোহণ ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বে হয়; কিন্তু যখন অপর সকল ইতিহাসলেখকের মতে ৩১৪ হইতে ৩১৯ খৃঃ পূর্ব্ব, তখন পুরাণানুসারে নন্দদিগের রাজত্ব ৪১৪ (ক) হইতে ৩১৫ খৃঃ পূর্ব্ব, ধরা যাইতে পারে। অতএব মহাপদ্মনন্দের অভিষেক পুরাণ ও ইতিহাস অনুসারে ৪১৪ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ কলির (৩১০২ বিযুক্ত ৪১৪) ২৬৮৮ অব্দে হইয়াছিল। ৩৯ নক্ষত্রাংশে ২৬০০ বর্ষ, এবং ৮৮ বর্ষে এক নক্ষত্রাংশ ও ২১ বর্ষ ৪ মাস হয়; পুষ্যা হইতে রেবতী ২০, তৎপরে অশ্বিনী হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া ২০, অতএব কলির ৪০ অয়নাংশ পতে—একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ার প্রথম অর্দ্ধাংশের দ্বাবিংশ বর্ষে—অর্থাৎ ৯ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩৯ শ্লোক

(" প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥")

অনুযায়ী পূর্ব্বাষাঢ়ার সপ্তর্ষি সমসূত্রাংশের মধ্যভাগে নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। ইহার দ্বারা 'সপ্তর্ষির সমসূত্রে-স্থিতির' যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শুদ্ধতাও সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে; জ প্রদর্শনী দেখুন।

---

* এ 'সপ্তর্ষি-সমসূত্রাংশ' নয়, নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ; বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩০ শ্লোক দেখুন।

(ক) চন্দ্রগুপ্তের ১০০ বর্ষ অগ্রে, ৪১৪ খৃঃ পূর্ব্বে মহাপদ্মনন্দের রাজত্ব আরম্ভ, কিন্তু তৎকালে সৌর-অব্দ প্রচলিত ছিলনা। ১৯ বৎসরে সৌর ও চান্দ্র-বর্ষের প্রভেদ ৭ মাস, অতএব ৪১৪ চান্দ্র-বর্ষে ($\frac{৪১৪ \times ৭}{১৯ \times ১২} = \frac{২৮৯৮}{২২৮}$) প্রায় ১৩ বর্ষ কমিয়া ৪০১ সৌরবর্ষ হয়।

'সপ্তর্ষির সমস্থত্রেস্থিতি—'কালের ব্যাখ্যা দ্বারা বিষ্ণুপুরাণের ৪। ২৪। ৩৩। ৩৪ শ্লোকের শেষভাগের

(তেতু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ।)

মর্ম্ম এই বুঝিতে হইবে যে ' মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক নক্ষত্র হইতে পরীক্ষিত-কালিক (' মঘাস্বাসন্ ').মঘার সপ্তর্ষিসমস্থত্রে স্থিতি পর্য্যন্ত কলির ১২০০ বর্ষ কাল অতীত হইয়াছিল'। সেই ' মধ্যনক্ষত্র ' উত্তরাষাঢ়া যদংশে মহাপদ্মনন্দের অভিষেক হইয়াছিল, ' তেতু' শব্দ তদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দ্বাত্রিংশ শ্লোকে, যখন নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যক্ত রহিয়াছে এবং ইহার শেষভাগে যখন পরীক্ষিত–কালিক (' মঘাস্বাসন্ ') মঘার সপ্তর্ষি-সমস্থত্রাংশের উল্লেখ আছে, তখন এ ' মধ্যনক্ষত্র' মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক ভিন্ন অপর'নক্ষত্র নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। পুরাণকার এখানে অন্য নক্ষত্রের কথা বলিবেন কেন? 'পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্' পরীক্ষিতের জন্ম-কালিক মঘাস্বাসন্ বুঝায়; 'পরীক্ষিতের রাজত্ব-কালিক নয়। (' মঘাস্বাসন্ ') 'মঘার সপ্তর্ষি-সমস্থত্রাংশ ' অর্থে মঘার শেষ অর্দ্ধাংশ সহ পূর্ণ পূর্ব্ব-ফল্গুনী-অংশ বুঝায়;—মঘা নক্ষত্রাংশ নয়। 'প্রবৃত্তশ্চ-কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ ' অর্থে ' কলির মধ্যের ১২০০ বর্ষকাল' অতীত হইয়াছিল বুঝায়, কলির আরম্ভ হইতে কখনই নয়; ৯ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত—

(যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১২। ২। ৩২ শ্লোকে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। আবার জ-প্রদর্শনী দেখুন, নন্দদিগের পূর্ব্বে কলিতে দুই মঘাস্বাসন্ হইয়াছিল; ১ম,—কলির ১৬৭ হইতে ২৬৭ বর্ষ পর্য্যন্ত; ২য়,—কলির ১৯৬৭ হইতে ২০৬৭ বর্ষ অবধি। কলির ৩য় মঘাস্বাসন্ই মহাপদ্মনন্দের অভিষেক-কালিক নক্ষত্রাংশ আরম্ভের ১১০০ বর্ষ পরে ১২০০ বর্ষ পর্য্যন্ত ছিল। ইহাই পরীক্ষিত-কালিক মঘাস্বাসন্। মহাভারত পুরাণাদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিত গর্ভস্থ ছিলেন এবং যদুবংশ ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর, পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ। দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে উক্ত আছে যে, কুরুকুল ক্ষয়ের অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র–যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে যদুবংশীয়গণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ৩৬ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল। মহাপদ্মনন্দের অভিষেক যে একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া অংশের দ্বাবিংশ বর্ষে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে; সেই উত্তরাষাঢ়া

সহ রেবতী পর্য্যন্ত ৭, তৎপরে অশ্বিনী হইতে পূর্ব্ব-ফল্গুনী সহ ১১, এই (১২ দেড়া) ১৮ নক্ষত্রাংশে ১২০০ বর্ষ কাল; অতএব পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের অনধিক ১৪ বর্ষ ৮ মাস থাকিতে অর্থাৎ (১২০০ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ৪১৪ সহ ১৪ বর্ষ ৮ মাস ও ২১ বর্ষ ৪মাস বা ৪৫০ বর্ষ) ৭৫১ খৃষ্টাব্দে বা (খৃঃ পূঃ ৩১০২ বর্ষে খৃঃ৭৫০ বর্ষ যোগে) ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে যে-পরীক্ষিতের জন্ম, এবং উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের দ্বাবিংশ বর্ষে, অর্থাৎ নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভের ১২০০ বর্ষ ও কলির (২৬৮৮+১২০০) ৩৮৮৮ বর্ষ পরে যে তাঁহার অভিষেক হইয়াছিল, তাহাই পুরাণকার এখানে অয়নাংশ কাল পরিমাণে অপরিস্ফুটভাবে নিশ্চয় রূপে বলিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'কলির ১২০০ বর্ষে পরীক্ষিতের অভিষেক', এ পুরাণের বিরুদ্ধ কথা। ১২০০ বর্ষ কাল মহাপদ্ম নন্দের ও পরীক্ষিতের অভিষেকের ব্যবধানই বুঝিতে হইবে, অন্য অর্থ হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভাগবতের ১২।২।৩২ শ্লোকে যখন পরীক্ষিতের জন্মকালিক মঘানক্ষত্র অগ্রে উক্ত আছে, তখন মহাপদ্ম নন্দ-কালিক পূর্ব্বাষাঢ়া তৎপশ্চাতে গণিত হইবে; কিন্তু পুরাণের সকল বিবরণই যখন ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে ব্যক্ত আছে, তখন অগ্রে বা পশ্চাতে যাহারই উল্লেখ থাকুক, মর্ম্মানুযায়ী ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। মর্ম্মের ব্যত্যয় হইলে, পশ্চাতে বা অগ্রেই গণিত হইবে কেন? বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩২ শ্লোকেও পরীক্ষিতের নাম অগ্রে আছে এবং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের * রাজত্বের ব্যবধান ১০১৫ বর্ষ উক্ত আছে, কিন্তু বায়ু ও মৎস্য-পুরাণে ১০৫০ বর্ষ আছে। যদিচ ইঁহাদের মধ্যে কে অগ্রে কে পশ্চাতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত নাই; বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩৩।৩৪ শ্লোকানুযায়ী গণনার দ্বারা পরীক্ষিতেরইত পশ্চাদ্বর্ত্তিতা অবধারিত হইতেছে; তথাচ পরীক্ষিত যে নন্দদিগের অগ্রে ছিলেন না, উল্লিখিত বায়ু ও মৎস্য এবং অপর পুরাণ-উক্তির দ্বারাই সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

নন্দদিগের অগ্রে মঘার সপ্তর্ষি-সমসূত্রেস্থিতি মধ্যে পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রাংশের ১৪ বর্ষ ৮ মাস থাকিতে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়া থাকিলে,—

একাদশ নক্ষত্র পূর্ব্ব-ফল্গুনী অংশের ১৪ বর্ষ ৮ মাস সহ একবিংশ নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া অংশের ২১ বর্ষ ৪ মাস লইয়া (৬ দেড়া ৯) ৬৩৬ বর্ষ মাত্র হয়; ইহা ১০১৫ বর্ষের প্রায় ৪০০ বর্ষ কম। মঘা অংশের আদি (পুরাণের মর্ম্ম যদিও তাহা নয়) হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া অংশের শেষ পর্য্যন্ত ধরিলেও ৭৩৪ বর্ষের অধিক হয় না। আবার বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩৯ এবং ভাগবতের ১২।২।৩২ শ্লোকে ব্যবহৃত 'নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ' শব্দের আভাসে বিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪।৩২ শ্লোকোক্ত 'নন্দাভিষেচনের' অর্থ নন্দদিগের 'রাজত্ব'ই বিবেচনা হয়; কিন্তু সে অর্থ পরীক্ষিত নন্দদিগের পশ্চাতে হইলেই খাটে, তথাচ নন্দদিগের (বিঃ পুঃ ৪।২৪ দেখুন) ১০০ বর্ষ রাজত্ব ঐ ৭৩৪ বর্ষসহ যোগ করিলেও নন্দদিগের রাজত্ব শেষ হইতে মঘা নক্ষত্রাংশের আদি অবধি ৮৩৪ বর্ষ হয়;

* বিষ্ণুপুরাণে 'নন্দাভিষেচনম্' শব্দের প্রয়োগ আছে। অমরকোষে 'অভিষেক' শব্দ নাই; 'অভিষব' ও 'অভিষেণন্' আছে। 'অভিষেক' হইতে উৎপন্ন 'অভিষেচন' অর্থে এখানে 'রাজত্ব' হওয়াই সম্ভব।

তৎসহ সৌর ও চান্দ্র-অব্দের পার্থক্য ১৩ বর্ষ যোগ করিলেও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৮৪৭ বর্ষ হয়। ইহাও বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১০১৫ বর্ষের এবং বায়ু ও মৎস্যপুরাণোক্ত ১০৫০ বর্ষের অনেক ন্যূন।

বাস্তবিক পরীক্ষিত যে নন্দের পূর্ব্বে ছিলেন তাহার পৌরাণিক প্রমাণ কিছুই নাই বলা যাইতে পারে; যেহেতু তাহা হইলে কলির অন্যূন ১৯০০ বর্ষ গতে, অন্তর্দ্বাপরের প্রথম ভাগে, কেবল পরীক্ষিতের জন্ম কেন, শ্রীকৃষ্ণের,—যুধিষ্ঠিরের ও বেদব্যাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা পুরাণের বিরুদ্ধে স্বীকার করিতে হয়; নন্দের অভিষেক হইতে পরীক্ষিতের ব্যবধানও পুরাণানুযায়ী 'সহস্রাধিক' বর্ষ হয় না; শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে বা পরীক্ষিতের অভিষেকে কলির বা অন্তঃকলির আরম্ভও সপ্রমাণ হয় না। চ-প্রদর্শনীতে উদ্ধৃত পুরাণোক্ত বিবিধ বংশাবলীর দ্বারাও পরীক্ষিত যে নন্দের অগ্রের নন, তাহা বিশিষ্ট-রূপে প্রতিপন্ন হয়। সার কথা,-পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাস; তৎপ্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব অন্তস্ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন রামায়ণ মহাভারত আদিতে ব্যক্ত আছে। এই শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিচত্বারিংশ পূর্ব্বপুরুষ প্রসেনজিৎ যখন মহাপদ্ম নন্দের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ অজাতশত্রু-কালিক ছিলেন এবং মহাপদ্ম নন্দের পুত্রদিগের সমকালিক পরশুরামও যখন ঐ শ্রীরামচন্দ্রের আদি পুরুষরূপে পদ্ম রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছেন তখন বেদব্যাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পরীক্ষিত—নন্দদিগের সহস্রাধিক বর্ষ পশ্চাতে ভিন্ন অগ্রে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না।

আবার খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর নন্দদিগের পশ্চাৎ-কালীন মৌর্য্য-শুঙ্গ-কণ্ব ও অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজগণের (দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণিত) ধারাবাহিক সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী যখন পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বেদব্যাস কৃত পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে, তখন পরীক্ষিতের জন্ম নন্দদিগের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন পুরাণকার ঋষি মগধের ভবিষ্য রাজাদিগের বৃত্তান্তসকল যোগবলে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা ভারত পুরাণ অনুযায়ী নয়। চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের তদ্রূপ সঠিক বিবরণইবা পুরাণে নাই কেন? যাহা হউক সর্ব্বপ্রথম যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলিই যে খৃঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর কপিলদেবের পশ্চাৎ-কালিক ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত। অতএব পুরাণকার যোগবলে বলীয়ান হইলেও, তাঁহার এবং পরীক্ষিতের প্রাদুর্ভাব পতঞ্জলির ও নন্দদিগের পূর্ব্বে হওয়া যারপর নাই অসম্ভব।

পরীক্ষিত যে নন্দদিগের পশ্চাতেই ছিলেন তাহার প্রচুর প্রমাণ অগ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কলির ... ... ২৬৮৮ বর্ষে
ও বিষ্ণুপুরাণানুসারে নন্দদিগের ১০০ বর্ষ রাজত্ব কলির ... ২৭৮৮ বর্ষ পর্য্যন্ত
এবং পরীক্ষিতের জন্ম .. .. ৩৮৫১ কলের্গতাব্দে
হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে।
অতএব নন্দদিগের রাজত্বের ও পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান ১০৬৩ বর্ষ হইতেছে ;
তাহা হইতে সৌর ও চান্দ্র অব্দের প্রভেদ ($\frac{৪১৪ \times ৭}{১৯ \times ১২}$) ১৩ বর্ষ

পরিত্যাগ করিলে বায়ু ও মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী ঠিক ১০৫০ বর্ষ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে '১০১৫ বর্ষ' আছে বটে, কিন্তু যখন অপর দুই পুরাণে '১০৫০ বর্ষ' রহিয়াছে এবং তাহাই যখন সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে তখন 'নন্দাভিষেচনের' অর্থ যে 'নন্দদিগের রাজত্ব' তাহাও প্রকাশ পাইতেছে ; নচেৎ পুরাণকার আর ১০০ বর্ষ অধিক লিখিতেনই লিখিতেন। 'মঘাস্বাসনের' অর্থ মঘার দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশসহ পূর্ব্বফল্গুনীর সম্পূর্ণ অংশই সাব্যস্ত হইতেছে ; জ প্রদর্শনী দেখুন।

পুরাণাদি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে এবং পরীক্ষিতের অভিষেকে অর্থাৎ কলির ৩৮৮৮ বর্ষ পরে 'কলি' আরম্ভ। পুরাণকার কলিযুগের মধ্যে আবার 'কলি' প্রবেশের কথা লিখিলেন কেন ? এ কলি অর্থে অন্তঃকলি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? বর্ত্তমান কলিযুগ যেমন দৈবযুগান্তঃকলি, তদ্রূপ এ কলিরও অন্তর্যুগ-চতুষ্টয় আছে, তাহা ৮ম ৯ম ১০ম পরিচ্ছেদ আদিতে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে,

কলির অন্তঃসত্য ... ... ১৭২৮ বর্ষ
" অন্তস্ত্রেতা ... ... ৮৬৪ বর্ষ
" দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা ১২৯৬ বর্ষ

অন্তর্দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা, কলির ৩৮৮৮ বর্ষে

শেষ ; তৎপরে অন্তঃকলি আরম্ভ। ইহার ৩৬ বর্ষ অগ্রে অর্থাৎ দ্বা-পরের শেষে (৩৮৮৮ বিযুক্ত ৩৬) ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে বা (৩৮৫৩ বিযুক্ত ৩১০২) ৭৫১ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সমাপ্ত। ইহার ১০৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ (১১৫০ বিযুক্ত ৭৫০ বা ৪০০ সৌরবর্ষ) খৃঃপূঃ ৪১৪ চান্দ্র অব্দে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব আরম্ভ, এবং তাহার ১০০ চান্দ্রবর্ষ পরে খৃঃ-পূঃ ৩১৪।১৫ তে চন্দ্রগুপ্তের মগধসিংহাসনারোহণ। ইতিহাসের সহিত এ গণনার সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে ; অতএব কলির অন্তর্যুগ-চতুষ্টয় যে পুরাণসঙ্গত তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

পণ্ডিতবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদে লিখিয়া গিয়াছেন :—
'সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।'

'ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে,-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।'

পুরাণকার এমন কথা বলেন নাই যে 'সপ্তর্ষি মণ্ডলে মঘা নক্ষত্র থাকে,' 'সপ্তর্ষির সমসূত্রেই' থাকে বলিয়াছেন। 'মঘানক্ষত্রের সপ্তর্ষি-সমসূত্রে স্থিতি' সম্পূর্ণরূপে ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। পুরাণোক্ত এ দ্বাপর যে দৈবযুগান্তর্দ্বাপর নয়, কলির অন্তর্দ্বা-পর তাহাও বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। উত্তরায়ণ কথনই চৈত্রমাসে আরম্ভ হয় না; বিঃ পুঃ ২১৮ ও জ প্রদর্শনী দেখুন। ভারতীয় জ্যোতিষ অগ্রাহ্যকারী পুরাণ-সমালোচক মহোদয়দিগের অনুবর্ত্তী হইয়া ভ্রমবশতঃ পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া, পণ্ডিতবর কৃষ্ণচরিত্র-লেখক মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ (ঐতিহাসিক) দ্বাপরের শেষে হয় নাই। এই পরিচ্ছেদ পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে পুরাণের কোন কথাই অমূলক নয়। কলির ৩৮৮৮ বর্ষে যে, কলির অন্তর্দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতার শেষ ও তাহার ৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও তৎপরে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল, এবং পরীক্ষিতের অভিষেকে অর্থাৎ দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা অন্তে ৩৮৮৯ কলের্গতাব্দে যে অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পৌরাণিক জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহ সংস্থাপিত হইয়াছে, সকলেই অবিবাদে স্বীকার করিবেন ভরসা হয়।

৩৮৫২ কলের্গতাব্দের (সৌর) মাঘে উত্তরায়ণের প্রথম শুক্লা-অষ্টমীতে যে ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ হইয়াছিল, তাহাও (ইউরোপীয় নয়), ভারতীয় জ্যোতিষের সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতবর কাশীরাম দাসের* পদ্য মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

'ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে। রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর। সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন। পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল। রথের উপর হইতে পড়েন ভূতল ॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর। আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর। হেন মতে শরশয্যা দিল বীরবর ॥

* * * *

মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর। কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন। ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি। শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন। জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ নাহি হয়ত যাবৎ। শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥'

(ভীষ্মপর্ব্ব, ভীষ্মের শরশয্যা।)

---

* এ পদ্য মহাভারত যে অমৌলিক নয়, মূলেরই ভাবান্তর, তাহা গ্রন্থকার নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতী নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর প্রবন্ধ কিম্বা 'ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী' ১ম খণ্ড দেখুন।

ভীষ্ম প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

['সৌরমাঘে সুন্দর চান্দ্র মাস (অর্থ-শুক্লপক্ষ) প্রবৃত্ত হইলে' ইত্যাদি]

পরে,—

"মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী তিথি শুভ দিনে। ত্যজিলেন ভীষ্মতনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির। রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন। অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ বৈশ্য আদি যত নগরের প্রজা। রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল। প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার। হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার॥
কোথা গেলে পিতামহ ছাড়িয়া আমারে। তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ। তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল। শোকসিন্ধু মধ্যেতে আমাকে ডুবাইল॥
* * * * *
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর। বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির"॥

(শান্তি-পর্ব্ব, ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।)

এই মহাভারতোক্ত বিবরণে প্রকাশ পাইতেছে যে ভীষ্ম মহারথী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ১০ম দিবসে যখন শরশয্যায় শয়ন করেন, তখন সৌর-পৌষ কিন্তু 'দক্ষিণ-অয়ন' অতীতপ্রায়। যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রাজ্য-লাভ করিলে পর, সৌর মাঘের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব স্বর্গারোহণ করেন। বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে সম্বৎ-অব্দ কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, এ অব্দে চান্দ্রমাসেরই গণনা; শুক্লা প্রতিপদে মাস, এবং চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে বর্ষ আরম্ভ হয়; কিন্তু য়ু-দিগের মত ১৩মাসে বর্ষ কখনই গণিত হয়না; ত্রয়োদশ মাসের পৃথক্ নামও সংস্কৃতে নাই, কিম্বা মুসলমানদিগের হিজরী আদি অব্দে যেরূপ ১২ চান্দ্রমাসে বর্ষ গণিত হয়, তদ্রূপও নয়; অতিরিক্ত পক্ষদ্বয় সম্বৎ-অব্দের কোন এক মাসের 'অধি-বা ক্ষয়' মাস (অর্থাৎ মল মাস) রূপে বর্জ্জিত হইয়া সৌর অব্দের সহিত এক-প্রকার ঐক্য রহিয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ যে সৌর মাঘের অষ্টম দিবসে হইয়াছিল তাহা নয়, মাঘের প্রথম শুক্লাষ্টমীতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; নচেৎ "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির" পুরাণ-কার কদাচ লিখিতেন না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সৌর পৌষ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। সম্বৎ-পূর্ব্বে যে সৌর মাসের গণনা চলিত ছিল না তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে কেহ যদি বলেন যে, ভীষ্মদেবের প্রাণত্যাগ সৌরমাঘের 'অষ্টম দিবসেই' হইয়াছিল; তাহা হইলে অন্ততঃ ৭ই মাঘে উত্তর-অয়ন পড়িয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন, জ্যোতিষোক্ত বিষুবৎ-প্রবর্ত্তন-সঙ্কেত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে কলির ৩৬০০ বর্ষ পর্য্যন্ত সৌর বৈশাখে বিষুবৎ হওয়ায়, সৌর মাঘমাসে উত্তর-অয়ন আরম্ভ হইত। এক্ষণে নন্দের কত পূর্ব্বে বা কত পশ্চাতে ৭ই মাঘের অগ্রে উত্তরায়ণ পড়িত তাহা সহজেই নিরূপণ করা যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জ প্রদর্শনী।

সম দিবারাত্রি বা বিষুবৎসহ অয়নাংশ প্রবর্ত্তন ও উত্তরায়ণ আরম্ভ গণনা।

কোন্ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	সম দিবা রাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তন কোন তারিখে	কলের্গতাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্বে কোন্ তারিখে	
৮ম	পুষ্যা	২৬৮৮ পূর্ব্বে	১লা বৈশাখ	(কলি আরম্ভ)	৩০৪৫ পূর্ব্বে	৩১০২ পূর্ব্বে	৩১৮০ পূর্ব্বে	১লা মাঘ	
৯ম	অশ্লেষা	২৬২১	২রা	৬৭	২৯৭৮	৩০৩৫	৩১১৩	২রা	
১০ম	মঘা	২৫৫৪	৩রা	১৩৪	২৯১১	২৯৬৮	৩০৪৬	৩রা	
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	২৪৮৭	৪ঠা	২০১	২৮৪৪	২৯০১	২৯৭৯	৪ঠা	কলির ১ম 'মুষাশাসন' মঘা নক্ষত্রাংশের শেষার্দ্ধ ও পূর্ব্ব-ফল্গুনীঅংশ,—১৬৭ হইতে ২৬৭ অব্দ অবধি।
১২শ	উত্তরফল্গুনী	২৪২১	৫ই	২৬৭	২৭৭৮	২৮৩৫	২৯১৩	৫ই	
১৩শ	হস্তা	২৩৫৪	৬ই	৩৩৪	২৭১১	২৭৬৮	২৮৪৬	৬ই	
১৪শ	চিত্রা	২২৮৭	৭ই	৪০১	২৬৪৪	২৭০১	২৭৭৯	৭ই	
১৫শ	স্বাতী	২২২১	৮ই	৪৬৭	২৫৭৮	২৬৩৫	২৭১৩	৮ই	
১৬শ	বিশাখা	২১৫৪	৯ই	৫৩৪	২৫১১	২৫৬৮	২৬৪৬	৯ই	

জ প্রদর্শনী চলিতেছে-।

১১শ	অনুরাধা	২০৮৭ পূর্ব্বে	১০ই বৈশাখ	৬০১	২৪৪৪ পূর্ব্বে	২৫০১ পূর্ব্বে	২৫৭৯ পূর্ব্বে	১০ই মাঘ	রাজতরঙ্গিণী মতে যুধিষ্ঠির কলির ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা পুরাণানুযায়ী নয়, প্রমাণিতও হয় না।
			—	—	—	—	—		
৫ম	মৃগশিরা	১০৮৭	২৫শে বৈশাখ	১৬০১	১৪৪৪	১৫০১	১৫৭৯	২৫শে মাঘ	
৬ষ্ঠ	আর্দ্রা	১০২৫	২৬শে	১৬৬৭	১৩৭৭	১৪৩৪	১৫১২	২৬শে	কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্ত ৺বঙ্কিম চন্দ্রের মতে খৃঃপূঃ ১৪৩০, পণ্ডিতবর উইলফোর্ডসাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ১৩৭০, পণ্ডিতবর কোলব্রুক উইলসন ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব-দিগের মতেও ঐ চতুর্দ্দশ শতাব্দী এবং পণ্ডিতবর বুকানন সাহেবের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দী। এ সকল অব্দে উত্তরায়ণ পৌষের শেষে আরম্ভ হইত না 'মৃতাযাসনও' ছিল না, অপরাপর পুরাণবাক্যও প্রমাণিত হয় না।
৮ম	পুষ্যা	৮৮৭	২৭শে	১৮০১	১২৪৪	১৩০১	১৩৭৯	২৭শে	
৯ম	অশ্লেষা	৮২০	২৮শে	১৮৬৭	১১৭৭	১২৩৪	১৩১২	২৮শে	

জ প্রদর্শনী চলিতেছে।

কোন্ নক্ষত্রাংশ বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	সম দিবা রাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তন কোন্ তারিখে	কলেগতাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্বে কোন্ তারিখে	
১০ম	মঘা	৭৫৪ পূর্ব্বে	২৫শে বৈশাখ	১৯৩৪	১১১১ পূর্ব্বে	১১৬৮ পূর্ব্বে	১২৪৬ পূর্ব্বে	২৫শে মাঘ	কলির ২য় 'মঘাযাসন' এই মঘানক্ষত্রাংশের শেষার্দ্ধ ও পূর্ব্ব ফল্গুনী অংশ,—১৯৬৭ হইতে ২০৩৭ অব্দ অবধি।
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	৬৮৭	২৪শে	২০০১	১০৪৪	১১০১	১১৭৯	২৪শে	পণ্ডিতবর গ্রাণ্ট সাহেব মহোদয়ের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে হইয়াছিল। এ মতও পুরাণসঙ্গত নয়।
১২শ	উত্তরফল্গুনী	৬২০	২৩শে	২০৬৭	৯৭৭	১০৩৪	১১১২	২৩শে	
২০শ	পূর্ব্বাষাঢ়া	৮৭	১৫ই	২৬০১	৪৪৪	৫০১	৫৭৯	১৫ই	বুদ্ধ গৌতম অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৭ বা ৬২০ হইতে ৫৫০ বা ৫৪৩ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের (বিঃ পুঃ ৪।২) ৪২শ পূর্ব্বপুরুষ প্রসেনজিৎকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।
২১শ	উত্তরাষাঢ়া	২১	১৪ই	২৬৬৭	৩৭৮	৪৩৫	৫১৩	১৪ই	
		নন্দের অভিষেকের সময়	১৪ই বৈশাখে ছিল	২৬৮৮	৩৫৭	৪১৪	৪৯১	১৪ই মাঘ হইতে	উত্তরাষাঢ়া অংশের ২২শ বর্ষে নন্দদিগের রাজত্ব আরম্ভ।

জ প্রদর্শনী চলিতেছে।

২৫শ	পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	২৪৬ পরে	১০ই বৈশাখ	২৯৭৫	১১১ পূর্ব্বে	১৬৮ পূর্ব্বে	২৪৫ পূর্ব্বে	১০ই মাঘ	পরশুরাম মহাশয় নক্ষত্র পুত্রদিগের সমকালিন ছিলেন।*
২৬শ	উত্তর ভাদ্রপদ	৩১২	৯ই	৩০০১	৪৫	১০২	১৭৯	৯ই	
২৭শ	রেবতী	৩৭৯	৮ই	৩০৬৭	২৩ সম্বতে	৩৪	১১২	৮ই	
১ম	অশ্বিনী	৪৩৫	৭ই	৩১৩৩	৮৯	৩২ খৃষ্টাব্দে	৪৬	৭ই	
২য়	ভরণী	৫১২	৬ই	৩২০১	১৫৬	৯৯	২১ শকে	৬ই	
৩য়	কৃত্তিকা	৫৭৯	৫ই	৩২৬৭	২২৩	১৬৬	৮৮	৫ই	
৪র্থ	রোহিণী	৬৪৫	৪ঠা	৩৩৩৩	২৮৯	২৩২	১৫৪	৪ঠা	
৫ম	মৃগশিরা	৭১২	৩রা	৩৪০১	৩৫৬	২৯৯	২২১	৩রা	
৬ষ্ঠ	আর্দ্রা	৭৭৯	২রা	৩৪৬৭	৪২৩	৩৬৬	২৮৮	২রা	
৭ম	পুনর্ব্বসু	৮৪৫	১লা	৩৫৩৩	৪৮৯	৪৩২	৩৫৪	১লা মাঘ	
৮ম	পুষ্যা	৯১২	৩০শে চৈত্র	৩৬০১	৫৫৬	৪৯৯	৪২১	৩০শে পৌষ	মিহির কুলের সহিত বিক্রমাদিত্যের কোরুর-যুদ্ধ (৫৩৩ খৃঃ অব্দে) পুষ্যানক্ষত্রাংশ মধ্যে হইয়াছিল; মঘাখাসনে নয়।
৯ম	অশ্লেষা	৯৭৯	২৯শে	৩৬৬৭	৬২৩	৫৬৬	৪৮৮	২৯শে	

ক্র প্রদর্শনী চলিতেছে।

কোন্ নক্ষত্রাংশে বা অয়নাংশ আরম্ভ		নন্দের অভিষেকের কত বৎসর পূর্ব্বে বা পশ্চাতে	সম দিবা রাত্রি বা বিষুবৎ প্রবর্ত্তণ কোন তারিখে	কলের্গতাব্দ	সম্বৎ পূর্ব্বে বা সম্বতে	খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে বা খৃষ্টাব্দে	শক পূর্ব্বে বা শকে	উত্তরায়ণ আরম্ভ বিষুবতের পূর্ব্বে কোন্ তারিখে	*
১০ম	মঘা	১০৪৫ পরে	২৮শে চৈত্র	৩৭৩৩	৬৮৯ পূর্ব্বে	৬৩২ পূর্ব্বে	৫৫৪ পূর্ব্বে	২৮শে প	
১১শ	পূর্ব্বফল্গুনী	১১১২	২৭শে	৩৮০১	৭৫৬	৬৯৯	৬২১	২৭শে	কলির ৩য় মুধাবাসনের অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী অংশের ১৪ বর্ষ থাকিতে ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। উত্তর-ফল্গুনী অংশের বাবিংশ বর্ষে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল।
১২শ	উত্তরফল্গুনী	১১৭৯	২৬শে	৩৮৬৭	৮২৩	৭৬৬	৬৮৮	২৬শে	
১৩শ	হস্তা	১২৪৫	২৫শে	৩৯৩৩	৮৮৯	৮৩২	৭৫৪	২৫শে	
১৪শ	চিত্রা	১৩১২	২৪শে	৪০০১	৯৫৬	৮৯৯	৮২১	২৪শে	
	*		*	*		*		*	
১৭শ	অনুরাধা	১৫১২	২১শে	৪২০১	১১৫৬	১০৯৯	১০২১	২১শে	
	*		*	*		*		*	
১৯শ	ধনিষ্ঠা	১৯১২	১৯ই	৪৬০১	১৫৫৬	১৪৯৯	১৪২১	১৯ই	
*			*	*		*		*	
২য়	ভরণী	২৩১২ পরে	৯ই চৈত্র	৫০০১	১৯৫৬ সম্বতে	১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে	১৮২১ শকে	৯ই পৌষ	একণে বিষুবৎ ৯ই চৈত্র হইতেছে, বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখন।

এই তালিকার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কলিযুগ আরম্ভের ৩৬ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ দৈব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে, পৌষসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণের প্রবর্ত্তন হইত বটে, কিন্তু তৎকালে মঘাম্বাসন ছিল না এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধও যে নন্দদিগের ২৭২৪ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মহাভারত পুরাণাদিতে নাই, নানা দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা একমতে স্থির করিয়া গিয়াছেন। নন্দের প্রায় ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বে মাঘের ৭ম দিবসে উত্তরায়ণ আরম্ভ কালে, এই (দৈব) কলিযুগের অন্যূন ৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তথনও দৈব-দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যাংশ নয়, এবং মঘাম্বাসনও ছিল না, এ সময়ে পরীক্ষিতের জন্ম ও ভীষ্মদেবের দেহা-বসান হইয়াছিল বলা মহাভারত পুরাণাদি সঙ্গত নয়। নন্দের ২৪০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে,—'মঘাম্বাসন' মধ্যে ৪ঠা বা ৫ই মাঘে উত্তরায়ণের প্রবর্ত্তন হইলেও তৎকালে মহাভারত পুরাণানুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম হয় নাই; অবিবাদে বলা যাইতে পারে। কিন্তু নন্দের অভিষেকের ১১১২ বৎসর পরে পরীক্ষিতের জন্মের ও ভীষ্মদেবের শরশয্যা-কালের কএক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে অন্তর্দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে, ২৭শে পৌষে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ইতিমধ্যে ৩৮৫২ কলের্গতাব্দের বা ৬৭২ শকের মাঘের প্রথম শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, এবং যদিও উত্তরায়ণ-প্রবর্ত্তন গণনা দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হইতেছে; তথাচ উক্ত ৬৭২ শকের মাঘের ৮ম দিবসের মধ্যে শুক্লাষ্টমী ছিল কিনা তাহা জ্যোতিষের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হইল।

———*———

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের সম্ভব্য তারিখ নির্ণয়।

কলি আরম্ভ শক পূর্ব্ব ৩১৭৯ সৌরবর্ষ ৩ মাস অর্থাৎ মাঘের প্রথম দিবসে, শুক্রবারে, পূর্ণিমা তিথিতে।

	দি	দ:	প:	বি:	অ:
(সৌরবর্ষ	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০)

কলির পূর্ব্ব দিবসে অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতিবার ও পূর্ণিমার কিয়দংশ

অর্থাৎ বার ৫ এবং

চান্দ্রমাসের অনুমান ১৪ দি ০ দ ০ প গত

সৌরবর্ষ

	দি:	দ:	প:	বি:	অ:
৩০০০ =	১০৯৫৭৭৫	১৮	৪৫	০	০
১০০ =	৩৬৫২৫	৫০	৩১	৩০	০
৭৯ =	২৮৮৫৫	২৪	৫৯	৩৭	৩০
শেষ ৩মাস =	৮৯	৩৯	৩০	০	০
৩১৭৯। ৩মাস	১১৬১২৪৬	১৩	৫২	৭	৩০ বার ২

বার ৭; শক রবিবারে আরম্ভ

জ্যোতিষগ্রন্থে প্রকাশ আছে।

	দি:	দ:	প:	বি:	অ:
শক (সৌরবর্ষ	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০)

	দি:	দ:	প:	বি:	অ:
৬০০ বৎসর =	২১৯১৫৫	৩	৪৫	০	০
৭০ =	২৫৫৬৮	৫	২৬	১৫	০
১ =	৩৬৫	১৫	৩০	২২	৩০
৯ মাস =	২৭৫	৩৬	০	০	০
৬৭১ বৎসর ৯ মাস	২৪৫৩৬৪	০	৪১	৩৭	৩০

কলির ১৪০৬৬১০ দিনে, ৬৭২ শকের পৌষ শেষ;
এবং কলির ৩৮৫১ বৎসর পূর্ণ।

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের তারিখ নির্ণয় চলিতেছে।

কলির পূর্ব্ব দিবসে চান্দ্রমাসের অনুমান ... ... দি--দ--প
১৪-০ ০ গত

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
সূক্ষ্ম পরিমাণ,—চান্দ্রমাস	২৯	৩১	৪৯	২৩	৭
চান্দ্রবর্ষ	৩৫৪	২১	৫২	৩৭	২৪

শক পূর্ব্ব, চান্দ্রবর্ষ

	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৩০০০ =	১০৬৩০৯৬	৫১	১০	০	০
২০০ =	৭০৮৭২	৫৫	২৪	৪০	০
৭০ =	২৪৮০৫	৩১	২৩	৩৮	০
৬ =	২১২৬	১১	১৫	৪৪	২৪
১১ চান্দ্রমাস	৩২৪	৫০	৩	১৪	১৭
৩২৭৬। ১১ চান্দ্রমাস	১১৬১২২৩	১৯	১৭	১৬	৪১

৩১৮০ কলের্গতাব্দের চৈত্রসংক্রান্তিতে শকপূর্ব্ব ৩২৭৬-চান্দ্রবর্ষ ১১ চান্দ্রমাস দি--দ--প
এবং ২২--৪০--৪৩ গত

শক

চান্দ্রবর্ষ	দিঃ	দঃ	পঃ	বিঃ	অঃ
৬০০ =	২১২৬১৮	৪৬	১৪	০	০
৯০ =	৩১৮৯২	৪৮	৫৬	৬	০
২ =	৭০৮	৪৩	৪৫	১৪	৪৮
৪ মাস =	১১৮	৭	১৭	৩২	২৮
৬৯২। ৪ মাস	২৪৫৩৩৮	২৬	১২	৫৭	১৬

২৫ -- ৩৩ -- ৪৭

শক ৬৭১ বৎসর ৯ মাসে ৬৯২ চান্দ্রবর্ষ ও ৪ চান্দ্রমাস এবং ... ... ৬২ -- ১৪ -- ৩০ গত
বিযুক্ত ২ চান্দ্রমাস ৩০ -- ৩ -- ৩৯

কলির ৩৮৫১ বৎসরে ৩৯৬৯ চান্দ্রবর্ষ ৫০ চান্দ্রমাস এবং ... ... ৩ -- ১০ -- ৫১ গত

অতএব ৩৮৫২ কলের্গতাব্দের বা ৬৭২ শকের ৫ই মাঘে শুক্লাষ্টমী সন্ধ্যার হইয়া ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত ছিল। অতীত শকের তিথি নিরূপণের সঙ্কেত দ্বারা গণনায়ও জানা যাইতেছে যে ৬৭২ শকের ৬ই মাঘে শুক্লাষ্টমীতে সূর্য্যোদয় * হইয়াছিল।

* ৬৭২ কে ১৯ দিয়া ভাগ করিলে ৭ অবশিষ্ট থাকে, ঐ ৭ কে ১১ দিয়া পূরণ করতঃ তাহাতে তারিখের ৬ ও মাঘ মাসের নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক ৯ এবং অতিরিক্ত ৬ যোগে (৭৭+৬+৯+৬=) ৯৮ হয়; তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৮ থাকে; ইহাই ৬ই মাঘের তিথি সংখ্যা। (বরাহ মিহির ও খণ্ড।)

এ তিথি গণনার দ্বারা ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের তারিখ পূর্ব্বাবধারিত ৬৭২ শকের ও ৩৮৫২ কলেগতাব্দের ৫ই বা ৬ই মাঘ হইতেছে। পরীক্ষিতের জন্মের অব্দও ঐ; তৎপ্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে 'নন্দাভিষেচন' অর্থে 'নন্দদিগের রাজত্ব নয়',—যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের ও পরীক্ষিতের জন্মের ব্যবধান যে বিষ্ণুপুরাণে ১০১৫ বর্ষ উক্ত আছে, তৎস্থলে এ সকল গণনায় ১১৫০ বর্ষ হইতেছে। পরন্তু যখন কুরুক্ষেত্র–যুদ্ধের ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের ও পরীক্ষিতের জন্মের অব্দ পুরাণোক্ত (ঐতিহাসিক বা কলির মধ্যের) দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশ মধ্যে হইতেছে, এবং পুরাণানুযায়ী পরীক্ষিতের অভিষেকে এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণে (ঐতিহাসিক বা) অন্তঃকলির আরম্ভ, সপ্রমাণ হইতেছে; পরীক্ষিতের ও নন্দের অভিষেকের পুরাণোক্ত ব্যবধান সংখ্যারও যখন অন্যথা হইতেছে না, এবং মহাভারত পুরাণাদির অপরাপর বাক্য-সকলের ও তদুক্ত বংশাবলীর সহিতও যখন সম্পূর্ণ ঐক্য রহিতেছে, তখন বিষ্ণুপুরাণের ৪.২৪।৩২ শ্লোক মূলের অশুদ্ধ প্রতিলিপিই বলিতে হইবে, নচেৎ এ অঙ্ক মাত্রের পার্থক্যের অন্য কোন কারণ অনুভব হয়না। শ্লোকের কোন এক অক্ষর বা শব্দ প্রতিলিপিতে অপবর্ত্তিত হইলে অর্থের বৈলক্ষণ্য বা বৈপরীত্য নিশ্চয়ই হইয়া যায়। আর যদি এই পুরাণোক্ত অঙ্কই অশুদ্ধ নয় বলা হয়, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ ৬১৫ (১০১৫ * বিযুক্ত খৃঃ পুঃ ৪০০) অব্দে ধরিতে হয়, এবং এ সম্বন্ধে পুরাণের প্রায় সমুদয় বাক্যের ব্যতিক্রম হইয়া যায়; যথা,--

(১) পরীক্ষিতের পুরাণোক্ত ৩৬ বর্ষ স্থলে ১৭১ বর্ষ বয়সে অভিষেক হয়।

(২) কুরুক্ষেত্র--যুদ্ধের পুরাণোক্ত ৩৬ বর্ষ স্থলে ১৭১ বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ হয়।

(৩) পরীক্ষিতের জন্ম পুরাণানুযায়ী মঘাম্বাসন মধ্যে হয় না।

(৪) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ পুরাণানুযায়ী মাঘের প্রথমাংশে অষ্টম দিবসের মধ্যে হয় না। তখন (৫৩৭ শকে) ২৯শে পৌষে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, সে তারিখে জ্যোতিষ-গ্রন্থ মতে শুক্লা-নবমী (ক)। ছিল, তাহার অনুমান ১৪ দিন পশ্চাতে অর্থাৎ ১২ই ১৩ই মাঘে কৃষ্ণাষ্টমী ছিল।

---

* নন্দদিগের রাজত্বের (খৃঃ পুঃ ৩০০ ও খৃঃ ৭১৫) ১০১৫ বর্ষ পরে ৭১৫ খৃষ্টাব্দে এক ঘোরতর যুদ্ধ সৌরাষ্ট্রে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নয়, তাহা ইতিহাসে ব্যক্ত আছে; 'রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত শ্রীবাপ্পাদিত্যের জীবনীর' শেষ টীকা দেখুন।

(ক) $\frac{৫৩৭}{১৯}$ =২৮, অবশিষ্ট ৫ থাকে; ৫ × ১১ = ৫৫ + তারিখ সংখ্যা ২৯ + ৬ = পৌষ মাসের নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক ৯ = ৯৯; ৯৯ কে ৩০ দিয়া হরণ করিলে ৯ অবশিষ্ট থাকে। অতএব ৫৩৭ শকের ২৯ শে পৌষে শুক্লা-নবমী তিথি ছিল।

এমতাবস্থায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত অব্দ শুদ্ধ কখনই বলা যাইতে পারে না। অন্য প্রকারেও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ৭৫০ খৃঃ অব্দের বা ৬৭২ শকের ১৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

সকল পুরাণেই ব্যক্ত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ১০০ ,(চান্দ্র হইলেও ৯৭ সৌর) বর্ষ বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে, পরীক্ষিতের অভিষেক ও অন্তঃকলি আরম্ভ হইয়াছিল, এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অতএব অনুমান (৩৮৮৮ বিযুক্ত ৯৭) ৩৭৯১ কলেগতাব্দে বা ৬৮৯ খৃঃ অব্দে বা ৬১১ শকে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৩৭৮৯ কলেগতাব্দে বা ৬৮৭ খৃঃ অব্দে বা ৬০৯ শকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব,ও তাঁহার অনধিক ৬৬ চান্দ্রবর্ষ বয়সে এবং ৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ৫৭ চান্দ্রবর্ষ বয়সে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সমাপ্ত ও পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল।

পরীক্ষিতের ৭ম পিতৃপুরুষ বশিষ্ঠদেব। ইনি দেবীভাগবত মতে মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশী-সন্তান এবং অগস্ত্যের সহোদর ভ্রাতা। পরমাসুন্দরী উর্ব্বশী অপ্সরা ছিলেন. অপ্সরাগণ আয়ুর্ব্বেদকার ধন্বন্তরি সহ সাগর-মন্থনে উঠিয়াছিলেন পুরাণে বর্ণিত আছে. মহাকবি কালিদাস কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে যখন চন্দ্রবংশীয় ভূপতি পুরুরবা ও উর্ব্বশীর সহবাসের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, তখন এই নাটকের নাম গ্রন্থকার 'পুরুরবা-উর্ব্বশী' না দিয়া বিক্রমোর্ব্বশী রাখিলেন কেন? ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে উদ্ধৃত বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্ন সম্বন্ধীয় শ্লোকে 'বিক্রম' শব্দ বিক্রমাদিত্য অর্থে প্রযুক্ত আছে। ঐ সভার প্রথম রত্ন ধন্বন্তরি; উক্ত নাটক-লেখক কালিদাসও এক রত্ন ছিলেন। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম যশোধর্ম্মদেব। ইনি "৫৩৩ খৃঃ অব্দে মুলতান ও লূনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুর * নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে মধ্য-এসিয়ার হুন জাতীয় তোরামন-পুত্র মিহির কুলকে পরাজিত করিয়া ভারতে হূনগণের প্রাধান্য লোপকরেন"। ৫৬ খৃঃ পূঃ হইতে প্রচলিত 'মালব সম্বৎ' ঐ অবধি 'বিক্রম-সম্বৎ' নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে 'বিক্রমাদিত্য' অর্থে 'বিক্রম' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব উর্ব্বশী এবং মিত্রাবরুণ যে বিক্রমাদিত্য-কালিক তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

"বিক্রমাদিত্য অনুমান ৫১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৫৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁহার একজন অমাত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের রাজা করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন যে এই মাতৃগুপ্তই কবি-প্রধান কালিদাস।" অপ্সরাগণ যখন ধন্বন্তরি সহ সাগরমন্থনে উঠিয়াছিলেন,-পুরাণে ব্যক্ত আছে, তখন ধন্বন্তরির পূর্ব্বে যে অপ্সরাগণ ভারতে ছিলেন না এবং উর্ব্বশীও যে ধন্বন্তরির পূর্ব্বকালিক হইতে পারেন না, তাহা পুরাণজ্ঞ মহোদয়েরা অস্বীকার করিতে পারেন না। অমরকোষে মিত্রাবরুণ নাই; কিন্তু 'মিত্র' অর্থে (" বিষয়ানন্তরো রাজা শত্রুর্মিত্রমতঃ পরং") 'স্বরাজ্য হইতে ব্যবহিত

---

* বলা বাহুল্য এ কুরুক্ষেত্র নয়।

রাজা' এবং 'বরুণ' অর্থে 'পশ্চিমাধিপতি বা পশ্চিমদিকপাল'—আছে। ইহার দ্বারা বিবেচনা হয়, বিক্রমাদিত্যকালীন ভারতের পশ্চিমস্থ (স্বরাজ্য হইতে ব্যবহিত) কোন নৃপতি পুরাণে 'মিত্রাবরুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। মিত্রাবরুণ ও উর্ব্বশী-পুত্র অগস্ত্যের নাম 'কুম্ভসম্ভব, মৈত্রাবরুণি, [কুম্ভযোনী, কলসীসুত ও অগস্তি]' অমরকোষে আছে, কিন্তু বশিষ্ঠের নাম নাই; সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে কুম্ভ অর্থে 'বেশ্যাপুত্র বা বেশ্যার উপপতি'। অতএব মিত্রাবরুণ যিনিই হউন অগস্ত্য বা অগস্তি এবং বশিষ্ঠ যে বিক্রমাদিত্য-কালিক উর্ব্বশী-গর্ভজাত তৎপ্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই। অগস্ত্যমুনি একজন প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ-লেখক। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত এক খানি প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ মধ্যএসিয়ার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সুশ্রুত অগস্ত্য প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থকারগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি পুরুষ বিক্রমাদিত্য-কালিক ধন্বন্তরির অর্থাৎ খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না; থাকাও সম্ভব নয়। সুশ্রুত-পিতা বিশ্বামিত্র ধন্বন্তরি-কালিক জহ্নুর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র; পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ ও চ প্রদর্শনী দেখুন। বশিষ্ঠভ্রাতা-অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা ধন্বন্তরি বংশীয় দিবোদাস-প্রপৌত্র কাশীরাজ অলর্ক বা অনর্থের বাল্যকালে যে জীবিত ছিলেন তাহার আভাস মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায়, এবং মহাভারতীয় হরিবংশপর্ব্বেও প্রকাশ আছে। মহাভারতের বনপর্ব্ব দেখুন, লোপামুদ্রা—বিদর্ভরাজনন্দিনী ছিলেন; তাঁহার আর এক নাম বৈদর্ভী; (অমরকোষ ৮৮-তম শ্লোক)। সৌরাষ্ট্র নগরস্থ সোমনাথদেবের মন্দিরগাত্রের শিলালিপি অনুসারে এই বিদর্ভনগর * ও বল্লভীপুর স্থাপয়িতা (কনকসেনের প্রপৌত্র) বিজয়সেন যে 'বল্লভীসম্বৎ' নামক অব্দ প্রচালিত করিয়াছিলেন তাহাই ৩৭৫ সম্বতে বা ৩১৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ; শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় কৃত রাজস্থানের ইতিহাস দেখুন। বশিষ্ঠদেব যে জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন তাহা রামায়ণে প্রকাশ আছে। অনুমান হয় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পঞ্চসিদ্ধান্তিকান্তর্গত বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত ইঁহারই দ্বারা প্রণীত (ক)। অতএব বশিষ্ঠ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অগস্ত্য খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথনই হইতে পারেন না।

---

* "মহারাজ বিজয়সেন বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে দুইটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" (রাজস্থান)। দর্ভ অর্থে 'কুশ'। কথিত আছে "কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে যেন কুশ না জন্মে।" এই উপাখ্যান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিজয়সেনই 'কুশক্ষেত্রে' এই নগর নির্ম্মাণ করেন। "কেহ বলেন—বিদর্ভ দেশের নাম বিরার, বিদর বিরারের অন্তর্গত, বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়া সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে।" অমরকোষে বিদর অর্থে ("র্ব্বিদরঃ স্ফুটনং ভিদা") 'স্ফুটন, ভিদা' আছে; অতএব এ কথার দ্বারাও এমত প্রকাশ পায় না যে বিদর্ভ নগর বিজয়সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই।

নিষধরাজ-মহিষী দময়ন্তী বিদর্ভরাজনন্দিনী ছিলেন। তিনিও খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরের ভিন্ন পূর্ব্বের হইতে পারেন না।

(ক) গর্গমুনিও একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। '(বেণ্ট্লি সাহেব বলেন ইঁহার সংহিতা ৫৪৮ পূঃ খৃঃ অব্দে রচিত' (প্রঃ অঃ)। ইহা নিতান্ত অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ গৌতম-বুদ্ধের সমকালিক ভ্রমে, গর্গমুনিকে গৌতম-কালিক অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ গুলিতে বিশিষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কলির ২য় অন্তর্যুগের অর্থাৎ অন্তর্দ্বাপরের শেষে গৌতম-বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং কলির ৩য় অন্তর্যুগের অর্থাৎ অন্তস্ত্রেতার বা অন্তর্দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ হইয়াছিল, পুরাণে ব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব গর্গমুনি খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথনই হইতে পারেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে জনকরাজ-পুরোহিত রূপে যে শতানন্দ পাত্রী-পক্ষের আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার সহিত বশিষ্ঠদেবের কথোপকথন হইয়াছিল, রামায়ণে ব্যক্ত আছে। ভীষ্ম-পিতা শান্তনুর দ্বারা পালিত,—এই শতানন্দের পৌত্র 'কৃপ' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বিবরণে কৃপাচার্য্য নামে ভারত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন এবং ঐ কৃপাচার্য্যের যমজভগ্নী কৃপী, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন-পক্ষের সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ছিলেন। শতানন্দের বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরে যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল তাহারও প্রচুর অব্যর্থ প্রমাণ পুরাণে পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন,-সাঙ্খ্যসপ্ততি নামক একখানি কারিকা গ্রন্থে ৺কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং "বলিয়াছেন মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে।" ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে খৃঃ ৫ম শতাব্দীর কপিলমুনির বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ যে শ্রীকৃষ্ণের নিজ উক্তি, তাহা অনেকে স্বীকার না করিতে পারেন; কিন্তু পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণ (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের বশিষ্ঠদেবের প্রপৌত্র) বেদব্যাসের পৌত্র যুধিষ্ঠিরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার জন্ম খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষে ভিন্ন, তৎপূর্ব্বে হওয়া কখনই সম্ভব বলিতে পারেন না।

পণ্ডিত মহোদয়েরা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক কাল যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পরীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম—অব্দ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। যথা,—

ঝ প্রদর্শনী

বশিষ্ঠদেব, শ্রীরামচন্দ্র, পাণ্ডবদিগের ও শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল গণনা ।

পরীক্ষিত ও পাণ্ডবদিগের এবং বেদব্যাস ও বশিষ্ঠদেবের বংশপরিচয় ও তাঁহাদের সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল গণনা ।	ধন্বন্তরিবংশীয় কতিপয় কাশীরাজের পুরাণোক্ত সম্ভাব্য রাজত্ব-কালদ্বারা পাণ্ডবও বশিষ্ঠদেব প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাল সপ্রমাণ ।	পাণ্ডব বশিষ্ঠ-দেব প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে রামায়ণ পুরাণাদির একতা ।
বশিষ্ঠ-দেবের জন্ম বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরেই হইয়া থাকিলে ইতিহাসমতে অনুমান ৩৬৫৩ কলেগতাব্দে বা ৫৫২ খৃঃ অব্দে বা ৪৭৩ শকে হয় ।	কাশীরাজধন্বন্তরি । আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা । ইহাঁর মৃত্যু অনুমান ৩৬৩৫ কলেগতাব্দে বা ৫৩৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৫৫ শকে হইয়াছিল ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন । কেতুমন । ইনি অনুমান ৩৬৩৫ কলেগতাব্দে বা ৫৩৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৫৫ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন । সম্ভবতঃ অধিক বয়সে ইঁহার রাজত্ব আরম্ভ হওয়ায় অল্পকালমধ্যে শেষ হইয়াছিল । ভীমরথ । ইনি অনুমান ৩৬৪৫ কলেগতাব্দে বা ৫৪৩ খৃঃ অব্দে বা ৪৬৫ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন ।	মহাভারত ও পুরাণ মতে (কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের গদ্যানুবাদ ও চ প্রদর্শনীর ২য় ও ৩য় খণ্ড দেখুন) ভীষ্মপিতা শান্তনুর ৯ম পিতৃপুরুষ অজমীঢ়; ইনি শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর রামায়ণোক্ত জনকরাজার পুরোহিত শতানন্দের মাতার ৭ম পিতৃপুরুষ ছিলেন । উক্ত শতানন্দের যমজ পৌত্র ও পৌত্রী কৃপ এবং কৃপী শান্তনু-দ্বারা যখন পালিত তখন পাণ্ডুর অন্ততঃ ৩ বর্ষ পূর্ব্বে ৩৭৬৫ কলেগতাব্দে বা ৬৬৩ খৃঃ অব্দে বা ৫৮৫ শকে ইহাঁরা (কৃপ ও কৃপী) ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকিলে ইহাঁদের অনুমান ৭৮ বর্ষ পূর্ব্বে ৩৬৮৭ কলেগতাব্দে বা ৫৮৫ খৃঃ অব্দে

শক্তি। মহাভারত পুরাণাদিনতে ইনি বশিষ্ঠের প্রথম পুত্র কিন্তু ইহার অগ্রজাভগ্নী ছিল কিনা প্রকাশ নাই। যাহা হউক বশিষ্ঠের উনত্রিংশ বর্ষ বয়সে ইঁহার জন্ম হইয়া থাকিলে অনুমান ৩৬৮২ কলেগতাব্দে বা ৫৮০ খৃ: অব্দে বা ৫০২ শকে হয়।

পরাশর। ইনি শক্তির প্রথম পুত্র। ইঁহার জন্ম শক্তির উনবিংশ বর্ষ বয়সে ধরিলে অনু-মান ৩৭১১ কলেগতাব্দে বা ৬০৯ খৃ: অব্দে বা ৫৩১ শকে হয়।

বেদব্যাস। যখন সত্যবতীর গর্ভে পরাশর সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ণযৌবনাবস্থা,—৩০।৩১ বর্ষের অধিক বয়স ছিল না, এবং সত্যবতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী ছিলেন, সুতরাং

দিবোদাস। ইনি অনুমান ৩৬৫৭ কলেগতাব্দে বা ৫৫৫ খৃঃ অব্দে বা ৪৭৭ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে মহে-শ্বরের মূর্ত্তি সর্ব্ব প্রথমে কাশীর প্রান্তভাগে স্থাপিত হইয়াছিল এই মূর্ত্তি মহারাজ দিবোদাস স্থানভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। (মহা-ভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব উনত্রিংশ অধ্যায়)।

প্রতর্দ্দন। ইনি অনুমান ৩৬৮০ কলেগতাব্দে বা ৫৭৮ খৃঃ অব্দে বা ৫০০ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন।

বৎস। ইনি অনুমান ৩৭০১ কলেগতাব্দে বা ৫৯৯ খৃঃ অব্দে বা ৫২১ শকে কাশীরাজ হইয়াছিলেন।

অলর্কবাঅনর্থ। ইনি অনুমান ৩৭১৯ কলেগতাব্দে বা ৬১৭ খৃঃ অব্দে বা ৫৩৯ শকে কাশী-রাজ হইয়াছিলেন। অগস্ত্য-পত্নী লোপা-মুদ্রার বরে ইনি দীর্ঘায়ু হয়েন ও ৬৬ বর্ষ রাজত্ব করেন; বিঃ পুঃ ৪।৮ ও হরিবংশ পর্ব্ব উনত্রিংশ অধ্যায় এবং চ প্রদর্শনী

বা ৫০৭ শকে ইঁহাদের পিতামহ শতানন্দের জন্ম হওয়া অসম্ভব নয়। রামায়ণে প্রকাশ আছে ইনি ও বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক ছিলেন না; শতানন্দ অপেক্ষা ৮ বর্ষ বয়ঃ-কনিষ্ঠ থাকিলে তাঁহার জন্ম অনুমান ৩৭৯৫ কলেগতাব্দে বা ৫৯৩ খৃঃ অব্দে বা ৫১৫ শকে হয়।

ইহাঁর জন্ম অনুমান ৩৭৪৩ কলেগতাব্দে বা ৬৪১ খৃঃ অব্দে বা ৫৬৩ শকে হইয়া থাকিবে। বশিষ্ঠদেবের আবির্ভাবের ৯০বর্ষ পরে তাঁহার প্রপৌত্র বেদব্যাসের জন্ম হওয়া অপ্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে না।

ভীষ্মদেব। সম্ভবতঃ ব্যাসমাতা সত্যবতীর কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জন্ম অনুমান ৩৭৩২ কলেগতাব্দের বা ৬৩০ খৃঃ অব্দের বা ৫৫২ শকের পরে হওয়া সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু এ গণনায় তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেনাপতিত্ব কালে (কলির মানবের পূর্ণ পরমায়ু) ১২০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন দেখা যাইতেছে। ভীষ্মদেব সম্বন্ধীয় ভারত পুরাণাদি-উক্ত বিবরণ (যথা তিনি গঙ্গাপুত্র ইহাঁর ইচ্ছাধীন মৃত্যু ইত্যাদি) সকলের সর্ম্মার্থ এখানে অনুসন্ধানের আবশ্যকতা নাই।

পাণ্ডু। সত্যবতীকে যখন শান্তনু বিবাহ করেন তখন ব্যাস শিশু ছিলেন। পাণ্ডু ব্যাস দ্বারা উৎপন্ন; ইহাঁর জন্মকালে ব্যাসের ২৫ বর্ষ বয়স থাকাই সম্ভব, অতএব ইহাঁর জন্ম অনুমান ৩৭৬৮ কলেগতাব্দে বা ৬৬৬ খৃঃ অব্দে বা ৫৮৮ শকে হইয়া থাকিবে।

ঝ প্রদর্শনী চলিতেছে।

দেখুন। অনুমান ৩৭৭৫ কলেগতাব্দে বা ৬৭৩ খৃঃ অব্দে বা ৫৯৫ শকে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে কাশীপুরী পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৬২৭ খৃঃ অব্দে চীন দেশীয় সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধধর্ম্মের শাস্ত্রসংগ্রহার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ৬৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ দেশে ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তখন বারাণসী রাজ্য বহু লোকাকীর্ণ পল্লিগ্রামে পরিপূর্ণ, এবং এই অসংখ্য লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; বৌদ্ধ অতি অল্প। ত্রিশটি মঠে তিন সহস্র বৌদ্ধ বাস করিত, একশত দেবালয়ে দশ সহস্র হিন্দু মহেশ্বরের পূজা করিত। কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ মস্তকের উপরে কেবল একটি শিখা রাখে ও উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে, অন্যান্য লোক পুনরায় জন্ম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য; গাত্রে ভস্ম-

শ্রীরামচন্দ্র ১৭ বৎসর বয়সে রাজ্যাভিষেক-কালে পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে বনে গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভরত তাঁহার প্রতি-নিধি স্বরূপ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র ১৪।১৫ বর্ষ পরে অনুমান ৩২ শ বর্ষ বয়সে যখন প্রত্যাগমন করেন, পুরাণানুসারে বশিষ্ঠদেব তখন চীন দেশে ছিলেন। সেখানে ঐ সময়ে তিনি তারা-দেবীর এক কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেবের ভ্রাতা অগস্ত্যমুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল রামায়ণে ব্যক্ত আছে।

যুধিষ্ঠির। পুরাণোক্তি মতে ইঁহার জন্ম সম্ভবতঃ (পাণ্ডুর একবিংশ বর্ষ বয়সে) ৩৭৮ কলেগতাব্দে বা ৬৮৭ খৃঃ অব্দে বা ৬০৯ শকে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অনুমান ৩৭৯১ কলেগতাব্দে বা ৬৮৯ খৃঃ অব্দে বা ৬১১ শকে হইয়াছিল।

৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুন,— তাঁহার প্রথম অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের অনুমান ১০ম বর্ষ বয়সে ৩৭৯৮ কলেগতাব্দে বা ৬৯৬ খৃঃ অব্দে বা ৬১৮ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

অভিমন্যু। অর্জ্জুনের অন্যূন ত্রিংশ বর্ষ বয়সে অনুমান ৩৮২৮ কলেগতাব্দে বা ৭২৬ খৃঃ অব্দে বা ৬৪৮ শকে ইঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

পরীক্ষিত। অভিমন্যুর অনধিক চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে ৩৮৫২ কলেগতাব্দে বা ৭৫১ খৃঃ অব্দে বা ৬৭২ শকে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

মাঘে ও কঠোর তপস্যা করে। বারাণসী নগরে বিংশতিটী অতি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত ও সুরঞ্জিত কাষ্ঠবিভূষিত মন্দির ছিল, তাহার চারিদিকে পত্রপূর্ণবৃক্ষ ছায়া দান করিত ও পরিষ্কার জল বহিয়া যাইত। ষষ্টি হস্ত * দীর্ঘ পিত্তল-নির্ম্মিত মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। হুয়েনসাঙ্‌ বারাণসীর নিকটে সারনাথের হরিণ-উদ্যান সন্দর্শন করিয়াছিলেন; তথাকার বৌদ্ধমঠে পঞ্চদশশত বৌদ্ধ বাস করিত।"

* সম্ভবতঃ ষট্‌ হস্ত।

'হিন্দ' শব্দ হুয়েন সাঙ্‌ মহোদয় ব্যবহার করিয়াছেন কিনা—সন্দেহ।

মহাভারত রামায়ণ পুরাণ ইতিহাস ও জ্যোতিষের সম্পূর্ণ ঐক্য সহযোগে কলির অন্তর্যুগ-চতুষ্টয়ের সঙ্কেত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্মের ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের যে অব্দ এখানে নির্ণীত হইল, তাহা নিঃসন্দেহ প্রতিবাদযোগ্য নয়; তবে এ নির্দ্ধারণ অবশ্য বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কারের বিরুদ্ধ, তজ্জন্য পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকে অন্তর্যুগসঙ্কেত-প্রকাশক এ বৃদ্ধের প্রতি অযথা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং কত কটূক্তিও প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু যাথার্থ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যা কিছু বলিবেন, তাহা শিরোধার্য্য হইবে।

পণ্ডিত মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই পুরাণ-উক্তি সকলের রূপক-ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ ঘটনা পুরাণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নির্ণীত হয় নাই; সেই জন্যই ইহার ঐতিহাসিককাল সম্বন্ধে এত মতভেদ রহিয়াছে। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-মহম্মদের * প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে, এবং রোম-সাম্রাজ্য পতনের প্রাক্কালে মহাপরাক্রমশালী চিরস্মরণীয় বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রকৃত নাম যদিও এতদিনে এক-প্রকার স্থির হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণে কি নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা অদ্যাবধি অবধারিত হয় নাই। তদ্রূপ কোন্ দেবানুরূপ মহাত্মাদের পুরাণ-কল্পিত নাম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, তাহারও মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচনা পশ্চাতে হইবে। এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে কৌরুরের যুদ্ধই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধরূপে মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না।

(১) বিক্রমাদিত্যকালিক ধন্বন্তরি-সদৃশ কুরুরাজও সগর-সন্তাননিধনকারী সাঙ্খ্যকার কপিলের ভ্রাতৃ-প্রপৌত্র ছিলেন। এই কুরুরাজ বর্ত্তমান থাকিতেই যে কৌরুরের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পুরাণানুসারে স্বীকার করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উক্ত কুরুরাজের ১০ম অধস্তন পুরুষ (চণ্ডদর্শনী ২য় খণ্ড দেখুন) পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন। অতএব ৫৩৩ খৃঃ অব্দের কৌরুরের যুদ্ধের প্রায় ১০ পুরুষ কাল অর্থাৎ ২১৭ বর্ষ পরে, ৭৫০ খৃঃ অব্দে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। এই দুই যুদ্ধ কখনই এক হইতে পারে না।

(২) গণনার দ্বারা জানা যাইতেছে যে কৌরুরের যুদ্ধের সময় (৫৩৩ খৃঃ অব্দে) বশিষ্ঠ-দেবেরই জন্ম হয় নাই; হইয়া থাকিলেও তাঁহার প্রপৌত্র, বেদব্যাসের দ্বারা উৎপন্ন পাণ্ডবগণের ঐ যুদ্ধে উপস্থিত থাকা কোন প্রকারে সম্ভব হয়না।

---

* জগতের সর্ব্ব-প্রথম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধ, ২য় যীশুখৃষ্ট, ৩য় মহম্মদ; ইঁহার জন্ম ৫৬৯ খৃঃ অব্দে এবং স্বর্গারোহণ ৬৩২ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল। ইহুদীয় মহাত্মা মোশি ধর্ম্মপ্রচারক রূপে খ্যাত ছিলেন না। পারসীকদিগের অবেস্তা নামক ধর্ম্মগ্রন্থ মহাত্মা জোরোয়াষ্টরের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচীন ইরাণিক (জেন্দ্) ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কালীন অক্ষরে লিখিত, খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছে। জেন্দ্ ভাষা বৈদিক-সংস্কৃত সদৃশ। জোরোয়াষ্টর যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। চৈন কন্‌ফিউসিয়স্ দার্শনিক ছিলেন। "Confucius the Chinese Philosopher (55—479 B.C.)"

(৩) শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর জনক রাজার পুরোহিত শতানন্দও যখন বশিষ্ঠদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন তাঁহার পৌত্র কৃপাচার্য্যেরও কোরুরের যুদ্ধকালে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব নয়।

(৪) রামায়ণ পুরাণাদি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ও যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র দেহধারণ করিয়াছিলেন; সেই শ্রীরামচন্দ্রই যখন বশিষ্ঠদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন কোরুরের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত থাকা অসম্ভব।

(৫) এ কোরুরের যুদ্ধ ৫০০ খৃঃ অব্দ পরে, পুষ্যানক্ষত্রাংশে হইয়াছিল' (জ প্রদর্শনী দেখুন), মঘাব্বাসনে হয় নাই। অতএব 'কোরুরের যুদ্ধ' পুরাণানুসারে 'কুরুক্ষেত্র--যুদ্ধ' হইতে পারে না।

(৬) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সৌর পোষমাসের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল পুরাণে প্রকাশ রহিয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ ফাল্গুনের অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ ৫৮৯' সম্বতের শেষ দিনে কিম্বা ৫৯০ সম্বতের প্রথম দিবসে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মধ্য--আসিয়াস্থ অসুরদিগকে এই কোরুরের যুদ্ধে পরাস্ত না করিলে, সেই বর্ষ হইতে এ অব্দ বিক্রম-সম্বৎ নামে প্রচলিত হইবার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ অভাবেও কেহ বলেন যে কোরুরের যুদ্ধ মাঘমাসের পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে মাঘের ৫ই তারিখে শুক্লাষ্টমী ছিল বটে, কিন্তু পাণ্ডব-পিতামহ ভীষ্মদেব, ব্যাসমাতা সত্যবতী যাঁহার বিমাতা এবং যিনি সম্ভবতঃ সত্যবতী অপেক্ষা অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না, সেই ভীষ্মদেব অন্যূন ১০৭।৮ বর্ষ বেদ-ব্যাসের জন্মের পূর্ব্বে, এ যুদ্ধে অতি বৃদ্ধবয়স্ক এবং প্রধান সেনাপতি হওয়া কখনই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

(৭) ৫৩৩ খৃঃ অব্দের কোরুরের যুদ্ধই যদি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বলা যায়, তাহা হইলে নন্দদিগের রাজত্ব (৩১৪-৩০০ খৃঃ পূঃ) হইতে ঐ যুদ্ধের ব্যবধান ৮১৭-৮৩৩ বর্ষ না হইয়া পুরাণানুযায়ী ১০৫০ বর্ষ হইত।

কোরুরের যুদ্ধ নিশ্চিতই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নয়। তবে ইহা পুরাণোক্ত কোন্ যুদ্ধ?

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত
ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।

"মধ্য-এসিয়াবাসী বর্ব্বরজাতিগণের মধ্যে হূনগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও পরাক্রমশালী ছিল। চতুর্থশতাব্দীর শেষ ভাগে উহারা ইউরোপে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করে, এবং পঞ্চম-শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ শাকলনগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করতঃ গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত ৪৬৮ সাল * পর্য্যন্ত রাজত্ব

* খৃঃ অব্দ স্থলে শাল উক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নাম আর পাওয়া যায় না। বুধগুপ্ত নামক একজন গুপ্তনরপতি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু হূনাধিপতি তোরামন তাঁহার হস্ত হইতে মালবদেশের পূর্ব্বার্দ্ধ-পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। বুধগুপ্তের পর ভানুগুপ্ত ৫১০ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের অবশিষ্ট-অংশটুকুতে রাজত্ব করেন। ৫১০ অব্দের পর গুপ্তরাজগণের প্রদত্ত সনন্দাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তোরামন যে মালবদেশের পূর্ব্বসীমা পার হইয়া গিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পারস্য জয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কাশ্মীরও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তোরামনের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনিও পিতার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতাপে ভারতবাসিগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মালব গুপ্তরাজগণের অধীন থাকিলেও উহা তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না; একজন করদ রাজার অধীন ছিল। তোরামন উক্তদেশ অধিকার করিলে তথায় ঘোরতর হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। এই সময়ে যশোধর্ম্মদেব মালব হইতে মিহিরকুলকে দুরীকৃত করেন; কেহ কেহ বলেন যে মুলতান ও লূনী নগরের মধ্যবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে যশোধর্ম্মদেব মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন (৫৩৩ খৃঃ অব্দ)। তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র (পূর্ব্বঘাট) পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজগণ এবং হূনগণ যেসকল দেশ জয় করিতে পারেন নাই, তাহাও যশোধর্ম্মদেবের অধীন হইয়াছিল। মিহিরকুল স্বয়ং তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।”

ভটগ্রন্থ শিলালিপি বৈদেশিক পুরাবৃত্ত আদির বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা ভারতের ইতিহাস সংগঠিত হইয়াছে। এই ইতিহাস দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে,—

মধ্য-আসিয়াস্থ হূনগণ ‘রোমক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন’ করিয়াছিলেন। হূনাধিপতি তোরামন পারস্যে ও ভারতে আধিপত্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিহিরকুলও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন; ‘তাহার প্রতাপে ভারতবাসিগণ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন’। সেই দুর্দ্দমনীয় হূনগণকে বিক্রমাদিত্য কোরুরের ঘোরতর যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্য লোপ করেন।

এই কোরুরের যুদ্ধই সমুদ্র-মন্থনের পর দেবাসুরের সংগ্রাম রূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিষ্ণু পুরাণের পদ্যানুবাদ দেখুন:—

প্রথম অংশ ৯ম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

"তার পর অসুরেরা ধন্বন্তরি-করে। অমৃতের কমণ্ডলু নয়নে নেহারে॥
সবলে কাড়িয়া তাহা করিল গ্রহণ। তাহা দেখি ভগবান্ দেবনারায়ণ॥
মোহিনী আকার ধরি তখনি অচিরে। করিলেন বিমোহিত দানব-নিকরে॥
সুধাকুম্ভ নিজে হরি করিয়া গ্রহণ। কৌশলে অমরগণে করেন অর্পণ॥
দেবগণ সবে সেই সুধা করি পান। অমরত্ব পেয়ে করে চরিতার্থ জ্ঞান॥
তাহা দেখি রোষাবিষ্ট হয়ে দৈত্যগণ। অসি চর্ম্ম ক্রমে সবে করিল গ্রহণ॥
ধাবিত হইল সবে দেবগণোপরে। কিন্তু এবে কিবা সাধ্য জিনিবারে পারে॥
সুধাপানে দেবগণ হয়েছে অমর। হয়েছে বলিষ্ঠ তাহে সর্ব্ব-কলেবর॥
কাজে কাজে পরাজিত হয়ে দৈত্যগণ। দ্রুতগতি চারিদিকে করে পলায়ন॥
সগণে সকলে গেল পাতাল নগরে। তাহা দেখি দেবগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
নারায়ণ-পদে সবে করিয়া প্রণাম। নিজ নিজ অধিকারে করিল পয়াণ॥
গ্রহণ করিল পুনঃ নিজ অধিকার। কাহারো হৃদয়ে শঙ্কা না থাকিল আর॥"

এই পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনায় কেবল ধন্বন্তরির নাম আছে। এ ধন্বন্তরি যে বিক্রমাদিত্য-কালিক, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে। এখন ধন্বন্তরি ও বিক্রমাদিত্য দুইই পাওয়া গেল। 'হূনগণেরও' উল্লেখ আছে কিনা দেখা যাউক।

পুরাণকার এখানে লিখিয়াছেন ধন্বন্তরি হইতে দেবগণ অমরত্ব পাইয়াছেন। শিষ্ট প্রয়োগও ঐ,—

"অয়ং হি ধন্বন্তরিরাদিদেবো জরারুজা মৃত্যুহরোঽমরাণাম্।"

অমরকোষ ২য় ৩য় ৪র্থ শ্লোক দেখুন, 'দেব' বাচক শব্দ—'অমর' 'নির্জ্জর' 'অমর্ত্ত্য' 'দেবতা (স্ত্রীং)' ইত্যাদি। দেবগণ ত অমরই।

'অমরত্ব' অর্থে—"দেবত্ব; অমরের ধর্ম্ম, মৃত্যু জয়; চিরস্মরণীয়তা।"
নির্জ্জর অর্থে—বৃদ্ধত্ব নাই যাঁহার, কিম্বা জরা রহিত যিনি।
অমর্ত্ত্য অর্থে—"যাঁহারা মনুষ্য বা মরণার্হ নহেন"।

অতএব এ পুরাণোক্তির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মরণার্হ মনুষ্যকেই ধন্বন্তরি অমরতুল্য করিয়াছিলেন; অন্য ব্যাখ্যা হয় না।

ধন্বন্তরি বহুবিধ বনৌষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে এমত দ্রব্য আছে, যাহা গাত্রের স্থানে স্থানে মাংসমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে সমস্ত শরীর অমরসদৃশ অস্ত্রের অভেদ্য হয়।

এমত দ্রব্যও আছে যাহা ব্যবস্থানুযায়ী সেবন করিলে মনুষ্য দেবসদৃশ 'নির্জ্জর' বলিষ্ঠ ও অতি দীর্ঘজীবী হন।

অস্ত্রের গদার বা অন্য কিছুর আঘাতে মাংস ক্ষত বা অস্থিচূর্ণ হইলে বস্তু বিশেষের প্রলেপ দ্বারা রক্তনিঃসরণ অবিলম্বে নিবারিত এবং ক্ষতমাংস ও ভগ্নঅস্থি সংলগ্ন হইয়া যায়।

বাতব্যাধি প্রভৃতি অনেক উৎকট-রোগও সামান্ত বনৌষধ দ্বারা দুই তিন দিবসের মধ্যে নিঃশেষে দূরীভূত হয়।

প্রাণনাশক সর্পদংশন ও বিষাক্ত বাণাঘাত হইতে আশু পরিত্রাণের মহৌষধও আছে।

যে সর্পবিষ দেহে প্রবেশ করিবা মাত্রা জীব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সেই বিষ দ্রব্যগুণে এরূপ শোধিত হয় যে, তাহা দ্বারা সাংঘাতিক জ্বর-বিকার হইতে জীবন রক্ষা হয়।

এবম্বিধ আবিষ্কার মর্ত্ত্যলোকাতীত না ? এ ধন্বন্তরিকে 'অমরত্বপ্রদানকর্ত্তা' পুরাণকার অযথা বলেন নাই।

পুরাণে ইহাও ব্যক্ত আছে যে কপিলের ভ্রাতৃবংশীয়েরা "পরে ব্রাহ্মণত্ব পান"। অমরকোষানুসারে 'ভূদেব' (পৃথিবীর দেব) অর্থে ব্রাহ্মণ। 'রাজা' বাচক শব্দ, নৃপ, নৃপতি, নরপতি, নরদেব, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল ইত্যাদি; অর্থাৎ 'মনুষ্যপতি, মনুষ্যকে যে পালন করে বা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ'।

'দেব' শব্দ শ্রেষ্ঠবাচকও হয়; ব্রাহ্মণজাতির উপাধি 'দেব' ব্রাহ্মণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগেকেও 'দেবী' কহা যায়। ধন্বন্তরি ও বিক্রমাদিত্যের পরে রাজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ 'দেব' নামে অভিধেয় হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। এমতাবস্থায় চিরস্মরণীয় (অর্থে অমর) * সম্রাট বিক্রমাদিত্য 'দেব' প্রতিপাদ্য না হইবেন কেন ?

প্রমাণ

পুরাণকার বেদব্যাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহী 'উর্ব্বশী' পুরাণে 'দেববেশ্যা' আখ্যাত হইয়াছেন।

'ধন্বন্তরি,' যাহার প্রপৌত্র দিবোদাসের নিকট সম্ভবতঃ পুরাণকারের জ্যেষ্ঠপ্রপিতামহ অগস্ত্যমুনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসকরূপে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভার প্রথম রত্ন ছিলেন, সেই ধন্বন্তরিও পুরাণে 'দেব-বৈদ্য' আখ্যাত হইয়াছেন।

গৌতমবুদ্ধের সময়ে বারাণসী 'নগরী' ছিল। ধন্বন্তরির পিতামহ কাশী বা কাশ্য এখানে রাজ্যস্থাপন করায় ঐ ধামের নাম 'কাশী' † (অনুমান খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর মধ্যে) হইয়াছে। ধন্বন্তরি ও তদ্বংশীয়েরা বারাণসী বা কাশীর রাজা ছিলেন। অবন্তী বা উজ্জয়িনী (অনুমান খৃঃ ৫১৫ হইতে ৫৫০) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। সে "সময়ে উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল"। পুরাণের উৎকলখণ্ডেও লিখিত আছে,-"দ্বিতীয় অমরাবতী-সদৃশ অতি প্রসিদ্ধ অবন্তী নামে এক নগরী ছিল"। পুরাণানুসারে উক্ত কাশী বা বারাণসী ও অবন্তী নগরীতে মৃত্যু হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়।

---

* চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনং যৌবনং।
চলাচল মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতী॥ *

† ধন্বন্তরির ৬ষ্ঠ অধস্তম পুরুষ অলর্কের রাজত্ব কালে এ পুরী পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল (চ প্রদর্শনী দেখুন)।

পুরাণের বচন।

" অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ " ॥

এই সাতটী পুরীর মধ্যে কাশী ও অবন্তী ভিন্ন অপর পাঁচটীর
সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক
বিবরণ।

---

(১) প্রাচীন ইতিহাসে 'অযোধ্যা' নাম দৃষ্টি গোচর হয় না; কেবল রামায়ণে ও মহাভারতে আছে।

(২) প্রাচীন ইতিহাসানুসারে "খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শকজাতি ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন। " মথুরা ও মহারাষ্ট্রেও ইঁহাদের রাজত্বের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।" খৃঃ ২য় শতাব্দীর টলেমি (Ptolemy) ও প্লিনি (Pliny) মহোদয়েরা এ নগরীর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর চৈন পরিব্রাজক ফাহিয়ান দ্বারা এ ধাম 'বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের কাশীখণ্ডে মথুরা সপ্ত তীর্থ মধ্যে উক্ত নাই, এমত বুঝা যায়। যথা:—

" মথুরা নিবাসী শিবশর্ম্মা দ্বিজবর।
শাস্ত্র অধ্যয়ন তেঁহ করেন বিস্তর ॥
.. —— .. ——
অবশেষে চিন্তি দ্বিজ করিল বিচার।
সপ্তপুরী তীর্থ দরশন মম সার ॥
.. —— .. ——
প্রথমে মথুরা হৈতে অযোধ্যা গমন।
সেই যে অযোধ্যা পুরী ত্রিতাপ নাশন ॥"
(২য় সর্গ)

(৩) 'মায়া'—কেহ 'বৃন্দাবন' কহেন কেহ হরিদ্বার; কিন্তু কাশী-খণ্ড মতে,—১ম অযোধ্যা, ২য় প্রয়াগ, ৩য় কাশী, ৪র্থ অবন্তী, ৫ম কাঞ্চী, ৬ষ্ঠ দ্বারাবতী বা দ্বারকা, ৭ম হরিদ্বার। এই সপ্ত-পুরী তীর্থ-মধ্যে বৃন্দাবন গণ্য নাই। যাহা হউক বৃন্দাবন নাম প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না; কেবল মহাভারত পুরাণাদিতে আছে।

প্রয়াগ-গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম স্থান। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীক-পণ্ডিত মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, এ স্থান ('the Capital of the Prasii') 'প্রাসী'-দিগের রাজধানী ছিল। প্রয়াগ শব্দের (" প্র প্রকৃষ্ট—যাগ যজ্ঞ ") ব্যুৎপত্তি

দ্বারা বিবেচনা হয়,—'Prasii' অর্থে প্রাচীন পারস্যদেশীয় বা পারসী অগ্নি উপাসক।
"সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষে) প্রয়াগে তাঁহার ভারতবিজয়-কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক জয়স্তম্ভ উত্তোলিত হয়। উক্ত স্তম্ভে লিখিত আছে যে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-কোশল (গণ্ডোয়ানা), কেরল (মালাবার উপকূল), কাঞ্চী প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিয়াছিলেন"।

হরিদ্বার—হিমালয় পর্ব্বততলস্থ নগর। ঐস্থানে গঙ্গা পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশ হইতে নামিয়াছে।

["স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যথা পৃথ্বী আগমনে।
হরিদ্বার বলি স্থান জগতে বাখানে॥"]

(৫) কাঞ্চী—"খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই নগরের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এরূপ সমৃদ্ধ নগর তৎকালে আর ছিল না।" ইহাও খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপিত হয় নাই, ইতিহাসে প্রকাশ আছে।

(৭) দ্বারাবতী বা দ্বারকা—"(দ্বার [মুক্তির] পথ + কণ্ — প্রং। অথবা কৈ দীপ্তি পাওয়া + অ (ড) —ক, আপ) সং, কৃষ্ণের পুরী। "সর্ব্বতীর্থ পরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহু পুণ্যদা। যস্যাঃ প্রবেশ মাত্রেণ নরাণাং জন্ম খণ্ডনম্।" প্রাচীন ইতিহাসে এ পুরীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদ্দ্বারা এমত প্রকাশ পাইতেছে না যে, এ কয়েকটী ধামের মধ্যে কোনটীও প্রাচীনকালে,-এমনকি-খৃষ্টাব্দের অনতি পূর্ব্বেও—পবিত্র ক্ষেত্র বা প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত হইত। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ধন্বন্তরি কুরু কিম্বা বিক্রমাদিত্যের অনেক পশ্চাতেই যে, 'মোক্ষধাম' * নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* "পাঠান সাম্রাজ্য লোপকালে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইতে হইল ও দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইল। যেখানে মোল্লারা প্রবল, সেখানে অনেক দেশীয় লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই আপন ধর্ম্মে রহিল। হিন্দুরা আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য কঠিনতর সমাজশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাঁহাদের স্মৃতিগ্রন্থগুলি অধিকাংশই এই সময়ে সঙ্কলিত হয়। মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্যচূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, ও রঘুনন্দন এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া যান। রাজ্যহীন হিন্দুগণ এই সকল বিধিব্যবস্থার বলেই আজও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর উপপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার আরম্ভ করেন। ইঁহারা হিন্দুসমাজে থাকিয়াই লোকসমূহকে বৈরাগ্যপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন; অনেক গৃহস্থ, বৈরাগীর চেলা হইত। খৃঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যেরূপ হইয়াছিল, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও তাহাই হইল।" খৃঃ ১৪৮৫ অব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। ঐ সময়ে (কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে) গুরু নানক কবীর তুখারাম প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রাদুর্ভূত হন। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র অযোধ্যা বৃন্দাবন প্রভাস আদি তীর্থ সকল ভক্তদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এ সকল প্রমাণ দ্বারা পুরাণোক্ত দেবাসুরের যুদ্ধে 'বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সৈন্যসামন্ত' অর্থে 'দেবগণ'ও 'হূনগণ' অর্থে দেবারি বা অসুর * এবং 'হূনদিগের রাজধানী' অর্থে (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন) 'পাতাল নগর' প্রযুক্ত হইয়াছে,-নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে। হূনদিগের আধিপত্য ভারতে অনেকদিন স্থাপিত হইয়াছিল। ধন্বন্তরির ব্যবস্থায় ভারতবাসিরা অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সৈন্যসামন্তগণ বলিষ্ঠ ও (অমরসদৃশ) অসুর দলনে সমর্থ হওয়ার পরে, তাঁহারা কোরুরের ঘোরতর যুদ্ধে তোরামনপুত্র "মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া ভারতে হূনগণের প্রাধান্য লোপ করেন"। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্ব ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে যে ধন্বন্তরি—

'অষ্টভাগ আয়ুর্ব্বেদ করি সযতনে। উপদেশদান দিলা যত শিষ্যগণে'।

ভরসা হয়, এক্ষণে বিচক্ষণ পণ্ডিত মহোদয়েরা অস্বীকার করিবেন না যে কোরুরের যুদ্ধই পুরাণে 'দৈবাসুরের সংগ্রাম' রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত নির্ব্বাণমুক্তিদায়ক সপ্তধাম † সম্বন্ধীয় পুরাণ-বচন ও তদ্ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাও প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(১) অন্তঃকলির পূর্ব্ব দ্বা-পরের শেষের (কলির সপ্তত্রিংশ শতাব্দীর বা খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পরে বেদবিভাগকর্ত্তা-বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক [পরীক্ষিতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ] বেদব্যাস ও তৎসহযোগী ঋষিগণ এবং মহাভারত-প্রকাশক লোমহর্ষণ-পুত্র-সৌতি প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ও অপর পৌরাণিক প্রমাণ।

[ক] পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৃথিবীর আদি ধর্ম্ম,—'আর্য্যধর্ম্ম'। সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নির্ব্বাণতত্ত্বসাধনকর্ত্তা ভারতের গৌরবচূড়ামণি 'গৌতমবুদ্ধ'—পুরাণোক্ত [ঐতিহাসিক দ্বাপরের] কলির অন্তর্দ্বাপরের শেষের অবতার! একাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন, ইনি খৃঃ

---

* ভারতের (উত্তর ও পশ্চিমদিকস্থ) বৈদেশিক বৈরিগণকে যে অসুর কহা যাইত তাহার প্রচুর প্রমাণ রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যথা,—

"উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই খোরাসানপতি পরাভূত হইলে, অবশেষে কাফেরের রাজ্যে ইসলাম-ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য রুমরাজ তাঁহার সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন অসুরগণ এইপ্রকারে আত্মবল দৃঢ়ীভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন গজ আপন অমাত্যবর্গের সহিত আত্মরক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।"

† তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে যিনি সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। অপরের মুক্তির কি উপায় নাই? পুরাণকার পরম জ্ঞানী, তিনি সকলের সমান হিতৈষী। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,-সংসার হইতে নির্লিপ্ত অর্থাৎ হিংসা কামনা বা সকাম কর্ম্মাদি বর্জ্জিত হইয়া, সাকার ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহার দেহাবসান হইবে তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম হইবে না। মোক্ষধাম নির্দ্দেশের এই উদ্দেশ্য বুঝা যায়।

পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, এবং কলির অন্তস্ত্রেতার শেষের পুরাণোক্ত অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সপ্তচত্বারিংশ পিতৃপুরুষ প্রসেনজিতকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর মিথিলাধিপতি জনকরাজার অতি উর্দ্ধতম পিতৃপুরুষেরও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

[ঐতিহাসিক ত্রেতার] কলির অন্তস্ত্রেতার আদ্যাংশের পুরাণোক্ত অবতার পরশুরাম [দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দেখুন] খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর ছিলেন। রামায়ণের কোন কোন প্রাচীন প্রতিলিপিতে ইনি শ্রীরামচন্দ্রের অতি উর্দ্ধতম পিতৃপুরুষরূপে উক্ত আছেন।

ভাগবত পুরাণোক্ত অবতার সাঙ্খ্যকার কপিল অন্তস্ত্রেতার শেষের শ্রীরামচন্দ্রের উর্দ্ধ পিতৃপুরুষ সগর-সন্তানদিগের সমকালিক ছিলেন। তিনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভার তৃতীয় রত্ন অমরসিংহ ৫০০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অমরকোষ অভিধান নিশ্চয়ই (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে) বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের অগ্রে সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত সভার সপ্তম রত্ন মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ-কাব্যের ১ম সর্গে বশিষ্ঠদেবকে "অথর্ব্ববেদপ্রণেতা" এবং "মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা" বলিয়াছেন। এ কথা কি মিথ্যা? কখনই নয়। অমরকোষে কেবল তিন বেদের নাম আছে, অথর্ব্ব (৪র্থ) বেদের উল্লেখ নাই। ইহার দ্বারাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'বৈদিক-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক'-'অথর্ব্ববেদপ্রণেতা' (বেদব্যাসের প্রপিতামহ) বশিষ্ঠদেব বিক্রমাদিত্যের পরে খৃঃ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর মধ্যে-অন্তস্ত্রেতার শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রামায়ণ পুরাণ আদি হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা বা প্রদর্শনীতে যে কোন সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারও সম্পূর্ণ সমীচীনতা সংস্থাপিত হইতেছে। আবার বশিষ্ঠদেব মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইঁহা হইতে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ। ইঁহার পূর্ব্বে যে অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ ছিল না তাহা অমরকোষ ও ইতিহাস আলোচনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত এবং ঋগ্বেদের উপবেদরূপেও গণ্য হয়। অথর্ব্ববেদ-প্রকাশক (বিঃ পূঃ ৩। ৪) বেদবিভাগকর্ত্তা-বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক বেদব্যাসের আবির্ভাব ধন্বন্তরির ও অমরসিংহের এবং কুরুর পরে [ঋ প্রদর্শনী দেখুন] খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যেই হইয়াছিল; তৎপূর্ব্বে নয় *।

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার কৃত সাংখ্যদর্শন প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন,—
(কপিল কৃত) "সাংখ্যদর্শনই আদিম, পাতঞ্জল (যোগশাস্ত্র) উহার সমসাময়িক, (গোতম-কৃত) ন্যায় তৎপরভবিক, তৎপরে (কণাদকৃত) বৈশেষিক, তৎপশ্চাৎ (জৈমিনিকৃত) পূর্ব্বমীমাংসা, (ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা বা) বেদান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।"
এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের অন্যমত নাই।

বেদব্যাসের পিতা পরাশরের নাম বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে উক্ত আছে। পরাশর মুনির [পরাশরসংহিতা নামক]১ খানি ফলিত জ্যোতিষগ্রন্থ আছে, তাঁহার জন্ম খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য বা কুরুকালিক আদি ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা বরাহমিহিরের পরে, [ঝ প্রদর্শনী দেখুন] খৃঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমাংশেই হইয়াছিল; তাহার পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হয় নাই।

[খ] পণ্ডিত মহোদয়েরা ভট্টগ্রন্থ শিলালিপি ইতিহাস ইত্যাদির পর্য্যালোচনায় দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধবিধি-উক্ত ধর্ম্মপ্রযোজক হারীত খৃঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কৃপাচার্য্য পাণ্ডবদিগের সমকালিক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ [শতানন্দের পিতা] ন্যায়-শাস্ত্রকার গোতমের নামও বৈদিকধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকদিগের মধ্যে উক্ত আছে। ইনি [চ ও ব্য প্রদর্শনী দেখুন] ধন্বন্তরি-বংশীয় [খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরার্দ্ধের] কাশীরাজ দিবোদাসের সমকালিক ছিলেন।

[গ] পুরাণ অনুসারে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাশীরাজ ধন্বন্তরির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কাশীরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভীষ্মদেব ব্যাস-মাতা সত্যবতীর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে হরণ করতঃ নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ব্যাস-পৌত্র যুধিষ্ঠিরের বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনি ধন্বন্তরিবংশীয়দিগের রাজধানী কাশীতে এবং বিক্রমাদিত্যের রাজধানী অবন্তীনগরীতে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে ভিন্ন পূর্ব্বে হওয়া অসম্ভব।

[ঘ] পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ ... ... খৃঃ ৭৮৬
দেবীভাগবত অনুসারে পরীক্ষিতের ৯৬তম বর্ষ বয়সে তাঁহার রাজত্ব শেষ;
অতএব তাঁহার রাজত্ব ... ... ৬০ বর্ষ
এবং জন্মেজয়ের রাজত্ব আরম্ভ ... ... খৃঃ ৮৪৬
অতএব খৃঃ ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে মহাভারত প্রকাশ হইয়াছিল। ৺ কাশীরাম দাসকৃত পদ্য মহাভারতের চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশের [ক্ষ] চিহ্নিত পংক্তি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। —

"জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর। পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি। কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥
মুনি বলে যদু হইতে জন্মিল যাদব। তুর্ব্বসুর বংশ হইতে যবন উদ্ভব॥
[ক্ষ] দ্রুহ্য হইতে বর্দ্ধিত হইল* ভোজবংশ। অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব। যার বংশে আপনার হইয়াছে উদ্ভব॥"

[* ৩য় পরিচ্ছেদের ১ম উদাহরণ-'পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশপরিচয়' দেখুন]

মহাভারতে যখন উক্ত রহিয়াছে 'দ্রুহ্য হইতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ' তখন এ গ্রন্থ কি ভোজরাজের পূর্ব্বে সঙ্কলিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে? কখনই না। ইতিহাস অনুসারে "মালব [উজ্জয়িনী]:-বিক্রমাদিত্যের সময়ে, উজ্জয়িনী ভারত-বর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খ্রীষ্টের ১০ম শতাব্দীতে ভোজরাজা এখানে প্রাদুর্ভূত হন। ধারাবার [ধার] নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।" ৺ কাশীদাসের পদ্য মহাভারত অমৌলিক নয়, পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক গদ্য মহাভারতে 'ভোজবংশের' উল্লেখ না থাকিলেও পদ্যমহাভারত হইতে উদ্ধৃত-পংক্তির মৌলিকতা অস্বীকার করিবার লেশমাত্র কারণ নাই।

ভোজরাজা সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা (Canuto the Dane) দিনেমার (Denmark দেশীয়) কনুটের সমকালিক ছিলেন। ইংলণ্ডে নরমানদিগের আধিপত্য পশ্চাতে (১০৬৬ খৃঃ অব্দে) আরম্ভ হইয়াছিল।

সভ্য জগতের প্রধান প্রধান স্থানে আদৃত যোগশাস্ত্রের * আদিপুরুষ পতঞ্জলি। সেই শাস্ত্রের অতি প্রাচীন ভাষ্যকার বেদব্যাস; তৎপরবর্ত্তী এই ভোজরাজ-কৃত ভাষ্যই প্রচলিত এবং সুপ্রসিদ্ধ। 'ভোজবিদ্যা' বা 'ভোজবাজী' নামে খ্যাত অতি মনোহর ঐন্দ্রজালিকবিদ্যার উদ্ভাবন কর্ত্তাও ইনি।

বাস্তবিক—বিক্রমাদিত্যের অন্ততঃ ৩-৪ শতাধিক বৎসর পরে ভিন্ন, তৎপূর্ব্বে মহাভারত পুরাণাদি প্রচারিত হয় নাই।

---

*"In the Sankhya philosophy there is no speculation about I'svara, or the supreme soul; and so a new system of Philosophy, based on the Sankhya method, attempts to supply this deficiency. It is colled Yoga, because it gives detailed rules for the concentration of mind, or Patanjala, from the name of the auther. There is a collection of aphorisms of this school, on which various commentaries have been written. The oldest of these is written by Vyàsa, and the most popular is attributed to Ràjà Bhoj"

(PANDIT H. P. SASTRI'S SCHOOL HISTORY OF INDIA.)

সাঙখ্যকার কপিল মুনির ও বেদব্যাসের মধ্যবর্ত্তীকালে অনুমান খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যোগশাস্ত্রকার আর্য্যকুলতিলক পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিবেচনা হয়, ইনি জগতের তৃতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

(২) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নিশ্চয়ই খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয় নাই। কলির ঐতিহাসিক দ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশ-মধ্যে ৩৮৫২ কলের্গতাব্দে বা ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দে এ যুদ্ধ হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ও অপর পৌরাণিক
প্রমাণ।

(ক) অনেক ইতিহাসলেখক এবং পুরাণসমালোচক ইউরোপীয় মহোদয়েরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়াছিল বলেন কেহবা ত্রয়োদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে,-কহেন; কিন্তু এ সকল কথা পুরাণ ও প্রমাণ সঙ্গত নয়। যথাঃ—

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে (ঙ প্রদর্শনী দেখুন) মঘা-অয়নাংশ বা মঘার সপ্তর্ষিসংস্থানাংশ ছিল না; উত্তরায়ণ পৌষমাসের শেষে আরম্ভ হইত না; তখন কলির পূর্ব্ব দ্বাপরের শেষ, কিম্বা অন্তঃকলির পূর্ব্ব দ্বা-পরের শেষ নয়, এবং নন্দদিগের রাজত্বের সহস্রাধিক বর্ষ অন্তরও নয়।

খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঘা-অয়নাংশ থাকিলেও—'মঘাশ্বাসন' ছিল না, এবং অপরাপর পুরাণবাক্য সকল প্রমাণিত হয় না।

পণ্ডিতবর ৺ বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রণালী অবলম্বন করতঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাব্দ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অশুদ্ধ; * তজ্জন্য তিনি পুরাণের এই অশুদ্ধ ব্যাখ্যা-জনিত গণনাও সংশোধন করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও যে এ যুদ্ধের অব্দ (খৃঃ পূঃ ১৪৩০) স্থির করিয়াছেন তাহা পুরাণ-ও প্রমাণ-অনুযায়ী নয় (ঙ প্রদর্শনী দেখুন);

'রাজতরঙ্গিনী' নামক রাজপুতদিগের ইতিহাসগ্রন্থ আধুনিক। শ্রীযুক্ত টড্ সাহেব মহোদয় কৃত 'রাজস্থান' অনুসারে উহা ১৬৬২ শকে বা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে যে কাশ্মীরের রাজা গোনর্দ্দ প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের সমকালিক ছিলেন। "কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন" এবং ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; অতএব 'রাজতরঙ্গিনী' মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কলির ৭ম শতাব্দীর মধ্যে হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দদিগের রাজত্বের ব্যবধান পুরাণানুযায়ী সহস্রাধিক বর্ষ কি প্রকারে হয়? এবং পরীক্ষিতের অভিষেকেইবা 'কলির' আরম্ভ, পুরাণকার লিখিলেন কেন? ঝ প্রদর্শনী দেখুন, 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 'শক' স্থলে ভুল-ক্রমে 'কলি' লিখিয়াছেন। যাহা হউক, 'রাজতরঙ্গিনীর' এ উক্তির দ্বারা ইহাই

---

* পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ নন্দদিগের পশ্চাতেই হইয়াছিল, অগ্রে হয় নাই, এবং ভারতীয় মতে বার্ষিক অয়ন গতি যে '৫৪ বিকলা' সে 'বিকলা'-১ কলার ষষ্টিতম অংশ নয়;-'১ অয়নাংশের ৩৬০০তম ভাগ মাত্র'।

সাব্যস্ত হইতেছে যে, পুরাণোক্ত 'কলি' অর্থে 'অন্তঃকলি,' এবং পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাপদ্মনন্দের পশ্চাতে,-কলির দ্বাপরের শেষে-৬৭২ শাকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই হইয়াছিল; খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিশ্চিতই হয় নাই।

অনুমান হয়, দশম পরিচ্ছেদের চিত্র প্রদর্শনীর ১০ম খণ্ডায় বর্ণিত পুরাণের অশুদ্ধ ব্যাখ্যার অনুরোধে,-'রাজস্থান'-গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ টড্ সাহেব মহোদয় জরাসন্ধ পঞ্চপাণ্ডব শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকে মগধের পুরাণোক্ত আদি-রাজা প্রদ্যোতের পূর্ব্বকালিক অনুভব করতঃ পুরাণের বিরুদ্ধে খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দের লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রমাণিত হয় না। 'রাজস্থানের' 'যশলমীর অধ্যায়ে' উক্ত আছে যে, 'যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে' শ্রীকৃষ্ণের ৯ম অধস্তনপুরুষ গজ-'গজনী' নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠিরের জন্ম-বা মৃত্যুর অব্দ পুরাণে কিম্বা অন্যত্র উক্ত নাই। কেবল-যুধিষ্ঠির যে কলি আরম্ভে-তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যার্পণ করেন, পুরাণে তাহারই উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণেরও এই অব্দ; কিন্তু ইহা যে দৈবযুগান্তঃকলি নয়, তাহার প্রচুর অব্যর্থ প্রমাণ অগ্রে দর্শিত হইয়াছে। টড্ সাহেব মহোদয়ের মতেও এ কলিযুগ (খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ) যুধিষ্ঠির-বা শ্রীকৃষ্ণাব্দ কিম্বা পরীক্ষিতের অভিষেকাব্দ নয়।

যুধিষ্ঠিরাব্দ পরীক্ষিতাব্দ ও শ্রীকৃষ্ণাব্দ
যখন একই, তখন টড্ সাহেব মহোদয়ের মতে উহা ... খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে আরম্ভ।

'রাজস্থানের যশলমীর প্রথম অধ্যায়' অনুসারে, যদুকুল নির্ম্মূল হইলে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (প্রদ্যুম্নের পুত্র) "বজ্র সেই সময় পিতার পাদপদ্ম দর্শনার্থ মথুরা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিংশতিক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইবা মাত্র তিনি শুনিলেন, যদুকুল সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র;-নব ও ক্ষীর। পিতার মৃত্যুর পর নব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মথুরানগরে প্রত্যাগমন করিলেন"। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র নব যুধিষ্ঠির-অব্দ আরম্ভেই "রাজপদে প্রতিষ্ঠিত" হন। গজ শ্রীকৃষ্ণের ৯ম অধস্তন বংশধর গজের পূর্ব্ব নবসহ ৫ বা ৬ পুরুষের মধ্যে দুই নৃপতির অপঘাত মৃত্যু হয়; এক জন দ্বাদশ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন এবং এক ভূপতি যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে "যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে বৈশাখমাসের তৃতীয় দিবসে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুভতিথিতে যদুপতি গজ গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন"। শ্রীযুক্ত টড্ সাহেবের মতানুযায়ী গণনায়,-এ ঘটনা

(৩০০৮ বিযুক্ত খৃঃ পূঃ ১১০০) ... খৃঃ ১৯০৮ অব্দে বা
কলির ... ৫০০৯ অব্দের বা ১৯৬৫ সম্বতের বা গত
১৮৩০ শকের ও ১৩১৫ সালের ৩রা বৈশাখ তারিখে হয়।

এ সিদ্ধান্ত কি কেহ গ্রাহ্য করিবেন? কখনই না। আবার গজের পিতা-সহ ৬ পূর্ব্ব পুরুষের রাজত্ব অন্যূন ৩০০০ বর্ষ হইলে পুরুষ প্রতি (কলির মানবপরমায়ুর চতুর্গুণ অপেক্ষাও অধিক) অন্যূন ৫০০ বর্ষ পরে; ইহাও যার পর নাই অসম্ভব। তবে কুরু ও যদুকুল ধ্বংস হইলে পর,-যাদবরাজ্যে, একদিকে অসুরদিগের প্রচণ্ড উপদ্রব, অপর দিকে,—

["ধনিনো যায়তে বান্ধব ভাবো নির্ধনে সহজ বন্ধুরবন্ধুরেব।
নীরসে সরসি সরোজবন্ধোঃ সরোজান্যপি দহন্তি ময়ূখাঃ॥"]

স্বদেশীয় বৈরী রাজগণের প্রজ্জলিত আক্রোশ; সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের সময় ধ্বংসাবশিষ্ট যাদব-নৃপতিদিগের রাজ্যভোগ যে অত্যল্পকালমাত্র হইয়াছিল,-শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিবরণে ব্যক্ত আছে, তাহা সন্দেহের বিষয় নয়। এমত অবস্থায়,-নবসহ গজের পূর্ব্ব ৬ বা ৭ যাদবভূপতির রাজত্বকাল সাকল্য উর্দ্ধ সঙ্খ্যা ২০০ বৎসর ধরিলেও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও তাঁহার প্রপৌত্র নবের মথুরার সিংহাসনারোহণ ... ...
এবং পরীক্ষিতের অভিষেক (১৯০৮ বিযুক্ত ২০০) অনুমান ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হয়।
পুরাণানুসারে ইহার ৩৬ বর্ষ অগ্রে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ
হইয়াছিল; অতএব যশলমীরের ভট্টিগণের
ইতিবৃত্তানুযায়ী গণনায় সে যুদ্ধ-অনুমান ... ... ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে
অর্থাৎ কলিকাতার অন্ধকূপ-
হত্যার কেবল মাত্র ৮৪ বৎসর
পূর্ব্বে হইয়াছিল, অবধারিত হয়।

ইহা নিশ্চিতই গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইতেছে যে খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়।

'রাজস্থান' হইতে সঙ্কলিত শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। "ইঁহার দুইটী পুত্র ও অন্যান্য সন্তান সন্ততিগণ ভারতভূমি
| পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পরপারে গমন করেন।"
(জ্যেষ্ঠাপত্নী রুক্মিণীগর্ভে)
প্রদ্যুম্ন
(বিদর্ভরাজকন্যার গর্ভে)
অনিরুদ্ধ ও বজ্র। "বজ্র হইতে যশলমীরের-ভট্টিগণের উৎপত্তি। পিতার
| পাদপদ্ম দর্শনার্থে বজ্র দ্বারকায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে

যদুকুলধ্বংসের সংবাদ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন "।

নব ও ক্ষীর। "পিতার মৃত্যুর পর নব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। ক্ষীর দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অন্যান্য রাজগণ নবকে আক্রমণ করিলেন, তিনি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পশ্চিমদেশীয় মরুস্থলীতে গিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন"।

পৃথ্বীবাহু। ঝারিজা, যাদভান "নবের পুত্র পৃথ্বীবাহু মরুস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের ছত্র আদি প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ক্ষীরের পুত্র যাদভান পার্ব্বত্য প্রদেশে পুত্রহীন রাজার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; তদবধি ঐ স্থান 'যাদুকাডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইল। যাদভান অনেকগুলি সন্তান সন্ততির পিতা ছিলেন।" নবের রাজত্ব অতি অল্পকাল হইয়াছিল প্রকাশ পাইতেছে।

বাহুবল। "মালবপতি বিজয়সিংহের কন্যা কমলাবতীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়"।

বাহু। "অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া ইঁহার মৃত্যু হয়।"

সুবাহু। "পত্নীর হস্তে বিষপ্রয়োগে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়"।

রিজন্। "ইনি দ্বাদশ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মালবপতি বীরসিংহের কন্যা সুভগাকে ইনি বিবাহ করেন"।

রিঝ। "সাগরতীর নিকটবর্ত্তী-মরুস্থলীর দিকে সমাগত ম্লেচ্ছশত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। খোরাসানের ফরিদ খাঁ শত্রুদলের সেনাপতি ছিলেন"।

গজ। "তাঁহার রাজ্যের উত্তর-দিগ্বর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে গজনী নামে একটী দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে তথায়" "সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন," অর্থাৎ সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অনতিবিলম্বে কাশ্মীরপতি কন্দর্পকেলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহারই গর্ভে শালিবাহনের জন্ম হয়।" শালিবাহনের বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ তখন মুসলমানদিগের হস্তে গজের প্রাণবিয়োগ হয়।

১০ × শালিবাহন। "বিক্রম-সংবতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে ভাদ্রমাসের অষ্টম দিবসে রবিবারে ইনি শালিবাহনপুর নামে একটা নগর স্থাপন করেন। ইনি ৩৩ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন"।

১১ বলন্দ প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র। "ইঁহাদের মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম পাওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর তোমরপতি জেয়পালের কন্যার সহিত বলন্দের বিবাহ হইল।"

১২ ভট্‌টি, ভুপতি প্রভৃতি ৭ পুত্র।

১৩ মঙ্গলরাও, মসুরাও চাকিতো।

১৪ মাঙ্গমরাও অভয়রাও, সারণরাও, এবং কল্লররাও প্রভৃতি ৬ পুত্র। "কল্লর রায়ের বংশধরেরা কল্লরিয়া-জাট, মুণ্ডরাজের পুত্রগণ মুণ্ড এবং শিবরাজের বংশধরেরা শিবরাজাট নামে অভিহিত হইল। শিশু, ফুল এবং কেবল কুম্ভকার-বংশে পতিত হইল।"

১৫ কেহুড়, মুলরাজ ও গোগলি। "৭৮৭ সংবতে মাঘমাসে পূর্ণিমা তিথিতে বুধবারে তনোট দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। কেহুড়ের পুত্রগণ হইতে এক একটী গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহুড় মৃগয়ার্থ গমন করিলে রাজ্যচ্যুত রাজপুতগণ তাঁহাকে সংহার করিল।"

১৬ তনু প্রভৃতি ৫ পুত্র। "তনু অশীতি বর্ষ রাজ্যশাসনের পর প্রাণত্যাগ করেন।"

১৭ বিজয়রায়, যকুর আদি ৫ পুত্র। "৮৭০ সংবতে বিজয়রায় পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন"।

১৮ দেবরাজ মৈপা "৮৯২ সংবতে দেবরাজের জন্ম হয়। বারাহা ও লঙ্গহাগণ বারাহাপতির কন্যার সহিত কুমার দেবরাজের বিবাহ স্থির করিল। ভট্টিগণ বর ও বরযাত্রীসহ যেমন বারাহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিশ্বাসঘাতকেরা বিজয়রায় এবং তদীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সৈন্য সামন্তদিগকে সংহার করিল"।

১৯ মুণ্ড ও চেহু মহলা, দিকাও। "দিকাও সরোবর দিকাও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার বংশধরেরা

মুণ্ড — পুত্রধার হইয়াছিল। দেবরাজের মৃত্যুকালে মুণ্ড তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।"

২০ বাছেরা। "ইনি ১০৩৫ সংবতে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন"।

২১ দুশঙ্জ, সিংহ, বাপ্পরাও প্রভৃতি ৫ পুত্র। "১১০০ সংবতের আষাঢ়মাসে দুশঙ্জ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।"

২২ যশল, বিজয় ও লঞ্জ বিজয়রাজ। বিজয়রাজ রাজা হইলেন।

২৩ ভোজদেব। লোহর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে যশলের বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ ও বিজয়রাজের দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ। ইঁহার পিতৃব্য যশল যবনসেনার সাহায্যে ইঁহাকে নিহত করিয়া লোহর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই যশল দ্বারা ১২১২ সম্বতের শ্রাবণমাসে যশলমীরদুর্গের ভিত্তি স্থাপন হয়। লোহর্ব্বার দশ মাইল দূরে পর্ব্বতমালার মধ্যে যশলমীরদুর্গ স্থাপিত হয়।

২৩। কৈলুন ও শালিবাহন। যশল লীলাসম্বরণ করিলে ১২২৪ সংবতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন যশলমীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মন্ত্রীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলুন রাজ্য হইতে ইতিপূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়া ছিলেন।

বলা বাহুল্য ভট্টদিগের ইতিবৃত্তে কলিযুগ অর্থে যুধিষ্ঠিরাব্দ * প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে; তাহাতে গজের গজনীদুর্গে রাজধানী স্থাপন (খৃঃ পূঃ ৩১০২ বিযুক্ত ৩০০৮) ... খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে অর্থাৎ নন্দদিগের ২০৬ বর্ষ পশ্চাতে হয়।

ঐ অব্দ সহ গজের পিতৃপুরুষ নব ও তদধস্তন ৫। ৬ যাবদ-নৃপতির রাজত্বকাল পূর্ব্ববৎ ২০০ বৎসর যোগে, পরীক্ষিতের অভিষেক শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ ২৯৪ অব্দে ধরিতে হয়।

তাহার ৩৬ বৎসর অগ্রে অর্থাৎ ... ... খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে,-নন্দের অভিষেকের ৭৩ বৎসর মাত্র পশ্চাতে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল, এ গণনা দ্বারা অবধারিত হয়।

---

* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মান্যমান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা কৃতা (১৮১০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) রাজাবলী ৭ম পৃষ্ঠা দেখুন।

ইহা পুরাণ ও জ্যোতিষের বিরুদ্ধ হইলেও, ইহার দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কলির ও নন্দদিগের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই হয় নাই; কলির মধ্যেই নন্দদিগের পশ্চাতে হইয়াছিল। অতএব খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণে উক্ত আছে যে, যুদ্ধে রাজা রিঝের প্রাণবিয়োগ হইল; কিন্তু "উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই খোরাসা-নপতি পরাভূত হইলেন; অবশেষে কাফেরের রাজ্যে ইসলামধর্ম্ম * স্থাপন করিবার জন্য রুমরাজ তাঁহার সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন"। ৬২২ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম্মাব্দ 'হিজিরার' পূর্ব্বে ইসলাম-ধর্ম্মের সূত্রপাতই হয় নাই। ভট্টিগণের ইতিহাসে ইহাও ব্যক্ত আছে যে, গজ-দ্বারা গজনীদুর্গে রাজধানী স্থাপনের অনুমান ১৫ বৎসর পরে খোরাসানপতি গজনী নগরী অধিকার করেন। ইতিহাসে প্রকাশ আছে,—৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়;

"তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফাগণ দুইতিন শত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে খোরাসান রাজ্য একটী। উহার রাজধানী নিশাপুর। তথায় সামানিগণ রাজত্ব করিতেন। নাসীর-উদ্দীন নামক একজন সামানি-বংশীয় নরপতির আলপ্তগীন নামক একজন ক্রীতদাস ছিল। আলপ্তগীন ক্রমে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী নগরী অধিকার করতঃ স্বাধীন হন। তাঁহার ক্রীতদাস সবক্তগীন, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার উত্তরা-ধিকারী হন। সবক্তগীন চারিদিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং ক্রমে হি-ন্দুরাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন" ভারতে তাঁহার রাজ্যবিস্তারপ্রতিরোধার্থে গজের পৌত্র বলন্দের (ভট্টগ্রন্থোক্ত) শ্বশুর দিল্লীর তোমরপতি ১ম জয়পাল সবক্ত-গীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সবক্তগীন ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজনীর অধীশ্বর ছিলেন। খৃঃ একাদশ-বা কলির দ্বিচত্বারিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সবক্তগীন-পুত্র মামুদ ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী দেশ সহ গজ দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ অধিকার করেন।

অতএব গজের পৌত্র যখন খৃঃ একাদশ বা কলির দ্বিচত্বারিংশ শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, কলির ৩০০৮ অব্দে গজ দ্বারা রাজধানী স্থাপিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ কলিযুগাব্দ যুধিষ্ঠিরাব্দ হওয়াও যার পর নাই অসম্ভব।

ঝ প্রদর্শনী দেখুন, পুরাণানুসারে অন্তঃকলির ১০২ চান্দ্রবর্ষ অর্থাৎ ৯৯ বৎসর পূর্ব্বে কলির অনুমান ৩7৮৯ বা খৃঃ ৬৮৭ অব্দে বা ৬০৯ শকে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল; তাহার ৩০৮ বৎসর পরে কলির ৪০৯৭ বা খৃঃ ৯৯৫ অব্দে বা ১০৫১ সম্বতে গজ্জনি বা গজনী-দুর্গে গজের রাজধানী স্থাপিত হইয়া-

---

* "Islam,—the proper name of Mohammedan religion (Arabic islam-Salama,—to Submit to God)" Chambers's Twentieth century Dictionery. "Islamite,—মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী"

ছিল, তাহাই ভট্টিগণের গ্রন্থে অপরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত থাকিতে পারে; কেবল যুধিষ্ঠিরের (জন্মের) '৩০৮ অব্দ' স্থলে (এক শূন্যের ভুলে) '৩০০৮ অব্দ' লিখিত আছে। ভট্টিগ্রন্থে এরূপ অঙ্কের অশুদ্ধি থাকা বিচিত্র নয়। হয়ত মূল গ্রন্থে অক্ষরে—' তিনশতাধিক আট' ছিল, প্রতিলিপিকার তৎস্থলে অঙ্কে ('৩০৮' অর্থে) '৩০০,৮' লিখিয়া থাকিতে পারেন।

(খ) ইতিহাসে ব্যক্ত আছে,—খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্বৎ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাপ্পাদিত্য ম্লেচ্ছরাজ "সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সূর্য্যবংশীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন"। "৯৬১ খৃঃষ্টাব্দে (১০১৭ সম্বতে) আলপ্তগীন গজনীতে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন"।

শ্রীকৃষ্ণবংশীয় গজ "তাঁহার (মরুস্থলী) রাজ্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে একটী দৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিয়া" তাহার নাম গজনী রাখেন। 'রাজস্থানের-মিবার ৩য় অধ্যায়ে'ও উক্ত আছে,-"৭৫ সম্বতে যদুবংশীয় একজন ভট্টিরাজ শালপুর নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন, ফরিদ নামক শত্রু কর্ত্তৃক বিদ্রুত হইয়া তাঁহাকে শতদ্রুপারে মরুপ্রান্তরে গমন করিতে হয়"। এ স্থানে "হিমাদ্রির গজলিবন্দ নামক অরণ্য প্রদেশের" উল্লেখ আছে। গজের রাজধানীর নাম 'গজলি' থাকাই সম্ভব। উল্লিখিত "ফরিদ নামক শত্রু"ই যে 'গজের মরুস্থলীরাজ্য-আক্রমণকারী—ফরিদ খাঁ,'—তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকা দেখুন, "বিক্রমসংবতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে,"—"৭৫ বিক্রম-সম্বতে" বা কলির ৩৭১০ অব্দে বা ৬০৮ খৃষ্টাব্দে (শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ) * যদুবংশীয়" এক নৃপতি শালিবাহনপুর (যাহার অপভ্রংশ বা চলিত নাম শালপুর) স্থাপন করেন। তাহার প্রায় ৭০০ বর্ষ অগ্রে—কলির একত্রিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে—'ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ফরিদ খাঁর দ্বারা ঐ শালিবাহনপুর বা শালপুর নগর হইতে শ্রীকৃষ্ণবংশীয় গজ বিদূরিত হইয়াছিলেন;' এমত অগ্রাহ্য কথা ভট্টিদিগের গ্রন্থে থাকা যার পর নাই অসম্ভব। বাস্তবিক গজলি বা গজনীদুর্গ "৩০০৮ যুধিষ্ঠির অব্দে" নির্ম্মিত হওয়া নিঃসন্দেহ ভুল।

"Abul Fazl mentions Joga as prince of Gasmien and Cashmeer, who was slain by Oguz Khan, the Patriarch of the Tatar tribes." (Tod's Rajasthan, Annals of Jessulmeer chapter I)

---

* "যদু-সং, পুং, দেবযানির গর্ভজাত যযাতি রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। পুং-দ্রুহ্যুং, যদুরবংশ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ"।

'ভট্টিরাজ' শব্দের দ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অধস্তন বংশধর ভট্টি বা ভট্টিকুলোদ্ভব নৃপতি'ই বুঝায়। 'যদুবংশীয় ভট্টিরাজ' অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন বংশধর ভট্টি কিম্বা ভট্টিবংশীয় রাজা' হয় না; শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্ব্বপুরুষ'ই হয়।

ইহার মর্ম্ম এই যে, 'আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—গজনি ও কাশ্মীরের রাজা জগ তাতার-দিগের গোষ্ঠীপতি ওগজ খাঁর হস্তে নিহত হন'। ভট্টিগ্রন্থের প্রতিলিপিতে বা অনুবাদে 'জগ' নাম অপবর্ত্তিত হইয়া 'গজ' লিখিত থাকা বিচিত্র নয়। 'রাজস্থানের' ইতিহাসানু-সারে অনুমান খৃঃ ৮৩৬ বা কলির ৩৯৩৮ অব্দে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের ও শ্রীকৃ-ষ্ণের স্বর্গারোহণের এবং অন্তঃকলির পঞ্চাশৎ বৎসরে,—৮৬ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাব্দে, জেগ পিতা-কর্ত্তৃক সৌরাষ্ট্ররাজ্যচ্যুত হইয়া মরুস্থলীর উত্তরপ্রান্তে গজনি বা গজনী নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়া থাকিবেন। ভট্টিগ্রন্থে কলির ৩৯০৮ অব্দ স্থলে ৩০০৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ লিখিত থাকাও অপ্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে না।

এবম্বিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ কলিযুগই যুধিষ্ঠিরাব্দ বলেন তাহা হইলে,—
গজনি বা গজনী দুর্গে রাজধানী স্থাপন ও
গজের রাজত্ব আরম্ভ ... ... সম্বৎ পূঃ ৩৮ বা খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে হয়।
পরে গজের ৬ষ্ঠ অধস্তন নৃপতি কেহুড়দ্বারা
তনোটদুর্গ নির্ম্মাণ,—ভট্টিগ্রন্থানুসারে সম্বৎ ৭৮৭ বা খৃঃ ৭৩১ অব্দে হইলে
গজসহ এই ৬ পুরুষের রাজত্ব, অনধিক ... ... ৮২৫ বর্ষ, এবং
ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যভোগ গড়ে ... ... ১৩৭—৩৮ বর্ষ হয়। ইহা
কলির মানব-পরমায়ুর উচ্চসংখ্যা ১২০ বৎসর অপেক্ষা অনেক
অধিক। ইহা কি সম্ভব এবং গ্রহণযোগ্য হইতে পারে?
আবার উক্ত গ্রন্থানুসারে কেহুড়ের ৬ষ্ঠ অধস্তন নৃপতি দুশজ তাঁহার
পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন ... সম্বৎ ১১০০ বা খৃঃ ১০৪৪ অব্দে।
অতএব কেহুড়সহ এই ৭ পুরুষের রাজত্ব ৩১৩ বর্ষ এবং গজ ও তন্নিম্নস্থ ১১ নৃপতির অর্থাৎ
১২ পুরুষের রাজত্ব ১১৩৮ বর্ষ হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের গড়ে প্রায় ৯৫ বর্ষ রাজ্য
ভোগ হয়।

১২ পুরুষের ক্রমান্বয় প্রত্যেকের ৯৫ বৎসর বা তদধিক রাজ্যভোগ কি প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়? কখনই না। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণের পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় দেখুন—

"ছয়ষট্টী বরষ রাজ্য সে অনর্থ করে।
কোন রাজা সেইরূপ করিবারে নারে" ॥ বিঃ পুঃ ৪। ৮

কলিযুগ নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরাব্দ নয়।

আবার যদি 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থোক্ত কলির সপ্তম শতাব্দীর কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দ ও যু-ধিষ্ঠিরের সমসাময়িকতা পুরাণের বিরুদ্ধে স্বীকার করা যায়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের অধস্তনবংশীয়

গজের রাজত্ব আরম্ভ কলির (অনুমান ৬০০* + ৩০০৮) ৩৬০৮অব্দ হয়। ভট্টিগ্রন্থে বা তাহার প্রতিলিপিতে অথবা অনুবাদে এই ৩৬০৮ অঙ্কের স্থলে ৩০০৮ লিখিত থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ গজের রাজত্বের উর্দ্ধ সংখ্যা ২৩৬ বৎসর অগ্রে পূর্ব্ববৎ ধরিলে ঐ যুদ্ধ কলির ৩৩৭২ বা খৃঃ ২৭০ অব্দে হইয়াছিল বলিতে হয়। এ গণনার সমীচীনতার কোন প্রমাণ নাই। অতএব কলির ৩৮৮৮ বা খৃঃ ৭৮৬ অব্দ অর্থাৎ অন্তঃকলিই যে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান-শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও পরীক্ষিতের অভিষেক—অব্দ তাহা ভট্টিগণের গ্রন্থোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণ দ্বারাও অখণ্ডনীয়রূপে সংস্থাপিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকা দেখুন, ভট্টির দশম অধস্তন-বংশীয় যশলদ্বারা ১২১২ সম্বতে বা ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে যশলমীর নির্ম্মিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুমান দ্বাদশ অধস্তন-বংশীয়-ভট্টি অন্ততঃ খৃঃ দশম শতাব্দীর পরার্দ্ধের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হওয়া সম্ভব নয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতব্দীর পরে ভিন্ন অগ্রে ভট্টিবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত—সকল একব্যক্তি দ্বারা একসময়ে সঙ্কলিত হয় নাই। সঙ্কলন কর্ত্তার ভ্রমেই হউক কিম্বা প্রতিলিপিকারের অনবধানতাতে অথবা অন্য কারণেই হউক, ভট্টিগণের গ্রন্থে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন অব্দ (যথা মালব-সম্বৎ, বিক্রম-সম্বৎ, গুপ্ত-সম্বৎ, বল্লভী-সম্বৎ, শক ইত্যাদি) অর্থে (কেবল এক স্থান ব্যতিরেকে প্রায় অপর সকল স্থানে) সম্বৎ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, বিবেচনা হয়। কোন কোন বিবরণও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, পরিত্যক্তও হইয়া থাকিবে। এবম্প্রকারে অনেক অশুদ্ধি এ গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

দৃষ্টান্ত—

শালিবাহনের দ্বাদশ-বর্ষ বয়সের পর "বিক্রম-সম্বতের দ্বিসপ্ততি বর্ষ পরে" শালিবাহনপুর স্থাপিত হয়; ভট্টিগ্রন্থে উক্ত আছে। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫৯০ সম্বতে বিক্রম-সম্বৎ আরম্ভ; অতএব ৬০ বিক্রম-সম্বতে অর্থাৎ ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে বা ৫১৫ শকাব্দে শালিবাহনের জন্ম হয়। ঐ অবধি শাল † (সাল) নামক অব্দের গণনা চলিতেছে। এই সালই যে শালিবাহনের জন্মাব্দ তাহা ঙ ও চ প্রদর্শনী এবং বঙ্গীয় পঞ্জিকা পরীক্ষা-দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইবে। এমতাবস্থায় কলির একচত্বারিংশ বা খৃঃ দশম শতাব্দীর গজ কলির সপ্তত্রিংশ বা খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর এই শালিবাহনের পিতা কখনই হইতে পারেন না। যদি যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান

---

* 'রাজতরঙ্গিনী'-মতে কলির ৬৫৩ অব্দে গোনর্দ্দের রাজত্ব আরম্ভ। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরের জন্ম কলির ৬০০ অব্দে, তাঁহার রাজসিংহাসনাধিকার ৬৬৪ অব্দে, এবং তাহার ৩৬ বৎসর পরে কলির ৭০০ অব্দে তাঁহার মহাপ্রস্থান স্থিরিতে হয়। তবে পরীক্ষিতের পিতামহ অর্জ্জুনের জন্মের প্রায় ৬০০ বর্ষ অগ্রে (কলির ১ অব্দে)-কি অর্জ্জুনের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল? এ সিদ্ধান্ত কি গ্রহণযোগ্য?

† "শাল, সাল (শল্ গমন করা, কিম্বা শাল্ প্রশংসা করা + অ (বক্র) — ক) সং, পুং, নৃপবিশেষ, শালিবাহন রাজা"। এই জন্য শালিবাহনপুরের অপর নাম 'শালপুর' এবং শালিবাহন-অব্দের নাম 'শাল' হইয়াছে।

ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণাব্দ ভট্টগ্রন্থোক্ত যুধিষ্ঠিরাব্দ ধরা যায়, তাহা হইলে কলিযুগের ৩০০৮ অব্দে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৯৪ অব্দে গজ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ঐ গজ হইতে এই শালিবাহন কি তাহার ৬৮৭ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? আবার কলির ১০২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২০০ অব্দ যুধিষ্ঠিরের জন্মাব্দ ধরিলে গজের রাজত্ব আরম্ভ খৃঃ পূঃ ১৯২ অব্দে হয়; তাঁহার ৭৮৫ বৎসর পরে কি তাঁহার পুত্র শালিবাহনের জন্ম হইয়াছিল ? ভট্টগ্রন্থের শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ব্যাখ্যানুযায়ী গণনা-দ্বারা এ শালিবাহনকে গজ—পুত্র সপ্রমাণ করা যার পর নাই অসম্ভব। ষষ্ঠ শতাব্দীর এ শালিবাহন কলির চত্বারিংশ বা খৃঃ নবম শতাব্দীর গজেরও 'ঊর্দ্ধপিতৃপুরুষ' ভিন্ন পুত্র কখনই হইতে পারেন না।

এক্ষণে আর এক কথা উপস্থিত হইতে পারে যে নবসহ গজের ৬৭ পিতৃ-পুরুষের রাজত্ব, (গজের গজনী সিংহাসনারোহণাব্দ খৃঃ ৯৯৫ বিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণাব্দ খৃঃ ৭৮৬) ২০৮ বা ২০৯ বৎসর হওয়া কি সম্ভব ? তাহা অধিকই বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু কয়েক নৃপতির নাম ও পরিচয় যে ভট্টগ্রন্থে অশুদ্ধ আছে, তাহার আভাস 'রাজস্থানের—যশলমীর-অধ্যায়ে'ই পাওয়া যায়। যথা :—

ঐ অধ্যায়ে আছে,—"সুবাহুর পুত্রের নাম রিবন্। ইনি দ্বাদশ বর্ষ রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ '১২ বৎসর রাজত্বের পর রিবনের মৃত্যু হয়'। "মালবপতি বীরসিংহের কন্যা সুভগাকে ইনি * বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁহার গর্ভে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র জন্মে। সেই পুত্র গজ নামে প্রসিদ্ধ।"

[* এ 'ইনি' কে ? ইনি রিবন্ হইলে, ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বিবাহের কথা কেন ? ভট্টগ্রন্থের কোন স্থানেও 'গজ' রিবন্‌পুত্ররূপে কিম্বা 'রিবন্' গজপিতা-ভাবে, উক্ত নাই কেন ?]

তৎপশ্চাতে লিখিত আছে,—"হঠাৎ সংবাদ আসিল, যে সমস্ত ম্লেচ্ছ ইতিপূর্ব্বে সুবাহুকে আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় চারিলক্ষ সেনাসহ তাহারা সাগরতীর হইতে পুনরায় মরুস্থলীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। খোরাসানের ফরিদ খাঁ তাঁহাদের সেনানী। সংবাদ পাইবামাত্র রাজা রিঝ ** গোপনে চর প্রেরণ করিলেন"। "ম্লেচ্ছগণ পরাজিত হইয়াও আবার নববল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সসৈন্যে হিন্দুগণের § সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধেই রিঝের প্রাণ-বিয়োগ হইল। এই সময়েই রাজকুমার গজ যাদবভানকুমারী হংসবতীকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন"।

[** এ 'রাজা রিঝ' কে ? ইহার পরিচয় ভট্টগণের ইতিহাসে ব্যক্ত নাই।]

---

§ যে সময়ে 'মুসলমান' বা 'মুসলেম' ও কাফর বা কাফের শব্দ তুরুষ্ক আরবী পারসাদি ভাষাভুক্ত হইয়াছে, তাহার পরে ভিন্ন পূর্ব্বে 'হিন্দু' শব্দ এ দেশীয় ভাষায় রচিত হয় নাই। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে এই শব্দের ব্যবহার এদেশে ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

" শালিবাহনের পঞ্চদশ পুত্র;—তন্মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইহারা যথাক্রমে বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাঙ্গদ, বাচারূপ, সুন্দর, লেখ, যশকর্ণ, নেম, মায়ুত, নিপক, গাঙ্গু ও যগু নামে অভিহিত।

দিল্লীর তোমরপতি জয়পালের কন্যার সহিত বলন্দের বিবাহ হইল। রাজকুমার বলন্দ নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী-সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে শালিবাহন গজনীউদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের আয়োজন হইল। আটক পার হইয়া তিনি জিল্লালকে * আক্রমণ করিলেন; অচিরেই যবন-নরপতি পরাস্ত হইলেন। পৈতৃক রাজধানী গজনী শালিবাহনের অধিকৃত হইল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বলন্দকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পঞ্জাবে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষ নয় মাস রাজ্যশাসনের পর রাজা শালিবাহন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "

'রাজস্থান' হইতে উপরোদ্ধৃত দুই অণুচ্ছেদ দেখুন। শালিবাহন দ্বারা গজনী-উদ্ধার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দকে তত্রত্য সিংহাসনার্পণের এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে " শালিবাহনের পঞ্চদশ পুত্র,—তন্মধ্যে ত্রয়োদশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক একটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা যথাক্রমে " অর্থাৎ 'পর্য্যায়ক্রমে বা পর পর' ইত্যাদি লিখিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে, নামের সৌসাদৃশ্য হেতু দুই নৃপতির বিবরণ এখানে অভিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। বলন্দ-পিতা যিনি গজলি বা গজনী উদ্ধার করেন, তিনি শালবাহন, শালিবাহন নন। ইতিপূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে,- শালিবাহন খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি খৃঃ দশম শতাব্দীর গজের পুত্র হইতে পারেন না; শাল পঞ্চম বা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর বলন্দেরও পিতা হইতে পারেন না। পরন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া ভট্টিগ্রন্থের এই স্থান পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে নবম শতাব্দীর জগই গজলি বা গজনী নির্ম্মাতা। গজনী ও গজনী দুই পৃথক স্থান। জগ সৌরাষ্ট্ররাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া যাদভান-কুমারীকে বিবাহ করেন এবং খোরাসানের শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া (নবের মথুরা সিংহাসনারোহণের ৫৪ বৎসর পরে) অন্তঃকলির ৫০ বা খৃঃ ৮৩৬ অব্দে গজলিদুর্গে রাজধানী স্থাপন করেন। অতএব জগের পূর্ব্ব—নব পর্য্যন্ত ও পুরুষের রাজত্ব ৫০ বৎসর হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণানুসারে এ সংখ্যা অমূলক বলা যাইতে পারে না; বরং ইহার দ্বারাও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব্দ (খৃঃ ৭৫০) এবং যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানাব্দ আদি যাহা অবধারিত হইয়াছে তাহারই সমীচীনতা প্রমাণ হইতেছে।

ভট্টগ্রন্থোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশবিবরণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র নবের উনবিংশ অধস্তন নৃপতি দুশজ '১১০০ সম্বতে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন;' তাহা হইলে দুশজের ১৮

* 'জিল্লাল' নাম দ্বারাই বুঝা যায়, ইনি হিন্দুকুলোদ্ভব ছিলেন, পরে ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

পূর্ব্ব পুরুষের রাজত্ব (খৃ: ১০৪৪ বিযুক্ত ৭৮৬) ২৫৮ বৎসর হয়। উঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যভোগ—গড়ে ১৫ বৎসরেরও * ন্যূন হয় বটে, কিন্তু ভটিগ্রন্থে 'শক' অব্দে 'সম্বৎ' লিখিত থাকিতেও পারে, তাহাতে ঐ ১৮ পুরুষের রাজত্ব (শাক ১১০০ বা খৃঃ ১১৭৮ বিযুক্ত ৭৮৬) অনুমান ৩৯২ বৎসর হয়, এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের ন্যূনাধিক ২২ বৎসর রাজ্যভোগ হইয়াছিল অবগত হওয়া যায়। এ সংখ্যা কখনই অল্প বা অপ্রামাণিক বলা যাইতে পারে না। ইতিহাসে অন্যত্রও ব্যক্ত আছে,—

"যাদবগণ কৃষ্ণের বংশজাত। ইঁহারা মনে করিতেন যে মথুরা ইঁহাদের প্রথম রাজধানী, দ্বারকা দ্বিতীয়। এই বংশীয় দৃঢ়প্রহার নামক রাজার সময়ে যাদবেরা দক্ষিণাপথে একটী সামন্তরাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা রাষ্ট্রকূট ও দ্বিতীয় চালুক্য রাজগণের অধীন ছিলেন। অধীন ভাবেই ১৮ পুরুষ অতীত হয়। উনবিংশ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃঃ অব্দে চালুক্য ও বল্লালগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার করেন এবং দেবগিরি নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন"।

ভটিগ্রন্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন; তৎপৌত্র নব। উপরোক্ত দৃঢ়প্রহার নবের ভ্রাতুষ্পুত্র যাদভানবংশীয় হইতে পারেন; ইনি শ্রীকৃষ্ণের ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ হওয়া অসম্ভব নয়; তাহা হইলে দৃঢ়প্রহারের পিতামহ কিম্বা প্রপিতামহসহ ২০ বা ২১ পুরুষ ১১৮৯ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের বা অন্তঃকলির ৪০৩ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ন্যূনাধিক ১৯-২০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, প্রকাশ পায়। দৃঢ় প্রহারের নাম রাজস্থানোক্ত শ্রীকৃষ্ণবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণে দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু ঐ বিবরণ দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ খৃষ্টাব্দের কেন বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বে হয় নাই। পুরাণানুযায়ী নন্দদিগের ১০৫০ বর্ষ পশ্চাতে কলির ৩৮৫২ বা খৃঃ ৭৫০ বা শাল ১৫৭ অব্দেই ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল; অণুমাত্র সংশয় নাই।

(গ) ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"কৃতে তু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ,—"মনুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টধর্ম্ম সত্যযুগের; গৌতমকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের; শঙ্খ ও লিখিত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বাপরের এবং পরাশর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম কলির"।

* ক্রমান্বয় ১৮ বা ২০ ভূপতির এতাদৃশ অল্প রাজ্যভোগের পৌরাণিক প্রমাণও আছে। বিষ্ণু-পুরাণের ৪র্থ অংশ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় এবং চ প্রদর্শনীর ২য় খণ্ড দেখুন। নন্দ-দিগের পরে (১০ মৌর্য্য এবং ১০ শুঙ্গ বংশীয়) ২০ মগধ নৃপতির রাজত্ব (১৩৭+১১২) ২৪৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গড়ে ১২॥ বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ হয় নাই

এ মনু-যে 'বৈবস্বত মনু' নয়, 'সর্ব্বপ্রথম বা অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক' তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। সেই ভাবে ইঁহাকে 'কলির অন্তঃসত্যের' বলা হইয়াছে। এ গোতম অন্তর্দ্বাপরের শেষেই; অবতার বুদ্ধ হইলে তাঁহার ধর্ম্ম কলির তৃতীয় অন্তর্যুগে প্রচলিত ছিল; ন্যায়শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক গোতম লক্ষিত হইলে, ইনি অন্তস্ত্রেতায় বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্লোকোক্ত ত্রেতা কলির পূর্ব্বের নয়। শঙ্খ ও লিখিত,-গোতম বা গোতমের পরবর্ত্তীই ছিলেন, শ্লোকে প্রকাশ রহিয়াছে। ব্যাসপিতা পরাশরও কলির মধ্যেরই। এ দ্বাপর 'কলিরই দ্বা-পর'। অতএব 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি' যে 'কলিরই অন্তর্যুগ'-রূপে এখানে উক্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকারযোগ্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ব্যক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রথমে ওঙ্কারই বেদ ছিল"। "ত্রেতার প্রারম্ভে ত্রয়ী বিদ্যা [ত্রিবেদ] প্রাদুর্ভূত হয়," এবং 'বেদব্যাস চতুর্ব্বেদ প্রকাশক'।

রঘুবংশকারও লিখিয়া গিয়াছেন "ওঁ শব্দ সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ" এবং মহর্ষি বশিষ্ঠদেব "অথর্ব্ববেদ প্রণেতা"। অমরকোষে যখন চতুর্থ বেদের নাম নাই, তখন শ্রীমদ্ভাগবতকার যিনিই হউন, বেদব্যাসপিতা 'পরাশর' বিক্রমাদিত্য ও অমরসিংহের পূর্ব্ব যে দেহধারণ করেন নাই তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানেও 'ত্রেতা'—কলির তৃতীয় অন্তর্যুগ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই "ত্রেতার প্রারম্ভে" মগধরাজ মহাপদ্ম, অবতার পরশুরাম, মহাপদ্মের প্রপৌত্র-বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক অশোকবর্দ্ধন, প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন;—চ প্রদর্শনী দেখুন।

বঙ্গদেশ-এক্ষণকার 'বাঙ্গালা' * [যাহা হইতে Bengal নামের উৎপত্তি]-ইতি-পূর্ব্বে গৌড় আখ্যাত ছিল।

"গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ" [শক্তিসঙ্গমতন্ত্র]।

"বঙ্গদেশো ময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ"।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ-কৃত বঙ্গীয় পঞ্জিকা দেখুন :—

'সত্য' (বা 'কৃত' অর্থ 'রচিত') যুগে "অবতারশ্চত্বারঃ:—

মৎস্যকূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহাঃ" [স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদ্য সন্ধ্যাংশ সত্যযুগ-কাল মধ্যের; ৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন।]

*"যবন রাজাদিগের আধিপত্যসময়ে বাঙ্গালা নামের প্রথম প্রচার হয়। যৎকালে সমসুদ্দীন দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক বঙ্গের রাজা হন, তৎকালে ঐ বঙ্গদেশই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তথাকার যবনাধিপেরা ক্রমে ক্রমে পরাস্ত হইলে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। সেই সময়ে ঐ দেশের নাম বাঙ্গালা হইল। অনন্তর ১৫৭৬খৃঃ সম্রাট আকবর সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া সুবাবিভাগকালে ঐ দেশের বাঙ্গালা নামই প্রচলিত রাখেন। আইন আকবরি বলেন পূর্ব্বকালের রাজারা নিম্নদেশের অনেক স্থানে দশ হস্ত ঊর্দ্ধ, বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটী বাঁধ বা আল্ দিয়াছিলেন, একারণ বঙ্গ আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল এবং ঐ বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা নাম হইয়াছে"।

"ষটচক্রবর্ত্তিনোগতাঃ"।

("বলিবেণমান্ধাতৃপুরোরবোধুন্ধুমার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাঃ")

(১) 'বলি',—সর্ব্বপ্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ৪র্থ অবতার নৃসিংহদ্বারা বিনষ্ট দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র প্রহ্লাদের পৌত্র। (বিঃ পুঃ ২। ২। ২১)

(২) 'বেণ,'—চাক্ষুষ (৬ষ্ঠ) মনুর প্রপৌত্র।

(৩) 'পুরুরবা,'—"ক্ষীরোদার্ণব সম্ভব" বা "সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত" চন্দ্রের পৌত্র-বুধের পুত্র।

[এই রাজচক্রবর্ত্তিত্রয় যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের তাহা পুরাণেই প্রকাশ আছে]

(৪) 'মান্ধাতা,'—বিষ্ণুপুরাণানুসারে ইনি অন্তর্দ্বাপরের শেষের ধ্রুবসন্ধির ভ্রাতা প্রসেনজিতের দ্বিতীয় অধস্তন বংশিক।

(৫) 'ধুন্ধুমার,'—পুরাণানুসারে ইনি উক্ত প্রসেনজিতের ৭ম ঊর্দ্ধ পিতৃপুরুষ।

[উক্ত ৪র্থ ৫ম রাজচক্রবর্ত্তী অন্তর্দ্বাপরের,—বা পুরাণোক্ত ত্রেতার—অর্থাৎ কলির ১৭২৯ হইতে ২৫৯২ অব্দ মধ্যের।]

(৬) 'কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন,'—সম্ভবতঃ ইনি অন্তস্ত্রেতার আদ্য-সন্ধ্যাংশের অবতার পরশুরামের সমকালিক।

'ত্রেতাযুগে' "অবতারাস্ত্রয়"

("বামন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রাঃ")

(১) 'বামন,'—মহাভারত পুরাণানুসারে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রহ্লাদপৌত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যগণকে ইনি বিনাশ করেন।

(২) 'পরশুরাম,'—অন্তস্ত্রেতার আদ্যসন্ধ্যাংশ (কলির ২৫৯৩ হইতে ২৮৯৩ অব্দ) মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল; ১২শ পরিচ্ছেদ দেখুন।

(৩) 'শ্রীরামচন্দ্র,'—অন্তস্ত্রেতার শেষ সন্ধ্যাংশ (কলির ৩৫৮৮ হইতে ৩৮৮৮ অব্দ) মধ্যেই বিদ্যমান ছিলেন।

"সূর্য্যবংশীয় রাজানঃ"

'ব্রহ্ম'—{ "(ব্রহ্মন্, বৃন্হ্ [মনুষ্যজাতি] বৃদ্ধি পাওয়া বা করা + মন্—ক সং, পুং, ব্রহ্মা; বিধাতা; পরমেশ্বর; ব্রহ্মতেজঃ"। এই ব্রহ্মতেজপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম তেজস্বী নৃপতিকুলের পিতা এবং ব্যোমরূপী বিশ্বপতি পরম পুরুষকে-রূপকভাবে সূর্য্যবংশীয় আদিরাজা এখানে বলা হইয়াছে। এ ত্রেতা যে ঐতিহাসিক ত্রেতা নয়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদ্যসন্ধ্যাংশের পর সৃষ্টিকালিক ত্রেতা, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। }

'মরীচি,'—{ "(মৃ [অন্ধকার] এথানে নাশ করা + ঈচি—পা) সং, পুং,—স্ত্রীং, কিরণ, রশ্মি। পুং, ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্ত্তা মুনিবিশেষ"। 'অন্ধকার' ব্যোমের

'প্রকৃতি'-স্বরূপ, ইত্যর্থে বৃহ্মার মানসপুত্ররূপী সহযোগী সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বপতিভাবে সূর্য্যবংশীয় রাজা। }

'কশ্যপ.'—{ "(কশ্য মদ্য-প পা পান করা+অ (ড)—ক]। ইনি কশ্য অর্থাৎ মদ্য পান করিতেন বলিয়া ইঁহার কশ্যপ নাম হইল) ইনি মরীচির পুত্র, বৃহ্মার পৌত্র ও দেব দৈত্য প্রভৃতির পিতা"। 'অন্ধকার-ব্যোম' হইতে 'মরুৎ,' মরুৎ হইতে 'তেজ,' তেজ হইতে 'জল,' জল হইতে 'ক্ষিতি'; এই রূপে 'পঞ্চভূত' দ্বারা ভূলোক আদি সমস্ত বৃহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে। এখন দেখুন,—

ব্যোমরূপী অর্থাৎ নিরাকার বৃহ্ম—পরমপুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা—বিশ্বপতি।

অন্ধকার বা প্রকৃতি-রূপী মরীচি—'সহযোগী সৃষ্টিকর্ত্তা'-ভাবে বিশ্বপতির মানসপুত্র।

মরুৎ স্থানীয় কশ্যপ হইতে উৎপন্ন তেজরূপী সূর্য্য-যাঁহা হইতে সূর্য্যবংশ।

অর্ণ অর্থে 'জল' অর্ণব-জলধি বা "সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত" চন্দ্র হইতে চন্দ্রবংশ।

অদিতি (অর্থ 'পৃথিবী') ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের মাতা। ইলা (অর্থ 'ভূমি বা পৃথিবী') হইতে চন্দ্রবংশ উদ্ভব। }

[এ সকল বিবরণে 'সৃষ্টিপ্রকরণ'ই না রূপকভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে? পুরাণানুসারে এ বৈবস্বত মন্বন্তরের সর্ব্বপ্রথম 'ত্রেতার' কথা।]

সাবর্ণিকমনু,—{ অমরকোষে 'মনু' বা 'স্বায়ম্ভুব' 'বৈবস্বত' কিম্বা 'সাবর্ণি' শব্দ নাই। পুরাণানুসারে চলিত (৭ম) বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ হইলে, অর্থাৎ (১৮৭৯১৪৯৯০) আঠার কোটি উনাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার-নয় শত-নব্বই বৎসর পরে,-(৮ম) সাবর্ণিক মনুর অধিকার পড়িবে। সেই আগামী মন্বন্তরের প্রথম ত্রেতায় ইঁহার আবির্ভাব হইবে; এই পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী। }

[পঞ্জিকাকার পণ্ডিত মহোদয়েরা এথানে ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরের যুগ বা অন্তর্যুগের কথা একভাবে একস্থানে লিখিয়াছেন, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।]

ধুন্ধু, সুষেণ, হরিদাস, যৌবনাশ্ব, মুচুকুন্দ, শতবাহু, বেণু, পৃথু, ইক্ষ্বাকু, দ্যোতকর, কংসর্প, শ্রুতধর, ককুৎস্থ, শতগ্রীব, দণ্ড, হরিষ, বিজয়, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাশ্ব, মৃত্যুঞ্জয়, (কলির অষ্টাবিংশ শতাব্দীর) মহাপদ্ম, * ত্রিশঙ্কু, উচ্চাঙ্গদ, মরুৎ,

---

* "তস্য চ মহাপদ্মস্থানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়োভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি॥" [বিঃ পুঃ ৪।২৪।৬] প্রকৃতিবাদ অভিধানানুসারে,- 'মহাপদ্ম'—"নৃপবিশেষ" 'নন্দ'-"চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ; [কৌটিল্য বা] চাণক্য এই নন্দ বংশের উচ্ছেদ করেন। পুরাণানুযায়ী গণনায় 'ত্রেতার আদ্যাংশের অবতার পরশুরাম' ও 'মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দ' খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু মহাপদ্ম নন্দের প্রায় এক (দ্বা-পর) অন্তর্যুগ-কাল পশ্চাতে যে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের অভিষেক ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণ ও বঙ্গীয় পঞ্জিকা সকলে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে।

অনরণ্য, বিকর্ণসিংহ, সগর, অংশুমান্‌, অসমঞ্জা, ভগীরথ, অম্বরীষ, মণি, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, (কলির সপ্তবিংশ শতাব্দীর প্রসেনজিতের অন্যূন দ্বিচত্বারিংশ অধস্তন বংশিক) শ্রীরামলবকুশাদয়ঃ"।

[চ প্রদর্শনী দেখুন, রামায়ণ পুরাণাদিতে এ সকল নাম কলির দ্বিতীয় অন্তর্যুগ ('ত্রেতা'–স্থানীয়) অন্তর্দ্বাপরে, এবং অন্তস্ত্রেতা বা দ্বা-পরে,—অর্থাৎ ১৭২৮ হইতে ৩৮৮৮ কলের্গতাব্দ মধ্যে পাওয়া যায়; অতএব এ 'ত্রেতা' কলিরই ২য় ও ৩য় অন্তর্যুগ-(৮৬৪+১২৯৬) ২১৬০ বৎসর। মহাপদ্ম নন্দের নামও এখানে ত্রেতার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অনেক অগ্রে উক্ত আছে।]

'দ্বাপরযুগ'—"রাজানঃ"—

"শাম্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, ন্রুক্রবাহন, (খৃঃ ৪র্থ বা কলির পঞ্চত্রিংশ শতাব্দীর সগররাজার অনিরুদ্ধ প্রপিতামহ) রুক্মাঙ্গদ, দুর্য্যোধন, (রাজতরঙ্গিনীমত কলির ৭ম শতাব্দীর) যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জন্মেজয়, বিষকসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন, কংসাঃ"।

[এ 'দ্বাপর' যে পূর্ব্বব্যাখ্যাত পুরাণোক্ত—'ত্রেতার' শেষাংশ, বা পশ্চাদ্ভাগ মাত্র, এবং ঐ ত্রেতাবৎ পুরাণোক্ত দ্বাপরও যে কলিরই 'দ্বাপরদ্বয়' ('অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর'), তাহা পঞ্জিকায় স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। সেই হেতু ("তত্রাবতারৌ শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধৌ"), অন্তর্দ্বাপরের 'অবতার বুদ্ধ' এবং দ্বা-পরের শ্রীকৃষ্ণ ঐ দ্বাপরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পঞ্জিকাকার পণ্ডিত মহোদয়েরা লিখিয়াছেন; পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী-ভাবে 'বুদ্ধের নাম' শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে উল্লেখও দূষণীয় নয়। মহাপদ্ম নন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বহুকাল অগ্রে গত হইয়াছেন, তাহাও পঞ্জিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্জিকার ব্যাখ্যায় পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক 'দ্বাপর' ও 'ত্রেতা' এরূপ হয়। কেন? ইব্রীয় ভাষায় (Adam) আদম (যাহা হইতে হিন্দী 'আদমী') অর্থে "মানব, পৃথিবী, লাল মৃত্তিকা;" 'Eve' অর্থে "জীবন বা পরমায়ু"। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকানুসারে (৯ম পরিচ্ছেদ দেখুন), 'ভূ ও মানব-সৃষ্টি' ৯০১ বর্ষ কলির পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৪০০৪)—৬ দিবসে হইয়াছে। পুরাণ মতে ৬ মন্বন্তর অতীত, ৭ম মন্বন্তর চলিতেছে। রাত্রির উষান্তে সূর্য্যোদয়ে যেমন দিবসারম্ভ,-

তদ্রূপ মন্বন্তরের আন্তসন্ধ্যাংশ কাল পরে 'সৃষ্টি' *। কলিযুগের ঐ আন্তসন্ধ্যাংশ ১ম অন্তর্যুগ ধরিলে, 'অন্তঃসত্য' ২য় হয়; 'অন্ত-র্দ্বাপর' (যন্মধ্যে অবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব) ও 'দ্বা-পর বা অন্তস্ত্রেতা' (যাহার শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান) 'ত্রি-কুণ্ড' অর্থে '৩য় বা ত্রেতা'† অভিধেয় হইয়াছে; রামচন্দ্রের লীলাসম্বরণের পর শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত এই তৃতীয় অন্তর্যুগের অবশিষ্ট ভাগ 'দ্বাপর' নামেই পুরাণে উক্ত হইয়াছে। মহাপদ্মের ত্রিশতাধিক বর্ষ অগ্রে বুদ্ধ এবং একাদশশতাধিক বর্ষ পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ,—ইঁহারা যখন একই, 'দ্বাপরের,' তখন 'এ দ্বাপর কলির মধ্যের নয়,'— বলিতে পারেন কি? কখনই না।]

" কলৌ রাজান:—

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির:, হরিশ্চন্দ্র, মণিশ্চন্দ্র, তেজশেখর, (কলির সপ্তত্রিংশ শতাব্দীর) বিক্রমাদিত্য, বিক্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেপাল, ভূপাল, মহীপাল এতে রাজচক্রবর্ত্তিন:।"

---

* একণকার প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মহোদয়েরা যে বলেন, 'সম্প্রসারণে' (by Evolution) 'সৃষ্টি', এবং সঙ্কোচনে (by involution) 'সৃষ্টি লয়' হয়। পুরাণোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ— ('অন্ধকার ব্যোম' বা "ঘোর শূন্য" হইতে মরুৎ তেজ-আদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি) সে মতের বিরুদ্ধ নয়। অঙ্ক গণনায়-'শূন্য ০' অঙ্কের অনস্তিত্ববোধক; কিন্তু 'দশমিক শূন্য' ('০০০০০০) যতই হউক, তৎপশ্চাতে '১' সংযোগে (যথা দশমিক ০০০০০০০০০০০০০১)-যেমন অঙ্কের অস্তিত্ব আরম্ভ হয়, এবং উক্ত অঙ্কের 'দশমিক' শূন্যগুলি ক্রমশঃ কমাইয়া একেবারে লোপ করতঃ, '১' পরে শূন্য যত যোগ করা হয়, ততই অঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে (পৌনঃপুনিক দশমিক-যাহা ০ শূন্যে আরম্ভ ও শূন্যে শেষ,-তৎসদৃশ) অন্তিম-সীমায় যাইলে পুনরায় ক্রমে শূন্য সকল- ১' পর্য্যন্ত-নিঃশেষে কমাইলে-যেমন অংকের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া কেবল শূন্য মাত্র থাকে; তদ্রূপ 'শূন্য বা ব্যোম' হইতে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা 'সম্প্রসারণে' মরুৎ তেজ আদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পালিত হওতঃ মন্বন্তরশেষে 'সংকোচনে,'—

("ব্রহ্মাণ্ডসঙ্কণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্। সাকারশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি" ॥)

দেহবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে মহাপ্রলয়কালে একেবারে লয় হইয়া, 'শূন্যে বা ব্যোমে' পরিণত হয়। এই অনন্ত অব্যক্ত শূন্যে কেবল সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই নিত্য রহিয়াছেন।

† এখানে দেখা যাইল, মন্বন্তর-সদৃশ,-কলির আন্ত সন্ধ্যাংশ- ১ম যুগ; ভূ মানব আদি সৃষ্টির পর— যখন মানব পাপ-দ্বারা আক্রান্ত হন নাই, তখন (২য়) সত্যযুগ; অক্ষর বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্ম আদি সমুদ্ভূত হইবার সময় (৩য়) 'ত্রেতাযুগ' আরম্ভ। সেই মর্ম্মে শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—"প্রথমে ওঁকারই বেদ ছিল" ও "ত্রেতার প্রারম্ভে ত্রয়ী বিদ্যা [ত্রিবেদ] প্রাদুর্ভূত হয়"।

[যুধিষ্ঠির ও তাঁহার প্রপৌত্র জন্মেজয়ের নাম 'দ্বাপর' মধ্যে আছে।
এখানে পুনরায় যুধিষ্ঠির এবং তৎপূর্ব্বের বিক্রমাদিত্যেরও নাম
রহিয়াছে। দেপাল ভূপাল বল্লাল প্রভৃতির নাম পুরাণে নাই;
ইঁহারা পুরাণপ্রকাশের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।]

এই সকল রাজচক্রবর্ত্তিদিগের নামের পর্য্যালোচনা করিলে, ধীমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতীতি হইবে যে,–'সূর্য্য' ও 'চন্দ্র'বংশে প্রভেদ নাই; 'কলির অন্তর্দ্বাপর ও দ্বা-পর'ই পুরাণোক্ত 'দ্বাপর'; 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরীক্ষিতের জন্মও' মহাপদ্ম নন্দের পশ্চাতে ভিন্ন, অগ্রে নিশ্চিতই হয় নাই।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের পুরাণোক্ত জন্মবিবরণ এই,—

'চন্দ্র মঙ্গল বুধ শনি ইঁহারা উচ্চস্থানস্থ হইলে বৃষ লগ্নে বৃহস্পতি একাদশস্থ, রবি সিংহ শুক্র তুলারাশি গত হইলে, রোহিণীনক্ষত্রে বুধবারে অষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রিতে পূর্ণব্রহ্মাবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।'

শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম-পত্রিকা 'জ্যোতিষরত্নাকর' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
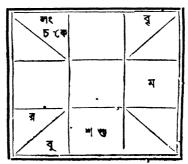
উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনো রাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্রক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥

জন্মকালে তিনগ্রহ তুঙ্গী এবং চারিটীগ্রহ নক্ষত্রগত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণব্রহ্মরূপে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

উক্ত জ্যোতিষ-গ্রন্থের ৪৩৯তম পৃষ্ঠা দেখুন,

"জন্ম পত্রিকা লিখিবার আরম্ভে 'মঙ্গলাচরণ' লিখিতে হয়; তাহার পর শুভমস্তু 'শক

নরপতেরতীত বৎসরাদয়ঃ'—এই রূপে জন্ম-শক, মাস, তারিখ, দণ্ড পলাদি, দিবা বা রাত্রি-কালে জন্ম হইলে দিবা বা নিশার্দ্ধ পরিমাণ, যাম, যামার্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও দণ্ড লিখিয়া তাহার পরে রাশিচক্র একটী লিখিয়া পঞ্জিকা দৃষ্টে জাতকের রাশিচক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিতে হয়।"

বলা বাহুল্য জন্মপত্রিকোপযোগী লগ্ন, গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগ ইত্যাদি সৌর-চান্দ্র-বর্ষীয় 'শকের' অর্থাৎ ১৩৫ সম্বতের পূর্ব্বে অবধারিত হওয়া নিশ্চিত অসম্ভব। ভীষ্ম-দেবের শরশয্যা ও স্বর্গারোহণসম্বন্ধীয় পুরাণ-বিবরণের দ্বারাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিঃসন্দেহ নন্দদিগের পূর্ব্বে হয় নাই; অয়নাংশ- সঙ্কেত* নিরূপণের-অর্থাৎ ৪২১ শকের পরেই হইয়াছিল। অতএব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ নিশ্চয় খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের পশ্চাতে,—পুরাণানুযায়ী কলির দ্বা-পরের শেষে ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই হইয়াছিল।

স্থানেশ্বর বা থানেশ্বরের নিকটস্থ প্রান্তর 'কুরুক্ষেত্র' নামে খ্যাত। ইতিহাস অনুসারে 'কুরুক্ষেত্র' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। কুরু (যাঁহা হইতে কুরু-ক্ষেত্র), এবং এ কুরুক্ষেত্রে যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ভারতের কোন প্রদেশের পুরাবৃত্ত কিম্বা শিলালিপিতে বা ভট্টগ্রন্থে নাই; কেবল পুরাণে ও মহাভারতে আছে; কিন্তু ধন্বন্তরির ও কুরুর পুরাণপরিচয় যখন একই, তখন ধন্বন্তরির বিক্রমাদিত্যের বা কুরুর সমসাময়িকতা পুরাণে স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে। আবার যখন কুরুর ১০ পুরুষকাল পরে পাণ্ডবেরা বিদ্যমান ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য বা কুরু যে কোরুরের যুদ্ধে হুনজাতীয় অসুরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের যখন ১০ পুরুষকাল পরে বিক্রমাদিত্যাধিকৃত কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন বিক্রমাদিত্যই 'কুরু' নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্তঃকলির পূর্ব্বে অন্তদ্বা-পরের শেষ সন্ধ্যাংশমধ্যে ৩৮৫২ কল্যের্গতাব্দে বা ৬৭২ শকে বা ৭৫০ খৃঃ অব্দেই হইয়াছিল; খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিশ্চিতই হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে 'বুদ্ধের ও নন্দের পরেই হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই' তাহার এতাদৃশ ভূরি ভূরি অব্যর্থ প্রমাণ সত্ত্বেও ধীমান ব্যক্তি মহোদয়-দিগের মধ্যে যদি কেহ স্বীকার না করেন, তবে তিনি-এ বুদ্ধের-পরিচিত একটী বালকের ন্যায় 'হি'–ই 'হি' আর ছাড়িবেন না, 'এচ্'–ই 'হি' (h-e he) আর বলিবেন না। তাঁহার অন্ধ সংস্কার দুর করা দুঃসাধ্য। অনর্থক প্রবন্ধ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

---

* খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত অমরকোষ অভিধানে 'অয়নাংশ' শব্দ এবং 'দণ্ডের ষষ্টিতম ভাগ-বাচক — পল'ও নাই। ৪২১ শকের বা ৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে যে অয়নাংশকালের সঙ্কেত অবধারিত হইয়াছিল, তার কোন প্রমাণ পুরাণে বা জ্যোতিষগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

অন্যান্য প্রকার 'পতাকীচক্র' দ্বারা জন্ম-অব্দ নির্ণয় করা কঠিন নয়। উৎকল দেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত কেবল পতাকীচক্র দেখিয়াই বিনা অঙ্কপাতে মনে মনে অল্পক্ষণ মাত্র গণনা করিয়া এ বৃদ্ধের পুত্রদিগের জন্মাব্দ,-যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, জন্মপত্রিকার সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছিল, অন্যথা হয় নাই। সেই সহজ সঙ্কেত কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে নাই; উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ মহোদয় নিজেই উহার উদ্ভাবনকর্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অব্দ জন্মতিথি-নক্ষত্র-মাস-বার আদি এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্দ পর্য্যন্ত যখন পুরাণে পাওয়া যাইতেছে তখন কোন্ নরশ্রেষ্ঠ পূর্ণব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ নামে পুরাণে অভিহিত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর নয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ৭৫০ খৃঃ অব্দের মহাযুদ্ধের উল্লেখ কি ইতিহাসে নাই? না থাকিবে কেন? শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন।

"পারস্য অধিকার হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উপর মুসলমানদিগের লোভদৃষ্টি পতিত হইল। খলিফা ওয়ালিদ আপন সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। কাসিম অচিরকাল মধ্যে বেলুচিস্থানের ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোরনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর সিন্ধুরাজবংশ ধ্বংস করতঃ আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করিলেন (খৃঃ৭১৫)। এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান—জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

কিন্তু শক ও হূনগণের ন্যায়, মুসলমানগণও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে পারিল না। সিন্ধুদেশীয় সৌবীররাজপুতগণ মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন (খৃঃ ৭৫০)। এই যুদ্ধে চিতোররাজবংশের স্থাপয়িতা বাপ্পারাওল অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত দুই যুদ্ধের মধ্যে প্রথমটীতে সৌবীররাজবংশ বিধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে দ্বিতীয়টীতে সৌবীররাজপুতগণ যদিও সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাচ যোদ্ধাদিগের ও যুদ্ধক্ষেত্রের নাম ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। ইহার কারণ কি? ভারতের এই দুই যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে নন্দদিগের ১০১৫ বৎসর অন্তরে,—অর্থাৎ ৭১৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে 'হিন্দুরা' (ভারতবাসিরা) জয়ী হয়েন নাই; অতএব তাহা-'কুরুক্ষেত্র'-যুদ্ধ নয়। তাহার ৩৫ বৎসর পরে (বায়ু ও মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী নন্দদিগের ১০৫০ বৎসর অন্তরে) ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারতবাসী 'হিন্দুরা' * অলৌকিক জয়লাভ করিয়াছিলেন। এ পরিচ্ছেদে অখণ্ডনীয়

---

* ৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইস্লামধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ করে নাই। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে অনেক ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী—অথবা ইস্লামধর্ম্মানুরাগী সিন্ধুপ্রদেশবাসিরা হিন্দুগণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিবেন, বিবেচনা হয়।

প্রমাণদ্বারা সংস্থাপিত হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃঃ ৭৫০ অব্দে হইয়াছিল; অতএব ঐ যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সন্দেহ নাই। ইহার বিবরণ পুরাণে ও মহাভারতে আছে, ইতিহাসে ন[illegible] এ যুদ্ধের জয়ীপক্ষ-সেনাপতি ভিন্ন অপর কেহই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন ন[illegible] মরুস্থলীর যাদবনৃপতিগণ ও মুলতানের ভট্টিরাজগণ ইঁহারই বংশজাত। ভট্টিগ্রন্থ ও পুরাণ অনুসারে ইনি শততম বর্ষ বয়সে লীলাসম্বরণ করেন। ইঁহারই স্বর্গারোহণে ([illegible] খৃষ্টাব্দে) অন্ততঃ কলি আরম্ভ। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্মযুদ্ধের জয়ী সেনাপতিরই পৌরাণিক নাম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃত তাঁহার-সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়দিগের সম্পূর্ণ প্রতীতি হইবে, ভরসা হয়।

[*** এ বৃদ্ধের আর সামর্থ্য নাই পুস্তকের শেষ ভাগ (অনুমান ৭০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইল না, রহিয়া গেল।]